ওঁ নমো গণেশায়।

ভূমিকা।

আৰ্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ বা সাধকোপহারের উপক্রমণিকা বা প্রথমখণ্ডের প্রথমসংখ্যা অনাথনাথের চরণকৃপায় প্রকাশিত হইল। উপক্রমণিকা যে এরূপপৃথুকলেবর হইবে, পূর্ব্বে তাহা চিন্তা করি নাই। যৎকালে ইহাকে যন্ত্রস্থ করা হয়, তৎকালে ইহার অত্যল্পাংশই লিখিত হইয়াছিল, মনে করিয়াছিলাম, অল্পের মধ্যেই ইহা সমাপ্ত হইবে, কিন্তু তাহা হইল না। অন্তর্যামির প্রযত্নপ্রেরিত হইয়া, বর্দ্ধিত হইতে হইতে পরিশেষে ইহা এই অবস্থাতে উপনীত হইয়াছে।

আৰ্য্যশাস্ত্র স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ, যাহা স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ, যাহার প্রকাশে কৃৎস্ন-বিদ্যা প্রকাশমানা, জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, অন্যে তাহার প্রকাশক হইবে কিরূপে? কৃপাকর কি কখন প্রভাকরের প্রকাশক হইতে পারে? ছায়া কি কখন ছায়া-নাথের অবভাসক হইবার যোগ্য?

ক্রিয়াদ্বারাই কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, কোনরূপ ক্রিয়া নিষ্পাদন করেন, তা'ই কর্ত্তা কর্ত্তৃনামে লোকে অভিহিত হইয়া থাকেন, নিষ্ক্রিয়কে কেহ কখন জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে পারেন না। উপলব্ধিমাত্রেই ক্রিয়াত্মিকা এবং ক্রিয়ামাত্রেই প্রকাশ্য-প্রকাশকের সম্বন্ধাত্মিকা। জড় বা প্রকাশ্য আছে, এইনিমিত্ত চৈতন্য বা প্রকাশকের অস্তিত্ব প্রমাণের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। জড় বা প্রকাশ্য, চৈতন্য বা প্রকাশকদ্বারা প্রকাশিত হইয়া, চৈতন্য বা প্রকাশকের প্রকাশকত্ব প্রতিপন্ন করে। ভিক্ষুক আছে, তা'ই দাতার 'দাতা', এই নামের অস্তিত্ব আছে, ভিক্ষুকই দাতার দাতৃভাবের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে। তমিস্রা আছে, তা'ইত দিনমণির তমি-স্রহা নাম হইয়াছে। জড় বা প্রকাশ্য যে ন্যায়ে চৈতন্য বা প্রকাশকের একপক্ষে প্রকাশক, আৰ্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ সেই ন্যায়ে আৰ্য্যশাস্ত্রের প্রদীপ—আৰ্য্যশাস্ত্রের প্রকাশক।

যাহা গতিশীল, তাহা ভাবাভাবময়, তাহা প্রকাশাপ্রকাশাত্মক। সংসার বা জগৎ গতিশীল—সততচঞ্চল, এইজন্য ইহা ভাবাভাবময়, এইনিমিত্ত এখানে জন্ম-মৃত্যু আছে, দিবস-রজনী আছে, আরোহ-অবরোহ আছে, Perihelion-Aphelion আছে, জ্যোৎস্নী-তমিস্রা আছে। এখানে নিবৃত্তিকে পশ্চাৎ রাখিয়া, উৎপত্তি বা জন্ম আপনাকে প্রকাশ করে, এদেশে মরিবার জন্য জন্ম হইয়া থাকে, বিয়োগ-যাতনা ভোগকরিবার জন্য সংযোগ হইয়া থাকে, পরিবর্ত্তনশীলসংসারে পতিবর্ত্মগা-প্রমদার ন্যায় যামিনী দিবসের নিত্যসঙ্গিনী, তমিস্রাকে পশ্চাৎ রাখিয়া এরাজ্যে জ্যোৎস্নী আবির্ভূতা হয়। জগৎ সুরাসুরের সংগ্রামস্থল, এস্থলে একবার সুরের

জয় ও অসুরের পরাজয়, অন্তবার অসুরের জয় ও সুরের পরাজয় হইয়া থাকে, সুরাসুরের জয়-পরাজয়-চক্র এখানে নিয়মিতরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আর্য্যধর্ম্ম-জগতের জগচ্চক্ষুঃ এই নৈসর্গিকনিয়মে এখন অস্তমিত হইয়াছেন, আর্য্যধর্ম্মজগতের এখন ঘোরতামসীরজনী। যাঁহাদের লক্ষ্য স্থির হইয়াছে, সরল ও বক্র, এই দ্বিবিধগতির প্রভেদ যাঁহারা বুঝিয়াছেন, দুঃখসঙ্কুলবিদেশ ত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাঁহারা যাত্রা করিয়াছেন, এ তামসীরজনীতে কান্তারপতিত স্বদেশাভিমুখীনগতি তাদৃশপথিকের প্রদীপ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নাই।

হিন্দুধর্ম্মজগতের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা এবং ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের শাস্ত্রোক্ত-লক্ষণ স্মরণ করিলে, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন, হিন্দুধর্ম্মজগতের বস্তুতঃই এখন তামসীরজনী, তামসীরজনীতে অপ্রমত্ত চলিষ্ণু-পথিকের নিশ্চয়ই প্রদীপের আবশ্যক। এই ক্ষীণশিখ "আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ"-দ্বারা কি তদুদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? পাঠক আমাকে এইরূপপ্রশ্ন করিতে পারেন। এইরূপপ্রশ্নের উত্তরে আমার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা বলিতেছি।

তামসীরজনীতে দস্যুকণ্টকাদি-উপদ্রবযুক্ত অপরিচিতদুর্গমপথিপতিত, নির্ব্বাণ-প্রদীপপথিক, প্রদীপের জন্য নিদ্রিতজনপদবাসিদিগকে প্রাণভয়ে প্রবোধিত করিতে যেমন কুণ্ঠিত হয় না, আমিও, সেইরূপ এই ঘোরতমিস্রাতে সংসারকান্তার-নিপতিত হইয়া, আলোকিতগৃহসংসারজনপদবাসিদিগকে প্রদীপের নিমিত্ত 'প্রদীপ প্রদীপ', নাম লইয়া, জাগাইবার চেষ্টাকরিতেছিমাত্র। যদি কোন মহাত্মার গৃহে প্রদীপ থাকে, আমি কৃতকৃত্য হইব, আমার জীবন রক্ষিত হইবে, নিরাপদে আমি স্বদেশে উপনীত হইতে পারিব।

আর এককথা। আমাকে এইরূপ অনধিকারচর্চ্চা করিতে দেখিয়া, যদি কোন প্রসুপ্তশাস্ত্রজ্ঞকেশরী জাগিয়া উঠেন, আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া, নিশ্চয়ই তাঁহার পরদুঃখকাতর-সহজকোমলহৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইবে, আমরা তাহা হইলে জীবন পাইব, এই আশায় এইরূপ অনধিকারচর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের মনে আছে, বিষ্ণুপুরে একজন প্রসিদ্ধসঙ্গীতকোবিদ ছিলেন, তাঁহার এতাদৃশসঙ্গীতনিপুণতা ছিল যে, ঘোরবিষয়াসক্তপুরুষবৃন্দকেও তিনি সঙ্গীত-দ্বারা ভুলাইয়া রাখিতে পারিতেন, পুত্রশোকবিধুরা মাতা, তাঁহার সঙ্গীতশ্রবণে পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়া আনন্দে বিভোর হইতেন, অধিক কি, অর্থপ্রাণধনিরাও তাঁহার সুমধুরসঙ্গীতের মোহিনীশক্তিতে বিমুগ্ধহইয়া, অর্থদান না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। গায়কটীর এইসকলগুণসত্ত্বেও একটী প্রধানদোষবশতঃ সার্ব্ব-ভৌমরূপে তিনি প্রিয়হইতে পারেন নাই। নিজ ইচ্ছা না হইলে, রাজা হউন, দীন-দরিদ্র হউন, প্রিয় হউন, অপ্রিয় হউন, কাহারও অনুরোধে তিনি কখন গান করিতেন না। তাঁহার ইচ্ছাও আবার সহজে হইত না। লোকে, বহুচেষ্টা করিয়া,

পরিশেষে তাঁহাকে গানকরাইবার একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। উপায়টী এই,—এক ব্যক্তি, একটী তানপুরা লইয়া, বেস্থরাবাঁধিয়া, তাঁহার সমীপে গান করিতে আরম্ভকরিলে, তিনি ক্ষণকালপরেই সঙ্গীতকারির হস্তহইতে তানপুরাটী কাড়িয়া লইয়া, বিরক্তভাবে, তাহার স্বর ঠিককরিয়া, গান করিতে আরম্ভকরিতেন। আমার বিশ্বাস, আমার এই বেস্থরা, এই তাললয়হীন-চীৎকার শুনিলে, প্রকৃত-সঙ্গীতজ্ঞ নিস্তব্ধহইয়া থাকিতে পারিবেন না, তাঁহাকে, স্থরবাঁধিয়া, তখন গান করিতেই হইবে। তা'ই বেস্থরা হইলেও, আমার গান তাললয়বিহীন হইলেও ইহাদ্বারা মহৎপ্রয়োজন সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে।

আমার বিদ্যা নাই, অর্থ নাই, স্থতরাং লোকবলও না থাকিবারই কথা। বিনয়প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত এসকলকথা বলিতেছি না, বস্তুত'ই নিজবিশ্বাস, আমি অতিমূর্খ *, কিন্তু বিনীতভাবে পাঠকদিগকে বলিতেছি, আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপের উপক্রমণিকা যে ভাবে লিখিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অবগতহইলে, ঘোরনাস্তিকের নীরসহৃদয়ও ভগবদ্ভক্তিরসে সরস না হইয়া থাকিতে পারিবে না। ভগবান্ আছেন, কি না, তর্কদ্বারা তাহা বুঝিতে বা বুঝাইতে হয় না। বিপদে পড়িয়া, 'অনাথনাথ!' ব'লে, কাতরপ্রাণে ডাকিলে, যিনি আর স্থিরথাকিতে পারেন না, মাদৃশ বিশ্বাসবিহীন, পাপমলীমস, বিপন্নব্যক্তিও, "দীনবন্ধো! তুমিভিন্ন এ দীনের

---

* শ্রাদ্ধবিবাহাদিকর্ম্মোপলক্ষে নিমন্ত্রিতব্যক্তিগণকে যথাশক্তি ভোজন করাইবার পর দেখিতে পাই, কৃতী, বিনয়প্রদর্শনার্থ গললগ্নীকৃতবাস হইয়া, করপুটে নিমন্ত্রিতব্যক্তিদিগকে সম্বোধনপুরঃসর বলিয়া থাকেন, 'মহাশয়দিগের উদর পূর্ণ হয় নাই, কেবল কষ্ট দেওয়া হইল।' কৃতির এতাদৃশ-বিনয়প্রদর্শনব্যাপার প্রায়ই যে অসরলভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, নিমন্ত্রিতব্যক্তিগণের মুখ-হইতে, 'মহাশয়ের বাটীতে ভোজনকরিয়া যেপ্রকার তৃপ্ত হইয়াছি, বহুদিন হইল, ভোজন করিয়া এমনতৃপ্তি হয় নাই', ইত্যাদি প্রশংসাবাদশ্রবণের জন্য যে কর্ম্মকর্ত্তা সচরাচর ঐরূপ বিনয়-প্রদর্শন করিয়াথাকেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 'আমার বিদ্যা নাই, আমি অতিমূর্খ', এই কথা বলাতে পাঠকগণ মনেকরিতে পারেন, আমিও, হৃদয়ের প্রকৃতভাব গোপনকরিয়া, পূর্ব্ববর্ণিত-কৃতির ন্যায় বিনয়প্রদর্শন করিতেছি। আমার নিজবিশ্বাস, প্রকৃতমনোভাবই প্রকটিত করিতেছি, শুদ্ধ বিনয়প্রদর্শনার্থ এই কথা বলি নাই। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, "চতুর্ভিশ্চ প্রকারৈ র্বিদ্যোপযুক্তা ভবতি, আগমকালেন স্বাধ্যায়কালেন প্রবচনকালেন ব্যবহারকালেনেতি।"—মহাভাষ্য। অর্থাৎ, আগমকাল (গুরুসকাশহইতে গ্রহণকাল), স্বাধ্যায়কাল (অভ্যাসকাল), প্রবচনকাল (অধ্যাপনকাল) এবং ব্যবহারকাল (Practice), এই চারিপ্রকারে বিদ্যা উপযুক্তা—অভীষ্টফলদানসমর্থা, হইয়া থাকে। যাঁহার বিদ্যা প্রাগুক্ত চতুর্ব্বিধ উপায়দ্বারা উপযুক্তা হয় নাই, তিনি বিদ্বান্ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। যেচতুর্ব্বিধ উপায়ে, বিদ্যা উপযুক্তা হইয়া থাকে, দুর্ভাগ্যবশতঃ মদীয়জীবনে তাহাদের একটীও সুগম হয় নাই। এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা আবশ্যক মনেকরি না। এদুর্দ্দিনে সরলতার আদর বড়ই কম। ভগবান্ পতঞ্জলিদেবনির্ব্বাচিত চতুর্ব্বিধোপায়দ্বারা বিদ্যাকে উপযুক্তা করিতে পারি নাই, তা'ই বলিতেছি, আমার বিদ্যা নাই।

যে আর কেহই নাই," বলিয়া, জগৎপিতাকে ডাকিবামাত্রই যখন তাঁহার উত্তর পায়, তখন নিষ্পাপভক্তহৃদয়ে তিনি যে সদা বিরাজমান, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? দেখিতে চাহিলেই যাঁহাকে দেখিতে পাওয়াযায়, যিনি আছেন বলিয়া জগৎ আছে, জানি না, কোন্ মহাপাপে লোকে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। পুস্তকখানি মুদ্রাঙ্কিত করিবার জন্য স্বতঃ-পরতঃ চেষ্টা করা হইয়াছিল, বহুধনির দ্বারস্থ হইয়াছিলাম, কিন্তু কাহার হৃদয়ে দয়া হয় নাই। দীননাথভিন্ন দীনের কথা আর কে শুনিবেন?

"নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ।" সাং দং, ৪।১১।

জ্ঞাননিধি ভগবান্ কপিলদেবের মুখে শুনিয়াছি, আশাই পরমদুঃখ এবং নৈরাশ্যই অনুত্তমসুখ। যেব্যক্তির আশা যেপরিমাণে বিশালা, তাঁহার হৃদয় সেইপরিমাণে দুঃখী। সুখ, নিরাশ বা আশাবিরহিত হৃদয়েই বাস করিয়া থাকে। কথাটী অনেকদিন হইল শুনিয়াছি এবং ঋষিবচন বলিয়া ইহার প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাও আছে, কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ এতাবৎকাল এই অমূল্যোপদেশের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হই নাই। দয়াময় পরমপিতার চরণপ্রসাদে এইবার উক্ত উপদেশামৃতের কিছু আস্বাদন পাইয়াছি,—ইহার উপাদেয়ত্ব কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। আশাবিরহিত-হৃদয়ই যে অনুপমসুখভোগ করিবার অধিকারী, সম্পূর্ণতঃ না হইলেও, কতকটা তাহা বুঝিয়াছি।

বহুচেষ্টা করিয়াও পুস্তকখানি মুদ্রিতকরিবার কোন উপায় যখন স্থির হইল না, আমার নির্ব্বিণ্নহৃদয় তখন অন্তর্যামিরই প্রেরণায় গ্রন্থমুদ্রাঙ্কনাশা ত্যাগকরিয়াছিল। গ্রন্থমুদ্রাঙ্কনাশা ত্যাগ করিবার পরক্ষণহইতেই বস্তুতঃ আমি পরমশান্তিতে আছি। এখন বুঝিয়াছি, স্বল্পবোধমানব কেবল নিজদোষেই কষ্টভোগ করে, নতুবা বিশ্বসম্রাটের প্রজাদিগের কষ্টপাইবার কথা নহে। গ্রন্থমুদ্রাঙ্কনকার্য্যের নিজ-কর্ত্তৃত্বাভিমান যে দিনহইতে শিথিলহইতে আরম্ভ হইয়াছে, দীনের, দীনবন্ধুর চরণতলে শরণগ্রহণকরাভিন্ন উপায়ান্তর নাই, যে দিনহইতে ইহা ঠিক বুঝিয়াছি, দীনসন্তানবৎসলপরমপিতা সেই দিনহইতেই এই অকিঞ্চনের পুস্তকমুদ্রাঙ্কনভার স্বয়ংই বহনকরিতেছেন। রাজা নিজহস্তে কোন কার্য্য করেন না, বিশুদ্ধহৃদয় যোগ্যপ্রজাবর্গদ্বারাই সকলকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপের মুদ্রাঙ্কনকার্য্যের ভার দয়াময় তাঁহার কতিপয় প্রিয়সন্তানের হস্তে সমর্পণকরিয়াছেন; বলা বাহুল্য, ইহার উপক্রমণিকাটী শুদ্ধ ঐ সহৃদয়ব্যক্তিদিগের অনুগ্রহেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

বিদ্যাই ঈপ্সিতসমাগমের একমাত্র সাধন, বিদ্যাই ঐহিক-পারত্রিক সর্ব্বপ্রকারকল্যাণের হেতু। হৃদয় এইজন্য চতুর্ব্বিধ উপায়দ্বারা বিদ্যাকে উপযুক্তা করিতে অভিলাষী।

কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ—পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম্. এ., বি. এল্. মহাশয় প্রথমে কিছু অর্থসাহায্য করেন, এতদবলম্বনেই পুস্তকখানি যন্ত্রস্থ হইয়াছিল। করুণার্দ্রহৃদয় কৃষ্ণধনবাবুর অর্থানুকূল্যে উপক্রমণিকাটীর তিন ফর্ম্মা এবং অবশিষ্টাংশ, উদারচেতা, স্বদেশহিতৈষী দীনমিত্র শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র মিত্র ও তদীয়-কার্য্যাধ্যক্ষ, বিনীতস্বভাব, সৌম্যদর্শন, সরলহৃদয়, সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়, বি. এ., প্রধানতঃ এই দুই ব্যক্তির অনুগ্রহ ও উৎসাহে মুদ্রিত হইয়াছে। হেমবাবু একটী নূতনমুদ্রাযন্ত্র করিয়াছেন, আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপের উপক্রমণিকাটী এই নূতনযন্ত্রেই মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। হেমবাবু বা তাঁহার কর্ম্মাধ্যক্ষ কোনদিন তাঁহাদের-প্রাপ্য-অর্থের জন্য আমাকে কোনকথা বলেন নাই, অধিক কি, অষ্টমফর্ম্মা-হইতে কাগজপর্য্যন্ত তাঁহারাই যোগাইয়াছেন। কতিপয় সহৃদয়ব্যক্তির নিকট-হইতে ঋণরূপে কিছু অর্থসংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম, তা'ই গ্রন্থমুদ্রণ ও কাগজের জন্য দেয়-অর্থের কিয়দংশ, স্বতঃপ্রবৃত্তহইয়া, অর্পণ করিতে পারিয়াছি। এক্ষণে অবশিষ্টাংশ প্রদান করিতে পারিলে, চিত্ত উদ্বেগশূন্য হয়, উপকারকের প্রতি উপকৃতের কর্ত্তব্য কিয়ৎপরিমাণে সাধিতহইল, মনে করিয়া, সুখী হই। আমি ভিক্ষা-বৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকি। ভিক্ষাই আমার বৃত্তি বা জীবনোপায় বটে, কিন্তু, কিরূপভিক্ষাদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে আমি অভিলাষী, তাহার একটু আভাস দিয়া যাইব। মদীয়বিশিষ্টপ্রকৃতির প্রেরণাবশত'ই হউক, অথবা অন্য কোন কারণজন্যই হউক, জনতা আমার ভাল লাগে না, নির্জ্জনদেশে অবস্থান করিতে আমি বড় ভালবাসি। এতদ্দ্বারা পাঠক অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, নিতান্তপ্রয়োজন না হইলে, আবাসস্থান ত্যাগকরিয়া, আমি ভিক্ষার্থ অন্যত্র গমন করি না। পরিবারবর্গ আমার অল্প নহে, তথাপি মা অন্নপূর্ণা, বিরক্ত না হইয়া, এই বহুপরিবারবর্গপরিবেষ্টিত অকিঞ্চন দীনতনয়ের ভারবহন করিতেছেন। অযাচিতভিক্ষাবৃত্তিদ্বারাই আমার জীবিকানির্ব্বাহ হইয়া থাকে। কোন মহাত্মা আমাকে করুণাযোগ্যবিবেচনায় মাসে মাসে ২৫,৩০ টাকা সাহায্য করিতেন, পুস্তকখানি যন্ত্রস্থ হইবার কয়েকমাস পূর্ব্বহইতে, আমাকে অপাত্রমনে করিয়াই হউক, অথবা তাঁহার অবস্থাসম্বন্ধীয় কোনরূপ পরিবর্ত্তনবশতঃই হউক, তিনি আর সাহায্য করেন না বা করিতে পারেন না। মা'র এমনি দয়া, এই নিরুপায়-অবস্থাতে তিনি আমার পাপমলীমসহৃদয়ে অধিকতর শান্তিবারি সেচনকরিতেছেন, অসহায়-অবস্থাতেই আমি মাকে অনেকশঃ দেখিতে পাই। হৃদয় নিতান্তদুর্ব্বল, তা'ই, মা যখন পরীক্ষা করেন, মার 'দুর্গতিনাশিনী'-নামের অর্থ সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত যখন বিপদসঙ্কুল-অবস্থাতে নিক্ষেপ করেন, তখন কখন কখন ইহা বিচলিত হইয়া উঠে। দীনজননীর সমীপে এইজন্য আবেদন করিয়াছিলাম, মা! আমার হৃদয় অতিদুর্ব্বল, তোমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণহইবার শক্তি আমার নাই, জননি!

তুমিই বুঝাইয়াছ, এ দীনের এ অসারসংসারে তুমি-ভিন্ন আর কেহ নাই, তা'ই বলি, মা! নির্জ্জনদেশে থাকিয়া, তুমি-ভিন্ন দীনের এ সংসারে আর কেহ নাই, দৃঢ়রূপে এ বিশ্বাস হৃদয়ে ধ'রে, অহর্নিশি, মা! মা! বলিয়া, ডাকিবার দিন দ্যাও। জননী তাহার পরই আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ লিখিবার প্রবৃত্তি দিয়াছেন। তা'ই মনে হয়, হেমবাবু মা'র প্রেরণায় প্রেস করিয়াছেন। অধিক কি বলিব, মুদ্রাযন্ত্রটীর প্রিণ্টার, কম্পোজিটার, প্রেসম্যান্-পর্য্যন্ত সকলেই ভদ্রবংশীয়, মা'র প্রেরণায় এদীনের প্রতি সকলেই সকরুণ।

আমি দীন ভিক্ষুক, কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ ও মা'র কাছে উপকারকদিগের কল্যাণ-প্রার্থনা-ভিন্ন আর কি করিতে পারি? জননীকে বলিয়াছি, আমার ন্যায় অকিঞ্চনের প্রতি যাঁহারা অনুকম্পাপ্রদর্শন করিয়াছেন, কায়মনোবাক্যদ্বারা, এ জীবনে যদি কিছু পুণ্যার্জ্জন করিতে পারি, তাহার সমস্তফল যেন মদীয় উপকারকেরা প্রাপ্ত হয়েন।

লোকে যাহাই মনে করুন, আমার গ্রন্থপ্রকাশের উদ্দেশ্য যে সাধারণ-গ্রন্থকার-দিগের গ্রন্থপ্রকাশোদ্দেশ্যহইতে ভিন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অপরকে জ্ঞান দিবার জন্য, কিংবা হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত, ইহা লিখিত হয় নাই। যথাশক্তি সংযতচিত্ত হইয়া, নির্জ্জনে আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া, বুঝিয়াছি, নামপ্রসার বা যশঃ আমার আত্মার আকাঙ্ক্ষিতপদার্থ নহে। প্রকৃতিস্থব্যক্তির ইচ্ছা যোগ্যতা-বা-শক্তি-অনুসারে হইয়া থাকে। যাঁহার যেকার্য্য সম্পাদনকরিবার সামর্থ্য নাই, বিকৃতমস্তিষ্ক না হইলে, তিনি কখন তাহা করিতে প্রবৃত্ত হ'ন্ না। আমি জ্ঞানী নহি, এবং আমি যে জ্ঞানী নহি, দয়াময়ের কৃপায় আমার হৃদয়েরও তাহাই ধারণা, সুতরাং, অপরকে জ্ঞানদিবার প্রবৃত্তি আমার হইবে কেন? হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদন করিবার প্রয়োজন কি, আমি তাহা এপর্য্যন্ত যথাযথরূপে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। অপর-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অন্যদেশে হইয়া থাকে বটে, কিন্তু, যেধর্ম্মহইতে নিঃশ্রেয়স বা স্থিরকল্যাণ সাধিত হইয়াথাকে, যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে মানব কৃতকৃত্য হয়,—ঈপ্সিত-তমের দর্শনলাভ করিয়া, ত্রিতাপসন্তপ্তপ্রাণকে শীতল করিতে পারগ হয়, ভারতবর্ষ-ভিন্ন অন্যকোনদেশে যে সেই পরমধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে না, তাহা নিঃসন্দেহ; যুক্তিদ্বারাও ইহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে। কিন্তু পরমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে ধর্ম্ম বা শক্তির অভাববশতঃ যাঁহারা অনিচ্ছুক, তাঁহাদের সমীপে পরমধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদন করিবার চেষ্টাকরা প্রয়োজনীয় নহে, আমার ক্ষুদ্রহৃদয়ের ইহাই বিশ্বাস। অতএব, ইয়ুরোপ-আমেরিকাপ্রভৃতি কামনাপ্রধানদেশে নিষ্কামপরম-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদনচেষ্টা কদাচ ফলবতী হইবে না। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যেও যাঁহাদের হৃদয়, শিক্ষা-ও-সঙ্গ-দোষে বিকৃত হয় নাই, পবিত্র-আর্য্যভাব (কাল-

মাহাত্ম্যে মলিন হইলেও) ত্যাগ করে নাই, পরমধর্ম্মই যে পরমধর্ম্ম, কেবল তাঁহারাই তাহা উপলব্ধিকরিবার অধিকারী ; অতএব, যদি কোন প্রকৃত-ধার্ম্মিকব্যক্তি, এইরূপ পরমধর্ম্মশ্রবণাধিকারিদিগকে কৃপাপুরঃসর প্রকৃতধর্ম্মের উপদেশপ্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ইহাদ্বারা যথেষ্ট কল্যাণ হইতে পারে বটে। আমি প্রকৃতধার্ম্মিক নহি, সুতরাং, আমি যদি হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদন করিতে যাই,—লোকে আমার নাম প্রসারিত হইবে, সকলে আমাকে ধার্ম্মিক বলিয়া বিশ্বাস করিবে, এই বৃত্তিসঙ্কটদিনে আমার অর্থাগমপথ নিরর্গল হইবে, এইনিমিত্ত যদি প্রকৃত-ধার্ম্মিকের ভাণ করি, তাহা হইলে, ধর্ম্মজিজ্ঞাসুদিগের যে তদ্দ্বারা কোনরূপ ইষ্ট না হইয়া, ঘোর অনিষ্টই হইবে, আমি ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত। আমি হিন্দু, প্রেত্যভাব বা পুনর্জ্জন্মে আমার বিশ্বাস আছে, জীব শুভাশুভকর্ম্মানুসারেই উচ্চাবচ, ক্লিষ্টাক্লিষ্ট বিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, একথাতে আমি সম্পূর্ণ আস্থাবান্। পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই কোন বিশিষ্টকুকর্ম্ম করিয়াছিলাম, নতুবা যাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া বুঝিতেছি, তাহা করিতে পারিতেছি না কেন ? নিজদেশের কথা একেবারে বিস্মৃত হই নাই, স্বদেশে যাইবার জন্য প্রাণ যে ব্যাকুল হইয়াছে, তাহাও বুঝিতেছি; স্বদেশে যাইবার জন্য সচেষ্ট হইলেই, নিগড়বদ্ধবন্দির ন্যায় আমি রুদ্ধগতি হই ; প্রারব্ধ অশুভ না হইলে, এরূপ হইবে কেন ? অশুভপ্রারব্ধবশতঃ এই নিদারুণ আধি ভোগকরিতেছি, সুতরাং, ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপকর্ম্ম করিতে হৃদয় এখন কম্পিত হয়, কালের কঠোরশাসন স্মরণ করিয়া, ভয়বিহ্বল হয়। আমি প্রকৃতধার্ম্মিক নহি, তা'ই হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদন করিবার জন্য এগ্রন্থ লিখিত হয় নাই। সত্য-কথা যে ভাবেই উক্ত হউক, যাঁহারা তাহার আদর করেন, তাঁহাদিগকে জানাইতেছি, দুর্ব্বিষহভবব্যাধির চিকিৎসার্থ যদি কিছু অর্থসংগ্রহ করিতে পারি, কেবল এই আশায় ইহা লিখিত হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তি-যোগ, ত্রিবিধদুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি প্রার্থনীয় হইলে, এই ত্রিবিধযোগেরই অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, কর্ম্মযোগাদিযোগত্রয়ের অনুষ্ঠানব্যতিরেকে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির উপায়ান্তর নাই *। ভগবদুপদেশ—যে ব্যক্তি আমাকে লাভকরিবার জন্য ভক্তি-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক উপায়সকল পরিত্যাগকরিয়া, চপল ইন্দ্রিয়গ্রামদ্বারা ক্ষুদ্র-কামনাসমূহ সেবন করে, জন্মজরাদি দুঃখতরঙ্গ-তরঙ্গায়িতভীমভবার্ণবে সেই ব্যক্তিই পুনঃপুনঃ উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইয়া থাকে †। ভবরোগবৈদ্য, ভবরোগ

* "योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया।
ज्ञानं कर्म्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ।

† "य एतान् मत्पथो हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान्।
क्षुद्रान् कामांश्चलैः प्राणैर्जुषन्तः संसरन्ति ते॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ।

প্রশমিত করিবার যেসকল ভেষজ বলিয়া দিয়াছেন, মন বুঝিয়াছে, সেই সকল ঔষধ যথারীতি সেবন করিতে না পারিলে, একঠোররোগের হস্তহইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবে না। আমি জাতিব্রাহ্মণ *। ভগবান্ বলিয়াছেন, স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানব্যতীত কখন কাহার কল্যাণ হইবে না, অতএব, বেদাদিশাস্ত্রপাঠ এবং যথাশাস্ত্র প্রাগুক্ত ত্রিবিধযোগানুষ্ঠানদ্বারা অধীতবিষয়ের উপলব্ধি করিবার চেষ্টাকরা আমার (কল্যাণাকাঙ্ক্ষা থাকিলে) অবশ্যকর্ত্তব্য। এইরূপ করিতে হইলে, আমি যেরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতেছি এবং হিন্দুধর্ম্মজগতের এখন যেপ্রকার দুরবস্থা, তাহাতে কিছু অর্থের প্রয়োজন। অন্যকোন উপায়ে অর্থোপার্জ্জন ব্রাহ্মণের অনুচিত, এইনিমিত্ত গ্রন্থলিখিয়া, উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে (এখন আপদ্ধর্ম্ম তা'ই) প্রবৃত্ত হইয়াছি। নিজজ্ঞানচর্চ্চা হইবে, এবং সভ্যতার সহিত ভিক্ষাকরাও হইবে †, তা'ই, এইটাই প্রশস্তোপায় বলিয়া মনে হইয়াছে।

এ দেশে কি এ গ্রন্থের আদর হইবে?—সপ্রয়োজন বা অভাববিশিষ্টব্যক্তি, যদ্দ্বারা তাঁহার প্রয়োজনসিদ্ধির বা অভাবমোচনের সম্ভাবনা আছে মনেকরেন, তৎপদার্থকেই তিনি আদর করিয়া থাকেন, সুখ ও সুখের হেতুভূতপদার্থের প্রতি সকলের অনুরাগ হয়। ক্ষুধার্ত্তের সন্নিধানে অন্নের, তৃষার্ত্তের সমীপে জলের, অর্থগৃধ্নুর সদেশে অর্থের, কামুকের নিকট রমণীর, প্রকৃতদাতার অভ্যগ্রে দীনভিক্ষুকের, জ্ঞানপিপাসুর অন্তিকে জ্ঞানদাতা গুরু ও গ্রন্থের এবং আবির্ভূতপ্রকাশ বা প্রকৃতজ্ঞানির সকাশে বিশ্ব ও বিশ্বপতির আদর হইয়া থাকে। প্রকৃতজ্ঞানী কোনবস্তুরই অনাদর করেন না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়, রাগদ্বেষবশবর্ত্তী পরিচ্ছিন্নাত্মজ্ঞানজীবের প্রকৃতিগতপার্থক্যানুসারে অভাব বা প্রয়োজনবোধও পৃথগ্বিধ হয়। বুঝিয়াছি, সপ্রয়োজন বা অভাববিশিষ্টব্যক্তি, যদ্দ্বারা তাঁহার প্রয়োজনসিদ্ধির বা অভাবমোচনের সম্ভাবনা আছে মনেকরেন, তৎপদার্থের তিনি আদর করিয়া থাকেন; অতএব, ইহা সুখবোধ্য হইতেছে যে, যাঁহার জ্ঞানপিপাসা আছে, জ্ঞানার্জ্জনের প্রয়োজন যিনি উপলব্ধি করেন, জ্ঞানই সর্ব্বসুখের আকর, জ্ঞানই মনুষ্যত্বপরিচায়ক-গুণগ্রামের মধ্যে প্রধানতমগুণ, যাঁহার হৃদয় এইকথায় আস্থাবান্, জ্ঞানদাতা গুরু ও গ্রন্থের আদর তিনিই করিয়া থাকেন।

* "তপঃ শ্রুতং যোনিশ্চেত্যেতদ্ ব্রাহ্মণকারকম্।
তপঃশ্রুতাভ্যাং যো হীনো জাতিব্রাহ্মণ এব সঃ॥

মহাভাষ্য, 'নঞ্' পা, ২।২।৬, এই সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ, তপঃ—চান্দ্রায়ণাদিকর্ম্ম, শ্রুত—বেদবেদাঙ্গাদির অধ্যয়ন এবং যোনি—ব্রাহ্মণের ঔরস ও ব্রাহ্মণীর গর্ভ, এই সকল ব্রাহ্মণকারক। যিনি তপস্যা ও বেদবেদাঙ্গাদি-অধ্যয়নবিহীন, তিনি জাতিব্রাহ্মণ।

† "গ্রন্থপ্রকাশের প্রয়োজন"-নামক স্তম্ভ দ্রষ্টব্য।

বুভুৎসাবৃত্তি ন্যূনাধিকরূপে মনুষ্যহৃদয়েই বাস করে।—অজ্ঞাতবিষয়-সকলের তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া,মানব নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। মনুষ্য, পঞ্চেন্দ্রিয়-দ্বারা যাহা কিছু অনুভব করে, তাহারই স্বরূপনির্ণয় করিবার জন্য নিতান্তকৌতূহলী হয়। বুভুৎসাবৃত্তি কেবল মানবহৃদয়েই বাস করে। বুভুৎসাবৃত্তি মানবহৃদয়েরই যে ভূষণ, মানবেতর হৃদয়কে ইহা যে ভূষিত করে না, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই, কিন্তু মনুষ্য-মাত্রেই ঠিক মনুষ্য নহে। মৃত্তিকা প্রকৃতির আপূরণবশতঃ যখন পাষাণে পরিণত হইতে থাকে, তখন দেখিয়াছি, মৃত্তিকা একদিনেই প্রস্তররূপে পরিবর্ত্তিত হয় না, ক্রমে ক্রমে হইয়া থাকে। পরিণামমাত্রেই ক্রমপরিণামী। মৃত্তিকার কিয়দংশ প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে এবং কিয়দংশ মৃত্তিকাবস্থাতেই রহিয়াছে, সম্ভবতঃ অনেকেরই ইহা পরিদৃষ্টবিষয়। মনুষ্যসমূহের মধ্যেও সেইরূপ মানবীয়পরিণাম হইতে আরম্ভ হইলেই, সকল মানবীয়গুণ একেবারে বিকাশপ্রাপ্ত হয় না। অতএব, সকলমনুষ্যই পূর্ণমনুষ্য নহে, মনুষ্যমাত্রেই 'মনুষ্য', এই নামের ঠিক অভিধেয় নহে *। জ্ঞানপিপাসা, যে মনুষ্যে যে পরিমাণে অধিক, মননশীলত্ব বা মনুষ্যত্ব যাঁহাতে যে মাত্রায় প্রবল, তিনি তন্মাত্রায় মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমানকালে ইয়ুরোপ-আমেরিকাতে মনুষ্যত্বপরিণামস্রোতঃ বেগে প্রবাহিত হইয়াছে, পূর্ব্বে এই হত-ভাগ্য ভারতবর্ষ, সম্পূর্ণ মনুষ্যবৃন্দের চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া, কৃতার্থ হইয়াছিল। জ্ঞানপিপাসা ভারতে কত অধিক ছিল, তাহা জানিতে হইলে, ভারতের অনুপম-গুরুভক্তির কথা স্মরণ করিলেই যথেষ্ট হয়।

মহাশাল শৌনক, মহর্ষি অঙ্গিরার সমীপবর্ত্তী হইয়া,ক্ষুধার্ত্ত দীনজন যে ভাবে অন্ন-ভিক্ষা করে, পিপাসাক্ষামকণ্ঠ যে ভাবে বারি-যাচ্ঞা করে, তীব্রযাতনাপ্রদরোগাক্রান্ত ব্যক্তি, চিকিৎসকের চরণে নিপতিত হইয়া, যে ভাবে ভেষজ প্রার্থনা করে, সেইরূপ-কাতরপ্রাণে, সেইরূপব্যাকুলভাবে,তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিয়া,ভিক্ষা করিয়াছিলেন,

---

* **"मनोर्जातावञ्यतौ षुक् च"**— পা, ৪।১।১৬১।

অর্থাৎ, 'মনু'-শব্দের উত্তর 'জাতি' বুঝাইতে 'অঞ্' ও 'যৎ' প্রত্যয় এবং ষুক্ আগম হইয়া থাকে। 'মনুষ্য'শব্দটী মনু+যৎ+ষুক, এইরূপে সিদ্ধ হইয়াছে। মনন—তর্কবিচার, কার্য্যমাত্রেরই কারণানু-সন্ধান, বা সদসদ্বিবেকশীলত্বই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব—মনুষ্যোচিতবিশেষধর্ম্ম। পরমকারুণিক পরমপিতা পরমেশ্বর, প্রাণিদিগের মধ্যে মনুষ্যকেই মনস্বী বা হিতাহিতনির্ব্বাচনকরিবার শক্তিতে শক্তিমান্ করিয়া, সৃষ্টিকরিয়াছেন।

"स पितॄन् सृष्ट्वा मनस्यत् । तदनु मनुष्यानसृजत । तन्मनुष्याणां मनुष्यत्वं । य एवं मनुष्याणां मनुष्यत्वं वेद । मनस्व्येव भवति । नैनं मनुर्जहाति ।"— তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ। ২।৩।৯।

উদ্ধৃতশ্রুতিবচনের তাৎপর্য্য হইতেছে, মনু বা মননশক্তিই, মনুষ্যের মনুষ্যত্বপরিচায়ক, ইতর-জীবব্যাবর্ত্তক বিশেষধর্ম্ম।

"করুণানিধান! শুনিয়াছি, এককে জানিলেই, সকল জানা যায়, অতএব, আমাকে কৃপাপূর্ব্বক বলিয়া দি'ন্, সে এক কি, যাঁহাকে জ্ঞাতহইলে, সকল জানা হয়—জ্ঞানপিপাসা একেবারে উপশমিত হইয়া যায়। জ্ঞানোদয় হইবার পর-হইতেই হৃদয়ে জিজ্ঞাসানল প্রজ্বলিত হইয়াছে—কিছুতেই সে সর্ব্বভুকের ক্ষুধা শান্তি করিতে পারিতেছি না। যাহা সম্মুখে পাই, ইন্দ্রিয়পথে যাহা পতিত হয়, তাহাই ইহাতে আহুতি দিই, কিন্তু, কৈ, ইহার ক্ষুধা ত নিবৃত্ত হইল না। কত দেশ অন্বেষণ করিলাম, কত লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কিরূপে এ বিবিদিষানল নির্ব্বাপিত হইবে, কেহই তাহার সন্ধান বলিয়া দিতে পারিল না। ক্ষুধার সময় আহার যোগাইতে না পারিলে, জঠরানল যেমন দেহকেই ভস্মসাৎ করে, বুভুৎসানলও, সেইপ্রকার উপযুক্ত আহার না পাইয়া, দিবানিশ দেহমন'কে সংদগ্ধ করিতেছে। প্রজ্বলিত অগ্নিহইতে যেরূপ অবিরাম ভুগুভুগুধ্বনি নির্গত হয়, এ অনল-হইতেও সেইরূপ অবিশ্রাম 'কিম্-কিম্'-ইত্যাকারধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কৃপাময়! বলিয়া দি'ন্, এ 'কিম্'-রব কবে এবং কিসে শান্ত হইবে। শিষ্টজনের মুখে শুনিয়াছি, এ অনল নির্ব্বাণ করিবার শান্তিজল আছে, শুনিয়াছি, এককে জানিতে পারিলে, জিজ্ঞাসানল একেবারে নিভিয়া যায়, ইহার কিং-রব একেবারে নীরব হয়। দয়াময়! সেই এক কি, তাহা জানিবার জন্যই আপনার শরণাপন্ন হইলাম।" মহাশাল শৌনকের হৃদয়ে যে জিজ্ঞাসানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, যে অনল নিভাইবার জন্য শৌনক-মহর্ষি অঙ্গিরার চরণে শরণগ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রত্যেক মানবহৃদয়েই অহর্নিশ সেই অনল জ্বলিতেছে। জ্বলিতজিজ্ঞাসানলনির্ব্বাণের জন্যই মনুষ্য সদা ব্যস্ত। জ্বলিতজিজ্ঞাসানলনির্ব্বাণ করিবার জন্যই মনুষ্যসঙ্ঘ ব্যস্ত বটে, কিন্তু, মনুষ্যমাত্রেই তাহা বুঝিতে অক্ষম। পূর্ব্বেইত বুঝিয়াছি, মনুষ্যাকারধারি-জীবমাত্রেই ঠিক মনুষ্য নহে পূর্ব্বেইত বুঝিয়াছি, যে মনুষ্যে যে পরিমাণে জ্ঞানপিপাসা অধিক, যে পরিমাণে মনন-শীলত্ব প্রবল, তিনি তন্মাত্রায় মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বুভুৎসাবৃত্তি মানবহৃদয়ের ভূষণ। অতএব, মনুষ্যত্বের হ্রাসে জ্ঞানপিপাসার হ্রাস এবং ইহার বৃদ্ধিতে জ্ঞান-পিপাসার বৃদ্ধি হওয়াই প্রাকৃতিকনিয়ম। বর্ত্তমানকালে, ভারতবর্ষে, যাহাকে প্রকৃত-জ্ঞানপিপাসা বলা যায়, তাহা অত্যল্প লোকেরই আছে। জ্ঞানপিপাসুর সমীপে গুরু ও গ্রন্থের আদর হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে যখন প্রকৃতজ্ঞানপিপাসুর সংখ্যা বিরল হইয়া আসিয়াছে, তখন এখানে যে গ্রন্থের আদর হইবে না, তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই।

ভারতবর্ষে কি তবে গ্রন্থবিক্রয় হয় না?—ভারতবর্ষে প্রকৃতজ্ঞানপিপাসুর সংখ্যা যে বিরল হইয়া আসিয়াছে, যাহাকে বিদ্যার্থী বলে, এ দেশে তাহা যে আর অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না, ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে এখন যে অর্থার্থির সংখ্যাই অধিকতর, তাহা অবিসম্বাদিত কথা। বিদ্যাচর্চ্চা না করিলে, অর্থার্জ্জনের

(অবশ্য স্ববৃত্তিদ্বারা) সুবিধা হইবে না *, ভারতবর্ষীয়েরা কেবল এইজন্য কিছু কিছু বিদ্যানুশীলন করিয়া থাকেন মাত্র; নতুবা, বিদ্যার জন্য বিদ্যানুশীলন করেন, এরূপ-মহানুভবের সংখ্যা, দুর্ভাগ্য আমাদের, অধিক দেখি নাই।

পরীক্ষার্থিদিগের জন্য যে সকলগ্রন্থ পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হয়, এ দেশে সেই সকল-গ্রন্থ প্রধানতঃ বিক্রীতহইয়াথাকে। আর নাটক-নভেলের কিছুকিছু আদর এখানে আছে।

তবে এরূপগ্রন্থ লিখিবার প্রবৃত্তি হইল কেন?—এদেশে এরূপ গ্রন্থের আদর হইবে না, জানিয়াও এ জাতীয় গ্রন্থ লিখিবার প্রবৃত্তি কেন হইল, তাহা বলিতেছি।

গর্ভের (গর্ভস্থভ্রূণের) কোন্ অঙ্গ সর্ব্বাগ্রে প্রব্যক্ত ও পরিপুষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। কেহ বলেন, শিরঃ দেহেন্দ্রিয়ের মূল, অতএব, শির'ই সর্ব্বাগ্রে সম্ভূত হইয়া থাকে, কাহার মতে হৃদয়ই প্রথমে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, কোন-মতে নাভিই প্রথমজাত অঙ্গ। গর্ভের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভিব্যক্তি-বা-উৎপত্তি-সম্বন্ধে এইপ্রকার বহুবিধ মত আছে, সুতরাং, কোন্ মতটী ভ্রমশূন্য, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। পূজ্যপাদ ভগবান্ ধন্বন্তরি, গর্ভের কোন্ অঙ্গ সর্ব্বাগ্রে প্রব্যক্ত ও পরিপুষ্ট হয়, বহুমুখসিদ্ধান্ত এই গহনপ্রশ্নের সমীচীন উত্তর কি, শিষ্যবৃন্দকে তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, গর্ভের সর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গ বংশাঙ্কুর বা চূতফলের ন্যায় যুগপৎ আবির্ভূত হয়। পরিপক্ব চূতফলের কেশরশস্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সকল কালপ্রকর্ষহেতু পৃথগ্‌রূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু, তরুণাবস্থায় সূক্ষ্মত্ব-বশতঃ ইহারা উপলব্ধ হয় না। সূক্ষ্মকেশরাদি, কালে প্রব্যক্ত হইলে পর, নয়নেন্দ্রিয়-বিষয়ীভূত হয়। গর্ভস্থভ্রূণের সেইরূপ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিদ্যমান থাকিলেও, সূক্ষ্মতানিবন্ধন ইহাদের উপলব্ধি হয় না; কালে প্রব্যক্ত হইলে, ইহারা পৃথগ্-রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে †। ভগবান্ ধন্বন্তরির উক্তবচনসমূহের তাৎপর্য্য হইতেছে,

* বৈষয়িক উন্নতি বিদেশীয়দিগেরও লক্ষ্য বটে, কিন্তু, তাঁহারা জানেন, বিদ্যাই তদুন্নতির একমাত্র উপায়, তাঁহারা জানেন, বুভুৎসাবৃত্তির যথোচিত পরিচালনাই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূলীভূত কারণ। সকলেই না হউন, বিদেশীয়দিগের মধ্যে অধিকাংশলোকই যে বিদ্যাচর্চ্চায় আনন্দ অনুভব করেন, তাহা স্থির। অভ্যুদয়শীল ইয়ুরোপ-আমেরিকাতে, শুনিয়াছি, স্বল্পাগমশ্রমজীবিরাও পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠ করেন। আমাদের দেশে লক্ষপতিও পুস্তকক্রয়কে অর্থের অপব্যয় করা মনে করেন। গ্রন্থপাঠ করিলে, বিকাশপ্রাপ্ত-ব্রহ্মজ্ঞান অন্তর্হিত হইবে, বিদ্যাচর্চ্চা করিলে, প্রেম-ভক্তি শুকাইয়া যাইবে, এই ভয়ে অনেকেই, গ্রন্থাধ্যয়ন করিতে আ'জ-কা'ল অনিচ্ছুক। পাঠকই বিবেচনা করিবেন, ইহা উন্নতির লক্ষণ, কি অবনতির নিদর্শন।

† "ननु न सम्यक्! सर्व्वाङ्गप्रत्यङ्गानि सम्भवन्तीत्याह धन्वन्तरिर्गर्भस्य सूक्ष्मत्वान्नोपलभ्यन्ते वंशाङ्कुरवच्चूतफलवच्च। * * * एवं गर्भस्य तारुण्ये सर्व्वेष्वङ्गप्रत्यङ्गेषु सत्स्वपि सौक्ष्म्यादनुपलब्धिः। तान्येव कालप्रकर्षात् प्रव्यक्तानि भवन्ति।"— সুশ্রুতসংহিতা, শারীরস্থান।

যাহা সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে, তাহারই অভিব্যক্তি হয়, অসৎ বা অবিদ্যমানবস্তুর কখন অভিব্যক্তি হয় না। শাখাপ্রশাখাবিশিষ্টবৃক্ষ, বীজের প্রব্যক্ত (Magnified) ভাবভিন্ন অন্য কিছু নহে। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, বর্ত্তমানজীবন, প্রারব্ধের কালপ্রকর্ষ-নিবন্ধন প্রব্যক্ত অবস্থা—সূক্ষ্ম বা অব্যপদেশ্য ভাবের উদিতভাব *।

বাল্যাবস্থাহইতেই পূর্ব্বজন্মকৃতকর্ম্মসংস্কারবশতঃ স্বধর্ম্ম-ও-শাস্ত্রের প্রতি আমার কিছু নিষ্ঠা আছে। সন্ন্যাসী কাহাকে বলে, তাহা তখন বুঝিতাম না, তথাপি গৈরিকবসনধারিপুরুষকে দেখিলেই, তাঁহার চরণে নিপতিত হইতাম। আমিও একদিন ঐ বসন পরিধান করিব, শৈশবাবস্থাতেই এইরূপ সঙ্কল্প হইয়াছিল। যে সকল ইচ্ছার মূল বর্ত্তমানজীবনেই নিবদ্ধ নহে, সম্পূর্ণতঃ না হইলেও, (যদি বিরুদ্ধশক্তিদ্বারা বাধিত হয়) বর্ত্তমানজীবনে তাহাদের অংশতঃ নির্বৃত্তি হইয়া থাকে। দয়াময় পরমপিতার কৃপায়, বাল্যকালেই আমি এক মহাপুরুষের আশ্রয় পাইয়াছিলাম। হৃদয়ের বিশ্বাস, তিনি, নররূপে বিরূপাক্ষ। আমি অতি-দুর্ভাগা, অধিকদিন তাঁহার চরণসেবা করিতে পারি নাই। এ অধমকে শিষ্য-রূপে গ্রহণকরিবার দুইবৎসরপরেই তিনি মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়াছেন †।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও শাস্ত্রবিশ্বাস, পূর্ব্বেই জানাইয়াছি, মদীয়জন্মান্তরীণসংস্কারমূলক, বর্ত্তমানজীবনই ইহাদের আদ্যোৎপত্তিস্থান নহে। সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি, এইত্রিবিধযোগানুষ্ঠাননিরত, চতুর্থাশ্রমস্থিত, অমানুষিকশক্তিসম্পন্ন, পরম-সুন্দর নররূপিবিরূপাক্ষের ‡ চরণকমল হৃদয়ে ধারণকরিবার পরহইতে, জল-সেকাদিপরিকর্ম্মপরিবর্দ্ধিতবীজের ন্যায় আমার শুভসংস্কারবীজগুলি ক্রমশঃ প্রব্যক্ত ও পরিপুষ্ট হইতেছিল, ইত্যবসরে মদীয় দুরদৃষ্টের গতিকে নিরর্গলভাবে

---

* যাঁহারা বিদেশীয়পণ্ডিতদিগের শিষ্য, তাঁহারা এ কথা বিশ্বাস না করিলেও, "The child is father of the man", এতদ্বাক্যে যদি তাঁহাদের আস্থা থাকে, তবে আমরা যাহা বলিলাম, তাহা একেবারে উন্মত্তপ্রলাপ মনে করিবেন না। আর যদি পণ্ডিত প্লেটোর প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলেত কোন কথাই নাই। বেকন্ তাঁহার "Advancement of Learning"-নামক গ্রন্থে, প্লেটোর মতের উপরি নির্ভর করিয়া, যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।—

"Of all the persons living that I have known, your Majesty were the best instance to make a man of Plato's opinion, that all knowledge is but remembrance, and that the mind of man by Nature knoweth all things, and hath but her own native and original notions (which by the strangeness and darkness of this tabernacle of the body are sequestered) again revived and restored."

† "সাধকজীবনী"-নামক প্রস্তাবে গুরুদেবের কিছু পরিচয় দিবার ইচ্ছা রহিল।

‡ যাহা বলিলাম, তাহা অত্যুক্তিদোষদূষিত নহে। নিজ বিশ্বাস গুরুদেবের স্বরূপবর্ণন করিবার, উপযুক্ত ভাষা নাই।

প্রবাহিত হইতে দিবার জন্যই যেন গুরুদেব স্বীয় স্থূলরূপ অন্তর্হিত করেন। গুরুদেবের তিরোধানের পর চা'রপাঁচবৎসর আমার জীবন কিছু মলিন হইয়া গিয়াছিল। এপর্য্যন্ত বিমল হইতে পারি নাই, তবে মলিন হইয়াছি, তাঁহার কৃপায় এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছি। আমি সংসারী, সুতরাং, আমার অর্থের প্রয়োজন আছে। চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি বাল্যকালহইতেই আমার বিশেষরতি ছিল. প্রাকৃতিক-প্রেরণায় আমি এই বিদ্যার কিছু অনুশীলন করিয়াছিলাম, এবং দুরবস্থার তাড়নায়, সম্পূর্ণ ইচ্ছা না থাকিলেও, কয়েকবৎসর ইহাকেই জীবিকানির্ব্বাহের উপায়রূপে আমাকে অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ৺কাশীধামে একদিন কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে করিতে দেখিলাম, জননী বলিতেছেন—

"তস্মাদ্ব্রাহ্মণেন ভেষজং ন কার্য্যম্।"—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদসংহিতা, ৮।৬।৪।

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ কখন চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিবে না। ভক্তাবতার, পূজ্যপাদ ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও এ অধমকে চিকিৎসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে প্রথমে আদেশ করিয়াছিলেন এবং আমিও ভগবানের আদেশপালন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম, কিন্তু, আমাকে তাঁহার আদেশপালন করিবার অনুপযুক্ত মনে করিয়াই হউক, অথবা তাঁহার সহজকোমল দয়ার্দ্রহৃদয়ের প্রেরণাবশত'ই হউক, পরিশেষে আজ্ঞা করেন, "তোমার স্কন্ধে অনেকগুলি আত্মার ভরণপোষণের ভার ভগবান্ ন্যস্ত করিয়াছেন, অতএব, সহসা চিকিৎসাবৃত্তি ত্যাগ করিও না।" আমি, ভগবানের মনোভাব বুঝিতে না পারিয়া, তাহাই করিতেছিলাম, কিন্তু, জননীর কথা শুনিয়া হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, মনে হইল. পরমহংসদেব তবে আমাকে অনুপযুক্ত মনে করিয়াই ত্যাগ করিয়াছেন। আমি সেইদিনহইতেই চিকিৎসাবৃত্তি ছাড়িয়াছি। প্রায় পাঁচবৎসর হইল, ভিক্ষাবৃত্তিই আমার জীবিকা হইয়াছে। আ'জ-কা'ল যে দুর্দ্দিন পড়িয়াছে, তাহাতে ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ হওয়া নিতান্তদুর্ঘট। সহৃদয়পাঠক স্বয়ং অনুমান করিবেন, এরূপ-অবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তির দিন এ দুর্দ্দিনে কিরূপে অতিবাহিত হওয়া সম্ভব। আমার হৃদয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অতি-দুর্ব্বল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার শক্তি আমার নাই, মা'র কাছে তা'ই আবেদন করিয়াছিলাম, "জননি! এ নিরুপায়ের তুমিভিন্ন আর কে উপায় করিয়া দিবে? মা! আমার প্রাণ তোমার চরণসেবা করিতে চায়, মা'গো! এ দীনের বাঞ্ছা পূর্ণ কর।" জননী তাহার পরই এইজাতীয় গ্রন্থ লিখিবার প্রবৃত্তি দিয়াছেন। আমি মা'র প্রেরণায় এইরূপ গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, বিক্রয় হইবে কি না, লোকে ইহার আদর করিবে কি না, এ সকল চিন্তা করি নাই।

গ্রন্থখানি লিখিবার জন্য মা সহস্রাধিকমুদ্রামূল্যের পুস্তকসংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। অনাথজননী এই কপর্দ্দকশূন্য দীনের গ্রন্থের কতকাংশ মুদ্রাঙ্কিতও করিয়া দিলেন। অতএব, নিতান্তপাষণ্ড না হইলে, গ্রন্থবিক্রয় হইবে কি না, এ সংশয় অন্ততঃ আমার

হৃদয়ে উঠিতে পারে না। আমি, তাঁহার অকিঞ্চনসন্তান, যথাশক্তি তাঁহার আদেশ-পালন করিবার চেষ্টা করিতেছি, তাঁহারই উপদেশানুসারে ভিখারী হইয়াছি, তাঁহার দাসত্বকরাভিন্ন (অবশ্য যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি) প্রাণ যেন আর কিছু চায় না, গ্রন্থকর্ত্তৃত্বাভিমান আমার নাই, তা'ই সম্পূর্ণবিশ্বাস, সাধারণ লোকে আমাকে অপাত্র মনে করিলেও—আমাকে ভণ্ড ভাবিলেও, সর্ব্বান্তর্যামিনী ত্রিভুবনজননীর দৃষ্টিতে যদি আমি তদ্ভাবে গৃহীত না হই, মা যদি আমাকে অসরল বা ভণ্ড মনে না করেন, তাহা হইলে, এদীনকে তাঁহার সকলপ্রিয়সন্তানই ভিক্ষাদান করিবেন। ইহা আমার গ্রন্থ নহে—'ভিক্ষাপত্র'।

ইহা যদি ভিক্ষাপত্র, তবে ইহার মূল্যনির্দ্ধারণ করা হইল কেন?—যে-কোনকর্ম্মই হউক, গুরূপদেশব্যতীত, তাহাতে নিপুণতা লাভ করা যায় না—সকলকর্ম্মেরই গুরু আবশ্যক। ৺কাশীধামে অবস্থানকালে একজন সাত্বিকভিক্ষুককে এইভাবে ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার নিকটহইতেই এইরূপে ভিক্ষা করিতে শিখিয়াছি।

উদ্দেশ্য ও তৎসাধন (Ends and Means)—বুঝিয়াছি, সপ্রয়োজন বা অভাববিশিষ্ট ব্যক্তি প্রয়োজনসিদ্ধি-বা-অভাবমোচনের জন্যই কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কোনরূপ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতে হইলে, স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র, এই দ্বিবিধশক্তির প্রয়োজন। বৈয়াকরণদিগের ভাষায় বলিতে হইলে, বলা উচিত, কর্ত্তা বা স্বতন্ত্রশক্তি এবং করণ বা পরতন্ত্রশক্তি, এই দ্বিবিধশক্তিদ্বারা সকলকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, স্বতন্ত্র-শক্তি, করণ বা সাধকতমপদার্থদ্বারা কর্ম্ম বা কর্ত্তার ঈপ্সিততমপদার্থকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—ঈপ্সিততমপদার্থের সহিত সংযুক্ত হয়েন। যাহা ঈপ্সিততম, যত দিন না তাহা সমধিগত হয়, তত দিন কর্ম্মশেষ হয় না। জীবের ঈপ্সিততম কি? এপ্রশ্নের শাস্ত্র-ও-যুক্তিসিদ্ধ অভ্রান্ত উত্তর, অখণ্ডৈকরস, সচ্চিদানন্দস্বরূপ-ব্রহ্মই জীবের ঈপ্সিততম। অনন্তজীবন—অখণ্ডিতস্থিতি, অপরিচ্ছিন্নজ্ঞান এবং অপার-আনন্দ, একটু নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে, সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে, এতদ্ব্য-তীত আমাদের অন্য কিছু প্রার্থনীয় নাই—বুঝুক আর নাই বুঝুক, জীব ইহাই চায়।

উচ্ছাস্ত্র-ও-শাস্ত্রিত-ভেদে দ্বিবিধপৌরুষ—আত্মতত্ত্ববিদ্‌পণ্ডিতগণ বলেন, পুরুষের দ্বিবিধ পৌরুষ—দুইপ্রকার চেষ্টা হইয়া থাকে, পুরুষ, দ্বিবিধপ্রবৃত্তিপ্রেরিত হইয়া, কর্ম্ম করে। প্রথম, শাস্ত্রবিগর্হিত বা উচ্ছাস্ত্রিতপৌরুষ, দ্বিতীয়, শাস্ত্রিত—শাস্ত্রানু-মোদিত পৌরুষ। এই দ্বিবিধ পৌরুষের ফলও সম্পূর্ণবিভিন্ন। শাস্ত্রবিগর্হিত-বা-উচ্ছাস্ত্রিত-পৌরুষদ্বারা অনর্থসংঘটন এবং শাস্ত্রিতপৌরুষদ্বারা পরমার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে; শাস্ত্রিতপৌরুষদ্বারা মানব কৃতকৃত্য হয় *।

* "উচ্ছাস্ত্রং শাস্ত্রিতঞ্চেতি পৌরুষং দ্বিবিধং স্মৃতং।
তত্রোচ্ছাস্ত্রমনর্থায় পরমার্থায় শাস্ত্রিতং॥"— মুক্তিকোপনিষৎ ও যোগবাশিষ্ঠ।

শাস্ত্রিতপৌরুষ প্রেরিত-ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্য সহজেই নির্ণীত হইয়া থাকে, ঈপ্সিততম কি, শাস্ত্রপাঠদ্বারা তাহা তাঁহারা অনায়াসেই অবগত হইতে পারেন। কিন্তু, যাঁহারা শাস্ত্রকে উপেক্ষা করেন, বৃদ্ধজনের উপদেশ অগ্রাহ্য করেন, স্ব-স্ব ক্ষীণ-যুক্তিই যাঁহাদের পথপ্রদর্শক, তাঁহারা, উদ্দেশ্য স্থির করিতে না পারিয়া, দিঙ্‌মূঢ়-পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃভ্রমণ করিয়া থাকেন। এইজাতীয় ব্যক্তিগণ সাধন বা করণকেই (Means) উদ্দেশ্য (Ends) বলিয়া স্থির করেন—পান্থশালাকেই স্বদেশ মনে করিয়া, বিপন্ন হ'ন, সৎকে ধরিতে গিয়া, অসৎকে আশ্রয় করেন, চিৎকে লাভ করিতে গিয়া, অচিৎ বা জড়ের উপাসনা করিয়া থাকেন, আনন্দসরোবরে অবগাহন করিতে গিয়া, নিরানন্দ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেন। পানভোজনাদি আসুরিকপ্রবৃত্তি চরিতার্থকরাই বস্তুতঃ মানবের ঈপ্সিততম নহে। পানভোজনাদি আসুরিক-বৃত্তি চরিতার্থকরাই যদি আমাদের ঈপ্সিততম হইত, তাহা হইলেও মানব পান-ভোজনাদি আসুরিকবৃত্তি চরিতার্থকরিবার জন্যই চিরজীবন ব্যস্ত থাকিত না। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, গন্তব্য সমাসাদিত হইলে, আর কেহ কর্ম্ম করে না, ইহাই ত

বর্ত্তমানদুর্দ্দিনে দেখিতে পাই, অধিকাংশ পুরুষই উচ্ছাস্ত্রিত বা শাস্ত্রবিগর্হিতপৌরুষদ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন। জগতে যাঁহারা নগণ্যপদার্থ, শক্তিসত্ত্বেও গণ্য হইতে যাঁহারা চা'ন না, যাঁহারা সম্রান্তপদস্থ নহেন—জমীদারী বা ভাল চাকরী যাঁহাদের নাই, তাঁহাদের সমীপেই দেখিতে পাই, শাস্ত্রের কিছু কিছু আদর আছে, শাস্ত্রানুমোদিতকর্ম্ম করিতে তাঁহারাই ইচ্ছুক। কিন্তু যাঁহারা মান্য গণ্য যাঁহাদের জমীদারী আছে, অথবা যাঁহারা ভাল চাকরী করেন, এককথায় যাঁহাদের হৃদয় অভিমানে স্ফীত, তাঁহারা কদাচ শাস্ত্রকে অনুবর্ত্তন করিতে পারেন না, শাস্ত্রানুবর্ত্তন করা তাঁহাদের পক্ষে অপমান। যাঁহাদের সম্মুখে করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া, বহু স্বার্থপর, হীনচেতা ব্যক্তি স্ব-স্ব উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সর্ব্বদা তোষামোদ করেন, বন্ধু বা হিতৈষির আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া, নিজ-নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি কখন অন্যকে অনুবর্ত্তন করিতে পারেন? পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"প্রজ্ঞাবিবেকং লভতে ভিন্নৈরাগমদর্শনৈঃ।
কিয়দ্বা শক্যমুন্নেতুং স্বতর্কমনুধাবতা॥
তত্তদুৎপ্রেক্ষমাণানাং পুরাণৈরাগমৈর্বিনা।
অনুপাসিতবৃদ্ধানাং বিদ্যা নাতি প্রসীদতি॥" বাক্যপদীয়, ২ কাণ্ড, ৪৯২ ও ৪৯৩শ্লো।

অর্থাৎ, নানাবিধ আগমদর্শন—শাস্ত্রসিদ্ধান্তদ্বারাই প্রজ্ঞা, বিবেকবৈশারদ্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিবিধ আগমদর্শনদ্বারা প্রজ্ঞা যখন বিবেকপ্রাপ্ত হয়, তখনই স্বয়ং কোনরূপসিদ্ধান্তে উপনীত হই-বার শক্তি আবির্ভূত হয়। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রপাঠ না করিয়া, স্ব স্ব স্বল্পপ্রসারতর্কযুক্তিদ্বারা সদসন্নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন, শাস্ত্রপাঠকে যাঁহারা উপেক্ষা করেন, শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে যাঁহারা অক্ষম, এই অনন্তবিশ্বের কতটুকু তাঁহারা জানিতে পারেন? যাঁহারা শাস্ত্রকে উপেক্ষা করেন, যাঁহারা বৃদ্ধজনের সেবা করিতে অনিচ্ছুক, ভগবতী বিশুদ্ধপ্রজ্ঞা তাঁহাদের প্রতি কখন প্রসন্না হ'ন না। বিবিধপুরাণাগমদর্শনব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞানপিপাসুর পিপাসা কখন মিটিতে পারে না। যাঁহারা উপাসিতবৃদ্ধ, যাঁহারা বিগলিতাভিমান, যাঁহারা শাস্ত্রচরণসেবক, ভগবতী বিশুদ্ধ-প্রজ্ঞা তাঁহাদের হৃদয়েই প্রকাশিত হয়েন। ব্রহ্মবিদ্যা, জাগতিক ঐশ্বর্য্যের মুখাপেক্ষা করেন না।

প্রাকৃতিকনিয়ম ইহাই ত প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধব্যাপার। আহার করিতে করিতে উদর যখন পূর্ণ হইয়া উঠে, তখন উপাদেয় ভোজ্যবস্তুও আমরা ত্যাগকরিয়াথাকি। তা'ই বলিতেছি, প্রত্যেকজীবনেই অসংখ্যবার আসুরিকবৃত্তি চরিতার্থ হইতেছে, কিন্তু, কর্ম্মনিবৃত্তি হয় না কেন? ঈপ্সিততমের সমাগম হইল, হৃদয় এরূপ বিশ্বাস করিতে পারে না কেন? অতএব, আসুরিকবৃত্তি চরিতার্থ করাই জীবনের উদ্দেশ্য নহে, জীবনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। শাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়, ক্ষুৎপিপাসাদি, স্বাভাবিকব্যাধি। ব্যাধিতের ঔষধের প্রতি যাদৃশী রতি হইয়া থাকে, শাস্ত্রিতপৌরুষবিশিষ্টব্যক্তির পানভোজনাদি আসুরিকবৃত্তিনিচয়ের প্রতি তাদৃশী রতিই হইয়া থাকে। ব্যাধি থাকুক্, বেশ ঔষধ সেবন করা যাইবে, কোন প্রেক্ষাবান্ ব্যাধিতই যেমন এইরূপ ইচ্ছা করেন না, সেইপ্রকার ক্ষুৎপিপাসাদি স্বাভাবিকব্যাধিসকল থাকুক্, সুখে পানভোজনাদি করিতে পারা যাইবে, বোধ হয়, কোন বিবেকশক্তিবিশিষ্টব্যক্তির এবম্প্রকার প্রার্থনা হয় না। বুদ্ধিমান্ পথিক, যেপ্রকার পান্থনিবাসের মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া, গন্তব্যস্থান বিস্মৃত হ'ন্ না, পান্থশালার শ্রীবৃদ্ধিসাধনার্থ সর্ব্বস্ব নষ্ট করেন না, শাস্ত্রিতপৌরুষবিশিষ্টব্যক্তিগণও, সেইপ্রকার সংসারমায়ায় অভিভূত হইয়া, জীবনের প্রকৃতলক্ষ্য বিস্মৃত হ'ন্ না, পানভোজনাদি আসুরিকবৃত্তি * চরিতার্থ করাকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করেন না। শাস্ত্রসেবকপুরুষগণ সংসারকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির সাধনজ্ঞানে আদর করিয়া থাকেন, উচ্ছাস্ত্রিতপৌরুষবিশিষ্টপুরুষদিগের সংসারই উদ্দেশ্য।

যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, যদি তাহা কদাচ তদ্রূপ ত্যাগ না করে, অর্থাৎ, যাহা অচঞ্চল—পরিবর্ত্তনরহিত, তাহা সৎ এবং যাহা তদ্বিপরীত, যাহা সদাচঞ্চল, যাহা ব্যভিচারী, তাহা অসৎ। শরীর অসৎ, ইন্দ্রিয় অসৎ, মনঃ অসৎ, এককথায় ব্রহ্মব্যতীত সকলই অসৎ। পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, অখণ্ডৈকরসব্রহ্ম বা অনন্তজীবন, অপরিচ্ছিন্নজ্ঞান এবং অপার-আনন্দই জীবের ঈপ্সিততম, সুতরাং ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে পরিবর্ত্তনাত্মক বা অসৎ সংসার, জীবের ঈপ্সিত হইলেও ঈপ্সিততম নহে।

---

* পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য—"**देवासुरा ह वै यत्र संयेतिरे।**"—এই শ্রুতিবচনের ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিয়াছেন—

"**देवा दीव्यतेर्द्योतनार्थस्य शास्त्रोद्भासिता इन्द्रियवृत्तयः। असुरास्तद्विपरीताः। स्वेष्वेवासुषु विष्वग्विषयासु प्राणनक्रियासु रमणात्। स्वाभाविक्यस्तम आत्मिका इन्द्रियवृत्तय एव।**"

অর্থাৎ, শাস্ত্রোদ্ভাসিত ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী—কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা—বিবেকবিষয়নিম্না ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকলকে এখানে 'দেব', এবং তদ্বিপরীতবৃত্তিসমূহকে, অর্থাৎ, সংসারপ্রাগ্‌ভারা বিষম্বিষয়নিম্না স্বাভাবিকতম আত্মিকা—অধঃস্রোতস্বিনী ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয়কে 'অসুর'-শব্দদ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে 'অসু'শব্দের অর্থ, প্রাণ। অসুতেই পানভোজনাদি—প্রাণনক্রিয়াতেই যাঁহাদের রতি, তাঁহারা অসুর। 'অসুরোচিতবৃত্তি=আসুরিকবৃত্তি'।

'সুখ' এই শব্দটীর নিরুক্তিহইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়?—সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মই জীবের ঈপ্সিততম, একথা সাধারণের হৃদয়গ্রাহিণী না হইতে পারে, কিন্তু, জীবমাত্রেই যে সুখের ভিখারী, বোধ হয় সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। সুখই আমাদের ঈপ্সিততম বটে, কিন্তু, দুঃখের বিষয়, যাহা আমাদের ঈপ্সিততম, আমরা তাহার স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে অবগত নহি। বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজনিতপরিবর্ত্তনবিশেষকেই আমরা সুখ বলিয়া জানি, বৈষয়িকসুখই আমাদের সমীপে সুখনামে পরিচিতপদার্থ। বৈষয়িকসুখ বিষয়াসক্তের যে পরিচিতপদার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু, পান্থশালাতে মিলিত স্বল্পস্থিতিপথিকসমূহের মধ্যে পরস্পর যেরূপপরিচয় হইয়াথাকে, বৈষয়িকসুখ ও বিষয়াসক্তের মধ্যেও তাদৃশপরিচিতিই আছে। পথিক পূর্ব্বদৃষ্টপথিককে দেখিলে চিনিতে পারেন, কিন্তু, তাঁহার নাম-ধাম বলিতে পারেন না। বিষয়াসক্তও সুখভোগকালে, 'ইহা সেই জাতীয়পদার্থ যাহা পূর্ব্বে অনুভব করিয়াছিলাম', বৈষয়িকসুখের এতাবন্মাত্র পরিচয় দিতে পারেন, কিন্তু, ইহার স্বরূপ, ইহার উৎপত্তি, স্থিতি, আয়তি প্রভৃতি বিষয়ে প্রায়বৈষয়িকই অনভিজ্ঞ।

পূজ্যপাদ ভগবান্ যাস্ককর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত 'সুখ' এইশব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ স্মরণ করিলে আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি, সুখের অসম্পূর্ণপরিচয়ই আমাদের আছে। 'খ'-শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। খ-হেতুক,—ইন্দ্রিয়জন্য—বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজনিত-মানসবিকারবিশেষের নাম 'সুখ'; অথবা পুরুষ বা আত্মার যাহা ধর্ম্ম তাহা 'সুখ' কিম্বা যাহা পরব্রহ্মপ্রাপ্তিসুখকে খনন করে, নাশ করে, পরিচ্ছিন্ন করে, আবৃত করিয়া রাখে, তাহা 'সুখ'। * নিরুক্ত ও তাহার টীকাতে 'সুখ'-শব্দের যেসকল ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ ধৃত হইয়াছে, তাহাদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়, সুখ পরিচ্ছিন্ন-ও-অপরিচ্ছিন্নভেদে দ্বিবিধ। পরিচ্ছিন্নসুখ বিষয়েন্দ্রিয়সন্নি-কর্ষজনিতমানসবিকার, অপরিচ্ছিন্নসুখ অখণ্ডসচ্চিদানন্দময়-পরব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপাবস্থিতি।

পরিচ্ছিন্নসুখ অপরিচ্ছিন্নসুখহইতে বস্তুতঃ ভিন্নপদার্থ নহে—অভীষ্টবিষয়-প্রাপ্তিতে সুখ হয় সত্য, কিন্তু, অভীষ্টবিষয়প্রাপ্তিতে কেন সুখ হয়, তাহা চিন্তা

* "सुखं कस्मात्? सुहितं खेभ्यः, खं पुनः 'खनतेः।"— निरुक्तভাষ্য।

'सु हितं' सुष्ठु हितमेतत् "खेभ्यः" इन्द्रियेभ्यः। खं पुनः इन्द्रियम् 'खनतेः' धातोः।"—

দুর্গাচার্য্যকৃত টীকা।

"अतिशयेन हितं पुरुषस्य, खेभ्यः ध्वहेतुकमित्यर्थः। हितं वा पुरुषे आत्मधर्मत्वात् सुखादीनां धर्माधिकरणत्वाच्च धर्म्मिणाम्। * * * 'खं' पुनः खनतेः, तत्पूर्व्वस्य तत्खनति विनाशयति, किम्? परब्रह्मप्राप्तिसुखम्, कथम्? आत्मसुखप्रतत्त्वेऽधीगमनात् इति सुखम्।"—

শ্রীদেবরাজযজ্বকৃত নিঘণ্টু টীকা।

করিলে প্রতীতি হইবে যে, সুখান্বেষণকারিচিত্ত সুখের অনুসন্ধান করিতে করিতে যাহাকে সুখপ্রদ বলিয়া নিশ্চয় করে, যেবিষয়কে আত্মার অনুকূল বা আত্মীয় বলিয়া অবধারণ করে, তাহাকে লইয়া নিজগৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়,—সুখান্বেষণার্থ-বহির্মুখ-চিত্ত অন্তর্মুখ হয়,—নির্জ্জনে নিরুপদ্রবে তাহা ভোগ করিবে বলিয়া অন্তরে প্রবেশ করে। চিত্তবৃত্তি অন্তর্মুখীন হইলেই স্বাভিমুখদর্পনে মুখপ্রতিবিম্বপাতের ন্যায় সুখময় আত্মার প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত হয়, ইহাতেই বিষয়প্রাপ্তিজন্য সুখানুভব হইয়া থাকে। * অল্পবুদ্ধিমানব মনেকরে বিষয়ে সুখ দিল—বিষয়োপভোগ করিয়া সুখ প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু, বস্তুতঃ সুখ দিলেন সুখময় আত্মা—সুখোপলব্ধি হইল চিত্ত-বৃত্তি অন্তর্মুখীন হইয়াছিল বলিয়া, সুখ হইল চিত্তবৃত্তি ক্ষণকালের জন্য নিরুদ্ধ হইয়াছিল এইনিমিত্ত, কিছুক্ষণের জন্য পরিবর্ত্তন বা মরণযাতনা ভোগ করিতে হয় নাই তন্নিবন্ধন। আত্মার স্বরূপাবস্থাই সুখ। †

অতএব, বিষয়সুখ স্বরূপসুখহইতে ভিন্নপদার্থ নহে। বিষয়সুখও সুখ বটে, বিষয়সুখ স্বরূপসুখহইতে কোন অতিরিক্তপদার্থ নহে সত্য, কিন্তু ইহা অল্প, ইহা ক্ষণভঙ্গুর, ইহা ভূমা নহে। আমরা ভূমা বা অপরিচ্ছিন্নসুখের প্রার্থী। যাহার কণামাত্র জগৎকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার পূর্ণভাব কিরূপ, বিষয়ানন্দ উপ-ভোগ করিয়া যাঁহাদের অন্তঃকরণে এইরূপ জিজ্ঞাসা উদিত হয়, এবং বিষয়, বিষয়-সুখের করণমাত্র, যাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহারাই পরমানন্দসাগর-প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃত্য হয়েন, বিষয়সুখ, স্বরূপসুখের দ্বারস্বরূপ জানিয়া সুখান্বেষ-ণার্থ আর বহির্দেশে আগমন করেন না, অন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন।

---

* "विषयसुखमपि न स्वरूपसुखादतिरिच्यते। विषयप्राप्तौ सत्यां अन्तर्मुखे मनसि स्वरूपसुख-स्यैव प्रतिबिम्बनात्। स्वाभिमुखे दर्पणे मुखप्रतिबिम्बवत्।"— অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি।

"एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति।"—

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

"अथात्र विषयानन्दो ब्रह्मानन्दांशरूपभाक्।
निरूप्यते द्वारभूतस्तदंशत्वं श्रुतिर्जगौ॥
एषोऽस्य परमानन्दो यो खण्डैकरसात्मकः।
अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेवोपभुञ्जते॥"— পঞ্চদশী।

† "यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह।
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमाङ्गतिम्॥"— কঠোপনিষৎ।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত বাহ্যবিষয়হইতে নিবৃত্ত হইয়া, যখন আত্মাতে অবস্থিত হয়, বুদ্ধি যখন বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত না থাকিয়া পরমাত্মার তত্ত্বানুসন্ধানে তৎপর হয়, তখনই পরমাগতি হইয়া থাকে। এই শ্রেষ্ঠাগতিই জীবকে দুঃখসঙ্কুলভবসাগরহইতে পরিত্রাণ করিয়া প্রকৃত-সুখের অধিকারী করে।

কিন্তু, যাঁহাদের বিশ্বাস অন্যরূপ, বিষয়কেই যাঁহারা ঈপ্সিততম মনে করেন, করণ যাঁহাদের ভ্রান্তদৃষ্টিতে কর্ম্মরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে, তাঁহারা বিষয়ার্জ্জনের চেষ্টাতেই নিযুক্ত থাকেন। ধনদ্বারা ঈপ্সিতরূপেনিশ্চিতবিষয়সকল সুখগম্য হয়, এইজন্য লোকে ধনেরই অত্যন্ত আদর দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যগণ স্ব-স্ব-যোগ্যতানুসারে, কেহ বণিকবৃত্তি, কেহ কৃষি, কেহ শ্ববৃত্তি, কেহ বা ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি, অর্থোপার্জ্জনের বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। সুখের স্বরূপ যাঁহারা অবগতহইয়াছেন, বৈষয়িকসুখশীকরের উৎস কোথায়, যাঁহারা তাহার সন্ধান পাইয়াছেন, ঈপ্সিততম যাঁহাদের অভ্রান্তরূপে নিশ্চিতহইয়াছে, তাঁহাদের অর্থার্জ্জনশক্তি প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষীণ হইয়া থাকে। গন্তব্যস্থানাভিমুখীনগতিকে অবরুদ্ধকরিয়া অর্থার্জ্জনের জন্য তাঁহারা অধিক চেষ্টা করিতে পারেন না। সরিৎ যখন সরিৎপতির সহিত সঙ্গতহইবার জন্য ধাবমান হয়, বিরুদ্ধশক্তিদ্বারা বাধিত না হইলে স্বেচ্ছাক্রমে সে যেমন গতি স্থগিত করে না, বহুদিন দুঃখময়বিদেশে-বিদেশে ভ্রমণ করিয়া, দয়িতদর্শনপিপাসুপথিক যেমন পান্থনিবাসে বৃথা কালহরণ করে না, সম্মুখে ভীষণকান্তার, দিনমণি অস্তমিতপ্রায়, নিকটে পান্থশালা নাই, এইরূপ অবস্থায় পতিত পান্থ যেরূপ কোনদিকে না তাকাইয়া, কাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, যথাশক্তি ক্ষিপ্রগতিতে গন্তব্যদেশাভিমুখেই অগ্রসর হয়, সেইরূপ প্রাণের প্রাণকে দেখিবার নিমিত্ত যাঁহাদের হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে, এই জন্মজরাদিকষ্ট-সংকুল-ভবার্ণব পার হইয়া, ত্রিতাপহারিণী বিশ্বজননীর চরণসন্দর্শন করিবেন, এই আশায় স্বদেশাভিমুখে ক্ষিপ্রগতিতে যাঁহারা ধাবমান, অনিশ্চিত-জীবিত-কাল-রবি অস্তমিতপ্রায় জানিয়া, চতুর্দ্দিকে দুরতিক্রমণীয়সংসারকান্তার নিরীক্ষণ করিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে, যথাপ্রাণ দ্রুতগতিতে লক্ষ্যস্থানে উপনীত হইবার নিমিত্ত যাঁহারা চলিষ্ণু, অর্থোপার্জ্জনের জন্য পথিমধ্যে কালহরণ করিতে তাঁহারা স্বভাবের নিয়মে অপারক হইয়াথাকেন। যতক্ষণ ঘট প্রস্তুত না হয়, দণ্ডচক্রাদিঘটকারণসকলকে ততক্ষণ যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে হয়, যাবৎ নদী উত্তীর্ণ হওয়া না যায়, তাবৎ নদী-তরণকারণ তরণ্যাদি যাহাতে অক্ষত থাকে, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হয়। শ্রুতিতে, শরীরকে শরীরী বা জীবাত্মার রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মন'কে অশ্বরজ্জু এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে শরীররথাকর্ষক অশ্বরূপে রূপিত করা হইয়াছে। যাবৎ গন্তব্যস্থানে উপনীত হওয়া না যায়, তাবৎ শরীরাদির রক্ষা করা আবশ্যক। শরীরাদির রক্ষা করিতে হইলে কোনরূপবৃত্তি অবলম্বন করা চাই। ভিক্ষাই এইরূপলোকদিগের শাস্ত্রানুমোদিতবৃত্তি।

যাহা বলা হইল, ইহাহইতে পাঠক অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন, সংসারে দ্বিবিধ-ভিক্ষুক আছে। একশ্রেণীর ভিক্ষুকের ভিক্ষাদ্বারা বিষয়োপভোগ বা শরীররক্ষা করা উদ্দেশ্য, অন্যশ্রেণীর ভিক্ষুকের ভিক্ষাদ্বারা শরীররক্ষাকরা উদ্দেশ্যসিদ্ধির

সাধন। আমি যে ভিক্ষুকের কাছে এইভাবে ভিক্ষাকরিতে শিখিয়াছি, তিনি এই শেষোক্তশ্রেণীর ভিক্ষুক। আমার ভিক্ষাশিক্ষাগুরু একটী বৃহৎভিক্ষাপাত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক কোন রথ্যাতে দণ্ডায়মান হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে 'বস্ ওহি লেঙ্গে', এইকথা উচ্চারণ করিতেন। আমি একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনি গৃহস্থের দ্বারেদ্বারে গমন না করিয়া একস্থানে উপবেশনপূর্ব্বক ভৈক্ষচর্য্যা করেন কেন? ভিক্ষাদান, দাতার ইচ্ছা-ও-সামর্থ্যাধীন, সুতরাং 'বস্ ওহি লেঙ্গে', অর্থাৎ, 'আমি এই পাত্রমেয়ভিক্ষা গ্রহণ করিব', ভিক্ষুকের এইরূপপ্রতিজ্ঞা কি ভৈক্ষচর্য্যারীত্যনুমোদিত? আমার ভিক্ষাশিক্ষাগুরু এতচ্ছ্রবণে উত্তর করিয়াছিলেন, "অবকাশ অত্যল্প, ভিক্ষা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহকরাই ভিক্ষার উদ্দেশ্য নহে, লোকের দ্বারেদ্বারে ভিক্ষা করিতে হইলে, যথাপ্রয়োজন ভৈক্ষ্যসংগ্রহ করিতে অনেক কালবিলম্ব হইবে, দেশে যাইতে হইবে, সম্মুখে ভীষণকান্তার, দিনমণি অস্তমিতপ্রায়, গৃহস্থকে উৎপীড়িত করি না, যাঁহার অনন্তভাণ্ডার, আমি যাঁহার অকিঞ্চনপ্রজা, তাঁহার কাছেই এ আবদার, সুতরাং,ইহা ন্যায়বিগর্হিত নহে।" গুরুদেবের চরণে পতিত হইয়া সভয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করিলাম, বুঝিলাম তিনিই শাস্ত্রানুমোদিত-ভিক্ষুক। ভিক্ষাপত্রের মূল্যনির্দ্ধারণকরিবার ইহাই কারণ। আমি মা'র কাছে বলিতেছি 'বস্ ওহি লেঙ্গে।'

সম্ভাবিতপ্রশ্নোত্থাপন ও যথাবুদ্ধি তদুত্তর-প্রদান—সরলভাবেই স্বীকার করিয়াছি, আমার বিদ্যা নাই, আমি স্বল্পবুদ্ধি। যাহা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, নিজ বিশ্বাস তাহাতে আমার অধিকার আছে। কিন্তু, যাহা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস, তাহা করিতে প্রবৃত্ত হই নাই, নিশ্চিত জ্ঞান আছে, তাহা করিবার যোগ্যতা আমার নাই—তৎকার্য্যসাধন করিতে আমি সম্পূর্ণ অনধিকারী, স্বীয় প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই জানাইতেছি, তাহা করিতে আমি অনিচ্ছুক।

ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ ও পতঞ্জলিদেবনির্দ্দিষ্ট প্রাগুক্ত চতুর্ব্বিধপ্রকারে বিদ্যানুশীলন, এককথায় যথাশক্তি শাস্ত্রশাসনানুসারে বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনকরিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহাতে আমার, শাস্ত্রশাসনানুসারেই বলিতেছি, অধিকার আছে, শাস্ত্র-মর্ম্মব্যাখ্যা, হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন, নিজ নামপ্রসার বা জীবনধারণোপযোগি-অর্থাতিরিক্ত অর্থসঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হইনাই। এসকল কার্য্যকরিতে আমি যে উপযুক্ত নহি, তাহা আমি জানি।

কোন ধর্ম্মের প্রতি শ্রীগুরুদেবের চরণকৃপাবলে আমার বিদ্বেষ নাই। ধর্ম্ম কাল্পনিকপদার্থ নহে,—ইহা প্রাকৃতিক, সুতরাং,প্রকৃতিভেদে ধর্ম্মভেদ হইবেই,—হওয়াই স্বাভাবিক। প্রাকৃতিকনিয়মে যে দেশ বা যে জাতি যেরূপ ধর্ম্মের আশ্রয় করিয়াছে, তদ্দেশ-বা-তজ্জাতির পক্ষে তদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানই শ্রেয়স্কর। বিধর্ম্মিকে স্বধর্ম্মে

আনয়ন করিবার চেষ্টা শাস্ত্রানুমোদিত নহে; অপরধর্ম্মাবলম্বিদিগকে হিন্দুধর্ম্মের শরণগ্রহণকরাইতে শাস্ত্রচরণসেবকহিন্দু তা'ই, সম্পূর্ণ অনভিলাষী।

শাস্ত্রমর্ম্মব্যাখ্যা করিবার আমি উপযুক্ত নহি—যিনি সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা নহেন, যিনি তপস্বী নহেন,—তপঃসাধনদ্বারা যাঁহার চিত্ত নির্দ্দগ্ধকল্মষ বা নিষ্পাপ হয় নাই, শাস্ত্রার্থপরিজ্ঞানপ্রতিবন্ধককারণসকল যাঁহার অপনোদিত হয় নাই, যাঁহার মনঃ বাক্যে ও বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত নহে. যিনি সত্যসন্ধ বা সরল নহেন,. বিষয়ভোগতৃষ্ণা যাঁহার খর্ব্ব হয় নাই, এককথায় যিনি স্বয়ংই শাস্ত্রমর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন নাই, শাস্ত্রমর্ম্মব্যাখ্যা করিবার তিনি উপযুক্ত নহেন। আমি সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা নহি, আমি তপস্বী নহি, আমার চিত্ত নির্দ্দগ্ধকল্মষ বা নিষ্পাপ হয় নাই, সরলতা প্রিয়সামগ্রী হইলেও, অনেকসময়ে নানাকারণে আমাকে কুটিলতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ এপর্য্যন্ত আমি উপযুক্ত শিক্ষাগুরুর চরণে শরণগ্রহণ করিতে পারি নাই, দুরবগাহশাস্ত্রার্থ আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, অতএব বলাই বাহুল্য, যে আমি শাস্ত্রমর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ত নহি।

গ্রন্থপ্রকাশের প্রয়োজন—যে কার্য্যসম্পাদন করিবার যাঁহার যোগ্যতা নাই, তৎকার্য্যসম্পাদন করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না, অন্ততঃ হওয়া উচিত নহে। আমি যখন শাস্ত্রমর্ম্ম ব্যাখ্যাকরিবার যোগ্য নহি, জিজ্ঞাসু হইতে পারে, তখন শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে আমি প্রবৃত্ত হইলাম কেন?। অর্থোপার্জ্জনেরত ইহা ব্যতীত বহুপথ আছে, সেইসকল পথের মধ্যে কোন একটী পথকে আশ্রয়করা না হইল কেন? গ্রন্থ বিক্রয়ওত ব্রাহ্মণের শাস্ত্রানুমোদিতকর্ম্ম নহে। আর এককথা—বুদ্ধিহীনতাবশতঃ যদি কেহ অযথারূপে শাস্ত্রব্যাখ্যা করেন,এবং সেই অযথা শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণকরিয়া যদি কোন ধর্ম্মজিজ্ঞাসুর চিত্তভ্রম হয়, তাহা হইলে, অযথারূপে শাস্ত্রব্যাখ্যাকারিকে কি তজ্জন্য মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয় না?

গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বিদ্যার পরিচয় দেওয়া যে আমার উদ্দেশ্য নহে, যশের আকাঙ্ক্ষায় বা অন্যকে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে ইহা যে লিখিত হইতেছে না, শাস্ত্র-মর্ম্মব্যাখ্যা করিবার আমি যে উপযুক্ত নহি, বহুবারই তাহা স্বীকার করিয়াছি। আমি হিন্দু, শাস্ত্র কি, তাহা বুঝি আর নাই বুঝি, নৈসর্গিকপ্রেরণাবশতঃ ঈশ্বর-বাণীবোধে ইহাকে পূজা করিতে আমি ইচ্ছুক; শাস্ত্রোপদেশপালনকরা ব্যতীত, কি ঐহিক কি পারত্রিক, কোনরূপ কল্যাণ হইতে পারে না, আমার ইহা সহজ-বিশ্বাস। শাস্ত্র ব্রাহ্মণকে যেরূপে জীবন-অতিবাহিত করিতে আদেশ করিয়াছেন, একান্ত ইচ্ছা, প্রাণপণে সেইরূপে জীবনযাপন করিব। বিদ্যার প্রতি কিছু রতি আছে, তা'ই বিদ্যানুশীলন করিতেছি, উপদেষ্টার আসন অধিকারকরিয়া শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেছি না। শাস্ত্রপাঠ করিয়া যাহা বুঝিব, তাহা গ্রন্থনকরিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি ছিল বটে, কিন্তু, গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া তদ্দ্বারা অর্থার্জ্জনকরিবার প্রবৃত্তি ছিল না।

অযাচিত ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলাম, এবং আমরণ এই বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকিব এবম্প্রকার সংকল্পও ছিল, কিন্তু, দুঃখের সহিত বলিতেছি, উন্নতম্মন্য ভারতবর্ষ সে সংকল্প পরিত্যাগ ও যাচিত-ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয়গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। বিনিময়ে কিছু দিতে না পারিলে, সংসারে কেহ কাহাকেও কোন দ্রব্য দান করিতে পারেন না। যদি আমি লোকের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া সরলভাবে বলি, "মহাভাগ! যথাশাস্ত্র ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে আমি ইচ্ছুক, যদি সামর্থ্যবহির্ভূত না হয়, আমাকে কিঞ্চিৎ ভিক্ষাদান করুন" তাহা হইলে, অধিকাংশস্থলেই 'তোমার বাড়ী কোথায়? চাকরী কর না কেন? দেখিতেত বেশ হৃষ্টপুষ্ট, এ জুয়াচুরী কতদিন আরম্ভ করা হইয়াছে, কর্ম্মক্ষমব্যক্তিদিগকে ভিক্ষাদানকরা সমাজনীতি-বিরুদ্ধকর্ম্ম, ইহাতে অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, অকর্ম্মণ্যলোকের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়', ইত্যাদি, অপ্রার্থিত ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ উপদেশবচন শ্রবণকরা ভিন্ন বর্ত্তমানসময়ে আর কিছু লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। ভিক্ষুকদিগের মধ্যে যাহারা গান করিতে পারে, দেখিয়াছি তাহারা অপেক্ষাকৃত আদরের সহিত, অথবা শীঘ্র শীঘ্র ভিক্ষা পায়। কণ্ঠ মধুর হইলেত কোন কথাই নাই। মধুরকণ্ঠ ভিক্ষুক প্রায়ই সাদরে ভিক্ষা পাইয়া থাকে। কণ্ঠ যদি কর্কশ হয়, তাহা হইলেও, পাছে পুনর্ব্বার গান ধরে, এইভয়ে শীঘ্র শীঘ্র তাহাকে বিদায় করা হয়; সুতরাং, ভিক্ষুকের ইহাতেও লাভব্যতীত অলাভ নাই।

অযাচিতভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক পঞ্চবর্ষ অতিবাহিত করিয়া বুঝিয়াছি, অযাচিতভিক্ষাবৃত্তির কথাত দূরের, এ দুর্দ্দিনে আমার ন্যায় দুর্ব্বলচিত্তের যাচিত-ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকরাও দুর্ঘট হইয়াছে। গ্রন্থবিক্রয় ব্রাহ্মণের পক্ষে শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্ম নহে সত্য, কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, শাস্ত্রানুমোদিতবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছুক ব্রাহ্মণগণের ভার বহন করা কর্ত্তব্য, বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ কি তাহা বুঝেন? শাস্ত্রানুমোদিত ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিব, এইরূপ কৃতসংকল্প ব্রাহ্মণের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে সপরিবারে অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ভিন্ন কি গত্যন্তর আছে? সাহায্য করা দূরে থাকুক, ভিক্ষুক বলিয়া ঘৃণা করেন না, কোনস্থানহইতে ঈশ্বরানুগ্রহে ভিক্ষাপাইলে ব্যথিত বা অসন্তুষ্ট হয়েন না, এরূপ সহৃদয় হিন্দুর সংখ্যা কি এখন বিরল নহে?

শাস্ত্রশাসনানুসারে জীবনযাপন করিব, এইরূপ সংকল্প করিয়াছি, বিনিময়ে কিছু দিতে না পারিলে কোন ব্যক্তির নিকটহইতে কিছু পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা বুঝিয়াছি, তা'ই যাহা সংগ্রহকরিতে পারিয়াছি, মূল্যবান্ না হইলেও, তাহা লইয়াই ভিক্ষার্থ সকলের দ্বারে উপস্থিত হইব। ভিক্ষুক সঙ্গীতজ্ঞ না হইলেও, গান করিয়া দাতার (দাতা সংগীতনিপুণ তান্‌সান হইতে পারেন) মনস্তুষ্টি-সম্পাদনার্থ চেষ্টা করিতে যেমন লজ্জিত বা ভীত হয় না, আমিও সেইরূপ এই অকিঞ্চিৎকর

গ্রন্থখানি হস্তে করিয়া পণ্ডিতকেশরী প্রসিদ্ধগ্রন্থকারের দ্বারেও ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইতে লজ্জিত বা ভীত হইব না। ভাগ্যক্রমে যদি কাহারও ভাল লাগে, তবে বিনা তাড়নায় ভিক্ষা পাইব, শ্রুতিকটু বা অসার বলিয়া বোধ হইলেও, কেহ পরিচয় বা কি জন্য চাকরী করি না তাহার কারণ, জিজ্ঞাসা করিবেন না, কাহার নিকটহইতে অপ্রার্থিত ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ উপদেশবচন শ্রবণ করিতে হইবে না, কর্কশকণ্ঠ সঙ্গীতানভিজ্ঞ ভিক্ষুককে, পাছে আবার গান ধরে, এই আশঙ্কায় যেমন শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করা হয়, আমাকেও অন্ততঃ সেইরূপ শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করা হইবে, এই জন্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি।

আমি শাস্ত্রব্যাখ্যাতা নহি, সুতরাং,কেহই আমাকে অনুবর্ত্তন করিবেন না। অজ্ঞানবশতঃ যদি অযথভাবে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়াথাকি, তজ্জন্য আমি মহাপাপে লিপ্ত হইব না। আজকাল বালক পর্য্যন্ত স্বীয় অস্তিত্ব বা অহংভাবকে গুণভূত (Passive) করিয়া কাহারও কথা গ্রহণকরেন না, সাক্ষাৎ বেদব্যাস আসিয়া কোন কথা বলিলেও তাহাকে স্বীয় যুক্তিনিকষে না কষিয়া কেহ হৃদয়ে স্থান দেন না, সুতরাং, আমি যাহা বলিব, লোকে বিনা বিচারে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন, ইহা কি সম্ভব? শিষ্যই বিনা বিচারে আজকাল গুরূপদেশ গ্রাহ্য করে না, সুতরাং, অন্যের কথাত দূরের।

ত্রুটিস্বীকার ও ক্ষমাপ্রার্থনা।—কুসুম যদি সংগৃহীত হইল, তবে গ্রন্থনসূত্র পাওয়া গেল না, গ্রন্থনসূত্র যদি পাওয়া গেল, তবে কুসুম জুটিল না. এরূপ অবস্থাতে মালাগাঁথা যে ভাল হয় না, তাহা আর বলিতে হইবে না। গ্রন্থ লিখিতে যে সকল উপকরণের প্রয়োজন, দুর্ভাগ্যবশতঃ তন্মধ্যে প্রায়গুলিরই আমার অসদ্ভাব। প্রথমতঃ তাদৃশ বিদ্যা নাই, দ্বিতীয়তঃ, অর্থহীন এবং তদুপরি অনন্যাশ্রয় বহুপরিবারবর্গের ভরণপোষণভার ভগবান্ এই অকিঞ্চনের স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়াছেন; তৃতীয়তঃ, গ্রন্থের অত্যল্পাংশ লিখিত হইতে না হইতেই দারিদ্র্য ও উত্তমর্ণগণের তাড়নায় ইহাকে যন্ত্রস্থ করা হইয়াছে। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা ছিল না, সুতরাং, যেবিষয়ের যতদূর বলা হইয়াছে, তাহার সহিত যাহা বলিতেছি তাহার ঐক্য বা সামঞ্জস্য থাকিতেছে কি না, অনেকসময়েই নিশ্চিতরূপে তাহা জানিতে পারিনাই। এতদ্ব্যতীত বহু অপ্রকাশ্য প্রতিবন্ধককারণও আছে। অতএব আমার গ্রন্থ যে ভালরূপে গ্রথিত হইতে পারে না, গুণের ভাগ হইতে দোষের ভাগই যে ইহাতে অধিক হইবার সম্ভাবনা, তাহা নিশ্চিত। যে যে ত্রুটি স্বয়ংই বুঝিতে পারিয়াছি, অশুদ্ধিশোধনস্তম্ভে যথাশক্তি তাহা শোধন করিয়াদিয়াছি। *

* ব্যস্ততা-ও-মূর্খতাবশতঃ দুই একটী অক্ষমার্হ ভ্রম হইয়াগিয়াছে। উপক্রমণিকার শেষভাগে অশুদ্ধিশোধনস্তম্ভ সন্নিবেশিতকরিয়াছি বটে, কিন্তু, উপক্রমণিকাটী যখন একেবারে প্রকাশ করা হইল না, তখন ১ম সংখ্যার অত্যোচিত বিষমভ্রম-কয়েকটীর এইস্থলেই সংশোধন করিয়া দেওয়া

যদি কেহ দয়া করিয়া গ্রন্থখানি একবার পাঠ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার লক্ষ্য হইবে, গ্রন্থকার ধান ভাঙ্গিতে শিবের গীত করিয়াছে। যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত করা হইয়াছে,তাহাদের মীমাংসা যথাস্থানে ও যথাযথরূপে করা হয়নাই। প্রশ্নোত্থাপিত হইয়াছে নিজ-সংশয়নিরসনের নিমিত্ত,অন্যের সংশয় দূর করিবার জন্য নহে; ইহা গ্রন্থ নহে, ভিক্ষাকরণ, বিনীতভাবে অনেকবারই নিবেদন করিয়াছি, আমি অল্পবুদ্ধি, অতএব মূর্খ-ভিখারীর গান বলিয়া ক্ষমা করিবেন। আর এককথা—ধান ভাঙ্গিতেই হউক আর যাহা করিতেই হউক 'শিবেরইত'গীত। সবিনয় নিবেদন,উপক্রমণিকার শেষভাগে সন্নিবেশিত উপসংহারটী পাঠ করিবেন। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, শাস্ত্রীয় উপদেশের সারবত্তা দেখাইবার নিমিত্ত বিদেশীয়গ্রন্থহইতে এত উদাহরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে কেন? বিনীতভাবের উত্তর, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে তাহা হইলে গ্রন্থের কিছু আদর হইবে, আমার এইরূপ ধারণা। 'পতঞ্জলিদেব এই কথা বলিয়াছেন' বলিলে,

উচিত মনে করিলাম। উপক্রমণিকার ১০৮ পৃষ্ঠার অধষ্টিপ্পনীর দশম পংক্তির পরবর্ত্তী ছয়টী পংক্তির ভাষা এইরূপ হইবে।—

"বিশ্বনিয়ন্তা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বাহুদ্বয় (ধর্ম্মাধর্ম্মই লোকযাত্রানির্ব্বাহক সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু, তাই ইহাদিগকে বিশ্বপাতার বাহুরূপে রূপিতকরাহইয়াছে। 'বহ' ধাতুর অর্থ বহন করা। 'বাহু' শব্দটী 'বহ্'-ধাতুর উত্তর 'উণ্'-প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে) ও পতত্র—গতিশীল পরমাণুপুঞ্জ (পরমাণুপুঞ্জ বিশ্বের উপাদান-বা-সমবায়ি কারণ) দ্বারা (কুম্ভকার মৃত্তিকা ও দণ্ডচক্রাদিদ্বারা যেরূপ ঘটনির্ম্মাণ করে, সেইরূপ পরমাণু ও ধর্ম্মাধর্ম্মদ্বারা) জগৎকার্য্য-সম্পাদন করেন। জগৎকার্য্যের পরমাণু উপাদান বা সমবায়ি-কারণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও ঈশ্বর নিমিত্তকারণ।

১৫২ পৃষ্ঠা ১৭ পংক্তি। 'যাহা যাহাকে ধরিয়া রাখে' ইহার পরিবর্ত্তে 'যাহা যাহাতে ধৃত হয়' এবং ঐ ১৮ পংক্তি, 'যাহাতে যাহা ধৃত হয়' ইহার পরিবর্ত্তে, 'যাহা যাহাকে ধরিয়া রাখে' এইরূপ হইবে।

১৮৫ পৃষ্ঠার অধষ্টিপ্পনীর ২৯ পংক্তির পর 'এই ত্রিবিধ বাদের উল্লেখ করিয়াছেন'। এই অংশটুকু এবং ঐ ৩৪ পংক্তির পর।

'This is *materialism*, which has then to address itself to the further problem, to reduce the various phenomena of matter to some one absolutely first principle on which everything else depends. Or it may be maintained, *secondly*, that mind is the only real existence; the intercourse which we apparently have with a material world being really the result solely of the laws of our mental constitution. This is *Idealism*, which again has next to attempt to reduce the various phenomena to some one immaterial principle. Or it may be maintained, *thirdly*, that real existence is to be sought neither in mind as mind nor in matter as matter; that both classes of phenomena are but qualities or modes of operation of something distinct from both, and on which both alike are dependent.'—

এই অংশটুকু পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আজকাল লোকে তাহাতে বড় কর্ণপাত করেন না, কিন্তু, 'জন্ষ্টুয়ার্টমিল, স্পেন্সার; টিন্ড্যাল, হক্স্লী, টেট্, ব্যালফোর ইত্যাদি, বিদেশীয় পণ্ডিতগণও এইকথাই বলিতেছেন, বলিলে, দেখিয়াছি অনেকেই আগ্রহসহকারে তাহা শ্রবণ করেন। বিদেশীয় মতসংগ্রহকরিবার ইহাই প্রধানকারণ।

গ্রন্থকার নামপ্রকাশকরিতে কেন অনিচ্ছুক?—শিখপিতার চরণকৃপায় গ্রন্থকর্তৃত্বাভিমান আমার মলিনহৃদয়কে মলিনতর করে নাই, আমি নিজবুদ্ধিতে গ্রন্থকার নহি, আপনাকে স্বল্পবুদ্ধি, অকিঞ্চনভিখারী বলিয়াই আমি জানি, গ্রাহকগণকে আমি সাত্ত্বিক-দাতার-দৃষ্টিতে দেখিব। ভিক্ষার্থ সমুপস্থিত, স্বল্পস্থিতি, অকিঞ্চন দীনজনের নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বা রীতি নাই, তা'ই আমি নাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক।

বিনীতনিবেদকস্য—

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

গ্রন্থের আলোচ্য-বিষয়-নিরূপণ।

১ম খণ্ড।

১। উপক্রমণিকা বা উপোদ্ঘাতপ্রকরণ।—সমগ্রগ্রন্থের আলোচ্য-বিষয়সমূহের সমসন (Synopsis)।

২। আর্য্য ও অনার্য্য।—আর্য্য-কথাটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থবিচার, আর্য্যশব্দটীর শাস্ত্রীয় প্রয়োগ, আর্য্য-ও-অনার্য্য-লক্ষণ, আর্য্যদিগের বাস আর্য্যাবর্ত্তে, ভারতবর্ষই আর্য্যদিগের চিরবাসস্থান, আর্য্য ও আরিয়ান (Aryan) এক পদার্থ কি না, এতৎসম্বন্ধে বিদেশীয় মত ও তাহার সমালোচনা।

৩। শাস্ত্র ও শাস্ত্রের প্রয়োজনাভিধেয় সম্বন্ধনির্ণয়।—
শাস্ত্র-শব্দটীর নিরুক্তি, শাস্ত্রশব্দের শাস্ত্রীয় প্রয়োগ, প্রয়োজন-শব্দের অর্থ, অভিধেয়-শব্দের অর্থ, সম্বন্ধ-শব্দের অর্থ, শাস্ত্রপ্রয়োজন, শাস্ত্রাভিধেয়, শাস্ত্রসম্বন্ধ, শাস্ত্রই আমাদের একমাত্র সম্বল, ভবসাগরে শাস্ত্রই দিগ্‌দর্শনযন্ত্র। শাস্ত্রের প্রকৃতমর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে কিরূপ প্রস্তুত হইতে হইবে।

৪। তর্কতত্ত্ব (Logic)।—তর্কের লক্ষণ, তর্কের প্রয়োজন, সংস্কৃত তর্কশাস্ত্র এবং লজিকের সংক্ষিপ্ত উপদেশ ও তুলনা (Comparison)।

৫। বিজ্ঞান (Science)।—বিজ্ঞান-কথাটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য-ও-কোষোক্ত-অর্থসংগ্রহ, বিজ্ঞান-শব্দটীর শাস্ত্রীয় প্রয়োগ, বিজ্ঞান ও সায়ান্স্ (Science) এক-পদার্থ কি না, জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় সাধারণ উপদেশ, অধ্যাত্মবিজ্ঞান নামে কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকারকরিবার প্রয়োজন আছে কি না, অধ্যাত্মবিজ্ঞান জড়বিজ্ঞানের চরমোন্নতি, অধ্যাত্মবিজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে না পারিলে বিজ্ঞানপিপাসা মিটিবে না, বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Science), গণিতের দার্শনিকতত্ত্ব (Philosophy of Mathematics)।

৬। দর্শন।—দর্শন-শব্দটীর নিরুক্তি, কতপ্রকার অর্থে সাধারণতঃ ইহা ব্যবহৃত হইয়াথাকে, দর্শন প্রধানতঃ কতপ্রকার, আস্তিক-ও-নাস্তিক দর্শন, আস্তিক-দর্শন কতপ্রকার, নাস্তিকদর্শনের প্রকারভেদ, আস্তিক ও নাস্তিক, উভয়প্রকার দার্শনিকমতই অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত, আস্তিকদার্শনিকদিগের পরস্পরমতভেদের কারণ, আস্তিকদার্শনিকদিগের স্বরূপতঃ মতভেদ নাই, আস্তিক-নাস্তিক-ভেদে দ্বাদশপ্রকার দর্শনের সংক্ষিপ্ততত্ত্ব, দর্শন ও ফিলজফী এক পদার্থ কি না, ফিলজফীর লক্ষণ, ফিলজফীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (History of Philosophy)।

৭। বেদ ও বেদ্য।—বেদ-শব্দটীর নিরুক্তি,বেদের অপরপর্য্যায় ও তন্নিরুক্তি, বেদের অঙ্গোপাঙ্গ, ব্যাকরণের দার্শনিকতত্ত্ব, বেদবেদ্যবিষয়-নিরূপণ, একবেদ চারিভাগে বিভক্ত, বেদের উৎপত্তি, বেদ কতদিনের, দেবতাতত্ত্ব, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব, ব্রাহ্মণভাগের বেদত্বপ্রমাণ, বেদসম্বন্ধে বিরুদ্ধমতের সমালোচনা, মন্ত্রতত্ত্ব, বেদ বা শ্রুতি নিখিলজ্ঞানপ্রসূতি।

৮। পুরাণ ও ইতিহাস।—পুরাণ ও ইতিহাস কাহাকে বলে? পুরাণ ও ইতিহাসের প্রতিপাদ্যবিষয়, পুরাণেতিহাস পঞ্চমবেদ, কাল্পনিকপদার্থ নহে।

৯। তন্ত্র।—তন্ত্র-শব্দটীর অর্থ, তন্ত্রের লক্ষণ ও প্রতিপাদ্যবিষয়, তন্ত্র শ্রুতিরই বিভাগান্তর।

১০। স্মৃতি।—স্মৃতিশাস্ত্রের 'স্মৃতি' এইনাম হইবার কারণ, স্মৃতিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য-বিষয়, স্মৃতির প্রামাণিকত্ব।

১১। ধর্ম্মব্যাখ্যা—ধর্ম্ম-কথাটীর নিরুক্তি ও কোষোক্ত অর্থসংগ্রহ, ধর্ম্ম-শব্দটী বেদাদিশাস্ত্রে যে-যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ধর্ম্ম কোন্ পদার্থ, ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের সম্বন্ধবিচার, ধর্ম্ম ও রিলিজন্ সমানপদার্থ কি না, আর্য্যদিগের সকলশাস্ত্রই ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মই বিশ্বজগতের প্রতিষ্ঠা, নিখিলবস্তুই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত, আর্য্যধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের মূল।

২য় খণ্ড।

১। শারীরস্থান ও শারীরক্রিয়াতত্ত্ব (Anatomy and Physiology), প্রাণ-বিদ্যা (Biology), সমাজবিজ্ঞান (Sociology)।

২। অদৃষ্টতত্ত্ব—অদৃষ্ট-শব্দটীর অর্থ, অদৃষ্টনামক পদার্থের অস্তিত্বসম্বন্ধে অনুকূল-প্রতিকূলমতসংগ্রহ ও সমালোচনা, পাপ ও পুণ্য বা কর্ম্মতত্ত্ব (Law of Karma), ফলিত-জ্যোতিষ ও ইহার বৈজ্ঞানিকরহস্য, পরলোকতত্ত্ব, প্রেত্যভাব বা পুনর্জ্জন্ম, স্বর্গ ও নরক।

৩। মুক্তিবাদ—মুক্তি কাহাকে বলে? মুক্তিসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ও বিদেশীয় দার্শ-নিকমতসংগ্রহ ও মীমাংসা, মুক্তির প্রকারভেদ।

৪। অবতারবাদ—অবতার-কথাটীর অর্থনির্ণয়, অবতারবাদ বেদসম্মত কি না, অবতারবাদের যুক্তিসঙ্গতত্ব, পূজ্যপাদ শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামির অবতারবাদ-সম্বন্ধীয় প্রতিকূলযুক্তির সমালোচনা।

৩য় খণ্ড।

১। চিকিৎসাতত্ত্ব—সংস্কৃত ও বিদেশীয় (এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক) চিকিৎসাতত্ত্ব প্রাঞ্জলভাষায় লিখিত হইবে। যোগবল ও জ্যোতিষজ্ঞান চিকিৎসা-কার্য্যে কিরূপ সহায়তা করে।

২। উপাসনা-বা-সাধনা-তত্ত্ব—উপাসনা কাহাকে বলে? উপাসনার প্রয়োজন কি, উপাসক ও উপাস্য।

৩। যোগতত্ত্ব—ক্রিয়াযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ, প্রক্রিয়াপদ্ধতি, আশ্রম-চতুষ্টয়।

৪। সাধুজীবনী—প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সাধকের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থের উপক্রমণিকাটী ১০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইবে। সকলের অবস্থা সমান নহে, এইজন্য কতিপয় বিবেচকব্যক্তির পরামর্শানুসারে ইহাকে তিন-অংশে বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করিব স্থির করিলাম। কিছু ভিক্ষাসংগ্রহ করিতে না পারিলে প্রাণধারণ এবং গ্রন্থমুদ্রাঙ্কন-কার্য্যও আর নির্ব্বাহ হয় না, এইরূপ করিবার ইহাও অন্যতর উদ্দেশ্য।

বরাহনগর—
৬৯ নং কুটীঘাটা রোড। } প্রকাশকস্য

ॐ तत्सत्। हरिः ओम्।

श्रीश्रीगुरवे नमः।

ঋগ্বেদীয় শান্তিপাঠ। *

वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रति-
ष्ठितमाविरावीर्म एधि वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं
मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधा-
म्यृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु
तद्वक्तारमवत्ववतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ।

ঐতরেয়-আরণ্যক ৭ম অধ্যায়।

ভাবার্থ।

যথোক্ততত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপাদকগ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত মদীয় বাক্—বাগিন্দ্রিয় যেন সর্ব্বদা মনে প্রতিষ্ঠিত থাকে,—মনদ্বারা যে যে শব্দ বিবক্ষিত হইবে, বাক্শক্তি যেন যথাযথ-রূপে তত্তৎ শব্দই উচ্চারণ করে, বাগিন্দ্রিয়ের পাটবাভাব-বা-বৈকল্যবশতঃ বিবক্ষিত-শব্দজাত যেন অযথাভাবে উচ্চারিত না হয়; এবং মনও যেন আমার বাক্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে,—যে যে শব্দ যে যে বিদ্যাপ্রতিপাদনার্থ বক্তব্য, যে যে শব্দের সহিত যে যে বিদ্যা-বা-জ্ঞানের অনাদি বাচ্য-বাচক বা প্রকাশ্য-প্রকাশকসম্বন্ধ, তত্ত্ববিদ্যাপ্রতি-পাদনার্থ মনদ্বারা যেন সেই সেই শব্দই বিবক্ষিত হয়, মনের অনবধানতাবশতঃ

* তত্ত্ববিদ্যোৎপাদক-গ্রন্থ অধ্যয়নকরিতে প্রবৃত্ত হইবার প্রাক্কালে বিদ্যোৎপত্তিবিঘ্ননিবারণার্থ শান্তিকরমন্ত্রপাঠ, শ্রুত্যাদিশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট, শাস্ত্রিত-পৌরুষবিশিষ্ট-আর্য্যগণসমাচরিত-রীতি।

আর্য্যভাবপূর্ণহৃদয় আর্য্যগণসমাচরিত-রীতিনীতির প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য কি, অনায়াসেই তাহা উপ-লব্ধি করিতে পারেন, অবিকৃত আর্য্যবংশধরদিগকে শান্তিকরমন্ত্রপাঠের উপযোগিতা কি, তাহা বুঝান কষ্টকর নহে। কিন্তু, এখন আর সে দিন নাই, কালদোষে, সংক্রামকবিষের প্রভাবে আর্য্যসন্তানগণের হৃদয়েও এখন আর্য্যভাবের অভাব দেখাযাইতেছে, অনেকের সমীপেই আপ্তোপদেশও এখন আর অভ্রান্তপ্রমাণবোধে সমাদৃত হয় না, প্রত্যেক শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের যুক্তি প্রদর্শনকরা এখন আবশ্যক হইয়াছে, যুক্তিনিকষে কষিত না হইলে, বর্ত্তমানকালে, আপ্তোপদেশেরও প্রামাণিকত্ব সাধারণতঃ

বাগিন্দ্রিয় যেন সুপ্তোন্মত্তপ্রলাপবৎ অসঙ্গতবাক্য উচ্চারণ না করে। মনঃ ও বাক্ (মননশক্তি ও বাগিন্দ্রিয়) যদি অন্যোন্যানুগৃহীত হয়,—যদি পরস্পর পরস্পরের আনুকূল্য করে, অধ্যয়নকালে যদি ইহারা বিচ্ছিন্নসম্বন্ধ হইয়া অবস্থান না করে, তাহা হইলেই অধীতগ্রন্থের অর্থ সাকল্যরূপে অবধারিত হয়,—পঠিতগ্রন্থমর্ম্ম অভ্রান্তরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াথাকে। ভগবদ্ভক্ত, ধীর, বিদ্যাভিক্ষু, অধ্যয়নকরিতে প্রবৃত্তহইবার প্রাক্কালে তা'ই বিঘ্নবিনাশন, মঙ্গলময় বিশ্বপিতার সমীপে একতান-হৃদয়ে করপুটে প্রার্থনা করিয়াথাকেন, দয়াময়! মদীয় বাক্ যেন মনে এবং মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে, ইহারা যেন অন্যোন্যানুগৃহীত হয়,—পরস্পর পরস্পরের আনুকূল্য করে।

অঙ্গীকৃত হয় না। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের যুক্তিসঙ্গতত্ব প্রতিপাদনকর, তবে উঁহাদিগকে মান্য করিব, আবালবৃদ্ধের মুখেই আজকাল এইকথা শুনিতে পাওয়াযায়। কিন্তু, দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইলাম, কোন শাস্ত্রোপদেশের যুক্তিসঙ্গতত্ব প্রদর্শনকরিতে যাইলে, ধীরভাবে সকলকথা শ্রবণ করিতে পারেন, এরূপ লোকের সংখ্যা বর্ত্তমানভারতবর্ষে অধিক আছেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না।

প্রত্যেক শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের যুক্তি প্রদর্শন করা অসম্ভবব্যাপার—অনির্দ্দেশ্য—অজ্ঞেয়,প্রত্যক্ষ-ও-অনুমান, এইপ্রমাণদ্বয়ের অনধিগত—অবিষয় (The unknowable),এবং নির্দ্দেশ্য—জ্ঞেয়, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অধিগত (The knowable), বস্তুতত্ত্বকে শাস্ত্রে এইদুইভাগে, এবং প্রতিপন্ন, অপ্রতিপন্ন, সন্দিগ্ধ ও বিপর্য্যস্ত, পুরুষবৃন্দকে এইচারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। অনির্দ্দেশ্য-নির্দ্দেশ্য, শাস্ত্র দ্বিবিধ বস্তুতত্ত্বেরই উপদেষ্টা। ন্যায়বার্ত্তিককার পূজ্যপাদ উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন—

> "प्रत्यक्षानुमानानधिगत-वस्तुतत्त्वान्वाख्यानं शास्त्रधर्मः तस्य विषयः प्रत्यक्षानुमानानधिगत-वस्तुतत्त्व आध्यात्मिकशक्तिसम्पद्युक्तोऽन्तेवासी। पुरुषः पुनश्चतुर्धा भिद्यते प्रतिपन्नोऽप्रतिपन्नः सन्दिग्धो विपर्यस्तश्चेति। तत्र प्रतिपन्नः प्रतिपादयिता। इतरे सापेक्षाः सन्तः प्रतिपाद्याः॥"— ন্যায়বার্ত্তিক।

অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই প্রমাণদ্বয়ের অবিষয় বস্তুতত্ত্বের অন্বাখ্যান (উপদেশ) করা শাস্ত্র-বা-আপ্তোপদেশের ধর্ম্ম। যেসকল তত্ত্ব প্রত্যক্ষ-ও-অনুমান-প্রমাণদ্বারা নির্ণীতহইবার নহে, সেইসকল তত্ত্বনির্ণয়ার্থই লোকে আপ্তোপদেশের শরণগ্রহণ করিয়াথাকেন, শাস্ত্র-বা-আপ্তোপদেশ ব্যতীত অনির্দ্দেশ্য-বস্তুতত্ত্বজিজ্ঞাসুর আর কেহ উপকারক-বন্ধু নাই। শাস্ত্রমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গমকরিবার অধিকারী কে? সকল-পুরুষই কি শাস্ত্রমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গমকরিবার উপযুক্ত? ন্যায়বার্ত্তিককার এতদুত্তরে বলিয়াছেন, না, সকলেই শাস্ত্রমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গমকরিবার অধিকারী নহেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমান এইপ্রমাণদ্বয়ের আশ্রয় গ্রহণকরিয়াও যাঁহারা বস্তুতত্ত্বজ্ঞানলাভ করিতে পারগ হয়েন নাই, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এইপ্রমাণদ্বয়ের অধিকার কতদূর তাহা যাঁহারা বিদিত হইয়াছেন, এবং যাঁহারা আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পদ্বিশিষ্ট অন্তেবাসী (অন্তেবাসী শব্দের অর্থ 'ছাত্র'। বহুশাস্ত্রদর্শন থাকিলেও গুরুকৃপা-ব্যতিরেকে শাস্ত্রমর্ম্মোপলব্ধি হইতে পারে না, এতদ্দ্বারা তাহাও সূচিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।) শাস্ত্রমর্ম্ম-গ্রহণ-করিবার তাঁহারাই অধিকারী। প্রতিপন্ন (সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা,

হে আবিঃ! হে স্বপ্রকাশ প্রজ্ঞানঘন পরমাত্মন্! তুমি আবির্ভূত হও, অবিদ্যাবরণ অপনোদনকরিয়া মেঘবিনির্ম্মুক্ত-প্রভাকরের ন্যায় আমার হৃদয়গগনে প্রকটিত হও, হে বাগ্মনঃ! তোমরা মদর্থ—মোহপটানদ্ধ, অজ্ঞানান্ধ এইদীনের নিমিত্ত, যথোক্ততত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপাদক, অখিল-অবিদ্যাবরণচ্ছেদক বেদকে যথাযথভাবে আনয়ন করিতে সমর্থ হও; আমার শ্রুত—গুরুমুখোদ্গীর্ণ শ্রোত্রাবগত-গ্রন্থ ও তদর্থজাত যেন আমাকে কখন ত্যাগ না করেন,—কদাচ যেন বিস্মৃত না হয়েন। আমি অহোরাত্র অধীতগ্রন্থের সন্ধানেই নিরত থাকিব, চিত্তকে ইহাতেই সংযুক্ত রাখিব, আলস্য-পরিহারপূর্ব্বক দিবানিশ ইহাই অধ্যয়ন করিব। বিশ্বতত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপাদক-বেদ এই-রূপে অধীতহইলে, তবে প্রকৃতজ্ঞানের-বিকাশহইবে, তবে আমি ঋতকে (পরমার্থভূত

শাস্ত্রোপদেশানুসারে সাধনা করিয়া যাঁহারা কৃৎস্নবস্তুতত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন,) অপ্রতিপন্ন—অসাক্ষাৎ-কৃতধর্ম্মা, সন্দিগ্ধ (বিপ্রতিপন্নমতি) ও বিপর্য্যস্ত—বিপরীতদৃষ্টি—লক্ষ্যভ্রষ্ট, উদ্দ্যোতকর লোকসকলকে এইচারিশ্রেণীতে বিভক্তকরিয়াছেন। প্রতিপন্নাদি চতুর্ব্বিধ পুরুষশ্রেণীর মধ্যে, প্রতিপন্নপুরুষশ্রেণী প্রতিপাদয়িতা—অপর পুরুষবৃন্দের উপদেষ্টা, এবং অপ্রতিপন্ন, সন্দিগ্ধ ও বিপর্য্যস্ত ইঁহারা প্রতিপাদ্য। বিপর্য্যস্ত বা বিপরীতদৃষ্টি পুরুষবর্গকে শাস্ত্রমর্ম্ম উপলব্ধি করান অসাধ্যব্যাপার।

যাহা বলা হইল, তাহাহইতে বুঝিতে পারা যাইবে, অনির্দ্দেশ্যবস্তুতত্ত্বের যুক্তিপ্রদর্শন করা সম্ভব নহে, এবং আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পদ্বিহীন বিপর্য্যস্ত পুরুষসকলও শাস্ত্রমর্ম্ম গ্রহণ-করিবার অধিকারী নহেন।

প্রত্যেক শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের যুক্তিসঙ্গতত্ব প্রতিপাদন করা অসম্ভবব্যাপার হইলেও, আপ্তোপদেশ যে ভ্রমপ্রমাদবিরহিত, তাহা উপলব্ধি করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নহে। শাস্ত্রোপদেশানুসারে কার্য্য করিলে, শাস্ত্রবাণীমাত্রেই যে অভ্রান্ত, তাহা বুঝিতে পারাযায়, কিন্তু, শুষ্ক শুষ্কতর্কদ্বারা অপরকে তাহা বুঝান যাইতে পারে না। উপলব্ধি করা আন্তর-ব্যাপার, বাক্যদ্বারা অন্যকে উপলব্ধি করান বাহ্যব্যাপার। অব্যক্ত-বা-সূক্ষ্মের সমীপে গমন করা যাইতে পারে, কিন্তু, অব্যক্ত-বা-সূক্ষ্মকে তদবস্থাতেই বহির্দ্দেশে আনয়ন করা যাইতে পারে না। যে উপায়াবলম্বন করিয়া যিনি কোন বিষয় উপলব্ধি করেন, অন্যকে তিনি তদুপায়টী বলিয়াদিতে পারেন, কিন্তু, তাহা উপলব্ধি করাইয়াদিতে পারেন না। দর্শন (Observation) ও পরীক্ষা (Experiment) হইতে বিজ্ঞানের (Science) উৎপত্তি হইয়াথাকে, সুতরাং, জগতে যেসকল ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তৎসমুদায়ের কথঙ্কারত্ব (How) নির্দ্ধারণকরাই বিজ্ঞানের ধর্ম্ম, কোনকার্য্যের মূলকারণ নির্দ্ধারণকরা বিজ্ঞানের ধর্ম্ম নহে। দর্শন ও পরীক্ষা অনির্দ্দেশ্য বা প্রত্যক্ষানুমানের অজ্ঞেয়-বিষয়সকলের তত্ত্বনির্দ্ধারণ করিবার উপযুক্ত নহে। কিরূপে ইহা হয়, তদবধারণার্থই বিজ্ঞানের জন্ম হইয়াছে, কেন ইহা হয়, বিজ্ঞান (অবশ্য জড়বিজ্ঞান) তাহার উত্তর দিতে প্রস্তুত নহে। গর্ব্বিতবৈজ্ঞানিক একথা স্বীকার না করিতে পারেন, কিন্তু নিরভিমানবৈজ্ঞানিক নিশ্চয়ই একথা অস্বীকার করেন না। পণ্ডিত ব্যাল্ফোর ও টেট্ বলিয়াছেন—

"A division as old as Aristotle separates speculators into two great classes—those who study the how of the Universe, and those who study the why. All men of science are embraced in the former of these, all men of religion in the latter."— *The Unseen Universe.*

বস্তুকে) মনন করিতে পারিব, তবে আমি সত্য বলিতে সমর্থ হইব, অর্থাৎ, তাহা-হইলে মনদ্বারা যথাতথরূপে বস্তুতত্ত্ববিচার ও বাক্যদ্বারা পরত্র স্ববোধসংক্রমণার্থ যথামত তত্ত্বপ্রকাশ করিতে পারগ হইব। * হে বিশ্ববিদ্যাস্বরূপিণি, নিখিলাবিদ্যা-ধ্বান্তনিবারিণি মাতঃ ব্রহ্মবিদ্যে! আমাকে (বিদ্যার্থিকে) রক্ষা করুন,—সম্যগ্-বোধনশক্তি (বুঝিবার ক্ষমতা) প্রদানকরিয়া—বিদ্যা-সংযোজনদ্বারা পালন করুন, এবং মদীয় বক্তা-বা-আচার্য্যকেও রক্ষা করুন, বক্তৃত্ব-বা-বোধকত্ব-সামর্থ্য (বুঝাইবার শক্তি) সংযোজনদ্বারা পালন করুন। আবার বলি মা! আমাকে রক্ষা করুন, আমার আচার্য্যকে রক্ষা করুন, আমার আচার্য্যকে রক্ষা করুন্। আমার আধ্যাত্মিক-বিদ্যাপ্রাপ্তি-প্রতিবন্ধক শান্ত হউক, আমার আধিভৌতিক-বিদ্যাপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধক শান্ত হউক, আমার আধিদৈবিক-বিদ্যাপ্রাপ্তি-প্রতিবন্ধক শান্ত হউক।

যাহার যুক্তিপ্রদর্শন করা অসম্ভব,তাহা বিশ্বাস করিব কেন ? বিপর্য্যস্তপুরুষ একথা বলিতে পারেন, কিন্তু, আপ্তোপদেশপ্রমাণপূজক আর্য্যসন্তানগণ কখন এরূপ কথা বলিবেন না। যাহার যুক্তিসঙ্গতত্ব প্রতিপাদন করা যায় না, তাহাই কি ভ্রান্ত ? তাহাই কি ত্যাজ্য ? কত নিরক্ষরব্যক্তি এইদুর্দ্দিনেও মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে বংশখণ্ডাদি অচেতনবস্তুজাতকে চেতনবৎ কার্য্য করাইয়া, মন্ত্রশক্তিতে অনাস্থাবান্ ব্যক্তিদিগের মস্তক ঘুরাইয়াদিতেছে; কিন্তু, এরূপ কেন হয়, অচেতন বংশখণ্ডাদি জড়বস্তুসমূহ কিরূপে চেতনবৎ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তাহা তাহারা বুঝাইয়াদিতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যুক্তিপ্রদর্শনকরিতে পারিল না বলিয়া কি তন্নিষ্পাদিত উক্ত ব্যাপারকে অলীক মনে করিয়া নিশ্চিন্ত-ভাবে নিদ্রাযাইতে হইবে ? অব্যক্তের দর্শন করিতে হইলে যোগসাধনবিকাশ্য-দিব্যনেত্রকে বিকাশিত করিতে হইবে, অরূপের রূপ দেখিতেহইলে অগ্রে নিজরূপ বিস্মৃত হইতেহইবে। পরমকারণকে জানিতে না পারিলে কোন কার্য্যের মূলকারণাবধারণ হইতে পারে না, এবং তপস্যানির্দ্দগ্ধকল্মষ হইয়া, সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা গুরুচরণে শরণগ্রহণপূর্ব্বক, শাস্ত্রশাসনানুসারে যোগাভ্যাস না করিলেও পরম-কারণকে জানিতে পারা যায় না।

সকলকার্য্যই দেশ-কাল-পাত্রানুসারে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, তা'ই আমরা শান্তিকরমন্ত্রো-চ্চারণ করিলে, কেন বিদ্যাপ্রাপ্তিবিঘ্ন দূর হয়, যথাশক্তি ও যথাসম্ভব তাহার যুক্তিপ্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। উপক্রমণিকার শেষভাগে সন্নিবেশিত 'মন্ত্রশক্তি ও ইহার কার্য্যকারিতা'-শীর্ষক-স্তম্ভ দ্রষ্টব্য।

* "ঋতং পরমার্থভূতং বস্তু 'বদিষ্যামি' ইত্যর্থঃ বিপরীতার্থবদনং কদাচিদপি মাভূদিত্যর্থঃ। ঋতং মানসং। সত্যং বাচিকং। মনসা বস্তুতত্ত্বং বিচার্য্য বাচা বদিষ্যামি ইত্যর্থঃ।"—
সায়ণভাষ্য।

আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ

বা

সাধকোপহার।

উপক্রমণিকা বা উপোদ্ঘাতপ্রকরণ।

অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত ব্যক্তি, কিংবা অবিদিতগুণ নবাধিগত বস্তুকে সংসারে সহসা বিশ্বাস বা গ্রহণ করিতে সকলেই সঙ্কুচিত হন। অপরিচিত ব্যক্তি ভয়াবহ পাপপ্রবণচিত্ত না হইলেও, কোন প্রকার অসাধু সংকল্প বা দুরভিসন্ধি তাঁহার না থাকিলেও এবং অবিদিতগুণ নূতন দ্রব্য প্রাণনাশক হলাহল না হইলেও, ফলতঃ ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার কোন কারণ না থাকিলেও, যে পর্য্যন্ত না উহাদিগের তথ্য সম্যগ্রূপে অবধারিত হয়, নবাগত ব্যক্তি বা বস্তু-হইতে কোনরূপ অনর্থ-সংঘটনের সম্ভাবনা নাই, যে পর্য্যন্ত না ইহা নিশ্চিত হয়, বহুশঃ বিপ্রলব্ধ, অনেকশঃ উপদ্রুত, প্রত্যুহিত বা মনোহত মানব, সে পর্য্যন্ত কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি বা অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তুকে নিঃশঙ্কচিত্তে বিশ্বাস করিতে পারেন না। অপরিচিত ব্যক্তি বা অবিদিতগুণ বস্তু পরমহিতকর হইলেও, পরীক্ষা না করিয়া কেহই ইহাদিগকে গ্রহণকরিতে সম্মত হন না। গুণ-দোষ বিচার বা যথাশাস্ত্র পরীক্ষা না করিয়া অজ্ঞাতকুলশীলকে বিশ্বাস, অথবা অবিদিতধর্ম্ম অভিনব বস্তুকে গ্রহণকরা বস্তুতঃ নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য।

সংসার সদসদাত্মক। সরল-কুটিল, অমৃত-গরল, সকল প্রকার পদার্থই এ বাজারে বিদ্যমান। অপূর্ণকাম, সুতরাং অভাববিশিষ্ট জীবই এখানকার ব্যাপারী। ব্যাপারী ব্যাপারশূন্য হইয়া ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না। আপ্তকামেরই কোন স্পৃহা থাকে না; নিষ্কাম ব্যক্তিই নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিতে পারেন; সিদ্ধমনোরথই নিষ্ক্রিয়, কৃতকৃত্যই সদাশান্ত। সাংসারিক, আপ্তকাম বা সিদ্ধমনোরথ নহে; আপ্তকাম, এ কোলাহলময়, এ শান্তিশূন্য, এ পূতিগন্ধযুক্ত ব্যাপার-স্থলে আসিবেন কেন? যিনি সাংসারিক—সংসারবাজারে যিনি দণ্ডায়মান, নিশ্চয়ই তিনি সপ্রয়োজন,

ব্যাপারকরিতে তিনি আসিয়াছেন। প্রাপ্ত দ্রব্যে তাঁহার কামনা তৃপ্ত হয় নাই, তা'ই নূতনের অন্বেষণার্থ পণ্যবীথিকাতে তিনি উপস্থিত। জয়ই হউক, অথবা পরাজয়ই হউক, লাভই করুন, অথবা ভাগ্যদোষে ক্ষতিগ্রস্তই হউন, যাঁহারা সাংসারিক, সুতরাং যাঁহারা অসিদ্ধ-সাধ্য—অপূর্ণ, ব্যাপার তাঁহাদিগকে চালাইতেই হইবে। ঈপ্সিততম যত দিন না করগত হইতেছে, তত দিন সকলেই ব্যাপার করিবে; চিন্তামণি যত দিন না সমধিগত হইতেছে, ব্যাপারস্থল অশান্তিময় হইলেও, প্রাকৃতিক নিয়মে তত দিন তাঁহারা এখানে আসিতে বাধ্য।

তবে উপায় কি ?—পণ্যশালাতে যখন আসিয়াছি, তখন ব্যাপার আমাদিগকে করিতেই হইবে; ব্যাপার বন্ধকরিয়া, এখানে থাকিবার যো নাই; পাছে ক্ষতিগ্রস্ত হই, ঈপ্সিত পদার্থ গ্রহণকরিতে গিয়া, প্রমাদবশতঃ পাছে অনীপ্সিত পদার্থ গ্রহণকরি—অমৃত পান করিতে আসিয়া, অবিদ্যার প্রেরণায় পাছে গরল খাইয়া ফেলি, এই ভয়ে ব্যাপার বন্ধকরিয়া থাকিলে চলিবে না; প্রয়োজন যখন সিদ্ধ হয় নাই, ঈপ্সিত যখন সমধিগত হয় নাই, তখন ফিরিয়া ঘুরিয়া, দুঃখময় হইলেও, আবার এই বাজারেই আসিতে হইবে। তবে উপায় কি ? কি করিয়া অমৃত-গরল নির্ব্বাচন করিব ? কোন্ উপায়ে বস্তুতত্ত্বজ্ঞান লাভহইবে ? কেমনে ঈপ্সিততমের দর্শন পাইব ?

জ্ঞাতা বা প্রমাতা, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা * কোন বিষয়ের উপলব্ধি করিবার পর, উপলভ্যমান অর্থকে গ্রহণ বা ত্যাগ করিয়া থাকেন, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা উপলভ্যমান পদার্থ যদি তাঁহার অভীপ্সিত হয়—আত্মার অনুকূল বলিয়া বোধ হয়, জ্ঞাতা বা প্রমাতা, তদ্দ্বারা যদি তাঁহার কোন রূপ প্রয়োজনসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, মনে করেন, তবে তাহাকে গ্রহণকরেন, আর যদি তাহা না হয়, বুদ্ধিগৃহীত বিষয় যদি তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির অনুপযোগী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা ত্যাগকরিয়া থাকেন †। অতএব কর্ম্মমাত্রেই ত্যাগ-কিংবা-গ্রহণাত্মক এবং কি ত্যাজ্য,

---

* প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ (আপ্তোপদেশ), ন্যায়দর্শনমতে এই চারিটী প্রমাণ।—

'प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि ।'—ন্যায়দর্শন। ১।১।৩।

† 'प्रमाणेन खल्वयं ज्ञाताऽर्थमुपलभ्य तमर्थमभीप्सति जिहासति वा । तस्येप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य समीहा प्रवृत्तिरित्युच्यते ।'—বাৎস্যায়ন মুনি।

পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলি দেবও বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের স্বরূপ প্রদর্শনকরিবার অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন—

'इह य एष मनुष्यः प्रेक्षापूर्व्वकारी भवति स बुद्ध्या तावत् कञ्चिदर्थं संपश्यति संदृष्टे प्रार्थना प्रार्थनायामध्यवसायः अध्यवसाये आरम्भः आरम्भे निर्वृत्तिः निर्वृत्तौ फलावाप्तिः ।'—মহাভাষ্য।

ভাবার্থ—

সংদৃষ্ট—প্রমাণদ্বারা প্রমিত বা বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ, প্রার্থিত বা জিহাসিত হইলে পর, প্রমাতা বা জ্ঞাতার তদধিগমের বা তৎপরিত্যাগের সমীহা বা প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তদনন্তর কর্ম্মারম্ভ এবং তৎপরে নির্বৃত্তি, অভীপ্সিত বা জিহাসিত পদার্থের সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত হইতে পারিলে, অভীপ্সা-বা-জিহাসা-প্রণোদিত শক্তি, ঈপ্সিত বা জিহাসিত বস্তু গ্রহণ বা ত্যাগ করিতে সক্ষম হইলে, কর্ম্ম শেষ হয়।

কি গ্রাহ্য, প্রমাণই তদ্বিষয়ের নির্ণায়ক, জ্ঞাতা বা প্রমাতা তদবধারণার্থ প্রমাণকেই বিচারকের আসনে উপবেশনকরাইয়া থাকেন *।

নিখিললোকব্যবহার প্রমাণাধীন।—কি হিতাহিতবিবেকশক্তিবিশিষ্ট মনুষ্যজাতি, কি অবিবেকী বলিয়া প্রসিদ্ধ পশুপক্ষ্যাদি ইতর জীবজাতি, সকলেরই ব্যবহার প্রমাণাধীন—প্রমাণানুসারেই সকলে কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা তাহাহইতে নিবৃত্ত, হইয়া থাকে। প্রেক্ষাবান্ মনুষ্যজাতি যেমন সংদৃষ্ট বা প্রত্যক্ষীভূত বিষয়, আত্মার অনুকূল বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, তাহাকে গ্রহণ, অন্যথা ত্যাগ করিয়া থাকে, পশুপক্ষ্যাদি ইতর জীবসজ্ঘও সেইরূপ ইন্দ্রিয়গৃহীত বিষয়কে যদি প্রতিকূল বলিয়া বোধ করে, তবে তাহাকে ত্যাগ করে, তাহাহইতে দূরে পলায়নকরে, অনুকূল মনে করিলে, তাহা গ্রহণকরে, তদভিমুখে গমনকরিয়া থাকে—দণ্ডোদ্যতকর পুরুষকে সম্মুখবর্ত্তী হইতে দেখিলে, এ আমাকে মারিতে আসিতেছে, বুঝিয়া, পশু তৎক্ষণাৎ পলায়নকরে, হরিততৃণপূর্ণপাণি অনুকূল পুরুষকে দেখিলে, তাহার নিকটে আগমন করে; ব্যুৎপন্নচিত্ত, বিবেক-শক্তিবিশিষ্ট, শাস্ত্রদর্শী পুরুষেরাও ক্রূরদৃষ্টি, ক্রোধান্বিত, খড়্গহস্ত বলবান্ ব্যক্তিকে দেখিয়া নিবৃত্ত হয়—তাহাহইতে আপনাদিগকে দূরে রক্ষাকরে, তদ্বিপরীত প্রসন্নদৃষ্টি সৌম্যমূর্ত্তিকে দেখিলে, ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া থাকে—অতএব নিখিললোকব্যবহার প্রমাণাধীন, তাহাতে সন্দেহ নাই †।

---

* তত্ত্বজ্ঞান—প্রমা বা যথার্থানুভব প্রমাণাধীন—

'प्रमाणाधीना सर्व्वेषां व्यवस्थितिः ।'—তত্ত্বচিন্তামণি।

প্রমা বা যথার্থানুভবের যাহা করণ, তাহাকে প্রমাণ বলে—

'तत्र प्रमायाः करणं प्रमाणम् ।'—ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী।

অতএব যাহা প্রমা বা যথার্থানুভবের করণ—যদ্দ্বারা প্রমাণব্যবস্থিত বা নিশ্চিত হয়, যথার্থানুভব বা প্রমা যে তদধীন, তাহা সহজবুদ্ধিগম্য। যে শাস্ত্র প্রমাণতত্ত্বপ্রতিপাদক, তাহাকে আন্বীক্ষিকী, ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র বলে। ইংরাজীতে এই শাস্ত্রের নাম লজিক্ (Logic)। প্রমা বা যথার্থজ্ঞান যে প্রমাণাধীন, লজিকের লক্ষণ নির্দ্দেশকরিবার সময় নিম্নোদ্ধৃত বচনদ্বারা প্রসিদ্ধ বিদেশীয় পণ্ডিত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল সেই কথাই বলিয়াছেন—"In so far as belief professes to be founded on proof, the office of logic is to supply a test for ascertaining whether or not the belief is well grounded. Logic is the common judge and arbiter of all particular investigations."—*J. S. Mill.*

† "यथाहि। पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां सम्बन्धे सति शब्दादिविज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्त्तन्ते अनुकूले च प्रवर्त्तन्ते, यथा दण्डोद्यतकरं पुरुषमभिमुखमुपलभ्य मां हन्तुमयमिच्छतीति पलायितुमारभन्ते, हरिततृणपूर्णपाणिमुपलभ्य तं प्रत्यभिमुखीभवन्ति, एवं पुरुषा अपि व्युत्पन्नचित्ताः क्रूरदृष्टीनाक्रोशतः खड्गोद्यतकरान् बलवत उपलभ्य ततो निवर्त्तन्ते, तद्विपरीतान् प्रति अभिमुखीभवन्ति अतः समानः पश्वादिभिः पुरुषाणां प्रमाणप्रमेयव्यवहारः ।"—

শারীরকভাষ্য।

বুঝিলাম, পশুপক্ষ্যাদি ইতর জীবহইতে সদসদ্বিবেকশক্তিবিশিষ্ট, জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্য জাতিপর্য্যন্ত সকলেই অবিশেষে প্রমাণানুসারেই কর্ম্মকরিয়া থাকে; বিনা প্রমাণে কেহই কোন রূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা তাহাহইতে নিবৃত্ত হয় না। প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবহার জীবমাত্রেরই সাধারণ; কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, সকলেই যদি প্রমাণানুসারে কর্ম্মকরে, প্রমাণের বিপরীতে কর্ম্মকরা যদি স্বভাবের নিয়মবিরুদ্ধ হয় এবং প্রমাণ যদি প্রমা বা অভ্রান্তজ্ঞানের করণ হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক কর্ম্মই অভ্রান্ত ও ঈপ্সিতফলপ্রস্থ না হয় কেন? তাহা হইলে, কর্ম্মের শুক্লকৃষ্ণাদি জাতিবিভাগ হয় কি নিমিত্ত? সৃষ্টির উচ্চাবচভাব নিরীক্ষণকরিয়া, বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ে শাস্ত্রকারদিগকে সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলে,—

"কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যম্।"—সাং দং ৫।৪১।

অর্থাৎ, কর্ম্মবৈচিত্র্যই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের একমাত্র হেতু, সকলের নিকটহইতেই এই সর্ব্ববাদিসম্মত উত্তর পাওয়া গিয়া থাকে, 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল'—আবালবৃদ্ধ-বনিতার মুখেই এ কথা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রমাণপ্রণোদিত কর্ম্মের বিচিত্রতা হয় কি জন্য? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে, হয় সকলেই প্রমাণানুসারে কর্ম্ম-করিয়া থাকে, এ কথা ঠিক নয়, না হয়, প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের—সমীচীন অনুভবের, যাহা করণ, তাহা প্রমাণ; প্রমাণের এ লক্ষণ দোষবিনির্ম্মুক্ত বা অব্যভিচারী নয়। বক্তার বচনাভিপ্রায় সম্যগ্রূপে হৃদয়ঙ্গম না হইলে, শ্রোতার তদ্দ্বারা কোন উপকারই হয় না, প্রত্যুত অযথাভাবে গৃহীত বচনসমূহ প্রভূত অনিষ্টেরই হেতু হইয়া থাকে—ইহাতে নানাপ্রকার সংশয়েরই উৎপত্তি হয় *। বিনা প্রমাণে কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না—জীবমাত্রেই প্রমাণবশগ হইয়া কর্ম্ম নিষ্পাদনকরিয়া থাকে, এ কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ না করাতেই প্রাগুক্ত প্রশ্নসকল উত্থিত হইবার অবসর হইয়াছে। বিনা প্রমাণে কেহ কোন কর্ম্ম করে না, এতদ্বচনের মর্ম্ম গ্রহণকরিলেই উত্থাপিত প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাইবে। অতএব দেখা যাউক—

সকলেই প্রমাণ-বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করে, এ কথার তাৎপর্য্য কি?

কর্ম্মমাত্রেই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক।—ইতিপূর্ব্বে আমরা অবগত হইয়াছি, কর্ম্ম-মাত্রেই ত্যাগ-কিম্বা-গ্রহণাত্মক; আমরা, হয় ঈপ্সিতরূপে নিশ্চিত পদার্থের গ্রহণ, না হয় অনীপ্সিত বলিয়া স্থিরীকৃত পদার্থের ত্যাগ, করিবার জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। ত্যাগ-কিম্বা-গ্রহণ-ভিন্ন কর্ম্মের রূপান্তর নাই। ত্যাগ-গ্রহণই কর্ম্মের

---

* শাস্ত্র পাঠকরিয়াও আজ-কাল আমাদের যে বিপরীত বুদ্ধি হইতেছে, যাঁহার যাহা ইচ্ছা, শাস্ত্রকে তিনি যে সেইরূপেই ব্যাখ্যা করিতেছেন, ইহাই তাহার কারণ।

রূপ হইল কেন? পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যাঁহারা আপ্তকাম, যাঁহারা সিদ্ধসাধ্য, ঈপ্সিততম যাঁহাদের সমধিগত হইয়াছে, তাঁহারা কোন কর্ম্ম করেন না; ঈপ্সিত-তমকে পাইবার জন্যই কর্ম্মানুষ্ঠান—কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার ইহা-ব্যতীত অন্য প্রয়োজন নাই; সুতরাং প্রয়োজন যাঁহাদের সিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা আর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না। যাঁহাদের তাহা সিদ্ধ হয় নাই, ঈপ্সিততমকে যাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারাই কর্ম্ম করিয়া থাকেন—কর্ম্ম করিবার তাঁহারাই অধিকারী।

পরিবর্ত্তন * বা একভাবহইতে ভাবান্তরে গমনই (Change) সংসারের স্বরূপ—নিয়তপরিবর্ত্তনশীল বা পরিণংনম্যমান ভাবই জগৎ †; প্রবৃত্তি ‡—আবির্ভাবাদি বিকার বা পরিণামই জগতের স্বভাব—জগতের অব্যভিচারিধর্ম্ম। মুহূর্ত্তের জন্যও জগৎ প্রবৃত্তিশূন্য নহে—ক্ষণকালের নিমিত্তও কোন জাগতিক পদার্থ একভাবে (পরিবর্ত্তিত না হইয়া) নিজ আত্মাতে অবস্থানকরিতে সক্ষম নহে।

প্রচণ্ড-প্রকম্পন-বিতাড়িত-উদধিবক্ষে নিয়তোন্মজ্জননিমজ্জনশীল ঊর্ম্মিমালার ন্যায় নিদারুণ কালসমীরণসমীরিত ভীম-ভবার্ণবে সততোত্থিত-পতিত-শ্রেণীকৃত-ভাববিকার-কল্লোল-সমূহ-ভিন্ন সূক্ষ্মদর্শি-দর্শকের দৃষ্টিতে আর কিছু লক্ষ্য হইবার নাই। জগতে জীবন নাই, জগৎ মর্ত্ত্যধাম—মৃত্যুই জগতের শ্রুতিরক্ষিত প্রকৃত নাম §। পরিবর্ত্তন,

---

* 'পরি' উপসর্গপূর্ব্বক 'বৃৎ' ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'ল্যুট্' প্রত্যয় করিয়া 'পরিবর্ত্তন' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'পরি' উপসর্গের একটী অর্থ বর্জ্জন—ত্যাগ, 'পরিবর্ত্তন' শব্দটীর সুতরাং ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ হইতেছে, বর্জ্জন বা ত্যাগপূর্ব্বক বর্ত্তন—বর্জ্জন বা ত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান, অর্থাৎ, পূর্ব্বভাব ত্যাগ-করিয়া অপরভাবে সংক্রমণ।

† "गम्लृ गमने", এই 'গম' ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয় করিয়া 'জগৎ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। ("द्युतिगमिजुहोतीनां द्वे च।"—বার্ত্তিকসূত্র।) যাহা নিরন্তর উৎপত্ত্যাদি-ভাববিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাকে 'জগৎ' বলে।

"गच्छति उत्पत्तिस्थितिलयान् प्राप्नोतीति जगत्।"—সারস্বত ব্যাকরণ।

‡ "प्रवृत्तिः खल्वपि नित्या। नहीह कश्चिदपि स्वस्मिन्नात्मनि मुहूर्त्तमप्यवतिष्ठते।"—মহাভাষ্য। ৪।১।১। "स्त्रियां।"—পা। ৪।১।৩। কিংবা "सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ।"—পা। ১।২।৬৪। এই সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

§ "प्रवृत्तिरिति सामान्यं लक्षणं तस्य कथ्यते।
आविर्भावस्तिरोभावः स्थितिश्चेत्यथ भिद्यते।"—

পূজ্যপাদ ভর্তৃহরি, ভগবান্ পতঞ্জলি দেব কর্ত্তৃক 'প্রবৃত্তি' শব্দদ্বারা কোন্ পদার্থ লক্ষিত হইয়াছে, স্পষ্টরূপে তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত উদ্ধৃত শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন। শ্লোকটীর ভাবার্থ হইতেছে, আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি, এই ত্রিবিধ প্রাকৃতিক পরিণামের সামান্য নাম—সাধারণসংজ্ঞা 'প্রবৃত্তি'।

"अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते।"—বাজসনেয়সংহিতা ৪০।১৪।

"स्वाभाविककर्म्मज्ञानं मृत्युशब्दवाच्यं।"—মহীধরভাষ্য। অর্থাৎ, স্বাভাবিককর্ম্মজ্ঞানই মৃত্যু, অবিদ্যাপ্রসূত দ্বৈতবুদ্ধি বা অবচ্ছিন্ন প্রতীতিই (Knowledge of relativity) মৃত্যুশব্দবাচ্য পদার্থ। অহং-মম বা আমি-আমার ইত্যাদি উভয়নিষ্ঠ সম্বন্ধজ্ঞানই কর্ম্মোৎপত্তির হেতু।

মৃত্যু, সংসার, জগৎ, কর্ম্ম, এই সকল পদবোধ্য অর্থ—সমান, ইহারা একার্থবোধক, সকলেরই লক্ষ্যপদার্থ এক। জগৎসম্বন্ধীয় যে কোন অনুভূতিই হউক না কেন, তাহাই পরিবর্ত্তনের অনুভূতি; প্রত্যেক জাগতিক ভাবই, আদ্যাশক্তিপরিচালিত ভবসমুদ্রোত্থিত তরঙ্গমাত্র; অণুহইতে মহৎপর্য্যন্ত সকল পদার্থই ঘাতপ্রতিঘাতজনিত শক্তিতরঙ্গ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, যাহাদের অনুভূতিই বাহ্যজাগতিক অনুভূতি—যাহাদের সংহতরূপই বাহ্যজগৎ, তাহারাও লীলাময়ী শক্তিস্রোতস্বিনীর এক-একটী ঊর্ম্মি (Wave motion)—ভিন্ন আর কিছু নহে। কি তাপ-তড়িৎ, কি আলোক-চৌম্বকাকর্ষণ, সকলই তা'ই, সকলেই আণবিক-তরঙ্গ *; জাগতিকভাবজাত, অনন্তশক্তিসাগরে ক্ষণে উত্থিত, ক্ষণে পতিত, বুদ্বুদ-বিশেষমাত্র।

* "গুণানাম্। কেষাম্? শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধানাম্ সর্ব্বাস্থ পুনর্মূর্ত্তয় এবমাত্মিকা। সংস্ত্যানপ্রসবগুণাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধবত্যঃ।"—মহাভাষ্য।

"সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণাস্তৎপরিণামরূপাশ্চ তদাত্মকা এব শব্দাদয়ঃ পঞ্চগুণাঃ।"—কৈয়ট।

অর্থাৎ, শব্দস্পর্শাদি গুণপঞ্চক সত্ত্বাদি গুণ বা শক্তিত্রয়েরই পরিণাম, সুতরাং ইহারা তদাত্মক। নিখিল মূর্ত্ত জাগতিক পদার্থও আবার শব্দস্পর্শাদিরই সংঘাতরূপ। অতএব সিদ্ধান্ত হইল, জাগতিক অনুভূতি ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের অনুভূতি, ও প্রত্যেক জাগতিক ভাবই মূর্ত্ত-ক্রিয়া। ইংরাজী বিজ্ঞানবিদ্ জানেন, শব্দাদি পদার্থ যে আণবিক-তরঙ্গ-ভিন্ন অন্য কিছু নহে, এ সত্য উন্নতিশীল বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণদ্বারাই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়; আর্য্যদিগের কাছে এ কথা নূতন নহে, বেদের প্রসাদে তাঁহারা অনাদিকালহইতেই এ তত্ত্ব অবগত ছিলেন। এ কথা বরং বলা যাইতে পারে—বিদেশীয় পণ্ডিতেরা উক্ত প্রাকৃতিক তথ্য যেভাবে বুঝিয়াছেন, শ্রুতিহইতে শ্রুতিজীবন আর্য্যেরা এ তত্ত্বের তাহা অপেক্ষা বিশদ-ও-ব্যাপকতর দৃষ্টি লাভকরিয়াছিলেন। আপাত-উপলভ্যমান-সহজবুদ্ধিগম্য বৈষম্যভাবের মধ্যে সাম্যভাবের আবিষ্করণ যদি বিজ্ঞানের কার্য্য হয়—এতাদৃশ চেষ্টাহইতে যদি বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে ('Science arises from the discovery of Identity amidst Diversity'.—*Prof. Jevons.*), তাহা হইলে বেদই প্রকৃত ও নিত্য বিজ্ঞানশাস্ত্র। তাপ (Heat), আলোক (Light), তড়িৎ (Electricity), চৌম্বকাকর্ষণ (Magnetism)-প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অল্পদিন হইল অবগত হইয়াছেন। Correlation of Physical forces, বা শক্তিসামঞ্জস্যতত্ত্ব পণ্ডিত গ্রোভ্ই (Grove) প্রথম আবিষ্কারকরেন। "The principle that any one of the various forms of physical force may be converted into one or more of the other forms. The term is due to Mr. Grove, who thus explained the doctrine, to which it was applied."—*Dictionary of Science, by G. Rodwell. P. 141.* "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"—ঋগ্বেদসংহিতা। ২।৩।২২। নিত্য বেদের ইহা কিন্তু সনাতন উপদেশ। "অগ্নির্ব্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরেণ সর্ব্বা অন্যা দেবতা।"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। এই শ্রুতিবচনের সহিত "Heat, light, electricity, magnetism, chemical affinity and motion are all correlative or have receprocal dependence."—

নিয়তপরিবর্ত্তন—সতত একভাবহইতে ভাবান্তরে গমন বা কর্ম্ম, তাহা হইলে সংসারের স্বরূপ, পরিণামই জগতের প্রকৃত আকৃতি। একভাবহইতে ভাবান্তরে যাইতে হইলে, নিশ্চয়ই পূর্ব্বভাবের ত্যাগ এবং অপরভাবের গ্রহণ,এই দ্বিবিধ ব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; একভাবের ত্যাগ ও ভাবান্তরের গ্রহণ-ভিন্ন কখন কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা কর্ম্ম, নিষ্পন্ন হইতে পারে না। অতএব কর্ম্মমাত্রেই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক।

ত্যাগ ও গ্রহণের হেতু কি?—কর্ম্মমাত্রেই যে ত্যাগ-গ্রহণাত্মক, তাহা বুঝিতে পারা গেল, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে—কেন আমরা অবিরাম একভাব ত্যাগকরিয়া, অন্যভাব গ্রহণকরি—একভাবে থাকা কেন আমাদের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার? উজ্জ্বল, স্বর্ণাভ, সুকোমল, সুশোভন বৃক্ষপর্ণগুলি শিশুকালে দেখিতে পাই, শাখাক্রোড়ে শয়ন-করিয়া, মেদুর মরুতের সহিত দুলিতে দুলিতে কত খেলা করে; শাখা,স্নেহময়ী জননীর ন্যায় কত আদরে বক্ষে ধরিয়া, ইহাদিগকে পোষণকরে, কিন্তু, কি জানি, কেন অল্প দিনের মধ্যেই সুন্দর সোণার বর্ণ ছাড়িয়া, পত্রগুলি হরিতবর্ণ হয়; কি জানি, কোন্ কারণে শাখাক্রোড়ও তাহাদের আর ভাল লাগে না—নিষ্ঠুরের মত মার কোল ছাড়িয়া, ইহারা ভূমিতে নিপতিত হয়; শাখাবক্ষোধৃত, উচ্চস্থানস্থিত স্বর্ণবর্ণ পত্রগুলি শেষে বিবর্ণ, ধূলিধূসরিত ও সর্ব্বলোকপদদলিত হইয়া থাকে। রমণীয় কাঞ্চনবর্ণ, কমনীয় শাখাক্রোড়, এ সবে বীতরাগ হইয়া, কে বলিতে পারে, কোন্ আকর্ষণে, কিসের টানে ধূল্যবলুণ্ঠিত ও সর্ব্বজনপদদলিত হওয়া, ইহাদের অভীপ্সিত হয়। বীজ, বীজভাব ত্যাগকরিয়া, অঙ্কুর হইতেছে—অল্পদিনের পরেই অঙ্কুরভাব ছাড়িয়া, আবার বৃক্ষরূপে পরিণত হইতেছে; ভ্রূণ ভ্রূণভাব পরিত্যাগকরিয়া, শিশুভাব গ্রহণকরিতেছে—শিশু কিছুকাল-পরেই শিশুত্ব ছাড়িয়া, বালকভাব গ্রহণকরিতেছে—বালক বাল্যাবস্থা অতিক্রম-করিয়া, যৌবনাবস্থায় উপনীত হইতেছে—যুবা, মনোজ্ঞ হইলেও বাধ্য হইয়া যৌবন ছাড়িয়া, ক্রমে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে—পরিশেষে, কোন অবস্থাতেই স্থির হইতে না পারিয়া, এ জগতের কোন বস্তুকেই যেন ঈপ্সিততম বলিয়া না বুঝিয়া, ইহসংসারের প্রিয়তম-প্রিয়তমার প্রেমশৃঙ্খল স্বেচ্ছা-বা-অনিচ্ছাক্রমে ছেদনকরিয়া, কোন্ অতীন্দ্রিয় রাজ্যে গমনকরিতেছে। শীত ঋতুর পর বসন্ত আসিতেছে। তরু-লতা নবজীবন লাভকরিতেছে; বিহগকুল পরমোল্লাসে সঙ্গীততরঙ্গে বনভূমি প্লাবিত-করিতেছে। কিন্তু এ অস্থির জগতে কিছুইত চিরদিনের জন্য নহে। স্থবির বসন্তের উন্নতি সহকরিতে না পারিয়াই যেন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম বসন্তকে তাড়াইয়া দিয়া, তাহার সিংহাসন অধিকারকরিতেছে। সুবিস্তীর্ণ দেশ সাগরে, সাগর আবার দেশে, পরিণত হইতেছে। ভেদ-সংসর্গবৃত্তি সূক্ষ্মতম পরমাণুপুঞ্জ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া, দ্ব্যণুকাদিক্রমে

Correlation of Physical forces. P. 14. পণ্ডিত গ্রোভের এই সকল বাক্যের গুরুত্ব তুলনাকরিলে, স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে, শ্রুতিকথিত প্রাগুক্ত বচনসমূহের ইহাহইতে মূল্য অনেক বেশী। দেবতাতত্ত্বশীর্ষক প্রবন্ধে আমরা ইহার বিচার করিব।

স্থূল বায়্বাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, আবার পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া, সূক্ষ্মাবস্থায় গমন-করিতেছে *। জগতের যে দিকে নয়ন প্রেরণকরা যায়, সেই দিকেই ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্মের রূপ দৃষ্টিপথে পতিত হয়, সেই দিকেই মৃত্যুর করালগ্রাস দেখিয়া হৃদয় শিহ-রিয়া উঠে। জগৎ যে ত্যাগ-গ্রহণাত্মক-কর্ম্মময়, তাহাতে সন্দেহ নাই; প্রত্যেক জাগতিকভাব ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু কেন জগৎ জীবনশূন্য? ত্যাগ-গ্রহণাত্মক কর্ম্ম, পরিবর্ত্তন বা মৃত্যুই কেন জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইলেন?

যে যাহাকে আত্মীয় মনে করে, যে যাহাকে সুখকর বা আত্মার অনুকূল বলিয়া বুঝে, সে তাহাকে পাইতে চাহে, তাহাকে গ্রহণকরিবার জন্য সে উৎসুক হয়, তাহার প্রতি তাহার রাগ (Attraction) জন্মে, আর, যাহা, যাহার তদ্বিপরীত-রূপে নিশ্চিত হয়—অর্থাৎ, যাহাকে যে অনাত্মীয় বা প্রতিকূল জ্ঞানকরে, তাহাকে সে ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহার, তাহার প্রতি দ্বেষ (Repulsion) বা বিরাগ হয়। এই রাগ-বিরাগই (Attraction and Repulsion) যথাক্রমে গ্রহণ ও ত্যাগের হেতু। রাগ-বিরাগই সকল প্রকার কর্ম্মের মূলীভূত কারণ। রাগ-বিরাগ না থাকিলেই কর্ম্ম শেষ হয়, প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়, 'পরিণাম-স্রোত' একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া যায়, প্রকৃতি সাম্যাবস্থা (Equilibrium) প্রাপ্ত হয়। রাগ-দ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত পুরুষই শাশ্বত শান্তি উপভোগকরিতে সমর্থ হন †। রাগ-দ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত বলিয়াই দেবতারা নিত্যৈশ্বর্য্য-ভোগের অধিকারী—

---

* "তথা পৃথিব্যুদকজ্বলনপবনানামপি মহাভূতানামনেনৈব ক্রমেণোত্তরস্মিন্নুত্তরস্মিন্ সতি পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য বিনাশঃ। ততঃ প্রবিভক্তাঃ পরমাণবোঽবতিষ্ঠন্তে। ততঃ পুনঃ প্রাণিনাং ভোগভূতয়ে মহেশ্বরস্য সিসৃক্ষানন্তরং সর্ব্বাত্মগতবৃত্তিলব্ধাদৃষ্টাপেক্ষেভ্যস্তত্সংযোগেভ্যঃ পবনপরমাণুষু কর্ম্মোৎপত্তৌ তেষাং পরস্পর-সংযোগেভ্যো দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ মহান্ বায়ুঃ সমুৎপন্নো নভসি দোধূয়মানস্তিষ্ঠতি।"—

প্রশস্তপাদাচার্য্য-কৃত পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ।

† 'A particle acted on by forces is said to be in equilibrium when it has no acceleration in any direction'.—*W. N. Boutflower's Elementary Statics and Dynamics. P. 56.*

প্রবৃত্তিশূন্য হইতে না পারিলে, সাম্যাবস্থা প্রাপ্তহওয়া যে সম্ভব নহে, উপরি-উদ্ধৃতগণিতবিজ্ঞান-বচন ইহাই প্রতিপাদনকরিতেছে। সাম্যাবস্থা প্রাপ্তহইতে না পারিলেও মৃত্যুর রাজ্য বা কর্ম্মভূমি অতিক্রমকরিয়া, নিত্যানন্দময় অমৃতধামে উপনীতহওয়া যায় না।

'Hence this primordial truth is our immediate warrant for the conclusion, that the changes which Evolution presents, can not end until equilibrium is reached; and that equilibrium must at last be reached.'—

First Principles. P. 516.

চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সর এত দূর বুঝিয়াছেন—কি করিলে, দুরন্ত ভবরোগের যাতনা একেবারে উপশমহইবে, তাহা অনুমানকরিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভবরোগের ভেষজ পান নাই। কোন্ পথ ধরিয়া চলিলে, নিত্যক্ষেমঙ্করী সাম্যাবস্থা প্রাপ্তহওয়া যাইবে, পণ্ডিতপ্রবর! কৈ তুমি তাহা বলিয়া দিতে পার?

"রাগদ্বেষবিনির্ম্মুক্তা ঐশ্বর্য্যং দেবতা গতাঃ।"—
বনপর্ব্ব, মহাভারত।

সংসার রাগ-দ্বেষ-সম্ভূত ; রাগ-বিরাগের যোগেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে *।

রাগ-দ্বেষের কারণ কি ?—রাগ-দ্বেষই যে কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূলীভূত কারণ, রাগ-দ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত হইতে না পারিলে যে দুস্তর দুঃখসঙ্কুল ভবপারাবার পার হইয়া, চির-শান্তিময় অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা শুনিলাম ; এক্ষণে পুনরপি জিজ্ঞাস্য হই-তেছে, রাগ-দ্বেষের কারণ কি ? কেন আমরা কোন পদার্থের অনুরাগী, সুতরাং তদ্বিরুদ্ধ (contrast) পদার্থের বিদ্বেষী হইয়া থাকি ?

† "সুখানুশয়ী রাগঃ।" "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।"—পাতঞ্জলদর্শন।

---

* "রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ।"—সাং দঃ ২।৯।

† "সুখাদ্রাগঃ।"—বৈশেষিকদর্শন। ৬।১।১০।

অর্থাৎ, সুখভোগানন্তর তজ্জাতীয় সুখে ও তৎসাধনে—সুখের হেতুভূত পদার্থে রাগ আসক্তি এবং দুঃখ ভোগানন্তর তজ্জাতীয় দুঃখে ও তৎসাধনে বিরাগ বা দ্বেষ জন্মিয়া থাকে। সুখভোগকালে সুখে ও তৎসাধনের প্রতি রাগ এবং দুঃখভোগকালে দুঃখে ও তৎ-হেতুভূত পদার্থের প্রতি দ্বেষ বা বিরাগের আবির্ভাব কেন হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় ; কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে—সুখ বা দুঃখ-ভোগোত্তর-কালে ও সুখ দুঃখ ভোগ হইয়া যাইবার পরেও তত্তৎপদার্থের প্রতি যথাসম্ভব রাগ দ্বেষ থাকিবার কারণ কি ? ভগবান্ কণাদ এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—"তন্ময়ত্বাচ্চ।"—৬।১।১১। অর্থাৎ, বিষয়াভ্যাস-নিমিত্ত সংস্কারই তাহার কারণ। বিষয়াভ্যাস-নিমিত্ত সংস্কারের নাম তন্ময়ত্ব। এই তন্ময়ত্ববশতঃ সুখ ও সুখ সাধনের, কিংবা দুঃখ ও দুঃখ-সাধনের অবিদ্যমানেও চিত্তে রাগ-বিরাগ বিদ্যমান থাকে। বিষয়োপভোগ হইবার পরে চিত্তে তাহার সংস্কার সংলগ্ন হইয়া থাকে ; সুতরাং বিষয়ের অনুপস্থিতিতেও রাগ দ্বেষ থাকিবার কারণ বুঝিতে পারা গেল ; কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান দেহে যে সকল বিষয়ের উপভোগ হয় নাই—ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহাদের কখনই সন্নিকর্ষ ঘটে নাই, তাদৃশ বিষয়সমূহের প্রতিও লোকের রাগ দ্বেষ হইয়া থাকে ; যাহা দেখি নাই, শুনি নাই, এ জীবনে যে যে বিষয় কখন প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় নাই, তত্তদ্বিষয়ে যথাসম্ভব রাগ-দ্বেষোৎপত্তির হেতু কি ? ইহ জীবনে অপ্রতীত বিষয়ে রাগ দ্বেষ কেন হয় ? "অদৃষ্টাচ্চ।"—বৈশেষিকদর্শন। ৬।১।১২। অর্থাৎ, অদৃষ্ট—জন্মান্তরকৃত সংস্কারবিশেষই, ইহার কারণ। বর্ত্তমান দেহে অননুভূত সুখ দুঃখের প্রতি যে রাগ-দ্বেষের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মানুভূত বিষয়সংস্কারই তাহার হেতু। জাতি-বা-জন্ম-বিশেষহইতেও স্বাভাবিক রাগ দ্বেষের বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়া থাকে। "জাতি-বিশেষাচ্চ।"—বৈশেষিকদর্শন। ৬।১।১৩। মনুষ্যপ্রকৃতিতে যে সকল পদার্থের প্রতি সাধারণতঃ অনুরক্তি বা বিরক্তি হয়, পশ্বাদি ইতর-জীবপ্রকৃতিতে তাহা হয় না। মনুষ্যের মধ্যেও আবার সত্ত্বাদিগুণের ন্যূনাধিক্যানুসারে রাগ-দ্বেষের ভিন্নতা হইয়া থাকে। মাতা-পিতা সমান হইলেও অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, সহোদরগণের রুচি একরূপ হয় না। বিশুদ্ধান্তঃকরণ মাতা-পিতাহইতে জাত সন্তানের বিশুদ্ধ বিষয়ে অনুরাগ ও তদ্বিপরীতে বিরাগ হইয়া থাকে। আবার মলিনচিত্ত জনক-জননী পাপপ্রবণ কুরুচি সন্তানই উৎপাদন করিয়া থাকেন।

সুখাভিজ্ঞের, সুখানুস্মৃতিপূর্ব্বক, সুখ বা তৎসাধনে—তৎ-হেতুভূত পদার্থে, যে গর্ধ—যে তৃষ্ণা, পুনর্ব্বার তাহাকে পাইবার নিমিত্ত যে লোভ (Attraction), তাহাকে রাগ এবং দুঃখাভিজ্ঞের, দুঃখানুস্মৃতিপূর্ব্বক, তৎসাধনে—তৎ-হেতুভূত পদার্থে, যে প্রতিঘ, যে বিরাগ, বা জিঘাংসা—তৎপ্রতি যে ক্রোধ (Repulsion), তাহাকে দ্বেষ বলে। (উদ্ধৃত পাতঞ্জলসূত্রদ্বয়ের ভগবান্ বেদব্যাসকৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য।)

আমরা যাহা কিছু অনুভবকরি—ইন্দ্রিয়গ্রামদ্বারা যে কোন বিষয় গ্রহণকরি, তাহাদের সংস্কার আমাদের চিত্তে লাগিয়া থাকে—তাহাদের ছবি (Copy or image) আমাদের চিত্তপটে অঙ্কিতহইয়া যায়। অনুভূত বিষয়সকল অপসৃতহইলেও আমরা যে তাহাদের রূপ যথাযথরূপে ধ্যানকরিতে পারি, ইহাই তাহার কারণ *।

যাহা আত্মার অনুকূলবেদনীয় (Agreeable to the perception), তাহা সুখ, আর যাহা প্রতিকূল-বেদনীয়—যাহা বাধনা-লক্ষণ (Disagreeable to the perception), তাহা দুঃখ নামে অভিহিত হইয়া থাকে †।

রাগ-দ্বেষ কাহাকে বলে, তাহা একরূপ চিন্তাকরা হইল, এক্ষণে রাগদ্বেষের কারণ কি, চিন্তাকরিতে হইবে। রাগ-দ্বেষের কারণ কি, শাস্ত্রকারদিগকে এ কথা জিজ্ঞাসাকরিলে, তাঁহারা বলেন—অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানই রাগ-দ্বেষের কারণ।

"যত্র মিথ্যাজ্ঞানং তত্র রাগদ্বেষাবিতি।"—বাৎস্যায়ন মুনি।

অর্থাৎ, যেখানে মিথ্যা-জ্ঞান, সেই খানেই রাগ-দ্বেষ বিদ্যমান ; অবিদ্যা বা মিথ্যা-জ্ঞান-বশগ হৃদয়েই রাগ-দ্বেষ বাসকরিয়া থাকে। অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছি—

যাহা—যে ধর্ম্মী বা দ্রব্য, ঠিক যদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহাকে ঠিক তদ্রূপে জানার নাম সত্য বা যথার্থজ্ঞান—সমীচীন অনুভব ; ইহার নাম বিদ্যা। মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা ইহার বিপরীত—যাহা, যাহা নহে, যে ধর্ম্মীতে যদ্ধর্ম্ম বস্তুতঃ নাই, তাহাকে তদ্বৎ বা তদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া জানা, মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা।

"তদ্দুষ্টজ্ঞানম্।"—বৈশেষিকদর্শন। ৯।১।১১।

---

* "It is a known part of our constitution, that when our sensations cease, by the absence of their objects, something remains. After I have seen the sun, and by shutting my eyes see him no longer, I can still think of him."—
James Mill's Analysis of the Human mind. Vol. 1., P. 51.

† "सर्व्वेषामनुकूल-वेदनीयं सुखम्। प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्।"—তর্কসংগ্রহ।

"अनुग्रहलक्षणं सुखम्। स्रगाद्यभिप्रेतविषयसान्निध्ये सतीष्टोपलब्धीन्द्रियार्थसन्निकर्षाद्धर्म्माद्यपेक्षा-दात्ममनसोः संयोगादनुग्रहाभिष्वङ्गनयनादिप्रसादजनकमुत्पद्यते तत्सुखम्। अतीतेषु विषयेषु स्मृति-जमनागतेषु संकल्पजमिति।"—"उपघातलक्षणं दुःखम्। विषाद्यनभिप्रेतविषयसान्निध्ये सति अनि-ष्टोपलब्धीन्द्रियार्थसन्निकर्षा-दधर्म्मापेक्षा-दात्ममनसोः संयोगाद-मर्षोपघातदैन्यनिमित्त-मुत्पद्यते तत् दुःखम्।"—প্রশস্তপাদাচার্য্য।

মিথ্যাজ্ঞান-লক্ষণ—অবিদ্যা কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ভগবান্ কণাদ উপরি-উদ্ধৃত সূত্রটী রচনাকরিয়াছেন। সূত্রটীর তাৎপর্য্য হইতেছে—যাহা দুষ্ট বা ব্যভিচারি জ্ঞান, তাহা অবিদ্যা *।

পূজ্যপাদ ভগবান্ প্রশস্তপাদাচার্য্য বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান বা প্রত্যয়কে (Knowledge) বিদ্যা ও অবিদ্যা (প্রমা ও অপ্রমা বা যথার্থ ও অযথার্থ), সামান্যতঃ এই দুই ভাগে বিভক্তকরিয়াছেন। অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানও আবার সংশয়, বিপর্য্যয়, স্বপ্ন ও অনধ্যবসায়-ভেদে চতুর্ব্বিধ †।

মিথ্যাজ্ঞান-কারণ—অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ দেখা হইল, এক্ষণে দেখিতে হইবে, অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানের কারণ কি? আমরা ভ্রমে পতিতহই কেন? ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন—ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষ, এই দ্বিবিধ দোষ-হইতে অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ রোগ-বা-বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত দূষিতহইলে, উপলভ্যমান পদার্থসকলের যথাযথ রূপ চিত্ত-দর্পণে প্রতিফলিত হয় না। অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানের ভগবান্ কণাদ-নির্ব্বাচিত এইটী প্রথম কারণ, দ্বিতীয় কারণ সংস্কারদোষ ‡।

সংস্কারদোষ কাহাকে বলে, অতঃপর তাহা চিন্তনীয়। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ইন্দ্রিয়গ্রামের সহিত তাহাদের স্ব-স্ব-গ্রাহ্য বিষয়সমূহের সন্নিকর্ষ হইলে পর যেরূপ যেরূপ অনুভূতি হয়—চিত্তে যেমন যেমন প্রতিবিম্ব পতিত হয়, চিত্ত যে যে আকারে আকারিত হয়, সূক্ষ্মভাবে সেই সেই অনুভূতি বা প্রতিবিম্ব চিত্তে বিদ্যমান থাকে,

* "दुष्टज्ञानं—व्यभिचारिज्ञानमतस्मिंस्तदिति ज्ञानं व्यधिकरणप्रकारावच्छिन्न विशेष्यावृत्ति-प्रकारकमिति यावत्।"—শঙ্করমিশ্রকৃত উপস্কার।

ভগবান্ পতঞ্জলি দেব বিপর্য্যয়বৃত্তিদ্বারা যে পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাই মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যার স্বরূপ। বিপর্য্যয়ের লক্ষণ—

"विपर्य्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्।"—পাং দং সমাধিপাদ। অর্থাৎ, পদার্থের পারমার্থিক রূপকে যে জ্ঞান আচ্ছাদনকরিয়া রাখে—প্রতিভাসিত হইতে দেয় না, যে জ্ঞান অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ, (তাহার—উপলব্ধ পদার্থের, রূপ—তদ্রূপ, তদ্রূপে যাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহা তদ্রূপপ্রতিষ্ঠ, ন তদ্রূপপ্রতিষ্ঠ অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ)—অযথার্থ, তাহার নাম বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান।"

"कः पुनरयं विपर्य्ययः? अतस्मिंस्तदिति प्रत्ययः।"—ন্যায়বার্ত্তিক।

শুক্তিতে রজতজ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান—অযথার্থানুভব।

"शुक्ताविदं रजतमिति ज्ञानं तु न तद्वति तदवगाहीति न यथार्थम्।"—ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী।

† "बुद्धिरुपलब्धिर्ज्ञानं प्रत्यय इति पर्य्यायाः। तस्याः सत्यप्यनेकविधत्वे समासतो द्विविधा विद्या चाविद्या च। तत्राविद्या चतुर्व्विधा संशयविपर्य्ययानध्यवसायस्वप्नलक्षणा।"—

প্রশস্তপাদাচার্য্য।

(যথাস্থানে ইহার বিশেষবিবরণ প্রদত্ত হইবে।)

‡ "इन्द्रियदोषात् संस्कारदोषाच्चाविद्या।"—বৈশেষিকদর্শন। ৯।১।১০।

অনুভূত বিষয়সকলের অনুপস্থিতিতেও আমরা যে তাহাদিগকে ভাবিতে পারি, চিত্তে অনুভূত বিষয়ের ছাপ লাগিয়া থাকাই তাহার একমাত্র কারণ। অতএব দেখা যাইতেছে, আমাদের উপলব্ধি বা প্রত্যয়ের (Feelings) অনুভূতি ও সংস্কার এই দ্বিবিধ অবস্থা *।

সংস্কারদোষোৎপত্তির কারণ—ইন্দ্রিয়বৈকল্য বা ইন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা-নিবন্ধন—শক্তিহীনতাবশতঃ, দূষিত অনুভবই সংস্কারদোষের হেতু। কার্য্যগুণ কারণগুণপূর্ব্বকই হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষ (Sensation) যখন সংস্কারের কারণ, তখন প্রত্যক্ষে দোষ থাকিলে, অবশ্যই সংস্কারও দূষিত হইবে †। সিদ্ধান্ত হইল, করণশক্তির অসম্পূর্ণতাই মিথ্যাজ্ঞানের কারণ।

সংস্কারদোষ কত দিনের ?—শাস্ত্রপ্রসাদে আমরা বুঝিলাম, করণশক্তির অসম্পূর্ণত্বই ইন্দ্রিয়দোষ ও তৎফল সংস্কারদোষের কারণ। অতএব করণশক্তির অসম্পূর্ণত্বের বয়স যত, সংস্কারদোষও ততদিনের। শক্তিবৈকল্যের আয়ুঃ নিরূপিত হইলেই সংস্কারদোষেরও জীবিতকালের পরিমাণ অবধারিত হইবে।

যাহা অখণ্ডিত, যাহা অপরিচ্ছিন্ন (Unconditioned), তাহা পূর্ণ, আর যাহা তাহা নহে—যাহা তদ্বিপরীত, অর্থাৎ, যাহা খণ্ডিত, যাহা পরিচ্ছিন্ন (Finite), তাহা অপূর্ণ। অপূর্ণই পূর্ণ হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে—অনাপ্তকামই ঈপ্সিততমকে পাইবার নিমিত্ত, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ধনাশা যাঁহার পূর্ণ হয় নাই, যিনি নিজের ধনাভাব অনুভবকরেন, ধনার্জ্জন করিবার জন্য তিনিই কর্ম্ম করেন ; কিন্তু পূর্ণধনাশ কখন ধনার্জ্জনের নিমিত্ত চেষ্টাকরেন না। এইরূপ পিপাসাক্ষামকণ্ঠ ব্যক্তিই জলার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণকরেন, শান্তপিপাস, স্বচ্ছ সরোবরের তীরে উপবেশনকরিয়া থাকিলেও জলপান করিবার চেষ্টা করেন না। বুভুক্ষুই অন্নের নিমিত্ত সচেষ্ট হন, অন্নার্থ কর্ম্মকরিয়া থাকেন, মান-অপমান সমান করিয়া, সান্ন ধনীর দ্বারে, দ্বারপালগণকর্ত্তৃক বহুবার তিরস্কৃত ও গলহস্ত হইয়াও অনন্যাশ্রয় দীন অন্নার্থী, 'দীন-পাতা ! ক্ষুৎক্ষামকে অন্ন দিন' বলিয়া, চীৎকারকরিতে ক্ষান্ত হন না। পূর্ণোদর, সুস্বাদু ভোজ্য-

* "বুদ্ধিস্তু দ্বিবিধা মতা। অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চ।"—ভাষাপরিচ্ছেদ।

"We have two classes of feelings ; one, that which exists when the object of sense is present ; another, that which exists after the object of sense has ceased to be present. The one class of feelings I call *sensations* ; the other class of feelings I call *ideas."—J. Mill's Analysis of Human mind. P. 52.*

† "সর্ব্বেন্দ্রিয়দোষো বাতপিত্তাদ্যভিভবজনিতমপাটবম্, সংস্কারদোষো বিশেষাদর্শনসাহিত্যং তদধীনং হি মিথ্যাজ্ঞানং জায়তে।"—শঙ্করমিশ্র।

অর্থাৎ, বাতপিত্তাদি-দোষবৈষম্যপ্রযুক্ত ইন্দ্রিয়গণের অপটুত্বই ইন্দ্রিয়দোষ এবং দূষিত-ইন্দ্রিয়জন্য অযথাসংস্কারই সংস্কারদোষ ; অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান এই উভয়ের অধীন।

বস্তু আহারকরিবার জন্য বারংবার অনুরুদ্ধ হইলেও নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থানকরিয়া থাকেন। অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, অভাববিশিষ্ট বা অপূর্ণ ব্যক্তিই কর্ম্ম-পরায়ণ, ঈপ্সিত যাহার করগত হয় নাই, কর্ম্মে তাহাদিগেরই অধিকার, কর্ম্মভূমিতে অবশভাবে তাহারাই যাতায়াত করিয়া থাকে। সংসার বা জগৎ কর্ম্মভূমি, সংসার সততচঞ্চল—নিয়তপরিবর্ত্তনশীল, কর্ম্ম বা পরিবর্ত্তনই জগতের রূপ, মূর্ত্তক্রিয়াই জগৎ, কোন জাগতিক পদার্থই কর্ম্মশূন্য হইয়া ক্ষণকালের জন্যও থাকিতে পারে না। যাহা অপূর্ণ, বুঝিয়াছি, তাহাই ত কর্ম্মশীল, সংসার কর্ম্মশীল, অতএব নিশ্চয়ই ইহা অপূর্ণ (Imperfect)।

সংসার যখন অপূর্ণ, তখন সাংসারিক বা জাগতিক কখন পূর্ণ হইতে পারে না। যাহা সাংসারিক—যাহা পরিবর্ত্তনশীল, যাহা জন্মাদি (জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ) ষড়্ভাববিকারময়, তাহা অপূর্ণ। সাংসারিক জ্ঞান অপূর্ণ, সাংসারিক সত্তা অপূর্ণ, সাংসারিক আনন্দ অপূর্ণ। কথা হইল, যাহা উৎপত্তিবিনাশশীল—যাহা আবির্ভাবতিরোভাবাত্মক, তাহাই অপূর্ণ—তাহাই মিথ্যা; যাহা পূর্ণ, তাহাই সত্য।

সংসার বা জগৎ বা পরিচ্ছিন্নশক্তির জীবন যাবৎকালাত্মক—যত দিনের, সংস্কার-দোষও তাহা হইলে, ততদিনের। সংসার অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত—সংসারের আদি নাই, সংস্কার-দোষও সুতরাং অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত—সংস্কারেরও আদি নাই।

"उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च।" —বেদান্তদর্শন। ২।১।৩৬।

সংসারের অনাদিত্ব যুক্তি ও শাস্ত্র, উভয়দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়—সংসারের অনাদিত্ব যুক্তি এবং শ্রুতি-স্মৃত্যাদি শাস্ত্র, উভয়দ্বারাই সিদ্ধ হইতেছে। সংসারের অনাদিত্ব অস্বীকারকরিলে—জগৎকে সাদি বলিয়া গ্রহণ করিলে, ইহার আকস্মিক উদ্ভূতিত্ব * (Result of chance) স্বীকারকরিতে হয়, তাহা হইলে মুক্ত পুরুষ-দিগের পুনঃসংসারোদ্ভূতি—পুনঃ সংসারে আগমন এবং অকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গ অনি-বার্য্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সুখ-দুঃখাদি জাগতিক বৈষম্যের (Inequalities) কোন হেতু দেখাইতে পারা যায় না, জগতের উচ্চাবচ ভাবকে তাহা হইলে নির্নিমিত্ত বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয় †। পক্ষান্তরে সংসারকে বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি বলিয়া

---

* "Happily the universe in which we dwell is not the result of chance and where chance seems to work it is our own deficient faculties which prevent us from recognising the operation of Law and Design".—

Principles of Science. P. 2.

† "उपपद्यते च संसारस्यानादित्वं, आदिमत्त्वे हि संसारस्य अकस्मादुद्भूतेर्मुक्तानामपि पुनः संसारोद्भूतिप्रसङ्गः अकृताभ्यागमप्रसङ्गश्च, सुखदुःखादिवैषम्यस्य निर्निमित्तत्वात्।"—

শারীরকভাষ্য।

মানিয়া লইলে, এই সকল দোষ ঘটে না। সংসারের অনাদিত্ব ইত্যাদি যুক্তিদ্বারা উপপন্ন হইতেছে। শাস্ত্রও ইহাকে অনাদি বলিয়াই বুঝাইয়াছেন, যথা—

সংসারের অনাদিত্বসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ—

**"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥"*—**

ঋগ্বেদসংহিতা। ৮।৮।৪৮।

* সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য।—"**সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ কালস্য প্রজমূনৌ দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষং চ হন্তে বিভুবনং স্বঃ স্বঃ শব্দসুখবাচী দিবো বিশেষণং সুখরূপাং দিবং নদীনত্ সর্ব্বং ধাতা বিধাতা যথাপূর্ব্বং পুর্ব্বস্মিন্ কালে অকল্পয়ৎ সৃষ্টবান্ তথৈবাগামিন্যপি কল্পে কল্পয়িষ্যতীত্যর্থঃ।**"

সৃষ্টির প্রবাহরূপে নিত্যত্ব, বর্ত্তমানকালে অনেকেই (অবশ্য যাঁহারা শাস্ত্রচরণসেবক হিন্দু নহেন) অবৈজ্ঞানিক বোধে নিরাকরণ করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছেন। যাহা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, তাহা গ্রাহ্য না হওয়াই উচিত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, অতএব ইহা ত্যাজ্য, উহা বিজ্ঞানসম্মত, সুতরাং উহা গ্রাহ্য, কোন্ বিজ্ঞানবিদ্ অভ্রান্তরূপে তাহা নির্ব্বাচন করিবার অধিকারী? আজ কাল যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া অভিমানী, বিদ্যাগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া যাঁহারা বেদপুরাণাদি শাস্ত্রসকলকে অসার বোধে হেয় জ্ঞান করেন, তাঁহাদের বিশ্বাস, বিদেশীয় পণ্ডিতগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য, তাহাই বিজ্ঞান; যে সকল মত বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মতের অবিরোধী, তাহাই বিজ্ঞান-সম্মত, আর যাহা তাহা নহে, তাহা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, তাহা অসার-বোধে পরিত্যাজ্য। অতএব ইহা বিজ্ঞানসম্মত কি না এইরূপ প্রশ্নের তাৎপর্য্য হইতেছে, ইহা বিদেশীয় পণ্ডিতগণের অনুমোদিত বিষয় কি না। যাঁহাদের বাণী আজকাল ঈশ্বরবাণীহইতেও সমাদৃত হইয়া থাকে, সুখের বিষয় তাঁহারা নিজেদের মান কতকটা বুঝেন। শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী হইয়াই বিপদের কারণ হইয়াছে। পণ্ডিত জেবনস্ বলিয়াছেন,—

"I can see nothing to forbid the notion that in a higher state of intelligence much that is now obscure may become clear. We perpetually find ourselves in the position of finite minds attempting infinite problems, and can we be sure that where we see contradiction, an infinite intelligence might not discover perfect logical harmony?"—

Principles of Science. P. 768

অর্থাৎ, বর্ত্তমান সময়ে যে সকল সত্য অন্ধকারাচ্ছন্ন আছে, জ্ঞানের উন্নতাবস্থায় তাহাদের বিকাশ হইতে পারে, এবম্প্রকার বিশ্বাস করিবার কোনরূপ আপত্তি আমি দেখি না। পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি লইয়া আমরা অপরিচ্ছিন্ন তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া থাকি; সুতরাং আমাদের কাছে যাহা যুক্তিবিরুদ্ধ বা অপ্রাকৃতিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষও যে তদ্বিষয়ের সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গতত্ব দেখাইতে পারেন না, নিশ্চিতরূপে তাহা কেমন করিয়া বলিব? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসর বলিয়াছেন—বিজ্ঞানের যে পরিমাণে প্রসার হইবে, অজ্ঞতা সেই পরিমাণে প্রকাশ পাইবে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টিন্ড্যালেরও ঠিক এই কথা,—

"Regarding Science as a gradually increasing sphere, we may say that every addition to its surface does but bring it into wider contact with surrounding nescience".— *First Principles. P. 16-17.*

বঙ্গানুবাদ।—

কালের ধ্বজভূত—কালের মানদণ্ডস্বরূপ, সূর্য্য-চন্দ্র, এবং সুখময় স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ, এই ত্রিভুবন, বিধাতা, পূর্ব্বকল্পে যেমন সৃষ্টিকরিয়াছিলেন, আগামি-

বিজ্ঞানের অনুশীলন ও মুখে কেবল 'বিজ্ঞান-বিজ্ঞান'—চীৎকার নিশ্চয়ই সমফলপ্রসূ হইতে পারে না। চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসর বলিয়াছেন—বিজ্ঞানের যে পরিমাণে প্রসার হইবে, অজ্ঞতা সেই পরিমাণে প্রকাশ পাইবে, কথা সম্পূর্ণ সত্য। পঞ্চদশীকারও এই কথাই বলিয়াছেন—

'অজ্ঞানং পুনরত্নো যাং ভাতি কস্যাসু কাসুচিন্।'

বিজ্ঞানের অনুশীলন করিলে তবে অজ্ঞান প্রকাশ পায়, আমরা যে কিছুই জানিতে পারি নাই—কোন তত্ত্বই যে নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণীত হয় নাই, তাহা বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু বিজ্ঞান চর্চ্চা না করিয়া, পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত, অথবা বৈজ্ঞানিক বলিয়া লোকে সম্মান করিবে, এই উদ্দেশে দুই একখানি পাশ্চাত্যবিজ্ঞান গ্রন্থ অধ্যয়ন ও মুখে 'বিজ্ঞান-বিজ্ঞান' বলিয়া চীৎকার করিলে, অজ্ঞত্ব প্রকাশ না পাইয়া, সর্ব্বজ্ঞত্বেরই অভিমান জন্মায়। আমাদের দেশে আজকাল এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই অধিক। স্বাধীনচিন্তাশীলতাকে আমরা হারাইতে বসিয়াছি। প্রকৃত আপ্তোপদেশে তা'ই আজ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি, পণ্ডিতম্মন্য সমাজের এত অশ্রদ্ধা, শাস্ত্র যে কিছুই নয়—ইহা যে যুক্তিহীন, অসার বাক্যের আকর, তৎপ্রতিপাদনই আজকাল পৌরুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের অবনতির সময়ে এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম, সুতরাং ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণই নাই। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত (জ্যৈষ্ঠ, ১৮১৫) 'কল্পসৃষ্টি—বৈদিকমত' শীর্ষক প্রবন্ধ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন, প্রবন্ধলেখক সৃষ্টিপ্রবাহের নিত্যত্ব, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ বোধে নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রবন্ধলেখক—

'সকৃদ্ধ দ্যৌরজায়ত সকৃদ্ভূমিরজায়ত।
পৃশ্ন্যা দুগ্ধং সকৃৎপয়স্তদন্যো নানুজায়তে॥'—

ঋগ্বেদসংহিতা, ৪।৮।৪।৪৮।

এই মন্ত্র ও সায়ণাচার্য্যকৃত তদ্ভাষ্যের সাহায্যে প্রতিপাদন করিবার যত্ন করিয়াছেন, জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট ও পুনঃ পুনঃ লয়প্রাপ্ত হইতেছে, সৃষ্টির আদি নাই, অন্তও হইবে না, বর্ত্তমান সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ বহুবার সৃষ্ট হইয়াছে এবং পরেও বহুবার সৃষ্ট হইবে, ইত্যাদি সৃষ্টি-প্রবাহ-নিত্যত্ব-প্রতিপাদক পৌরাণিক উপদেশসকল যুক্তি ও বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। আমরা বলি, ঐ মন্ত্রদ্বারা সৃষ্টি যে প্রবাহরূপে নিত্য, অসতের সম্ভাব এবং সতের অসম্ভাব যে হইতে পারে না, কারণলীন—সূক্ষ্ম বা অব্যক্তাবস্থায় অবস্থিত, ভাবের স্থূল বা ব্যক্তাবস্থায় আগমন এবং স্থূল বা ব্যক্তাবস্থায় স্থিত ভাবের সূক্ষ্ম বা অব্যক্তাবস্থায় গমনই যে যথাক্রমে সৃষ্টি ও লয়, এই শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ, এই সকল কথাই স্পষ্টরূপে বুঝান হইয়াছে। মন্ত্রটী আকাশাদি ভূতসৃষ্টির কল্পান্তস্থায়িত্বপ্রতিপাদক। জৈবসৃষ্টিস্থিতিলয় ও ভৌতিকসৃষ্টিস্থিতিলয়ের নিয়ম ঠিক একরূপ নহে। ভূতসৃষ্টি কল্পান্তস্থায়িনী; প্রবন্ধলেখকের এ সকল কথা চিন্তা করা উচিত ছিল। অতএব সৃষ্টির প্রবাহরূপে নিত্যত্বপ্রতিপাদক পৌরাণিক বচনসমূহ ও 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ' ইত্যাদি মন্ত্রের সহিত উক্ত মন্ত্রের কোন বিরোধ নাই। 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ', ইহা কল্পের পর কল্পান্তর-সৃষ্টিপ্রতিপাদক। বিদেশীয় দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যেও আজকাল কেহ কেহ (অবশ্য শাস্ত্রে, সৃষ্টির প্রবাহরূপে নিত্যত্ব যেমন পূর্ণ ও বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে, সে ভাবে নয়) সৃষ্টির প্রবাহ-নিত্যত্ব

কল্পেও সেইরূপে কল্পনা বা সৃষ্টি করিবেন। সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি কালহইতেই চলিতেছে, এবং চলিবে ও অনন্তকালের জন্য। সুষুপ্তিকালে—গাঢ়নিদ্রাবস্থায়, বিদ্যমান বস্তুনিচয়ের প্রত্যেক বস্তুগত বিশেষ বিশেষ সত্তা-জ্ঞান বিলীন হইয়া গিয়া, যেমন এক অবিশেষসত্তামাত্রের জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে,—আছে, এই জ্ঞানেই সমস্ত বস্তুর সামান্য অস্তিত্ব ভাসমান থাকে—বিশেষ বিশেষ অস্তিত্বজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, বস্তুসকলের নামরূপ থাকিলেও তখন যেমন তাহা জ্ঞানগোচর হয় না, ইহা এই, আমি অমুক, এ আমার পুত্র, এটা আমার বাড়ী, ইত্যাদি বস্তুসকলের ইদং-তৎ-পদবাচ্য অর্থ তখন যেমন স্ফুরিত হয় না, উৎপত্তির পূর্ব্বে—জন্ম বা প্রাদুর্ভাব-নামক বিকার পাইবার অগ্রে, জগতের নাম-রূপ থাকিলেও তখন তাহাদের স্ফূর্ত্তি হয় না। স্ফূর্ত্তি হয় না বলিয়া তাহা যে একেবারে থাকে না, তাহা নহে, নাম-রূপে ব্যাকৃত জগৎ ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে সন্মাত্র থাকে। আমাদের নিদ্রিত ও জাগ্রদবস্থা-দ্বয় যথাক্রমে লয় ও সৃষ্টির অপরভাব, নিদ্রিত ও জাগ্রদবস্থারই পরভাব লয় ও সৃষ্টি। লয় ও সৃষ্টির স্বরূপ কি, জানিতে হইলে, নিদ্রা ও জাগরণের স্বরূপ চিন্তা করিলেই যথেষ্ট হয়। চক্ষুরাদি দশবিধ বাহ্যকরণের একেবারে উপরতির নাম নিদ্রা। যে কালে ইন্দ্রিয়গণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-ন্যায়ে * উপরত হয়—বিশ্রাম করে, অর্থাৎ, যে কালে তমোগুণদ্বারা রজঃ ও সত্ত্ব-গুণ অভিভূত হইয়া পড়ে, সেইকাল নিদ্রাকাল। জাগ্রদবস্থাহইতে নিদ্রিতাবস্থার কেবল এই অংশে পার্থক্য। উভয়াবস্থাতেই সংস্কার বা বাসনা ঠিক থাকে। সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি জাগিয়া উঠিয়া, পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে পুনর্ব্বার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। নিদ্রিত ব্যক্তি নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বে যে ভাবে থাকে, জাগরিত হইবার পরও সেই ভাবই ধারণ করে, তাহার কোনরূপ অন্যথা

স্বীকার করিতে আরম্ভ করিতেছেন। আমরা পরে বিস্তারপূর্ব্বক এ সকল কথার সমালোচনা করিব। আপাততঃ কেবল পণ্ডিত হটনের (Haughton) নিম্নোদ্ধৃত বচনসকলই ইহার প্রমাণস্বরূপ প্রদত্ত হইতেছে—

"The geological inscriptions recorded in the stony tables of the rocks, though mutilated by the hand of time, are written with the finger of God, and tell the same story that religion and philosophy have always taught—that everything in the universe begins and ends, except its Great First Cause."—

Religion and Philosophy.

প্রবন্ধলেখক উক্ত প্রবন্ধে অপৌরুষেয় বেদের প্রতি ঋষিপ্রণীত বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। যথাস্থানে আমরা এই মতের প্রতিকূল যুক্তি ও বিরুদ্ধ শাস্ত্রশাসন প্রদর্শন করিব।

* "To every action there is always an equal and contrary re-action."—

Newton's Third Law of motion.

অর্থাৎ, প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে। সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের যথাক্রমে পরস্পর জয়-পরাজয়ই প্রাকৃতিক লীলা।

হয় না। ঘুমাইবার পূর্ব্বে যাহা ছিল না, জাগিয়া উঠিয়া তাহা হয় না। সৃষ্টি এবং লয়ও ঠিক এই ব্যাপার-ভিন্ন আর কিছু নহে; কাল ও দেশগত পরত্বাপরত্ব-ব্যতীত সৃষ্টি ও লয়ের সহিত জাগরণ ও নিদ্রার অন্য কোনরূপ বিভিন্নতা নাই। সুষুপ্তিকে শাস্ত্রে দৈনন্দিন বা নিত্যপ্রলয় নামেই অভিহিত করা হইয়াছে *।

কি বুঝিলাম?—বুঝিলাম, জগৎ কর্ম্মের মূর্ত্তি—জগৎ পরিবর্ত্তনের ছবি। বুঝিলাম, রাগ-দ্বেষই কর্ম্মোৎপত্তির হেতু, রাগ-দ্বেষ-ব্যতীত কোনরূপ ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় না। বুঝিলাম, রাগ-দ্বেষ মিথ্যাজ্ঞানাধীন এবং পরিচ্ছিন্ন বা অপূর্ণ শক্তিই আবার মিথ্যা-জ্ঞানের কারণ।

এখন বুঝিতে হইবে, পরিচ্ছিন্ন বা অপূর্ণশক্তিই মিথ্যাজ্ঞানের কারণ, এ কথার মর্ম্ম কি?—পরিচ্ছিন্ন শক্তিই মিথ্যাজ্ঞানের কারণ, এ কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, আমাদিগকে অগ্রে বুঝিয়া লইতে হইবে, 'পরিচ্ছিন্ন শক্তি' কাহাকে বলে। 'পরি' উপসর্গ-পূর্ব্বক 'ছিদ' ধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া, পরিচ্ছিন্ন পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 'ছিদ্' ধাতুর অর্থ ছেদন করা—বিভিন্ন করা (To cut)। পরিচ্ছিন্ন শব্দটীর সুতরাং অর্থ হইল, যাহা ছিন্ন, ভিন্ন বা বিভক্ত (Cut off—divided), যাহা পরিমিত (Conditioned), তাহা পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন এমন শক্তি = পরিচ্ছিন্ন শক্তি।

শক্তি কোন্ পদার্থ?—সামর্থ্যবাচী 'শক্' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' † প্রত্যয় করিয়া, শক্তি পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা কার্য্যরূপে পরিণত হইবার যোগ্য, যোগ্যতাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মী বা দ্রব্যের যাহা ধর্ম্ম ‡, কারণের যাহা আত্মভূত §, যদ্দারা পরলোক জয়,—মৃত্যুর ভীষণ আক্রমণহইতে আত্মাকে দূরে রক্ষা করিতে পারা যায়,

* "तत्र नित्यप्रलयः सुषुप्तिः तस्याः सकलकार्य्यप्रलयरूपत्वात् धर्म्माधर्म्मपूर्व्वसंस्काराणाञ्च तदा कारणात्मनावस्थानं तेन सुप्तोत्थितस्य न सुखदुःखाद्यनुपपत्तिः न वा स्मरणानुपपत्तिः।"—

বেদান্তপরিভাষা।

অর্থাৎ, সুষুপ্তি—নিত্যপ্রলয়। সুষুপ্তিকালে ঐন্দ্রিয়িক কার্য্যসকলের উপরম—লয় হইয়া থাকে। ধর্ম্মাধর্ম্মপূর্ব্বসংস্কারসমূহ তৎকালে কারণাত্মাতে—সূক্ষ্মভাবে অন্তঃকরণে লীন হইয়া থাকে। ঋগ্বেদে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইবার সময় ভগবান্ ঠিক এই কথাই বুঝাইয়াছেন। অষ্টম অষ্টকের ১০।১২৯।৪ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

† "स्त्रियां क्तिन्।"—পা, ৩।৩।৯৪।

‡ "योग्यतावच्छिन्ना धर्म्मिणः शक्तिरेव धर्म्मः।"—পা, সূ, ভা।

"I therefore use the term force, in reference to them, as meaning that active principle inseparable from matter which is supposed to induce its various changes".—*Grove's Correlation of physical forces. P. 16.*

ভগবান্ বেদব্যাসের কথাই যেন ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে।

§ "कारणस्यात्मभूता शक्तिः शक्तेश्चात्मभूतं कार्य्यं।"—শারীরকভাষ্য।

অর্থাৎ, যদ্দারা জীব, জীবত্ব ত্যাগ করিয়া, অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয়, তাহাকে শক্তি বলে,—

"শক্নোতি কর্ত্তুম্ শক্নোতি বানয়া পরলোকং জেতুম্।"—নিরুক্ত (নিঘণ্টু)।

নিরুক্ততে শক্তি-কথাটী কর্ম্মনাম-মধ্যে ধৃত হইয়াছে, এবং তাহাই হওয়া উচিত। কর্ম্ম, শক্তির মূর্ত্তভাব—শক্তির সম্মূর্চ্ছিতাবয়ব—শক্তির স্থূলরূপ—শক্তির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থা।

আমরা যাহা অনুভব করি, তাহা শক্তির কার্য্যাবস্থা। চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম-দ্বারা আমরা যাহা উপলব্ধি করি, তাহা শব্দস্পর্শাদি-গুণসমুদয়ের সমষ্টি বা ব্যষ্টি-ভাবের অনুভূতি—তাহা ইন্দ্রিয়দ্বার-জনিত ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার গুণীভূত অবস্থা-ব্যতীত অন্য কিছু নহে। পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তক্রিয়ার অনুভূতিই (Motion or moving matter) শব্দস্পর্শাদি গুণপদার্থ। ক্রিয়া ও কার্য্যাত্মভাব (Effect) এক পদার্থ। অতএব সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, শব্দস্পর্শাদি, কার্য্যাত্মভাবের এক এক প্রকার মূর্ত্তি। কি দ্রব্য (Substance), কি গুণ (Attributes), কি কর্ম্ম (Action), ইহারা এক একটী বিশেষ বিশেষ সত্তা, পরিচ্ছিন্ন শক্তি, কার্য্যাত্মভাব বা ভাববিকার।

শক্তির সূক্ষ্মাবস্থা অনুমানসাধ্য, প্রত্যক্ষ-গম্য নহে—আমরা যাহা উপলব্ধি করি, তাহা অসংখ্যক্রিয়াক্রমসমষ্টি, তাহা মূর্ত্তক্রিয়া। শক্তি বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি, তাহা ক্রিয়া-নিষ্পাদক-পদার্থরূপে অনুমেয়। সামান্য বা অবিশেষ সত্তা-(Absolute—unconditioned Existence) ব্যতীত, সকল সত্তাই পরিচ্ছিন্ন, এবং পরিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত বা কারকদ্বারা বিভক্ত সত্তাই কর্ম্মনামধেয় পদার্থ। ক্রিয়া বা শক্তির কার্য্যাবস্থাই—কার্য্যাত্মভাবই, আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে, শক্তির কর্ম্মভাবই আমাদের কাছে পরিচিত। ইহার সূক্ষ্ম বা অমূর্ত্তাবস্থা অস্মদাদির ইন্দ্রিয়গম্য নহে। কার্য্যমাত্রেই কারণপ্রসূত—পরিচ্ছিন্নভাবের (Finite) নিশ্চয়ই অপরিচ্ছিন্নভাব (Infinite) আছে, শক্তির সূক্ষ্মাবস্থা, এইরূপ অনুমানসাধ্য—ইহা প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা প্রমিত হয় না *।

শক্তি (Force) তাহা হইলে কোন্ পদার্থ হইল ?—যাহা কিছু আমরা উপলব্ধি করি, তাহা শক্তিনামক পদার্থ। যাহা বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, তাহা পরিচ্ছিন্ন—তাহা অল্প †। যাহা অপরিচ্ছিন্ন, তাহা, আমি ইহা জানিলাম, এ ভাবে বিশিষ্ট

* "ভাবাবনুমানগম্যা।"—মহাভাষ্য।

"Do we know more of the phenomenon, viewed without reference to other phenomena, by saying it is produced by force? Certainly not. All we know or see is the effect; we do not see force,—we see motion or moving matter."—*Correlation of physical forces. P. 17.*

† "অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

"To think is to condition."—*H. Spencer.*

হইবার নহে। অতএব পরিচ্ছিন্ন শক্তি, কর্ম্ম (Effect), বা কার্য্যাত্মভাবই আমাদের কাছে 'শক্তি' নামে লক্ষ্য পদার্থ। নিরুক্তকার ভগবান্ যাস্ক এইজন্যই শক্তিকে কর্ম্মনাম-মধ্যে গণনা করিয়াছেন; মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেবও এইনিমিত্ত শক্তিকে অনুমানগম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহর্ষি কণাদ ইন্দ্রিয়-ও-সংস্কার-দোষকে অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানের কারণ বলিয়া বুঝাইয়াছেন (পূর্ব্বে এ কথা উল্লিখিত হইয়াছে), কিন্তু পরিচ্ছিন্ন বা অপূর্ণ শক্তিই মিথ্যাজ্ঞানের কারণ, আমরা এ কথা বলিতেছি কেন? কথাটা কি ভগবান্ কণাদ-নির্দ্দিষ্ট মিথ্যাজ্ঞানকারণহইতে বিভিন্ন? না,—এতদ্দ্বারা ভগবান্ কণাদোক্ত বচনের ব্যাখ্যা করা হইতেছে—

"इदि परमैश्वर्य्ये" (ভূ, প,), এই পরমৈশ্বর্য্যবাচক 'ইদি' ধাতুর উত্তর 'রক্' প্রত্যয় করিয়া 'ইন্দ্র' পদটী সিদ্ধ হয়। যিনি পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত—সর্ব্ব-শক্তিমান্ বা সম্পূর্ণ (Absolute or Infinite), তিনি ইন্দ্র *। 'ইন্দ্র' শব্দের উত্তর 'ঘচ্' প্রত্যয় করিয়া 'ইন্দ্রিয়' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইন্দ্র বা আত্মা যদ্দ্বারা অনুমিত হন—ইন্দ্র বা আত্মার যাহা লিঙ্গ †, ইন্দ্র বা আত্মা-দ্বারা যাহা দৃষ্ট, ইন্দ্র বা আত্মা-দ্বারা যাহা সৃষ্ট, ইন্দ্র বা আত্মাদ্বারা যাহা জুষ্ট—সেবিত, এবং ইন্দ্র বা আত্মা-দ্বারা যাহা দত্ত—বিষয়গ্রহণার্থ নিয়োজিত, তাহা ইন্দ্রিয় ‡। ইন্দ্রিয় তাহা হইলে খণ্ডিত, বিভক্ত বা পরিচ্ছিন্ন শক্তি।

অস্মিতাহইতেই ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি—অস্মি—আমি আছি, ইহার ভাব 'অস্মিতা'। আমি আছি, ইহা আমি কিরূপে এবং কখন বুঝি? যখন আমাতে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, আমার আমি ভাব এক ভাব ত্যাগ করিয়া যখন ভাবান্তর প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যখন আমি কোনরূপ ক্রিয়া সম্পাদন করি, তখনই আমি বুঝি—আমি আছি। কোনরূপ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে হইলে, ক্রিয়ানিষ্পাদক কর্ত্তৃকরণাদি কারকের প্রয়োজন, কর্ত্তৃকরণাদি কারক না থাকিলে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে না। কর্ত্তা, করণদ্বারা তাঁহার ঈপ্সিতকে গ্রহণ ও অনীপ্সিতকে ত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারেন না বলিয়াই ক্রিয়ার উৎপত্তি। অতএব করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা, এই তিনটী কারকদ্বারা ক্রিয়া, সংগৃহীত বা সমবেত § হইলে, তবে বুদ্ধিগোচর

* "इन्द्रः—इदि परमैश्वर्य्ये, परमैश्वर्य्ययुक्त उच्यते।"—নিরুক্ত টীকা।

† "করণ কখন অকর্ত্তৃক হইতে পারে না, করণের অস্তিত্ব যখন প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইতেছে, পরতন্ত্র বা অপূর্ণ শক্তির যখন অনুভব হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই ইহার কর্ত্তা বা স্বতন্ত্র শক্তি আছে। ইন্দ্র বা আত্মা চক্ষুরাদি করণদ্বারা এইরূপে অনুমিত হইয়া থাকেন।

‡ "इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति।"—পা, ৫।২।৯৩।

§ "करणं कर्म्म कर्त्तेति त्रिविधः कर्म्मसंग्रहः।"—গীতা।

অবিভক্ত বা সামান্যভাব, কর্ত্রাদি কারকদ্বারা বিভক্ত বা পরিচ্ছিন্ন না হইলে, তাহা যে বুদ্ধির

হইয়া থাকে। নিরুক্তভাষ্যকার ভগবান্ দুর্গাচার্য্য, "ভাবপ্রধানমাখ্যাতম্"—এই নিরুক্ত-বচনের ভাষ্য করিবার সময়, এই কথাই বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন *।

যে যাহাকে পাইতে বা ত্যাগ করিতে চাহে, যাহা সমাসাদিত বা পরিত্যক্ত না হইলে যে থাকিতে পারে না, নিশ্চয়ই তাহার সহিত তাহার সম্বন্ধ (Relation) আছে। জগতে যতপ্রকার সম্বন্ধ হইতে পারে, তন্মধ্যে স্ব-স্বামিভাব-সম্বন্ধই সর্ব্ব-প্রকার সম্বন্ধের মূল, আমি ও আমার এই সম্বন্ধহইতেই সকল অবান্তর সম্বন্ধ আবির্ভূত †।

জাগতিক জ্ঞান যে ক্রিয়ার বা পরিবর্ত্তনের জ্ঞান, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে হইলে, কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ, প্রধানতঃ এই তিনটী কারকের যে অবশ্য প্রয়োজন এবং স্ব-স্বামিভাবসম্বন্ধজ্ঞান হৃদয়ে জাগিয়া না উঠিলে ও যে কোনরূপ ক্রিয়ার প্রবৃত্তি হয় না, শাস্ত্রপ্রসাদে তাহাও বুঝিতে পারা গেল। স্ব-স্বামিভাবসম্বন্ধজ্ঞানের মূল অস্মিতা, অতএব অস্মিতাহইতেই যে ইন্দ্রিয়ের বা করণের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা স্থির। অস্মিতার আবার মূল অবিদ্যা, মিথ্যাজ্ঞান ‡ বা পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি।

বিষয়ীভূত হয় না, উপর্য্যুক্ত ভগবদ্বচনের ইহাই তাৎপর্য্য। যাহা বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, বুঝিতে হইবে, তাহাই পরিচ্ছিন্ন শক্তি, তাহাই শক্তিবিকার।

* "অমূর্ত্তা হি ক্রিয়া নিরুপাখ্যা। সা হি কারকৈরভিব্যজ্যমানা কারকশরীরে চ সতী শক্যতে নির্দ্দেষ্টুম্। ইতরথা অশরীরা সতী সা ন শক্যেত। অশরীরা চ সতি কথমিব নির্দ্দিশ্যেত?"—
নিরুক্তভাষ্য, নৈঘণ্টুককাণ্ড।

অর্থাৎ, অমূর্ত্তা—অসম্মূর্চ্ছিতাবয়বক্রিয়া (Force), নিরুপাখ্যা—অনির্দ্দেশ্যা—বুদ্ধিগম্যা নহে। অমূর্ত্তা ক্রিয়া কারকদ্বারা অভিব্যজ্যমান এবং কারকশরীরে বিদ্যমান না হইলে, তাহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না।

† "অতএব স্বস্বামিভাবঃ অবয়বাবয়বিভাব আধারাধেয়ভাবঃ প্রতিযোগ্যনুযোগিভাবঃ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবসম্বন্ধ ইত্যাদি ব্যবহারঃ।"—মঞ্জুষা।

অর্থাৎ, অবয়ব-অবয়বিভাব, আধার-আধেয়ভাব, প্রতিযোগি-অনুযোগিভাব, বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব, ইত্যাদি সকল প্রকার সম্বন্ধ স্বস্বামিভাবসম্বন্ধেরই বিশেষ বিশেষ ভাব, আমি ও আমার (Subject and Object) এই ভাবহইতেই নিখিল-অবান্তর-সম্বন্ধ আবির্ভূত। অন্যত্র স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকিবে।

‡ "অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ
অবিদ্যাক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্।"—
পাতঞ্জলদর্শন। সা, পা, ৩ ও ৪ সূ।

অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (মরণত্রাস), এই পাঁচটী চিত্তের পরিতাপ উৎপাদন করে বলিয়া ইহাদিগকে 'ক্লেশ' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। অবিদ্যাদি ক্লেশ-পঞ্চকের মধ্যে অবিদ্যানামক ক্লেশটীই পরবর্ত্তী অস্মিতাদি ক্লেশচতুষ্টয়ের ক্ষেত্র—উৎপত্তিস্থান—মূল-কারণ। এক অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানহইতেই অস্মিতাদির আবির্ভাব হইয়া থাকে। অনিত্য, অশুচি,

সংশয়—ভগবান্ কণাদ ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষকেই মিথ্যাজ্ঞানের কারণ বলিয়াছেন, কিন্তু ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের বচনানুসারে প্রতিপন্ন হইল, মিথ্যাজ্ঞানই ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষের কারণ, সুতরাং সংশয় হইবে, একজন যাহাকে কারণ (Cause)-রূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন, অন্যে তাহাকেই কার্য্য (Effect) বলিতেছেন, ইহাতে ঋষিদ্বয়ের পরস্পর মতবিরোধ হইতেছে না কি ?

সংশয়নিরসন—আপাতদৃষ্টিতে তাহাই বোধ হয় বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, মূলে পরস্পর কোন বিরোধ নাই। মিথ্যাজ্ঞান তাত্ত্বিক ও প্রাধানিক ভেদে দ্বিবিধ। শুক্তিতে রজতজ্ঞান, রজ্জুতে সর্পবোধ, বিষে অমৃত প্রত্যয়, ইহা প্রধান বা প্রসিদ্ধ মিথ্যাজ্ঞান। এরূপ জ্ঞান যে মিথ্যাজ্ঞান, তাহা আমরা সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি, তা'ই ইহাকে প্রধান মিথ্যাজ্ঞান বলা হইয়াছে। তাত্ত্বিক মিথ্যাবুদ্ধি ব্যাবহারিক বা সাংসারিক বুদ্ধিতে যথাযথরূপে উপলব্ধি হইতে পারে না, তাত্ত্বিক মিথ্যাজ্ঞানই আমাদের কাছে সত্য জ্ঞান, ইহার প্রমাণেই প্রাধানিক মিথ্যাজ্ঞানকে আমরা মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া নিশ্চয় করিতে সক্ষম হই ; সুতরাং এ জ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া জানিলে, জাগতিক ব্যবহার চলিত না, তাহা হইলে, ক্রিয়া বা

দুঃখ ও অনাত্ম পদার্থের (Non—Ego or Not—Self) উপরি, যথাক্রমে নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মতা (Ego or Self) জ্ঞানের নাম, অর্থাৎ, যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা নহে, তাহাকে তাহা বলিয়া জানার নাম অবিদ্যা। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব দৃক্শক্তি বা আত্মা ও দর্শনশক্তি বা অন্তঃকরণ, এতদুভয়ের একাত্মতা, চৈতন্য ও বুদ্ধির তাদাত্ম্যাধ্যাস বা পরস্পর-একীভাব-প্রাপ্তিকে অস্মিতা নাম দিয়াছেন। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ ঠিক এ ভাবে না বুঝিলেও 'Ego' এই নামে যে পদার্থকে তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহাকে আমাদের অস্মিতার অপরভাব বলিয়া বুঝিলে চলিবে। Ego-লক্ষণ—"Or rather, more truly—each order of manifestations carries with it the irresistible implication of some power that manifests itself; and by the words *ego* and *non-ego* respectively, we mean the power that manifests itself in the faint forms, and the power that manifests itself in the vivid forms."—*H. Spencer. First Principles. P. 154.*

পণ্ডিত বেন্ মনুষ্যের অনুভূতিকে (আমাদের বৃত্ত্যধীন জ্ঞান বা ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যয়) Mind, ও Matter (বিষয়ী ও বিষয়), এই দুইটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। বেন্ বলেন, দার্শনিকেরা এই দ্বিবিধ জ্ঞানবিভাগকেই, বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ (External World and Internal World) Not-Self কিংবা Non-Ego এবং Self or Ego ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন ; কিন্তু ইহাদের পরিবর্ত্তে Object এবং Subject এই শব্দদ্বয়ের ব্যবহার প্রশস্ত।

"Human Knowledge, Experience or Consciousness, falls under two great departments; popularly, they are called Matter and Mind; philosophers, farther, employ the terms External World and Internal World, Not-Self or Non-Ego and Self or Ego; but the names Object and Subject are to be preferred".—*Mental Science by Bain.*

পরিণাম স্থগিত হইয়া যাইত। উৎপত্তি-বিনাশশীল জ্ঞান আপেক্ষিক (Relative), সত্যজ্ঞান আছে তা'ই তদপেক্ষায় মিথ্যাজ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞানরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। আমরা যাহাকে (অবশ্য জাগতিক বুদ্ধিতে) সত্যজ্ঞান বলিয়া জানি, তাহা যদি মিথ্যারূপে নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, অন্য কোন জ্ঞান, সাংসারিক-বুদ্ধি-নিশ্চিত সত্যজ্ঞানের স্থান অধিকার করিয়াছে।

যত দিন না প্রকৃত বা পারমার্থিক সত্যজ্ঞানের বিকাশ হয়, তত দিন তাত্ত্বিক মিথ্যাজ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান হইলেও আমাদের কাছে তাহাই সত্য বলিয়া আদৃত হইবে। এক পারমার্থিক (Primordial) শক্তিহইতে সমস্ত অবান্তর শক্তি আবির্ভূত, এক মূলভূত হইতেই নিখিল যৌগিক ও মিশ্র ভূতের উদ্ভব হইয়াছে (Modifications of one principle), সত্যজ্ঞানপ্রসূতি শ্রুতি-সিদ্ধ, সুতরাং অনাদিকালহইতেই মাতৃ-ভক্ত আর্য্য-হৃদয়ে—আবির্ভূতপ্রকাশ এবং বর্ত্তমান সময়ের উন্নতিশীল বহু বিদেশীয় দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক সমাদৃত—এই তথ্যকে যদি তথ্য বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি, অগ্নি ও জল এক পদার্থ, অমৃত ও গরল সমান বস্তু, তাহা হইলে বলিতে পারি, জগতে এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই (एकमेवाद्वितीयम्)। সত্য বটে, এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই, কিন্তু কেবল মুখে এ কথা বলিলে চলিবে কেন? অগ্নির সহিত মিশিতে যাইলে, যখন দাহযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পলায়ন করিতে হয়, তুষার-মণ্ডিত হিম-গিরিতে বাস করিতে যাইলে, শৈত্যের দুর্ব্বিষহ সুতীক্ষ্ণ করাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া যখন পলায়ন বা মানবলীলা সম্বরণ করিতে হয়, হলাহলভক্ষণ ও ক্ষীরপানের বিভিন্ন ফল যখন স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করিতেছি, আমি তুমি জ্ঞান যখন এত প্রবল, তখন একভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই, এ কথা অর্থশূন্য কথা। অতএব পারমার্থিক জ্ঞান যত দিন না শাস্ত্রোক্ত সাধনাদ্বারা বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তত দিন তাত্ত্বিক মিথ্যাজ্ঞান, পারমার্থিক দৃষ্টিতে মিথ্যাজ্ঞান হইলেও আমাদের কাছে তাহাই সত্যজ্ঞানরূপে গৃহীত হওয়া প্রাকৃতিক *।

পারমার্থিক সত্যজ্ঞানের বিকাশ না হইলেও কিন্তু জ্ঞান-পিপাসা শান্ত হইবার নহে, পারমার্থিক-জ্ঞানের বিকাশব্যতীত মানব কখনই কৃতকৃত্য হইতে পারে না; করুণার্দ্র-হৃদয় পিতৃভূত মহর্ষিরা তা'ই প্রথমতঃ প্রাধানিক মিথ্যাজ্ঞান অপনোদন করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া, তদনন্তর তাত্ত্বিক মিথ্যাজ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া

* "तत्त्वप्रधानभेदाच्च मिथ्याबुद्धेर्द्वैविध्योपपत्तिः ।"—ন্যায়দর্শন। ৪।২।৩৭।

পূজ্যপাদ বিজ্ঞানভিক্ষু, যোগবার্ত্তিকে এই গৌতমসূত্রের প্রমাণেই মিথ্যাজ্ঞানের দ্বৈবিধ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন, যথা—

"व्यावहारिकपारमार्थिकभेदेन सत्यादिद्वैविध्यं। तात्त्विकमिथ्याबुद्धिरनित्यपदार्थज्ञानं प्रधानं मिथ्याज्ञानं प्रसिद्धमिथ्याज्ञानम् शुक्तिरजतादिज्ञानमिति। व्यवहारपरमार्थभेदेन कालभेदेनावच्छेद-भेदेन स्वरूपभेदेन प्रकारभेदेन च तयोरविरोधादिति।"—যোগবার্ত্তিক।

বুঝিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ষড়্দর্শন, দ্রষ্টব্য-পদার্থাবলোকন বা আত্ম-সন্দর্শনের দর্শন বা চক্ষুঃ। ষড়্দর্শন বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, ষড়্দর্শন বস্তুতঃ তাহা নহে; ইহারা পরস্পরবিরুদ্ধ ছয়টী চক্ষুঃ নয়। দর্শন এক, তবে আন্তর-বাহ্য বা সূক্ষ্ম-স্থূল অবস্থাভেদে ইহার ছয়টী বিভাগ—ষট্‌সংখ্যক স্তর আছে মাত্র। বিদেশীয় দার্শনিকদিগের পরস্পর মতভেদ এবং আর্য্যদর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধীয় আপাতপ্রতীয়মান মতভেদ সমানজাতীয় নহে, উভয়ের উৎপত্তিকারণও এক নয়। ইন্দ্রিয়বৈকল্য বা করণশক্তির অসম্পূর্ণত্ব এবং সংস্কারদোষ যে প্রাধানিক মিথ্যাবুদ্ধির কারণ, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। ইন্দ্রিয়-বৈকল্য ও সংস্কারদোষও যে অপূর্ণ বা পরিচ্ছিন্ন শক্তির ফল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অপূর্ণ বা পরিচ্ছিন্ন শক্তি ও মিথ্যাজ্ঞান সমান পদার্থ। অতএব তাত্ত্বিকমিথ্যাজ্ঞানের আর একটু পরিচ্ছিন্ন অবস্থাহইতেই প্রাধানিকমিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ভগবান্ কণাদ ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষদ্বারা অসম্পূর্ণ শক্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। দেখিতে পাই, ইন্দ্রিয়দোষবশত'ই শুক্তিতে রজতজ্ঞান বা রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে, দেখিতে পাই, পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির চক্ষুতে (Jaundiced eye) সকল বস্তুই হরিদ্রাভ দেখায়; সুতরাং ইন্দ্রিয়দোষ, প্রাধানিকমিথ্যাজ্ঞানের কারণ, এ কথা বলিলে সকলেই বুঝিতে পারিবে, মহর্ষি কণাদ তা'ই ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কার-দোষকেই মিথ্যাজ্ঞানের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান যে সর্ব্বদোষের আকর, তত্ত্বজ্ঞানের অবরোধক, তাহা ষড়্দর্শনেরই সিদ্ধান্ত। ভগবান্ গোতম বলিয়াছেন—মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হইলেই দোষের নাশ হয়, দোষের নাশে প্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়, প্রবৃত্তি বিনষ্ট হইলে জন্মনিরোধ হয় (Evolution বন্ধ হয়), জন্মনিরোধ হইলেই দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিরূপ অপবর্গ বা মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে *। মিথ্যাজ্ঞানই যে, সুতরাং, সর্ব্বদোষের আকর, ভগবান্ গোতম উক্ত সূত্রদ্বারা তাহাই বুঝাইয়াছেন।

ইন্দ্রিয় ত্রিগুণবিকার—সত্ত্ব, রজঃ ও তম, এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিকৃতভাব-বিশেষহইতেই ইন্দ্রিয় সৃষ্ট হইয়াছে। ইন্দ্রিয় বা করণ, প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল—সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সত্ত্বগুণপ্রধানপরিণাম এবং ইহাদেরই তমোগুণপ্রধানপরিণাম † বিষয়। ইন্দ্রিয়, সত্ত্বগুণপ্রধানপরিণাম বলিয়া গ্রহণাত্মক, বিষয়, তমোগুণপ্রধান-পরিণাম বলিয়া গ্রাহ্যাত্মক। অতএব পরিচ্ছিন্ন বা অপূর্ণ শক্তিই মিথ্যাজ্ঞানের কারণ, এতদ্বাক্যের সহিত ভগবান্ কণাদের, অবিদ্যা (মিথ্যাজ্ঞান), ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষাধীন, এ কথার কোন বিরোধ নাই।

---

* "दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः।"—
ন্যায়দর্শন। ১।১।২।

† "प्रख्याक्रियास्थितिशीलानां गुणानां ग्रहणात्मकानां करणभावेनैकः परिणामः श्रोत्रमिन्द्रियं ग्राह्यात्मकानां शब्दभावेनैकपरिणामः शब्दो विषय इति।"—যোগসূত্রভাষ্য।

জগৎ সদসদাত্মক—'अस भुवि' এই সত্তার্থক—ভাববচন (বিদ্যমানার্থবাচী) 'অস' ধাতুর উত্তর 'শতৃ' প্রত্যয় করিলে, 'সৎ' এই পদটী সিদ্ধ হয়। 'সৎ' শব্দের অর্থ হইতেছে, বিদ্যমান। অসতের (অভাবের) যাহা বিরোধী—না থাকার যাহা প্রতিযোগী—অবিদ্যমানতার যাহা প্রতিক্ষেপী, অর্থাৎ, যাহা অবিনাশী—যাহা অপরিণামী (Unchangeable something), নাম, দেশ, কালাদির নাশ হইলেও যাহা নষ্ট হয় না, যাহার ধ্বংস নাই—যে তত্ত্ব নিয়তস্থির, তাহা সৎ, এবং যাহা সৎ, যাহা অব্যভিচারী, তাহাই সত্য *। পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও 'সত্য' কথাটীর অর্থ বুঝাইতে গিয়া, এই কথাই বলিয়াছেন—

"यद्रूपेण यन्निश्चितम् तद्रूपं न व्यभिचरति तत्सत्यम्।"

যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, যদি তাহা সে রূপ কদাচ ত্যাগ না করে—সে রূপের যদি কখন অন্যথা না হয়—ব্যভিচার না ঘটে, তবে তাহাকে সত্য বলে †। সত্যের যে লক্ষণ পাওয়া গেল, শাস্ত্র, সত্যশব্দবোধ্য যে অর্থ আমাদের সম্মুখে ধরিলেন, তাহা এই প্রতিক্ষণপরিণামী, এই সততচঞ্চল, এই নিয়তপরিবর্ত্তনশীল সংসারমাঝে, কোন বস্তুরই ত বাচক হইতে পারে না। পরিবর্ত্তন যাহার স্বভাব, নিরন্তর এক অবস্থাহইতে অবস্থান্তরে গমন করাই যাহার স্বরূপ, তাহা অবিনাশী ও অপরিণামী হইবে কি রূপে? ভাব-অভাব, সৎ-অসৎ, হাঁ-না (Something-Nothing, Existence-Non-existence, Affirmation-Negation) যে এক পদার্থ হইতে পারে না, তাহা প্রেক্ষাবান্, অপ্রেক্ষাবান্, বালক, বৃদ্ধ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সকলেরই জ্ঞাতবিষয়—নিখিল জীবেরই বিদিততত্ত্ব।

তবে কি জগৎ মিথ্যা?—জগৎকে একেবারে মিথ্যাও বলা যাইতে পারে না, কারণ, মিথ্যা বা অসতের উপলব্ধি হইবে কেন? আর এক কথা, জগৎ যদি মিথ্যাই হয়, তাহা হইলেও মিথ্যারূপে ইহাকে সত্য বলিতে হইবে, যেহেতু জগতের মিথ্যাত্ব বা পরিবর্ত্তনশীলত্ব অব্যভিচারী; জগৎ, জগৎ বা নিয়ত পরিণামী বলিয়া, ইহা সত্য। যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, যদি তাহা কোন কালেও তদ্রূপ ত্যাগ না করে, তবে তাহা সত্য,—সত্যের এই লক্ষণানুসারে জগতের সত্যত্ব সিদ্ধ হয়, কারণ, জগৎ, চিরদিনই জগৎ, গতিশীল বা পরিণামাত্মক বলিয়া নিশ্চিত আছে। তাহা হইলে জগৎ প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন্ পদার্থ হইতেছে? জগৎ সদসদাত্মক, জগৎ নিত্য ও অনিত্য দুই। কারণভাবে—সন্মাত্রাবস্থায় জগৎ সত্য বা নিত্য,

---

* "सत्यमविनाशि नामदेशकालवस्तुनिमित्तेषु विनश्यत्सु यन्न विनश्यति तदविनाशि।"—
সর্ব্বোপনিষৎসার।

† তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'—এই বাক্যের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।
"By reality we mean persistence in conciousness."—*H. Spencer.*

কার্য্যভাবে, জগৎ অসৎ বা অনিত্য। যাহা বিকারাত্মক, তাহা অনিত্য। ভাব-বিকারাত্মাতে, সুতরাং জগৎ অনিত্য, আত্মভাবে—অপরিচ্ছিন্ন—অখণ্ডৈক-রস সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপে, নিত্য। জগতের মূলে অনন্ত সত্তা নিহিত আছে, অপরিচ্ছিন্ন-ভাব মূলে না থাকিলে, পরিচ্ছিন্নভাব থাকিতে পারে না *।

ভাব বা সত্তা কারণাত্মা ও কার্য্যাত্মা ভেদে দ্বিবিধ। শাস্ত্রের উপদেশ,—এই ভাব-দ্বয়ের মধ্যে কারণাত্মভাব নিত্য, ইহাই সৎ এবং কার্য্যাত্মভাব অনিত্য বা অসৎ, অর্থাৎ, পরিবর্ত্তনশীল। কার্য্যাত্মভাবই জগৎ বা সংসার।

কারণাত্মভাবের স্বরূপ—যে ভাব অদৃশ্য—বুদ্ধীন্দ্রিয়ের অগম্য, যাহা অন্তর্ব্বহিঃ এই অবস্থাদ্বয়শূন্য, যে ভাব অগ্রাহ্য—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়, যিনি অগোত্র (যাঁহার এমন মূল নাই, যদ্দ্বারা তাঁহাকে স্থির করিতে পারা যায়, ইনি এমন বা তেমন), যিনি অবর্ণ (দ্রব্যের স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব এবং শুক্লত্বাদি ধর্ম্মের নাম বর্ণ, যিনি তদ্বিরহিত, তিনি অবর্ণ), যাঁহার চক্ষুঃকর্ণাদি কোন প্রকার ইন্দ্রিয় নাই, যিনি অপাণিপাদ, যিনি নিত্য—অবিনাশী, যিনি বিভু, অর্থাৎ, যিনিই ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত চেতনাচেতন বিবিধ পদার্থরূপে প্রকাশিত হন, যিনি সর্ব্বগত (আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী), যিনি সূক্ষ্ম, যে ভাব অব্যয় (সর্ব্বদাই যাহা একরূপ) এবং যাহা সর্ব্বভূতযোনি—সর্ব্বকার্য্যের কারণ, তিনি কারণাত্মভাব †।

কার্য্যাত্মভাবের স্বরূপ—কার্য্যাত্মভাব ত্রিগুণময়ী মায়ার ভাব, জন্মস্থিত্যাদি ষড়্‌ভাববিকার। কারণাত্মভাব অনন্ত—অপরিচ্ছিন্ন ইহা দেশকালাদিদ্বারা সীমা-বদ্ধ নহে (Infinite)। কার্য্যাত্মভাব সসীম, পরিচ্ছিন্ন, (Finite)।

"पुरुष एवेदं सर्व्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्।" —

পুরুষসূক্ত (ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ)।

কার্য্যাত্মভাবের সীমানির্দ্দেশ—ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্ত ভাব, কার্য্যাত্মভাব। যে ভাব সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক, যে ভাব বর্ত্তমান, অতীত ও অনাগত, এই অবস্থা-ত্রয়বিশিষ্ট, তাহা কার্য্যাত্মভাব। "पुरुष एवेदं सर्व्वं" ইত্যাদি শ্রুতিবচনের মর্ম্ম হইতেছে, বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ, এই ত্রিবিধ জাগতিক অবস্থাই পুরুষের বা অপরিচ্ছিন্নসচ্চিদানন্দের মায়াপরিচ্ছিন্ন ভাব। পরম-পুরুষ বা কারণাত্মভাব হইতে কার্য্যাত্মভাব স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র পদার্থ নহে।

* "सन्मात्रात्मभावेनेदं जगन्नित्यं, इतरैस्तु भावविकारैः परमाण्वादिभिर्भावविकारात्मभिरनित्यम्। कस्मात्? विकारात्मकत्वादेव। विकारो ह्यनित्यः।"—নিরুক্তভাষ্য।

অর্থাৎ, সন্মাত্রাত্মায় জগৎ নিত্য, পরমাণ্বাদিভাববিকারাত্মার বিকারাত্মকত্ববশতঃ ইহা অনিত্য; কারণ, বিকারমাত্রেই অনিত্য।

† "यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादं, नित्यं विभुं सर्व्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः।"—মুণ্ডকোপনিষৎ।

**"एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पुरुषः।
पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥"—**

পুরুষসূক্ত।

ভাবার্থ—

অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয়াত্মক নিখিল জগৎ, পুরুষের—পরম-কারণ পরব্রহ্মেরই মহিমা—স্বকীয়সামর্থ্য—স্বীয়-শক্তি-বিশেষ। ত্রিকালময় জগতের রূপই কি তাহা হইলে ব্রহ্মের বাস্তব রূপ? অনিত্য জগৎই কি তিনি? না—ইহা তাঁহার বাস্তব স্বরূপ নহে। পরম-পুরুষ—পরমাত্মা, ইহা হইতে—তাঁহার এই জগদ্রূপ মহিমা বা সামর্থ্য (শক্তি) হইতে, জ্যায়ান্—অতিশয় বৃহৎ—অত্যন্ত অধিক। বিশ্বভূত—কালত্রয়বর্ত্তি-প্রাণিজাত, পরম-পুরুষের চতুর্থাংশ মাত্র; ইহাঁর অবশিষ্ট ত্রিপাদ, অমৃত—বিনাশ রহিত—ইহা সনাতন, ইহা নিত্য, ইহা দ্যোতনাত্মক, অর্থাৎ, স্বপ্রকাশস্বরূপে ব্যবস্থিত আছে'। "पुरुष एवेदं", এই মন্ত্রে ত্রিকালবর্ত্তি জগৎ, পুরুষই, এই কথা বলা হইয়াছে, ইহাতে মনে হইতে পারে, জগৎই পুরুষের স্বরূপ, ভগবান্ তা'ই উপরি-উদ্ধৃত মন্ত্রদ্বারা বুঝাইলেন, জগৎ, সত্যজ্ঞান-অনন্তব্রহ্মের স্বরূপাপেক্ষায় অল্পমাত্র। অনন্ত পরব্রহ্মকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইল কি রূপে? অনন্ত-পরব্রহ্মের ইয়ত্তা করা কি সম্ভব? পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য এইরূপ সংশয় অপনোদন করিবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, পরব্রহ্মের ইয়ত্তা যে হইতে পারে না, তাহা নিঃসন্দেহ; তবে এরূপ করিবার তাৎপর্য্য হইতেছে, জগৎ, পরব্রহ্মের স্বরূপাবস্থা হইতে অনেক ক্ষুদ্র, জগৎ তাঁহার একাংশমাত্র, এই সত্য-বিজ্ঞাপন করা। পরব্রহ্মের বস্তুতঃ ইয়ত্তা হইতে পারে না।

**"त्रिपादूर्ध्व उदैत् पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः।
ततो विष्वङ् व्यक्रामत् साशनानशने अभि॥"—**

পুরুষসূক্ত।

ভাবার্থ—

অজ্ঞানকার্য্য (অবিদ্যাপ্রসূত) সংসার বা সৃষ্টিসংহারাত্মক জগতের বহির্ভূত, সংসারস্পর্শরহিত—জাগতিক গুণদোষদ্বারা অস্পৃষ্ট, চতুষ্পাদ পুরুষের পাদমাত্র এই জগৎ। ভগবান্ গীতাতেও এই কথা বলিয়াছেন, যথা—

"विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगदिति।"—

পরমপুরুষ পরমাত্মার এই এক পাদ মায়াদ্বারা পুনঃ পুনঃ অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে পুনরপি অব্যক্তাবস্থায় গমনাগমন করিয়া থাকে *।

---

* "सोऽयमिह मायायां पुनरभवत् सृष्टिसंहाराभ्यां पुनः पुनरागच्छति।"—সায়ণভাষ্য।

পরম-পুরুষের এই একপাদ মায়াযুক্ত, অবশিষ্ট পাদত্রয় মায়াবিনির্মুক্ত। সৃষ্টি-কালে পরমেশ্বর, মায়াদ্বারা দেবতির্য্যগাদি বিবিধরূপে ব্যাপ্ত হন, সাশন, অর্থাৎ, ভোজনাদি-ব্যবহারোপেত চেতনপ্রাণিজাত এবং অনশন—তদ্রহিত, অচেতন গিরি-নদীসাগরপ্রভৃতি, নিজেই এই উভয়রূপে বিবিধ হইয়া, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। অতএব, বুঝিতে পারা গেল, অখণ্ডৈকরস সচ্চিদানন্দ পরম-পুরুষের, নিত্য ও কার্য্য-ভেদে দুই ভাব; তন্মধ্যে নিত্যভাব—সদাতনাবস্থা, ইহা পরিদৃশ্যমান জন্মাদিবিকারময় সংসারের বহির্ভূতাবস্থা, ইহা সংসারের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। জনন, মরণ, আধি, ব্যাধি, শোক, তাপ প্রভৃতি সাংসারিক দোষ এ ভাবকে স্পর্শ করিতে পারে না, কালের এ স্থানে অধিকার নাই, এ সদানন্দময় ভবন; এই স্থানে যাইবার জন্যই আব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্ত সকলেই (জ্ঞাতসারেই হউক, অথবা, অজ্ঞাতসারেই হউক) লালায়িত; আরাম-প্রার্থি-জীবজগতের ইহাই লক্ষ্যস্থান। কার্য্যাত্মভাব, ক্রিয়াময়—পরিবর্ত্তনের ভাব, মায়িক অবস্থা; আমরা যে ভাবে আছি, যে ভাবের উপলব্ধি করিতে আমরা সক্ষম, তাহাই কার্য্যাত্মভাব। কারণাত্মভাব পরব্রহ্মের স্বরূপ। কার্য্যাত্মভাব ব্রহ্মের অপরা-বস্থা, ইহা অপরব্রহ্ম *।

অতএব সিদ্ধান্ত হইল, কার্য্যাত্মভাব ও কারণাত্মভাব, এই দ্বিবিধ ভাবই 'ভাব' বা 'সৎ'; তন্মধ্যে কারণাত্মভাব নিত্য, কার্য্যাত্মভাব অনিত্য—কার্য্যাত্মভাব, বিকারাত্মক।

"तदपि नित्यं यस्मिंस्तत्त्वं न विहन्यते।"—

মহাভাষ্য, পস্পশাহ্নিক।

দ্বিবিধ-নিত্যত্ব—ভগবান্ পতঞ্জলিদেব দ্বিবিধ নিত্যত্ব বুঝাইয়াছেন। এক কূটস্থ নিত্য, অপর প্রবাহরূপে নিত্য। তাহাও নিত্যপদবাচ্য, যাহার তত্ত্ব—তদ্ভাবত্ব নষ্ট হয় না। জগৎ কূটস্থ নিত্যতাপেক্ষায় অনিত্য হইলেও প্রবাহরূপে নিত্য; কারণ, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বা আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাবাত্মক জগৎ, অনাদি কাল হইতেই আছে এবং থাকিবেও অনন্ত কালের জন্য। যে চন্দ্র-সূর্য্য এখন দেখিতেছি, ইহারা পূর্ব্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে, এই ভূলোক, ভুবলোক

* "सर्व्वधातुभ्यो मनिन्" (উণা। ৪।১৪৪)। অর্থাৎ, সকল ধাতুর উত্তর 'মনিন্' প্রত্যয় হইয়া থাকে। "बृंहेर्नोऽच्च" (উণা। ৪।১৪৫)। "बृहि वृद्धौ" এই 'বৃহি' ধাতুর উত্তর 'মনিন্' প্রত্যয় করিয়া, 'ব্রহ্ম' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ব্রহ্ম শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতেছে, যাহা নিরবধিক বা অপরি-চ্ছিন্ন বৃদ্ধি পরমমহত্ত্ব, তাহা 'ব্রহ্ম'। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন ব্রহ্ম যে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিসমন্বিত, তাহা 'ব্রহ্ম' এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতেই অবগত হওয়া যায়। "ब्रह्म शब्दस्य हि व्युत्पाद्यमानस्य नित्यशुद्धत्वादयोऽर्थाः प्रतीयन्ते, बृंहतेर्धातोरर्थानुगमात्।"—শারীরকভাষ্য। আমরা, যাহা কিছু আছে বলিয়া জানি, তাহার অপরিচ্ছিন্ন বা অখণ্ড ভাব, 'ব্রহ্ম'।

এই স্বর্লোক, জনলোক, এই তপলোক, সত্যলোক, সকলেই অনাদি কাল হইতে আছে। কোন বস্তুই একেবারে ধ্বংস বা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। যাহা নাই, যাহা বস্তুতঃ অসৎ, তাহার উৎপত্তিও অসম্ভব।

"না বস্তু নো বস্তুসিদ্ধিঃ।"— সাং দং। ১।৭৮।

অর্থাৎ, অবস্তু *, অভাব হইতে বস্তুসিদ্ধি, ভাবোৎপত্তি হইতে পারে না †।

জন্মাদিষড়্ভাববিকার, অবিচ্ছিন্নপ্রবাহাত্মক—জন্মাদিভাববিকারের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহই জগৎ। জন্মের পর স্থিতি, স্থিতির পর বিপরিণাম, বিপরিণামের পর বৃদ্ধি, বৃদ্ধির পর অপক্ষয়, অপক্ষয়ের পর বিনাশ, বিনাশের পর আবার জন্ম, আবার স্থিতি, আবার বিপরিণাম, উপক্রমহইতে অপবর্গপর্য্যন্ত, অর্থাৎ, যত দিন না পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হয়, তত দিন সকলকেই অবিরাম জন্মাদিভাববিকারে বিকৃত হইতে হইবে—অবশভাবে জন্মাদিপরিণামস্রোতে নিয়তগতিতে ভাসিয়া যাইতে হইবে।

জন্মাদি ছয়টী ভাব বিকারের, জন্মাদি নামের পরিবর্ত্তে যদি আমরা বীজগণিতের ভাষা, অর্থাৎ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ ও চ, এই ছয়টী অক্ষর ব্যবহার করি, তাহা হইলে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হইবে, জন্মাদিভাববিকারসমূহ, নিয়তপরিবর্ত্তনশীল হইলেও ইহাদের তত্ত্ব বিনষ্ট হয় না। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন (ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), তাহাও নিত্যপদবাচ্য, যাহার তত্ত্ব বিনষ্ট হয় না, সুতরাং জগৎ প্রবাহ-রূপে নিত্য, জাগতিকভাবজাত ব্যক্তিতঃ অসত্য বা অনিত্য হইলেও তত্ত্বতঃ সত্য, জগৎ সদসদাত্মক।

বীজগণিতের ভাষায় লিখিত জগতের মূর্ত্তি—(ক)+(খ)+(গ)+(ঘ)+(ঙ)+(চ) ইত্যাদি=প্রবাহরূপে নিত্যতা (Constant quantity) ‡।

* "বস্ নিবাসে", to exist, এই নিবাসার্থক বস ধাতুর উত্তর 'তুন্' প্রত্যয় করিয়া, বস্তু পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। "বসেস্তুন্।"—উণা। ১।৭৬। যাহা বাস করে—অবস্থান করে, যাহা সৎ, তাহা বস্তু, ন বস্তু=অবস্তু, অর্থাৎ, অভাব।

† "The indestructibility of matter and the continuity of motion, we saw to be really corollaries from impossibility of establishing in thought a relation between something and nothing."— *H. Spencer.*

"In all phenomena the more closely they are investigated the more are we convinced that, humanly speaking neither matter nor force can be created or annihilated, and that an essential cause is unattainable.—Causation is the will, Creation the act, of God."— *Correlation of Physical forces. P. 218.*

সৃষ্টি যে প্রবাহরূপে নিত্য, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গ্রোভের উপরি-উদ্ধৃত বচন হইতে কি তাহা সপ্রমাণ হয় না?

‡ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ষ্টুয়ার্ট ব্যাল্ফোর তাঁহার 'The Conservation of Energy'-নামক গ্রন্থে জগতের প্রবাহরূপে নিত্যত্ব বা সত্ত্বতত্ত্বের অনশ্বরত্ব বুঝাইতে গিয়া, যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ ধর্ম্মাণাম্।"—

পাং দং। কৈবল্যপাদ। ১২ সূ।

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব এই অমূল্য সূত্রটীদ্বারা, জগৎ যে প্রবাহরূপে নিত্য, এই কথাই বুঝাইয়াছেন। যাহা সৎ—যাহা বস্তুতঃ আছে, তাহার অভাব—একেবারে নাশ এবং যাহা অসৎ, যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার সম্ভাব, অসম্ভব *। অতএব, অতীত ও অনাগত স্বরূপতঃ বিদ্যমান। এক সত্ত্বের, ক্রিয়াভেদে বিভিন্ন বিভিন্ন অভিব্যক্তি হয় মাত্র। ধর্ম্ম বা গুণেরই অধ্বভেদ—বিপরিণাম, হইয়া থাকে (Change of condition), ধর্ম্মী বা বস্তু ঠিক থাকে, সত্তার ধ্বংস হয় না। (পরিবর্ত্তন কথাটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ স্মরণ করিবেন।)

তবে জগৎকে মিথ্যা বলা হয় কেন?—মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডের নিখিল-তিমির-নাশী—দশদিগ্বিকাশী বিমলালোকে আলোকিত গগনে বিরাজমান নক্ষত্ররাজি যে কারণে প্রতিভাত হয় না, বিদ্যমান থাকিলেও যে কারণে ইহাদের অস্তিত্ব অদৃশ্য হইয়া থাকে, শুভ্র স্ফটিক স্বীয় স্বচ্ছস্বভাববশতঃ হরিত, নীল, লোহিতাদি উপাধি-সংযোগে, তত্তৎ-আকারে আকারিত হইলেও যে কারণে তত্ত্বদর্শীর নিকটে ইহা শুভ্র-ভিন্ন অন্যরূপে প্রতীত হয় না, জগৎ ও অদ্বৈতজ্ঞান-প্রভাকর-প্রভাত, তিরোহিত-

---

"Now, whether we regard the great universe, or this small microcosm, the principle of the conservation of energy asserts that the sum of all the various energies is a constant quantity, that is to say, adopting the language of Algebra—

(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)+(H)=a constant quantity.

This does not mean, of course, that (A) is constant in itself, or any other of the left-hand members of this equation, for, in truth, they are always changing about into each other—now, some visible energy being changed into heat or electricity; and, anon, some heat or electricity being changed back again into visible energy—but it only means that the sum of all the energies taken together is constant. We have, in fact, in the left-hand, eight variable quantities, and we only assert that their sum is constant, not by any means that they are constant themselves."— *The Conservation of Energy. P. 82-83.*

* প্রসিদ্ধ বিদেশীয় দার্শনিক পণ্ডিত হ্যামিল্টন তাঁহার "Lectures on Metaphysics" নামক গ্রন্থে কারণের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, যাহা বলিয়াছেন, চিন্তাশীল পাঠকদিগের জন্য তাহা আমরা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক মূলোক্ত বচনসমূহের সহিত উদ্ধৃত হ্যামিল্টনের বাক্যসকলের সাদৃশ্য চিন্তা করিবেন।

When we are aware of something which begins to be, we are, by the necessity of our intelligence, constrained to believe that it has a cause. But what does this expression that it has a cause, signify? If we analyse our thought, we shall find that it simply means, that as we can not conceive any new existence to commence therefore all that now is seen to arise under a new appearance, had previously an existence under a prior form. * * * We are unable, on the one hand to conceive nothing becoming something or something becoming nothing."—*Hamilton's Lectures on Metaphysics. Vol. II., P. 377.*

তিমির-হৃদয়াকাশে সেই কারণে প্রতিফলিত হয় না, তত্ত্বদর্শী সেই কারণে জগৎকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন রূপে সৎ-পদার্থ বলেন না, তাঁহার কাছে ব্রহ্মভিন্ন জগৎ, মৃত্তিকাবিরহিত ঘটের ন্যায়, তন্তুহীন পটের মত, অসৎ-পদার্থ। ব্রহ্মব্যতিরিক্ত জগতের বাস্তব অস্তিত্ব আকাশকুসুমবৎ মিথ্যা। অতএব, ব্রহ্মবিদ্ জগৎকে মিথ্যা বলিতে পারেন। কিন্তু, যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ পায় নাই, অবিদ্যাপ্রসূত দ্বৈত-জ্ঞানের যিনি অধীন, সুখ-দুঃখের সম্পূর্ণ পার্থক্যবোধ যাঁহার হৃদয়ে সদা জাগরূক, ঈপ্সিতের লাভে হর্ষ এবং অপ্রাপ্তিতে যাঁহার দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে, মুখে ব্রহ্ম-জ্ঞান হইয়াছে বলিলেও অন্তর যাঁহার রাগ ও দ্বেষে পূর্ণ, শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মত্যাগ করিতে পারিলেও উচ্ছাস্ত্রিত বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্মত্যাগ করিতে প্রাকৃতিক নিয়মে যিনি অক্ষম, তাঁহার কাছে জগৎ মিথ্যা নহে, তিনি কখন জগৎকে আকাশকুসুমবৎ অলীক পদার্থ মনে করিতে পারেন না। জগৎ মিথ্যা, দুঃখীর দুঃখে দুঃখিত বা করু-ণার্দ্র হৃদয় হওয়া ব্রহ্মজ্ঞানের বাধক, পরদুঃখে কাতর হওয়া ব্রহ্মজ্ঞানীর অকর্ত্তব্য বা অসম্ভব, মায়ার বশে, কোনরূপ জাগতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ অথবা আত্মাকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য, মুখে এ সকল কথা বলিলেও তাঁহার হৃদয়ের বিশ্বাস যে ঠিক ইহার বিপরীত, তাহাতে সন্দেহ নাই। জগৎ মিথ্যা এবং ব্রহ্ম সত্য, বেদান্তাধ্যয়নের প্রসাদে, কিম্বা আজ-কাল'কার সহজপ্রতিভাবলে (Intuition) একদিনের মধ্যেই এরূপ বাক্যোচ্চারণ করিবার ক্ষমতা হওয়া আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত, মিথ্যাজ্ঞানসম্ভূত, হৃদয়প্ররূঢ় দ্বৈতবুদ্ধিকে হৃদয় হইতে বিদূরিত করা নিশ্চয়ই দুরূহ-ব্যাপার, কঠোরসাধনাসাধ্য।

ক্রিয়াভেদেই বস্তুর ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-বশতঃ যেরূপ ক্রিয়া হয়, দ্রষ্টা বা জ্ঞাতার অন্তঃকরণে যেপ্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তদনুভূতিই—ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজনিতক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের উপলব্ধিই, বিষয়ের অনুভূতি এবং ক্রিয়াভেদেই পদার্থসম্বন্ধীয় অনুভূতিভিন্ন হইয়া থাকে। অগ্নির সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ যে ক্রিয়া হয়, তৎক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের উপলব্ধি, জলের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজনিতক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের উপলব্ধি হইতে ভিন্ন বলিয়া, আমরা অগ্নিকে 'অগ্নি' এবং জলকে 'জল' বলিয়া (অর্থাৎ, এতদ্‌বস্তুদ্বয়কে পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথগ্‌রূপে), বুঝিয়া থাকি। তাপে, বস্তুর অণুসকল পরস্পর বিশ্লিষ্ট হয়, আণবিক বিশ্লেষণ (Dissolution—Segregation) ও প্রসারণ (Expansion) তাপের কার্য্য, শৈত্যে, বস্তুর অণুসমূহ আকুঞ্চিত—পরস্পর দৃঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট, হইয়া থাকে, অতএব, আণবিক আকুঞ্চন (Contraction) শৈত্যের কার্য্য *। যে

* "অপাং সংঘাতঃ বিলয়নঞ্চ তেজঃসংযোগাৎ।"—

বৈশেষিকদর্শন। ৫।২।৮।

পূজ্যপাদ ভগবান্ কণাদ, উপরি-উদ্ধৃত সূত্রটীদ্বারা বুঝাইয়াছেন, জলের সংঘাত—ঘনীভাব (Soli-

শক্তিদ্বারা পরমাণুসকল পরস্পর সংহত হইয়া থাকে, তাহাকে আণবিক আকর্ষণ (Molecular attraction) বলে। তাপশক্তি এই আণবিক আকর্ষণের বিরুদ্ধে

dification) ও বিলয়ন—দ্রবীভাব (Fusion), এই দ্বিবিধ পরিণামই তেজঃসংযোগদ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। আমরা বলিলাম, পরস্পরসংশ্লিষ্ট পরমাণুপুঞ্জকে বিশ্লিষ্ট করা, আকুঞ্চিত দ্রব্যসকলকে প্রসারিত বা বিস্তৃত করা, তাপের কার্য্য এবং শৈত্যের কার্য্য ঠিক ইহার বিপরীত; কিন্তু ভগবান্ কণাদের উপরি-উদ্ধৃত সূত্রটীদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, আকুঞ্চন ও প্রসারণ, দু'ই তেজের কার্য্য, কথাটা কি বিজ্ঞানবিরুদ্ধ? আমরাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি, স্বাবলম্বনবিহীন, আত্মহারা ভারত-সন্তানদিগের বিশ্বাস, ইহা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কি বিজ্ঞানসম্মত, বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণই তদ্বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিবার যোগ্য, কোন তত্ত্বের বিজ্ঞান-সম্মতত্ব বা তদ্বিরুদ্ধত্বের নির্ব্বাচন করিবার বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণই একমাত্র অধিকারী, সুতরাং সংঘাত ও বিলয়ন, এই দ্বিবিধ পরিণামই তেজঃদ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে, ভগবান্ কণাদের এতদ্বাক্য বিজ্ঞানসম্মত কি না, বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গ্যানো কে (Ganot) জিজ্ঞাসা করিয়া, ইহার যে উত্তর পাইয়াছি, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

"In treating of the general effects of heat, we have seen that its action is not only to expand bodies, but to cause them to pass from the solid to the liquid state. or from the latter state to the former, according as the temperature rises or falls; then from the liquid to the aeriform state, or conversely."—
Ganot's Natural Philosophy. P. 244.

তেজঃশব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ চিন্তা করিলেই সকল সংশয় মিটিয়া যায়। সংস্কৃত ভাষা, পূর্ণ ভাষা; সংস্কৃত শব্দই বিজ্ঞান। শব্দার্থ চিন্তা করা হয় না—ব্যাকরণকে যমের মত দেখা হয়, তা'ই আমাদের এত দুর্গতি। 'তিজ' ধাতুর উত্তর 'অসুন্' (উণা, ৪।১৮৮) প্রত্যয় করিয়া, 'তেজঃ,' এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'তিজ' ধাতুর অর্থ, নিশান—তনূকরণ ও পালন। পূজ্যপাদ দেবরাজযজ্ব-কৃত 'নির্ব্বচন-'নামক নিঘণ্টুটীকাতে তেজঃশব্দের যে নির্ব্বচন করা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য। নিরুক্তে তেজঃ শব্দটী জলার্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে—

"अग्नौ यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो ॥
वायौ यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो ॥
सूर्य्ये यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो ॥
आप यद्वस्तेजस्तेन तमतेजसंकृणुत योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥"— অথর্ব্ববেদসংহিতা।

"यद्वस्त्रीना पूर्व्वा अग्ने यजीयान् द्विता च सत्ता स्वधया च शंभुः।
तस्यानु धर्म्म प्रयजा चिकित्वोथानोधा अध्वरं देववीतौ ॥"—
ঋগ্বেদসংহিতা। ৩।১।১৮।১৮।

"वायुर्व्वा अग्नेस्तेजः, तस्माद्वायुरग्निमन्वेति।"

ইত্যাদি শ্রুতিবচন সকলের তাৎপর্য্য এবং অথর্ব্ববেদসংহিতা হইতে উদ্ধৃত মন্ত্র সকলে ব্যবহৃত তেজঃ শব্দটীর অর্থ চিন্তনীয়।

শ্রদ্ধাস্পদ চিন্তাশীল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় বৈশেষিক দর্শনের একটী সুন্দর ভাষ্য করিয়াছেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়প্রকাশিত বৈশেষিকদর্শনে উপরি-উদ্ধৃত কণাদসূত্রটীকে "अपां संघातः" ও "विलयनञ्च तेजःसंयोगात्" এই দুইটী সূত্রে বিভক্ত করিয়া, দুইটী পৃথক্ সূত্র

ক্রিয়া করে—পরস্পর-সংশ্লিষ্ট অণুসকলকে ইহা বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়। শৈত্য আণবিক আকর্ষণের অনুকূলতা করিয়া থাকে। শৈত্য, সুতরাং, সংসর্গবৃত্তি এবং তাপ, ভেদবৃত্তি।

ক্রিয়ামাত্রেই ভেদসংসর্গবৃত্তিশক্তিনিষ্পাদ্য—যে কোনরূপ ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তন হউক, তাহাই ভেদসংসর্গবৃত্তিশক্তিসাধ্য। পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তি বা সবিতা ও সাবিত্রী বা প্রবৃত্তি ও সংস্ত্যান (Attractive and repulsive forces) পরস্পরবিরুদ্ধ এই দ্বিবিধ-শক্তিনিষ্পাদ্য। কেবল ভেদবৃত্তি অথবা নিরবচ্ছিন্ন সংসর্গবৃত্তিশক্তিদ্বারা কোন প্রকার পরিবর্ত্তন বা ক্রিয়া সংঘটিত হইতে পারে না। কেবল ভেদবৃত্তি অথবা নিরবচ্ছিন্ন সংসর্গবৃত্তি শক্তি কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিতে পারে না। জগৎ শক্তির বৈষম্যভাব হইতে প্রসূত, সুতরাং, কেবলভাব (শক্তিসাম্য) বৈষম্যময় (কর্ম্মাত্মক) জগতে থাকা সম্ভব নহে।

পরিবর্ত্তন-শব্দটীর প্রকৃত অর্থ স্মরণ থাকিলে, ক্রিয়ামাত্রেই যে পরস্পরবিরুদ্ধ-শক্তিদ্বয়সাধ্য, এ কথা দুর্ব্বোধ্য হইবে না। এক ভাব হইতে ভাবান্তরে যাওয়ার নাম, পরিবর্ত্তন বা ক্রিয়া। পরিবর্ত্তনের এই রূপ লক্ষণ হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, পরস্পরবিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়ের যুগপৎ অনুভূতিই পরিবর্ত্তনের অনুভূতি। কারণের আত্মভূত শক্তি এবং শক্তির আত্মভূত কার্য্য, সুতরাং, কার্য্যের পূর্ব্বভাব শক্তি এবং শক্তিরই অপরভাব কার্য্য। একভাব বা সত্তাই পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে যথাক্রমে শক্তি ও কার্য্য নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। জগৎ নিয়তপরিবর্ত্তনশীল, কোন জাগতিক পদার্থ একভাবে (পরিবর্ত্তিত না হইয়া) মুহূর্ত্তকালের জন্যও অবস্থান করিতে পারে না, এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য যিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই বলিবেন, কার্য্যাত্মভাবের বা ক্রিয়ার পৌর্ব্বাপর্য্যের যুগপৎ উপলব্ধিই জাগতিক উপলব্ধি। এই কথাই বুঝাইবার নিমিত্ত পরমকারুণিক পূজ্যপাদ ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, জন্ম, স্থিতি, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও বিনাশ, এই ছয়টী ভাববিকারের বা পরিবর্ত্তনের উপলব্ধিই জগৎ *। জন্ম বা আবির্ভাব-বিকারহইতে বিনাশ বা তিরোভাব-বিকার-

---

রূপে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে, স্থানাভাববশতঃ এ স্থলে তাহা বলিতে পারিলাম না, স্থানান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। তর্কালঙ্কার মহাশয়কে আমরা অন্তরের সহিত তাঁহার শাস্ত্রানুমোদিত চিন্তাশীলতার জন্য শ্রদ্ধা করিয়া থাকি।

* "अतोऽन्ये भावविकारा एतेषामेव विकारा भवन्तीति ह स्माह।"—নিরুক্ত।

ঋগ্বেদসংহিতাতে আছে, ভাববিকার অনন্ত। "सहस्रं यावद्ब्रह्म विष्ठितं"—৮।১০।১১৪। নিরুক্তেতে অনন্ত-ভাব-বিকারকে তবে ছয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে ইহার কারণ কি? ভগবান্ যাস্ক উপরি-উদ্ধৃত বচনদ্বারা শিষ্যের এতাদৃশ জিজ্ঞাসাই চরিতার্থ করিয়াছেন। ভগবান্ বুঝাইয়াছেন, ভাববিকার যে অনন্ত, তাহা ঠিক, তবে অনন্ত-ভাব-বিকারকে যে ছয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহার কারণ, যত প্রকার ভাব-বিকার থাকুক না কেন, তাহা জন্মাদি প্রাগুক্ত ষড়্ভাববিকারেরই বিকার—ইহাদেরই

পর্য্যন্ত আমরা যে কিছু ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের উপলব্ধি করিয়া থাকি, তাহা দেশ-কাল-কৃত ভাবপৌর্ব্বাপর্য্য-ভিন্ন আর কিছু নহে।

ব্রহ্মজ্ঞানী জগৎকে মিথ্যা বলিতে পারেন কেন?—বুঝিলাম, ক্রিয়ার অনুভূতিই বস্তুর অনুভূতি, এবং ক্রিয়াভেদেই বস্তুর ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞানী বা সিদ্ধপুরুষের দেহে অগ্নি, জল, অমৃত, গরল প্রভৃতি বস্তুসকল বিভিন্নরূপ ক্রিয়া করিতে পারে না, অতএব, তাঁহারা ইহাদিগকে পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ বলিয়া পরিগণিত করিবেন কেন? পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের, স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব, এই পঞ্চপ্রকার অবস্থা আছে। যে ব্যক্তি ভূতসকলের স্থূলত্বাদি পঞ্চবিধ অবস্থার প্রতি যোগশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে সংযম করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, তিনি ভূতজয়ী হইয়া থাকেন, ভূতসকল তাদৃশ সিদ্ধপুরুষের বশীভূত হয়; পৃথিবী তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না, জলে তিনি ক্লিন্ন হ'ন্ না, অগ্নি তদীয় শরীরকে দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু তাঁহাকে শুষ্ক করিতে সক্ষম হয় না; অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য তাঁহার প্রাদুর্ভূত হয় *। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের যেরূপ পঞ্চবিধ বিশেষ বিশেষ অবস্থা আছে, প্রত্যেক ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়ারও সেই প্রকার গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব, এই পঞ্চবিধ অবস্থা আছে; যে ব্যক্তি এই অবস্থাপঞ্চকের প্রতি সংযম করিয়া ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন, মনের ন্যায় (মন যেমন ক্ষণকালের মধ্যে বহুদূরে গমন করিতে পারে) তাঁহার শরীরের উত্তম গতি হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অল্প সময়ে বহুদূরে গমন করিতে পারেন; তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ শরীরকে অপেক্ষা না করিয়া বিষয়গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়; শরীরহইতে বহু দূরে বিদ্যমান পদার্থসকলও জিতেন্দ্রিয় যোগির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে; অধিক কি, প্রকৃতি তাঁহার বশীভূতা—তাঁহার নির্দেশবর্ত্তিনী হ'ন্ †।

ভূত ও ইন্দ্রিয়-জয়ী সিদ্ধপুরুষ অনায়াসে বলিতে পারেন, অগ্নির দাহিকা শক্তি

বিশেষ বিশেষ অবস্থামাত্র। শ্রেণীবিভাগ (Classification) দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, অনায়াসে মহৎহইতে মহত্তর পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়, সামান্য-বিশেষবৎ লক্ষণ-প্রবর্ত্তন। অনন্তভাববিকার এই কারণেই ছয়টী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। ভগবান্ বাদরায়ণ আবার—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি।
যত্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি॥"—

এই শ্রুতিবচনানুসারে জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ, বা আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব, এই তিনটী ভাববিকারকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়াছেন। "জন্মাদ্যস্য যত ইতি।"—বেদান্তদর্শন। ১।১।২।

* "स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्भूतजयः।"— পাং দং। বিভূতিপাদ, ৪৩ সূ।
"ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्म्मानभिघातश्च॥"— ঐ ৪৪ সূ।

† "ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः।"— পাং দং। বিভূতিপাদ, ৪৬ সূ।
"ततोमनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च।"— ঐ ৪৭ সূ।

শাস্ত্রে যাহা আছে, সাক্ষাৎ-কৃতধর্ম্মা শাস্ত্রস্মারক পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ যাহা বুঝাইয়াছেন, আমরা

নাই এবং অমৃত-গরলও ভিন্ন পদার্থ নহে। ব্রহ্মজ্ঞানী, এক ব্রহ্ম-ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থ দেখিতে পা'ন না, সুতরাং, তাঁহার কাছে, ব্রহ্মছাড়া জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্মজ্ঞানির কাছে রজ্জুতে রজ্জুবোধ বা বিষকে বিষ বলিয়া জানা এবং রজ্জুতে সর্পবোধ বা বিষে অমৃতবুদ্ধি, এই দ্বিবিধ জ্ঞানই ভ্রম—একটী সম্বাদি ভ্রম, অপরটী বিসম্বাদি ভ্রম, একটী তাত্ত্বিক মিথ্যাবুদ্ধি, অন্যটী প্রাধানিক মিথ্যাবুদ্ধি। ব্রহ্মজ্ঞানী একভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু দেখেন না, তা'ই ব্রহ্মই তাঁহার কাছে বস্তু বা সৎ, তদ্ভিন্ন বস্তন্তর নাই, তদ্ব্যতীত সকলই স্বরূপতঃ অবস্তু—সকলই মিথ্যা *।

দ্বৈতজ্ঞানির কাছে জগৎ সত্য কেন?—অগ্নিতে হাত দিলে, যখন আমাদের দাহযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ফেনাশ্মভস্ম—শঙ্খবিষ (Arsenic) খাইলেই যখন আমরা মরিয়া যাই, এটী আমার পুত্র, ও ছেলেটী আমার কেহ নয়, ইনি আমার মিত্র, ও আমার পরমশত্রু, এবম্প্রকার ঘোর দ্বৈতবুদ্ধি আমাদের মধ্যে যখন প্রবল, তখন অগ্নির দাহিকা-শক্তি নাই, অথবা অমৃত ও গরল সমান পদার্থ, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। এক ব্রহ্ম-ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই, আমাদের নিকট এ কথা নিশ্চয়ই উন্মত্ত-প্রলাপবৎ অশ্রদ্ধেয় বা অর্থশূন্য কথা। দ্বৈতজ্ঞানির কাছে অগ্নি,—অগ্নি এবং জল,—জল; দ্বৈতজ্ঞানী অমৃত ও গরলকে কখন এক বলিতে পারেন না। কর্ত্তৃকরণাদি কারক-দ্বারা বিভক্ত জ্ঞান লইয়াই দ্বৈতজ্ঞানী বাস করেন, স্বস্বামিভাবাদি-সম্বন্ধজ্ঞান-ভিন্ন দ্বৈতজ্ঞানী অবিভক্ত বা অদ্বৈত-জ্ঞানের বিমল আলোক দেখিতে পা'ন না।

দ্বৈত কথাটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থহইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়?—দ্বি+ইত=দ্বীত, দ্বীতের ভাব, এই অর্থে 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া, দ্বৈতপদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। দুইদ্বারা যাহা ইত—একাধিক ভাবদ্বারা যাহা জ্ঞাত—বুদ্ধির বিষয়ীভূত,

তাহা সম্পূর্ণরূপে (বাদ ছাদ দিয়া নহে) বিশ্বাস করি। অন্যে ইহা বিশ্বাস করুন, ইহা আমাদের একান্ত ইচ্ছা বটে, কিন্তু যে সকল বিষয় বিশ্বাস করিবার উপকরণ লইয়া, যিনি জন্ম গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাকে যে কেহ তদ্বিষয়ে বিশ্বাসী করাইতে পারেন, আমরা, তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রত বা কর্ম্ম করিতে করিতে, দীক্ষা—যোগ্যতা হয়, দীক্ষা বা যোগ্যতা হইলে, দক্ষিণা—কৃতকর্ম্মের ফল-লাভ হয়, কৃতকর্ম্মের ফল প্রাপ্তি হইলে, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে এবং শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস জন্মাইলে, সত্যজ্ঞান-অনন্তব্রহ্মকে লাভ করিতে পারা যায়।

"ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্।

দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে ॥"—শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা। ১৯।৩০।

কর্ম্ম না করিলে, দীক্ষা হয় না, দীক্ষাব্যতিরেকে দক্ষিণা পাওয়া যায় না এবং দক্ষিণা না পাইলেও শ্রদ্ধা হয় না। অতএব, যিনি কখন যোগাভ্যাস করেন নাই, যোগবিভূতিতে তাঁহার কখন বিশ্বাস হইতে পারে না।

* "ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ।"—বৃহদারণ্যক।

অর্থাৎ, অদ্বৈত-জ্ঞান যাঁহার বিকাশ প্রাপ্ত হয়, কর্ত্তৃকরণাদি কারক-বিভক্ত-জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া, অবিভক্তজ্ঞান যাঁহার প্রকাশিত হয়, দ্বৈতবুদ্ধি তাঁহার থাকিবে কেন?

তাহা দ্বীত, দ্বীতের ভাব 'দ্বৈত'। দ্বৈত শব্দটার অন্যরূপ নিরুক্তিও হইতে পারে, যথা—দুইএর ভাব—দ্বিতা, যাহা দ্বিতা বা একাধিকভাবসম্বন্ধীয় তাহা 'দ্বৈত' *।

ক্রিয়া হইতে হইলে, পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, প্রবৃত্তি ও সংস্ত্যানের সংযোগ প্রয়োজন, পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তির সংযোগ-ব্যতীত কোনরূপ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে না। ক্রিয়া-জ্ঞান, সুতরাং, প্রবৃত্তি ও সংস্ত্যান বা আবির্ভাব ও তিরোভাব, এই ভাববিকারদ্বয়ের জ্ঞানদ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। জগতের জ্ঞান ক্রিয়াজ্ঞান, জগৎ, ক্রিয়া, কার্য্যাত্ম-ভাব বা ভাববিকার। অতএব, দ্বৈতজ্ঞানই জগৎ †।

একযুক্ত এক = দুই (১ + ১ = ২)। এক কি ? নিশ্চয়ই এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর হইতেছে, একরূপ ক্রিয়ানুভূতিই এক। তাহা হইলে দুই কোন্ পদার্থ? দুইপ্রকার ক্রিয়ানুভূতিই দুই। বুঝিতে পারা গেল, দ্বিত্বজ্ঞান অপেক্ষাবুদ্ধিজ বা আপেক্ষিক ‡ (Relative)।

* "द्वाभ्यां प्रकाराभ्यामितौ-ज्ञातौ विरुद्धोभयधर्म्मप्रकारकज्ञानविषयौ धर्म्मीति यावत्। अथवा द्वयोः अनेकस्य भावो द्विता नानात्वं तत्सम्बन्धि द्वैतं। परमार्थदशायामद्वितीयस्यैव ब्रह्मणोऽङ्गीकारेण श्रुतिबाधितनानात्वावगाह्यन्तःकरणवृत्तिविशेषरूपमविद्यापरपर्य्यायं मिथ्याज्ञानम्।"—

হরিবল্লভকৃত বৈয়াকরণভূষণসারদর্পণ।

অর্থাৎ, দুইপ্রকারদ্বারা—বিরুদ্ধ উভয়ধর্ম্মপ্রকারকজ্ঞানদ্বারা ইত বা জ্ঞাত—দ্বীত, যাহা দ্বীতবিষয়ক, তাহা দ্বৈত। অথবা, দুই বা অনেকের ভাব—দ্বিতা, অর্থাৎ, 'নানাত্ব', যাহা দ্বিতা বা নানাত্ব-সম্বন্ধীয়, তাহা দ্বৈত। পরমার্থদশাতে—পারমার্থিকদৃষ্টির বিকাশে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মভিন্ন বস্ত্বন্তরের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না, ব্রহ্মবিদের কাছে এক-ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই। শ্রুতি অদ্বৈতজ্ঞানকেই পারমার্থিক সত্যজ্ঞান বলিয়াছেন। নানাত্ববুদ্ধি—মিথ্যাবুদ্ধি, ইহা অন্তঃকরণবৃত্ত্যধীন জ্ঞান, ইহারই অপর পর্য্যায় অবিদ্যা। অবিদ্যা যাবৎ তিরোহিত না হয়, তাবৎ দ্বৈতজ্ঞান থাকিবেই।—"यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति, तदितर इतरं जिघ्रति, तदितरइतरंरसयते तदितर इतरमभिवदति, तदितर इतरं शृणोति, तदितर इतरं मनुते, तदितरइतरंस्पृशति तदितर इतरं विजानाति। यत्र त्वस्य सर्व्वमात्मैवाभूत्तत् केन कं पश्येत्तत्केन कं जिघ्रेत्तत् केनकं रसयेत्तत् केन कमभिवदेत्तत् केन कंशृणुयात्तत् केन कं मन्वीत तत् केन कंस्पृशेत्तत् केन कं विजानीयात्।"—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

অর্থাৎ, দ্বৈতজ্ঞানে—দ্রষ্টৃ-দৃশ্য বা ভোক্তৃ-ভোগ্য, এবম্প্রকার বিভক্তজ্ঞানে, এক জন দ্রষ্টা—কর্ত্তা বা বিষয়ী এবং অন্যে দৃশ্য—কর্ম্ম বা বিষয়-রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু যে মহাত্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অহং-ভাবে দেখিয়া থাকেন, আত্মেতর পদার্থ যাঁহার চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় না, তিনি আর কি দেখিবেন? কাহাকে ভোগ্যরূপে নিশ্চয় করিবেন? আত্মাহইতে পৃথক্ পদার্থই যখন নাই, তখন কোন্ পদার্থ আবার ভোগ্য বা দৃশ্যরূপে বিবেচিত হইবে?

† "But be this as it may, we are obliged to think of all objects as made up of parts that attract and repel each other ; since this is the form of our experience of all objects."—*First Principles. P. 224.*

‡ "द्वित्वादयः पराद्धान्ता अपेक्षाबुद्धिजा मताः।"—ভাষাপরিচ্ছেদ।

"We think in relations."—*H. Spencer.*

এক ও আর এক বা একযুক্ত এক, এতদ্বাক্য শ্রবণ করিলে, আমরা কি বুঝিয়া থাকি?—এক ও আর এক বা একযুক্ত এক (১+১) এতদ্বাক্য নিশ্চয়ই পূর্ব্বাপর অনুভূতিদ্বয়ের সমাহারসূচক। পূর্ব্বানুভূতি ও অপরানুভূতি বা পূর্ব্বানুভূতিযুক্ত অপরানুভূতি, এক ও আর এক বা একযুক্ত এক, এতদ্বাক্যের ইহাই অর্থ। পৌর্ব্বাপর্য্য, দেশকালকৃত *। এক ও আর এক বা একযুক্ত এক, এ কথার তাহা হইলে তাৎপর্য্য হইতেছে, পূর্ব্বকালানুভূতি+অপরকালানুভূতি, অথবা পূর্ব্বদেশানুভূতি+অপরদেশানুভূতি। কাল ও ক্রিয়া এক পদার্থ †, ক্রিয়া, কার্য্যাত্মভাব বা ভাববিকার যে এক পদার্থ, পূর্ব্বে এ কথা উল্লিখিত হইয়াছে; অতএব কার্য্যাত্মভাব বা জগৎ যে দ্বৈতজ্ঞানমূলক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ, ঋগ্বেদ দুইকেই আদর করিয়াছেন—কার্য্যের কারণানুসন্ধান করাই তত্ত্বজিজ্ঞাসুর তত্ত্বজ্ঞানলাভমূলক একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কোন কার্য্যই অমূল বা নিষ্কারণ নহে, বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে না। বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে না এবং কার্য্যের কারণানুসন্ধান করাই তত্ত্বজিজ্ঞাসুর তত্ত্বজ্ঞানলাভমূলক একমাত্র কার্য্য, কেবল এইটুকু বলিলেই কার্য্যের কারণানুসন্ধান কিরূপে করিতে হইবে, তাহার সমীচীন উপদেশ দেওয়া হয় না। এতৎসম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার আছে। বলিতে হইবে, কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে করিতে, যখন এরূপ কারণপ্রকোষ্ঠে উপনীত হওয়া যায়, যে কারণপ্রকোষ্ঠ কারণান্তরদ্বারা পিহিত (আচ্ছাদিত) নহে, যাহা অকার্য্য বা অবিকৃতি, সুতরাং, যাহা পরমকারণ, কারণানুসন্ধান তখনই পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব, প্রত্যেক কার্য্যের পরমকারণপর্য্যন্ত অনুসন্ধান না করিলে, কারণানুসন্ধিৎসা চরিতার্থ হয় না। নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিবচনদ্বারা ভগবান্ এই কথাই বুঝাইয়াছেন—

"एवमेव खलु सोम्यान्नेन शुङ्गेनापो मूलमन्विच्छ अद्भिः सोम्य शुङ्गेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ্গেন सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्व्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्-प्रतिष्ठाः।"—

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

ভাবার্থ—

বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে না, সকল কার্য্যই সমূল, ব্রহ্মবিদ্ মহর্ষি

---

* "पौर्व्वापर्य्यं हि देशकालकृतं।"—নিরুক্তভাষ্য।

"Now relations are of two orders—relations of sequence, and relations of co-existence."— *First Principles. P. 163.*

কালকৃত পৌর্ব্বাপর্য্য = Relations of sequence এবং দেশকৃত পৌর্ব্বাপর্য্য = Relations of co-existence.

† "क्रियैव कालः।"

উদ্দালক ব্রহ্মবিবিদিষু স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে এবম্প্রকার উপদেশ প্রদান করিলে, শ্বেতকেতু পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! সকল কার্য্যই যখন সমূল, তখন নিশ্চয়ই শরীরকার্য্যের মূল বা কারণ আছে, অতএব, শরীরের মূল কি, তাহা বুঝাইয়া দিন। মহর্ষি উদ্দালক, পুত্রকর্ত্তৃক এই রূপে পৃষ্ট হইয়া, উত্তর দিলেন, বৎস! অন্ন (অশিতপদার্থ)-ব্যতীত শরীরকার্য্যের আর কি কারণ আছে? ভুক্তান্ন, জলদ্বারা * দ্রবীভূত এবং জাঠরাগ্নিদ্বারা পচ্যমান হইয়া, রসাদিভাবে পরিণত হয়। রসহইতে শোণিত, শোণিতহইতে মাংস, মাংসহইতে মেদ, মেদহইতে অস্থি, অস্থিহইতে মজ্জা এবং মজ্জাহইতে শুক্র-নামধেয় পদার্থ উদ্ভূত হইয়া থাকে। অন্ন-বিকার শুক্রশোণিতের সংযোগে শরীরের উৎপত্তি এবং ভুজ্যমান অন্নদ্বারাই ইহা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব, অন্নই দেহের মূল। যে অন্নকে দেহের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল, ইহাও উৎপত্তিবিনাশশীল, সুতরাং, ইহাও কার্য্য বা বিকার-পদার্থ। যাহা কার্য্য, অবশ্যই তাহার কারণ আছে। অতএব, শ্বেতকেতু অন্ন দেহের মূল বা কারণ, এতাবন্মাত্র জ্ঞানলাভেই সন্তুষ্ট থাকিও না; যতক্ষণ না পরমকারণকে ধরিতে পারিতেছ, ততক্ষণ কারণানুসন্ধান পরিসমাপ্ত হইল, মনে করিও না, এরূপ করিলে, প্রকৃততত্ত্বজ্ঞানলাভে বঞ্চিত থাকিবে। তা'ই বলিতেছি, অন্নের কারণ কি, তাহা পর্য্যালোচনা কর। অন্ন যেমন দেহের কারণ, জল সেইরূপ অন্নের মূল, অন্ন জল-হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জলও কার্য্য বা বিকারপদার্থ, তেজ ইহার কারণ। তেজও মূলপদার্থ নহে, ইহাও কারণান্তরের গর্ভধৃত। সৎপদার্থই তেজের কারণ। এই সৎপদার্থই পরমকারণ—ইহা অকার্য্য, ইহা কারণান্তরদ্বারা পিহিত নহে, সুতরাং, ইহাই জগতের মূলকারণ; স্থাবর-জঙ্গম নিখিল প্রজারই, এই অদ্বিতীয়, এই অকারণ সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই কারণ। ইহাঁর কোন কারণ নাই †। জগৎ যে কেবল সমূল, তাহা নহে, স্থিতিকালেও ইহা সদাখ্য পরব্রহ্মকেই আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে। ঘটকারণ মৃত্তিকাব্যতীত ঘটের স্থিতি যেমন অসম্ভব, জগৎ-কারণ প্রাগুক্ত সন্নামক পদার্থব্যতিরেকে জগতের সত্তা বা স্থিতিও সেইরূপ অসম্ভব। জগৎ সমূল, সদায়তন এবং সৎপ্রতিষ্ঠ, অর্থাৎ, সৎ বা ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও

---

* "অশিতং অম্লমব্ভির্দ্রবীকৃতং।"—শাঙ্করভাষ্য। Acid fluid or gastric juice and alkaline fluid or intestinal juice &c.

† "Thus all other modes of consciousness are derivable from experiences of Force; but experiences of Force are not derivable from anything else. * * * If, to use an algebraic illustration, we represent Matter, Motion, and Force, by the symbols x, y, and z; then, we may ascertain the values of x, and y in terms of z; but the value of z can never be found: z is the unknown quantity which must for ever remain unknown."—*First Principles. P. 169—170.*

পাঠক! উপরি-উদ্ধৃত অমূল্য শ্রুতিবচন ও চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সরের উক্তির মূল্য এক মনে করিবেন না। আমরা পরে দেখাইব, উভয়ের প্রভেদ কত।

প্রলয়ের কারণ। মৃত্তিকাবাদে ঘটের অস্তিত্ব যেমন 'ঘট' এই নামমাত্রে পর্য্যবসিত হয়—মৃত্তিকাবাদে ঘটের বাস্তব অস্তিত্ব যেমন তিরোভূত হয়, সেইরূপ বিশ্বের মূল-কারণ সদাখ্য পদার্থ-ব্যতীত বিশ্বের অস্তিত্ব থাকে না।

জ্ঞান (Consciousness) বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহা উৎপত্তি-বিনাশশীল, তাহা আপেক্ষিক। পরিবর্ত্তন—ক্রিয়া বা কার্য্যাত্মভাবের জ্ঞানকেই আমরা জ্ঞান বলিয়া জানি। কার্য্য, কারণেরই পরিচ্ছিন্ন (Conditioned) অবস্থা; কার্য্যমাত্রেরই একটী পরমকারণ (Unconditioned cause) বা পরিচ্ছিন্ন-ভাবের মূলে নিশ্চয়ই অপরিচ্ছিন্নভাব—অনন্তসত্তা (Absolute Reality by which it is immediately produced) আছে, পারমার্থিক সত্তাজ্ঞান, চিন্তাশীল—সংসারিকদ্বারা এইরূপে অনুমিত হইয়া থাকে মাত্র। যোগাভ্যাসদ্বারা চিত্ত-বৃত্তিকে নিরোধ করিতে না পারিলে—বৃত্ত্যধীন জ্ঞান একেবারে তিরোহিত না হইলে, পারমার্থিক জ্ঞানের বিকাশ হইতে পারে না। অতএব, চিত্তবৃত্তি যত-দিন না সম্যক্‌প্রকারে নিরুদ্ধ হয়, ততদিন সকলকেই পরিচ্ছিন্নজ্ঞান বা দ্বৈতবুদ্ধি লইয়া, অবস্থান করিতে হইবে। অদ্বৈত বা অবিভক্ত জ্ঞান স্বরূপতঃ সত্য হইলেও সংসারী যথাযথরূপে তাহা উপলব্ধি করিবার যোগ্য নহে। সাংসারিকের কাছে দ্বৈতজ্ঞানই প্রধান। নিখিললোকব্যবহার দ্বৈতজ্ঞানদ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

মৃত্তিকা ও ঘট, এই বস্তুদ্বয় পরস্পর কার্য্যকারণসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। মৃত্তিকা কারণ, ঘট ইহার কার্য্য। কাবণশূন্য কার্য্য থাকিতে পারে না। যতদিন ঘট থাকিবে, তত-দিন মৃত্তিকা ইহাকে ত্যাগ করিবে না। মৃত্তিকা যে ঘটের কারণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, মৃত্তিকাবাদে ঘটের অস্তিত্ব থাকে না, সত্য, কিন্তু মৃত্তিকাজ্ঞান ও ঘটজ্ঞান সমান নহে, ঘটের পরিবর্ত্তে মৃত্তিকা-শব্দ ব্যবহার করিলে, ঘটশব্দো-চ্চারণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। মৃত্তিকাহইতে কুম্ভকারেরা চিরদিনই ঘট নির্ম্মাণ করিতেছে, তথাপি মৃত্তিকার মৃত্তিকারূপের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই, সকল মৃত্তিকা ঘটরূপে পরিণত হইয়া যায় নাই, মৃত্তিকা ও ঘটের (কারণ ও কার্য্যের) স্বতন্ত্র সত্তা অব্যাহতই আছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা বুঝিয়াছি, কার্য্যাত্মা ও কারণাত্মা-ভেদে ভাব দ্বিবিধ, তন্মধ্যে কারণাত্মভাব কূটস্থ-নিত্য এবং কার্য্যাত্ম-ভাব প্রবাহরূপে নিত্য; বুঝিয়াছি, জগৎ, কার্য্যাত্মভাব এবং ইহা প্রবাহরূপে নিত্য; বুঝিয়াছি, পর ও অপর-ভেদে ব্রহ্মের দ্বিবিধ ভাব, তন্মধ্যে পরব্রহ্ম সত্বলক্ষণ—সন্মাত্রলিঙ্গ, তিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-ময় বা বিকারাত্মক নহেন, * তিনি অমৃত—অপরিণামী। অপরব্রহ্ম, ভাববিকার, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণময়। আবির্ভাবাত্মক রজঃ এবং তিরোভাবাত্মক তমঃ উভয় পার্শ্বে, মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব,

---

* শব্দস্পর্শাদি, ঘাতপ্রতিঘাতজনিত বীচিতরঙ্গ (Vibratory motion)—ভিন্ন আর কিছু নহে, আমরা পরে এ কথা বিশদরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

অপরব্রহ্মের ইহাই স্বরূপ। ভগবান্ যাস্ক রজকে কাম এবং তমকে দ্বেষ বলিয়াছেন *। রাগ ও দ্বেষই যে কর্ম্মহেতু † এবং জগৎ যে কর্ম্মের মূর্ত্তি, তাহা পূর্ব্ববিদিত বিষয়। অতএব, ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের জ্ঞানই জাগতিকজ্ঞান ; ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের জ্ঞান দ্বৈতজ্ঞান, সুতরাং, জাগতিকজ্ঞান ও দ্বৈতজ্ঞান—জাগতিকজ্ঞান সম্বন্ধাত্মক। জগৎ বা কার্য্যাত্মভাব প্রবাহরূপে নিত্য, অতএব, দ্বৈতজ্ঞানও প্রবাহরূপে নিত্য।

ঘটের সহিত মৃত্তিকার ন্যায় দ্বৈতজ্ঞানের সহিত অদ্বৈতজ্ঞানের, অর্থাৎ, কার্য্যের সহিত কারণের নিত্যসম্বন্ধ। দ্বৈতজ্ঞানের পশ্চাতে অদ্বৈতজ্ঞান সদা বিদ্যমান, অপরভাব কদাচ পরভাববিরহিত নহে। বুঝিতে পারা গেল, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ দু'টাই সত্য। শুদ্ধসত্ত্ব, নিষ্কাম, ব্রহ্মজ্ঞানির কাছে অদ্বৈতজ্ঞানই অব্যভিচারিজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানী এক ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু দেখিতে পা'ন না। অবিদ্যা কামকর্ম্মদ্বারা সম্যগ্বদ্ধ, বিক্ষিপ্তচিত্ত বহির্ম্মুখ ব্যক্তি, দ্বৈতজ্ঞানছাড়া অদ্বৈতজ্ঞানের কোন সংবাদ রাখেন না, দ্বৈতজ্ঞানের পশ্চাদ্বর্ত্তী অপরিচ্ছিন্ন বা অদ্বৈত জ্ঞান তাঁহার অগম্য। ঋগ্বেদ-সংহিতা বক্ষ্যমাণ বচন-সমূহদ্বারা দ্বৈতাদ্বৈত এই দ্বিবিধ জ্ঞানেরই সত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন—

"न विजानामि यदि वेदमस्मि निण्य: सन्नद्धो मनसाचरामि ।
यदामागन्प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अश्नुवे भागमस्या: ‡ ।"—

ঋগ্বেদসংহিতা। ২।৩।২১।২২।

ভাবার্থ—

ইদং-পদবাচ্য জগৎ ব্রহ্মই, ব্রহ্ম বা আত্মা-হইতে পৃথক্ বস্ত্বন্তর নাই, কার্য্য,

* "महानात्मा त्रिविधो भवति सत्त्वं रजस्तम इति, सत्त्वं तु मध्ये विशुद्धं तिष्ठत्यभितोरजस्तमसी । रज: इति कामद्वेषस्तम: ।"—নিরুক্তপরিশিষ্ট।

† "The attractions and repulsions exerted between the molecules of bodies, are forces."—*Ganot's' Natural Philosophy. P. 16.*

এতদ্বাক্য স্মরণ করিবেন।

‡ 'न' एतत् अहं 'वि' विस्पष्टं 'जानामि'—'यदि वा इदं अस्मि' कारणं परं ब्रह्माख्यम् ? अथवा इदं तत्कार्य्यं द्वैतमस्मीति । अनयो: कार्य्यकारणयोर्द्वैताद्वैतयोरन्तरा वर्त्तमान: 'निण्य:' अन्तर्हित:, अविद्यया 'सन्नद्ध:' च । अनेकै: सन्देहग्रन्थिभि: 'मनसा' उभे अपि द्वैताद्वैते 'चरामि' गच्छामीत्यर्थ: । एवं सति 'यदा' 'मा आ अगन्' माम् आगच्छेत् 'प्रथमजा' बुद्धि:, सा हि सर्व्वेन्द्रियेभ्य: प्रथमं जायते 'ऋतस्य' भगवत आदित्यस्य स्वभूता, तस्य हि प्रकृष्टा बुद्धि: प्रक्षीणसर्व्वसंशया, तया सर्व्वमिदमसंशयं परिज्ञाय किमहं कारणमस्मि उत द्वैतमस्मि इति । तत: अस्या: ऋतप्रमातायाः 'वाच:' 'भागम्' 'अहम्' 'अश्नुवे' अश्नुयाम्, यदियं ऋत्वा वाचमभिवदति तत् सर्व्वमहमाप्नुयामित्यर्थ:" ।—নিরুক্তভাষ্য দৈবতকাণ্ড।

কারণহইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে*, ইত্যাদি শাস্ত্রবচনসকলের প্রকৃত মর্ম্ম যাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তিনি অনায়াসে বলিতে ও ভাবিতে পারেন, আমিই বিশ্ব, আমি (অহং) বা সচ্চিদানন্দব্রহ্ম-ছাড়া জগতের স্বতন্ত্র আকৃতি—পৃথক্ সত্তা নাই, থাকিতে পারে না। শুনিয়াছি, ব্রহ্মই জগৎ, আত্মাই বিশ্ব, আমিই কৃৎস্ন-প্রপঞ্চ, কিন্তু কার্য্য-কারণ বা দ্বৈতাদ্বৈতের মধ্যে বর্ত্তমান, অবিদ্যাদ্বারা সম্যগ্বদ্ধ (মায়াপরিবেষ্টিত), বহির্মুখ, সুতরাং, বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া, আমি কিরূপে বলিব, 'আমিই ব্রহ্ম, আমিই জগদাকারে?' পরিচ্ছিন্নহৃদয় আমার, অহং ও মম বা আমি ও আমার-ইত্যাকার দ্বৈত বুদ্ধি আমাতে সম্পূর্ণরূপে প্রবল, দুঃখে আমার চিত্ত সঙ্কুচিত এবং সুখে প্রসারিত হয়, নিন্দায় ক্লেশ এবং স্তুতিতে আমার হর্ষ হইয়া থাকে, দুর্জ্জয় কাম-রিপুকে জয় করিতে আজিও আমি সক্ষম হই নাই, তবে আমি কেমন করিয়া বলিব, "**অহমেবেদং সর্ব্বং**", অর্থাৎ, আমিই সব, আমা-ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু নাই। অতএব, আমিই ব্রহ্ম, আমিই বিশ্ব, এ কথা স্পষ্টতঃ আমি বলিতে পারি না; "**একমেবাদ্বিতীয়ং**",—এক ব্রহ্ম-ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই, এই শাস্ত্রোদ্ভাসিত তত্ত্বজ্ঞান সম্যগ্রূপে অনুভব করিবার আমি অযোগ্য। তবে কি আমি কেবল কার্য্য? আমি শুদ্ধ দ্বৈত? না, তাহা নয়, অদ্বৈত-ভাব যে আমার পশ্চাতে রহিয়াছে, আমি যে দ্বৈতাদ্বৈতের মধ্যবর্ত্তী, তাহাও বুঝিতে পারি। "**মনসা স্মরামি**", অর্থাৎ, অবিদ্যাদ্বারা সম্যগ্বদ্ধ হইয়া দ্বৈতা-দ্বৈতময় জগতে—সংশয়াত্মক মনের বশে আমি বিচরণ করিতেছি—ইন্দ্রিয়াধীন হইয়া বিবিধ দুঃখ. অনুভব করিতেছি, আমি এখন বৃত্ত্যধীন †। অদ্বৈতজ্ঞানের—আমিই ব্রহ্ম ইত্যাকার অপরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির, কি কখন বিকাশ হওয়া সম্ভব নহে? দ্বৈতাদ্বৈতের মধ্যবর্ত্তী মানব কি কখন সর্ব্বদুঃখহর শান্তিময় অদ্বৈতজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারেন না? উত্তর—পারেন। ঋত বা পরব্রহ্মের প্রথমজ—প্রথমোৎপন্ন—চিত্ত-প্রত্যক্প্রবণজনিত অনুভাব-আদিভূতজ্ঞান যখন আমাকে প্রাপ্ত হইবে—ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান ভুলিয়া গিয়া, যখন আমি অতীন্দ্রিয় সনাতন জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারিব, বহির্মুখীন চিত্তবৃত্তিকে যোগশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে যখন আমি অন্তর্মুখীন করিতে পারিব, তখনই আমার অদ্বৈত-জ্ঞান বিকাশ প্রাপ্ত হইবে—আমার সর্ব্ব সংশয় বিদূরিত হইবে, এক ব্রহ্ম-ভিন্ন বস্তন্তর নাই, এ অমূল্যোপদেশের মর্ম্ম তখনই আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইব ‡।

---

* "**ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং**" "**আত্মৈবেদং সর্ব্বং**" "**তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।**"

† "**বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র।**"—পাং দং।

‡ "**পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-**
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥"—কঠোপনিষৎ, চতুর্থী বল্লী।

অর্থাৎ, স্বপ্রকাশ পরমাত্মা রূপরসাদি-বাহ্যবিষয় গ্রহণকরিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সকলকে সৃষ্টি করি-

অতএব, বুঝিতে পারা গেল, ঋগ্বেদ দ্বৈতাদ্বৈত, দুই মতকেই আদর করিয়াছেন। জগৎ, কার্য্য; কার্য্যশব্দটীর অর্থই দ্বৈতভাব, পরিবর্ত্তন কখন একভাবে থাকিয়া হইতে পারে না *।

দ্বৈতজ্ঞানেই প্রমাণের আবশ্যকতা, অর্থাৎ, লোকব্যবহার প্রমাণাধীন।—জগতের জ্ঞান, ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের জ্ঞান (Cousciousness consists of

য়াছেন, লোকসকল এইনিমিত্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যবিষয়ই দেখিয়া থাকে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। ইন্দ্রিয়, অন্তরাত্মাকে দেখিবার করণ নহে। তবে কে কোন্ উপায়ে তাঁহাকে দেখিতে পান? সংসার অনিত্য, সংসার দুঃখময়, যাঁহার হৃদয়ে এ বিশ্বাস স্থির হইয়াছে, আমরা যাহা চাই, সংসার তাহা দিতে পারে না, তাহা দিবার শক্তি সংসারের নাই, যিনি এ কথা ঠিক বুঝিয়াছেন, অমৃতত্ব বা মুক্তি লাভেচ্ছু তাদৃশ ধীর (বিবেকী) ব্যক্তি বাহ্যবিষয়হইতে ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিয়া—বহির্মুখ-চিত্তকে অন্তর্মুখ করিয়া, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পা'ন্। উপরি-উদ্ধৃত ঋঙ্-মন্ত্রটীর তাৎপর্য্যই কঠোপ-নিষদ্বচনদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

* চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সর কতকটা এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু কোন্ উপায়ে মানবের অদ্বৈতজ্ঞান বিকাশিত হইয়া থাকে, তাহা তিনি বলিয়া দিতে পারেন নাই। মানব এরূপ অবস্থা পাইতে পারে, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সর তাহাই বিশ্বাস করেন না। তবেই বলিতে হইল, পণ্ডিত স্পেন্সরকে পথপ্রদর্শক করিলে, আমাদের চলিবে না। ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ পরমপুরুষার্থ সাধন করিতে হইলে, বেদের চরণ আশ্রয় করিতেই হইবে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সরের উক্তি—

"Observe in the first place, that every one of the arguments by which the relativity of our knowledge is demonstrated, distinctly postulates the positive existence of something beyond the relative. To say that we cannot know the Absolute, is, by implication, to affirm that there *is* an Absolute. In the very denial of our power to learn *what* the Absolute is, there lies hidden the assumption *that* it is; and the making of this assumption proves that the Absolute has been present to the mind, not as a nothing, but as a something."—

First Principles. P. 88.

ভাবার্থ—

যে সকল যুক্তিদ্বারা জাগতিক বা উৎপত্তিশীল জ্ঞানের আপেক্ষিকত্ব (সম্বন্ধাত্মকত্ব) প্রতিপন্ন হয়, তাহাদের প্রত্যেকেই, দ্বৈত বা সম্বন্ধাত্মক জ্ঞানের বহিঃস্থিত পরিবর্ত্তনরহিত স্থিরসত্তাক পদার্থ-বিশেষের অস্তিত্ব স্পষ্টতঃ সিদ্ধ করিয়া থাকে। আমাদের বৃত্ত্যধীন জ্ঞান আপেক্ষিক বা দ্বৈত, যে সকল যুক্তিদ্বারা ইহা সপ্রমাণ হয়, দ্বৈতজ্ঞানের বাহিরে যে অদ্বৈতজ্ঞান আছে, প্রমাণান্তরব্যতিরেকে কেবল তাহাদিগেরদ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন হয়। অপরিচ্ছিন্ন বা অদ্বৈতজ্ঞান আমরা অনুভব করিতে পারি না, এই কথা বলিলেই অপরিচ্ছিন্ন বা অদ্বৈতজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইল। অখণ্ডৈক-রস ব্রহ্মের উপলব্ধি করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে, যিনি এ কথা বলেন, অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মের অস্তিত্ব তিনি নিশ্চয়ই অস্বীকার করেন না। স্পষ্টতঃ না হইলেও অদ্বৈতভাবের ভাবত্ব তাঁহার হৃদয়ে যে প্রতিভাত হয়, অদ্বৈতভাব অসৎপদার্থ নহে, তাহা যে তিনি বুঝেন, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ম্যান্সেল ও হ্যামিল্টনের মত খণ্ডন করিবার জন্য পণ্ডিত স্পেন্সর এই সকল তর্কের উত্থাপন করিয়াছেন।

changes) ; দ্বৈত বা আমি ও আমার ইত্যাকার মায়াপরিচ্ছিন্ন (বিভক্ত) জ্ঞান-হইতেই ক্রিয়া বা কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমরা ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছি, সন্দৃষ্ট (প্রমাণদ্বারা প্রমিত-বুদ্ধির বিষয়ীভূত) অর্থ প্রার্থিত বা জিহাসিত হইলে পর, প্রমাতা বা জ্ঞাতার তদধিগমের বা তৎপরিত্যাগের সমীহা বা প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তদনন্তর স্থূলরূপে কর্ম্মারম্ভ হয়; কর্ম্মমাত্রেই ত্যাগগ্রহণাত্মক, ঈপ্সিত বস্তুর গ্রহণ এবং অনীপ্সিতরূপে নিশ্চিত বস্তুর ত্যাগই কর্ম্মের স্বরূপ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, বস্তুর হেয়ত্ব বা উপাদেয়ত্ব কোন্ উপায়ে নিশ্চিত হইয়া থাকে ?

পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বুঝাইয়াছেন, সন্দর্শন, প্রার্থনা ও অধ্যবসায় ক্রিয়া-দ্বারা ক্রিয়া বা কর্ম্ম ঈপ্সিততমরূপে অবধারিত হইয়া থাকে *। সন্দর্শনাদি ক্রিয়াই নিঃশ্রয়ণীর ন্যায় (সিঁড়ীর মত) দ্রষ্টা বা প্রমাতাকে দৃশ্যের সহিত সম্বদ্ধ করে †। যে কোনরূপ কর্ম্মই হউক না কেন, তাহাই সন্দর্শনাদি পর্ব্বত্রয় অতিক্রম করিয়া তবে স্থূলরূপে অভিব্যক্ত হয়; সন্দর্শন, প্রার্থনা ও অধ্যবসায়, কর্ম্মমাত্রেরই ইহারা যথাক্রমে সূক্ষ্মতম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্ম অবস্থাবিশেষ। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গ্রামের সহিত তাহাদের গ্রাহ্যবিষয়সকলের সন্নিকর্ষ হইলে পর, যে যেরূপ ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তন হয়, তত্তৎক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের অনুভূতিই বাহ্যপদার্থানুভূতি এবং ক্রিয়ার ভিন্নাভিন্নত্বই যথাক্রমে পদার্থ-সম্বন্ধীয় ভেদাভেদবুদ্ধির হেতু। অগ্নির সহিত ত্বগি-ন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ যেরূপ ক্রিয়া হয়, জলের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজনিত ক্রিয়া তদ্রূপ নহে, অগ্নি ও জল এই জন্য আমাদের কাছে পরস্পর বিভিন্ন পদার্থরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। এখন জানিতে হইবে, অগ্নির সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-বশতঃ যে ক্রিয়া হয়, জলের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিত ক্রিয়া যে তাহাহইতে ভিন্ন, তাহা আমরা কি করিয়া বুঝিয়া থাকি ? সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য (Indentity and Difference) বুদ্ধি, একটী বস্তুর সহিত তদিতর বস্তুর তুলনা-দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষবশতঃ যে সকল ক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করি, তত্তৎক্রিয়ানুভূতির উপরাগ (Copy or image) আমাদের চিত্তে লাগিয়া থাকে। যে শক্তিদ্বারা অনুভূত ক্রিয়ার ভাব চিত্তে লগ্ন হইয়া থাকে, মনের তাদৃশ শক্তিকে ধৃতিশক্তি (The power of retention) বলে। মনের যদি ধৃতিশক্তি না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের সবিকল্পক, সপ্রকারক বা বৈশিষ্ট্যা-বগাহিজ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারিত না। ধৃতিশক্তি-ছাড়া মনের আর কতক-গুলি শক্তি আছে, সবিকল্পক জ্ঞানোৎপত্তিতে তাহাদেরও সহায়তা নিতান্ত প্রয়ো-জন। যে শক্তিদ্বারা মন, একপ্রকার অনুভূতিকে অন্যপ্রকার অনুভূতিহইতে

* "ক্রিয়াপি ক্রিয়য়েপ্সিততমা ভবতি। কয়া ক্রিয়য়া ? সন্দর্শনক্রিয়য়া প্রার্থয়তি ক্রিয়য়া-ঽধ্যবস্যতি ক্রিয়য়া চ।"—মহাভাষ্য। ১।৪।৩।

† "ক্রিয়াহি নিঃশ্রয়ণীব সম্বন্ধং করোতি।"—মঞ্জুষা।

ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারে, অর্থাৎ, যদ্দ্বারা আমাদের বিবেকপ্রতিপত্তি হয়, মনের তাদৃশ শক্তিকে বিবেকশক্তি (The power of Discrimination) বলে। অঙ্গুলি-দ্বারা পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিলে, স্পর্শকর্ত্তাকে চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ না করিয়াও যে শক্তিদ্বারা আমরা স্পর্শকর্ত্তাকে বুঝিতে পারি, তাহা বিবেকশক্তির কার্য্য *।

নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক ভেদে প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইবামাত্র কোন কিছু আছে ইত্যাকার অবিকল্পিত, নাম জাত্যাদিযোজনারহিত, বৈশিষ্ট্যানবগাহি—নিষ্প্রকারক (Indefinite) জ্ঞান হইয়া থাকে। এ জ্ঞানে উপ-লভ্যমান পদার্থ, 'ইহা, এই' এতদ্রূপ বিশেষণবিশেষ্যভাবদ্বারা বিবেচিত হয় না, এ জ্ঞান প্রত্যুপস্থিত বস্তুর অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করে মাত্র। পদার্থসম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞান—সবিকল্পক অনুভূতি (Definite) সংকল্পাখ্য মানসশক্তিদ্বারা অর্জ্জিত হইয়া থাকে। সংকল্পশক্তিই পদার্থসম্বন্ধীয় সবিকল্পক বা বিশিষ্টজ্ঞানোৎপত্তির সাধন †।

অতএব, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ প্রথম যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে জ্ঞানে ইহা অগ্নি, উহা জল, এটা বিষ, ওটা অমৃত-ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যাবগাহি-জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না; বৈশিষ্ট্যাবগাহি-জ্ঞান সংকল্পশক্তিদ্বারা উপার্জ্জিত হইয়া থাকে।

* "মনএব তস্মাদপি পৃষ্ঠত উপস্পৃষ্টো মনসা বিজানাতি।"—

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

যে সকল মানসশক্তিদ্বারা আমরা জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া থাকি, তাহাদিগকে বিদেশীয় পণ্ডিতেরা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—(1) The Power of Discrimination, (2) The Power of Detecting Identity, (3) The Power of Retention.

"Only in an incidental manner, then, need I point out that the mental powers employed in the acquisition of knowledge are probably three in number."— *The Principles of Science.*

† "তত্র প্রত্যক্ষং দ্বিবিধং নির্ব্বিকল্পকং সবিকল্পকঞ্চেতি। তত্র নামজাত্যাদিযোজনারহিতং বৈশিষ্ট্যানবগাহি নিষ্প্রকারকং নির্বিকল্পকম্ * * * সবিকল্পকং চ বিশিষ্টজ্ঞানং যথা গৌরয়মিতি।"—তত্ত্বচিন্তামণি, প্রত্যক্ষখণ্ড।

অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ—ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজ্ঞান, নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক ভেদে দ্বিবিধ। নামজাত্যাদি-যোজনারহিত (ইহা অমুক জাতি, অর্থাৎ, এটী মনুষ্য, ওটী অশ্ব ইত্যাদি যোজনাশূন্য), বৈশিষ্ট্যানব-গাহি নিষ্প্রকারক বা সামান্যাস্তিত্বজ্ঞানই—নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান। সবিকল্পক জ্ঞান—বিশিষ্টজ্ঞান—ইহা অমুক ইত্যাকার বিকল্পিতজ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষমাত্রেই কোন কিছু আছে, এইরূপ অবিশিষ্টজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, ইহাকে আলোচনাজ্ঞানও বলে। আলোচনজ্ঞান হইবার পর সংকল্পা-ত্মক মন, প্রত্যুপস্থিত বস্তুর ইদন্তা নির্দ্ধারণ করে, উপলভ্যমান বা আলোচিত বস্তুর বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম সম্যগ্‌রূপে কল্পনা করে।

"সঙ্কল্পকং মন ইতি, সঙ্কল্পেন রূপেণ মনো লক্ষ্যতে আলোচিতমিন্দ্রিয়েণ বস্ত্বিদমিতি সম্মুগ্ধ-মিদমেবং নৈবমিতি সম্যক্ কল্পয়তি। বিশেষণবিশেষ্যভাবেন বিবেচয়তীতি যাবৎ।"—

তত্ত্বকৌমুদী।

মনের ধৃতিশক্তি আছে, অর্থাৎ, অনুভূত বিষয়ের উপরাগ চিত্তপটে লাগিয়া থাকে, মন বিবেকশক্তিবিশিষ্ট, অর্থাৎ, ইহা একরূপ অনুভূতিকে অন্যরূপ অনুভূতিহইতে পৃথক্ করিতে পারে এবং পদার্থসমূহের সাধর্ম্ম্য বিচার করিবার শক্তিতে মন শক্তিমান, তা'ই আমরা সবিকল্পকজ্ঞানে জ্ঞানী, তা'ই পদার্থসমূহের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করিতে আমরা সক্ষম এবং এইজন্যই বিজ্ঞানের (Science) আবিষ্কার হইয়াছে *।

কোন পদার্থকেই আমরা কেবল তৎপদার্থদ্বারা জানিতে পারি না; প্রত্যেক পদার্থই, তদ্ভিন্ন, অথচ তাহার সহিত কোন-না-কোনরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ পদার্থান্তরের সহিত তুলনায় পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। জগতের জ্ঞান যে আপেক্ষিক বা দ্বৈত, উৎপত্তিশীল জ্ঞান যে সম্বন্ধাত্মক, উপরি-উল্লিখিত বচনসমূহদ্বারা ইহাও স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইল †।

যে বস্তু বা ব্যক্তিহইতে একবার সুখোৎপত্তি হয়, তজ্জাতীয় বস্তু বা তদ্ব্যক্তিকে পুনরপি পাইবার জন্য এবং দুঃখপ্রদ বস্তু বা ব্যক্তিকে ত্যাগ করিবার নিমিত্তই সকলে চেষ্টা করে, ঈপ্সিত পদার্থ প্রাপ্তি এবং দুঃখপ্রদ, সুতরাং, অনীপ্সিত পদার্থের ত্যাগের জন্যই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কোন্ বস্তু বা ব্যক্তি সুখপ্রদ এবং কাহারাই বা দুঃখজনক, প্রমাণই তাহার নির্ণায়ক।

প্রমাণ কোন্ পদার্থ।—'প্র' উপসর্গ পূর্ব্বক 'মা' ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে 'ল্যুট্' প্রত্যয় করিয়া, প্রমাণ পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 'মা' ধাতুর অর্থ মান ‡। যদ্দ্বারা কোন কিছু মিত হয়—নিশ্চিতরূপে বা বিশিষ্টপ্রকারে জ্ঞাত হয়; প্রমা বা যথার্থজ্ঞানের যাহা করণ, তাহাকে প্রমাণ বলে।

সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য (Identity and difference) বিচারদ্বারাই বস্তুতত্ত্বজ্ঞানলাভ

* পাঠক! স্মরণ রাখিবেন, বিদেশীয় পণ্ডিতগণ যাহাকে বিজ্ঞান (Science) বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, বেদের তাহাই অবিদ্যা বা তাত্ত্বিক মিথ্যাবুদ্ধি, বেদচরণাশ্রিত যোগিশ্রেষ্ঠ পতঞ্জলিদেবের ইহাই বৃত্ত্যধীন জ্ঞান। ইহারই নিরোধে আত্মার স্বরূপে অবস্থিতি হইয়া থাকে।

† "No object can be understood by itself. We comprehend any thing the better the more we know of other things distinct from, but related to it."—
Mivart's Lessons in Elementary Anatomy.

"We think in relations. This is truly the form of all thought, and if there are any other forms, they must be derived from this."—*First Principles.*

"Our knowledge begins, as it were, with difference; we do not know any one thing of itself, but only the difference between it and another thing; the present sensation of heat is, in fact, a difference from the preceding cold."—
Prof. Bain's Mind and Body. P. 81.

দ্বৈত কথাটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের মধ্যে (যাহা দুই প্রকার—বিরুদ্ধ উভয়ধর্ম্মপ্রকারক জ্ঞানদ্বারা ইত—জ্ঞাত, তাহা দ্বীত এবং যাহা দ্বীতবিষয়ক, তাহা দ্বৈত) উপরি উদ্ধৃত ইংরাজী বাক্যসকলের ভাবার্থ লুক্কায়িত আছে।

‡ "মা মানে", অদাদি, অথবা, "মাঙ্ মানে শব্দে চ", জুহোত্যাদি 'মা' to measure.

হইয়া থাকে। কোন বস্তুর স্বরূপ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, আমরা বিদিততত্ত্ব-বস্ত্বন্তরের ধর্ম্ম বা গুণের সহিত তদ্বস্তুর ধর্ম্ম বা গুণের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার করিয়া থাকি *।

জগৎ, নিয়তপরিবর্ত্তনশীল বটে, প্রতিমুহূর্ত্তেই ইহা আমাদের নয়ন-সম্মুখে নূতন নূতন বিচিত্র চিত্র ধারণ করিতেছে সত্য, সংসার যে ঠিক নাট্যশালা—রঙ্গভূমি, নাট্যশালাতে নাটকাভিনয় দেখিতে যাইলে, প্রত্যেক পটপরিবর্ত্তনেই যেমন নূতন নূতন দৃশ্য দর্শকের নয়নগোচর হইয়া থাকে, জগদ্রঙ্গভূমিতেও যে তদ্রূপ প্রত্যেক পটপরিবর্ত্তনেই অভিনব অভিনব দৃশ্য দর্শকের দৃষ্টিতে ভাসমান হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু ধীরভাবে জগদ্রঙ্গভূমির নাটকাভিনয় পর্য্যবেক্ষণ করিলে, দ্রষ্টা বুঝিতে পারেন, বিশ্ব-নাটকাভিনেতৃবর্গ, প্রত্যেক পটপরিবর্ত্তনেই অভিনব অভিনব দৃশ্য তাঁহার সম্মুখে ধরিলেও তাঁহারা এমন কোন নূতন দৃশ্য দেখাইতে পারেন না, যাহা কোন না কোন অংশে, পূর্ব্বদৃষ্ট দৃশ্যের সদৃশ, এরূপ কোন অভিনয় বিশ্বরঙ্গভূমিতে অভিনীত হয় না, যাহা পূর্ব্বাভিনীত অভিনয়হইতে একেবারে সম্পূর্ণ পৃথক্। একজন সূক্ষ্মদর্শী চিন্তাশীল দর্শক, বিশ্বরঙ্গশালাভিনীত-অভিনয়-ব্যাপার যদি কিছু অধিক দিন ব্যাপিয়া সন্দর্শন করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার উপলব্ধি হয়, ইহার অভিনেয়পদার্থজাতের অবান্তরভেদ অসংখ্য হইলেও সামান্য বা ঔৎসর্গিক-ভেদ অসংখ্য নহে, ব্যক্তিগত-ভেদ অপরিসংখ্যেয় হইলেও, জাতিগত-ভেদ সংখ্যাতীত নহে, Species অগণ্য হইলেও Genus অগণ্য নয়। এবং চিন্তাশীল দর্শক ইহাও জানিতে পারেন, বিশ্বনাট্যশালার পটপরিবর্ত্তন অনিয়মিত-রূপে সংঘটিত হয় না—বিশ্বনাট্য, লয়শূন্য নহে—ইহার অভিনেতৃবর্গ তালজ্ঞান-বিহীন ন'ন। যে কোন রাগরাগিণীর আলাপ হউক না কেন, তাহাই ষড়্জাদি সপ্তস্বর (ষ, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি)-বিশিষ্ট মূর্চ্ছনা, তাহাই শ্রুতিগমকাদি-বিভূষিত লোকচিত্তহারিধ্বনি। বিশ্ববীণা তালে বাজে, বিশ্বনর্ত্তকী তালে নৃত্য করে, বিশ্ব-গায়ক তালে গায়। বিশ্ববীণা যদি তালে না বাজিত, বিশ্বনর্ত্তকী যদি তালে নৃত্য না করিত, বিশ্ববাদক যদি বিতালে বাজাইত, এক কথায় বিশ্বের পরিবর্ত্তনকে আমরা যদি সামান্য-বিশেষ বা সজাতীয়-বিজাতীয় বিভাগে বিভক্ত করিতে না পারিতাম, জাগতিক পরিণামসকলকে যদি আমরা অনুবৃত্ত বা ব্যাবৃত্ত বুদ্ধির বিষয়ীভূত করিতে অপারগ হইতাম, তাহা হইলে আমাদিগকে চিরদিন বিজ্ঞানহীন হইয়া থাকিতে

---

* পূজ্যপাদ ভগবান্ কণাদ, স্বপ্রণীত বৈশেষিকদর্শনের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকের চতুর্থ সূত্রে, পদার্থসমূহের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যদ্বারাই যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, এই কথাই বুঝাইয়াছেন; যথা—

"धर्म्मविशेषप्रसूताद्द्रव्यगुणकर्म्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तत्त्व-ज्ञानान्निःश्रेयसम्।"

"Science arises from the discovery of Identity amidst Diversity."—

Principles of Science. P. 1.

হইত, তাহা হইলে আমরা কখন মননশীল মনুষ্য, এই নাম বা মানবোচিত আকার প্রাপ্ত হইতাম না। জ্ঞানই যদি মানবের ইতরব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে আমরা চিরকাল জ্ঞানহীন হইলে, যাহা হয়, তাহা হইয়া থাকিতাম *। অতএব, বিশ্বপরিবর্ত্তন বহুবিধ হইলেও অনিয়মিত নহে—জাগতিকপরিণাম নানাপ্রকার হইলেও তাহা সাম্যবৈষম্যবুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। পরিণামের নিয়ম না থাকিলে, কি জ্যোতিষ (Astronomy and Astrology), কি চিকিৎসা, কি উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ইত্যাদি কোন প্রকার প্রাকৃতিকবিজ্ঞানেরই উৎপত্তি হইত না; তাহা হইলে, ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা, এই পরিণামত্রয়ে চিত্ত সংযম করিয়া যোগী কখন ত্রিকালের সংবাদ জানিতে পারিতেন না †; তাহা হইলে বসন্তের পর আবার বসন্তের রূপ দেখিবার, শরদের পর আবার শারদীয় মূর্ত্তি অবলোকন করিবার, আশা হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইত না; তাহা হইলে তার্কিকের ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞানজন্য জ্ঞান উদিত হইত না। অতএব, জাগতিকগতির নিয়ম আছে, পরিণাম, নির্দ্দিষ্টনিয়মাধীন—শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং আমাদের সমস্ত বৃত্ত্যধীনজ্ঞানই সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচারহইতে গৃহীতজন্ম। পূর্ব্বানুভূতির সহিত তুলনা না করিয়া, আমরা কোন পদার্থকেই জানিতে পারি না, কোন পদার্থকে বিশেষরূপে জানিতে হইলে, আমরা তাহাকে অন্যজ্ঞাত পদার্থের সহিত মিলাইয়া থাকি। সামান্যক্রিয়াদ্বারা আমরা বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করিমাত্র; বস্তুর বৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞান সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যবিচারাধীন। প্রমাণ শব্দটার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থহইতে আমরা অবগত হইয়াছি, যদ্দ্বারা কোন কিছু মিত হয়—নিশ্চিতরূপে বা বিশিষ্টপ্রকারে জ্ঞাত হয়, তাহাকে প্রমাণ বলে এবং এখন বুঝিলাম, উৎপত্তিবিনাশশীল বৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞান আপেক্ষিক, পরিচ্ছিন্ন বা মায়িক-জ্ঞান, সম্বন্ধবিষয়ক—সবিকল্পক; পদার্থের ইদন্তানুভূতি, পূর্ব্বানুভূতির তুলনায় জন্মিয়া থাকে, কোন পদার্থকেই আমরা কেবল তৎপদার্থদ্বারা অবগত হইতে পারি না, পদার্থসম্বন্ধীয় বিশিষ্টানুভূতি, তদ্ভিন্ন অথচ কোন না কোনরূপ সম্বন্ধে তৎসম্বদ্ধ

* ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বিদেশীয় পণ্ডিতগণ যাহাকে বিজ্ঞান (Science) বলিয়া বুঝাইয়াছেন, বেদের তাহাই অবিদ্যা বা তাত্ত্বিক-মিথ্যাবুদ্ধি, বেদচরণাশ্রিত যোগিশ্রেষ্ঠ পতঞ্জলিদেবের ইহাই বৃত্ত্যধীন জ্ঞান। ইহারই নিরোধে আত্মার স্বরূপে অবস্থিতি হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা এখন বলিতেছি, বিশ্বের পরিবর্ত্তনকে, যদি আমরা সামান্য-বিশেষ বা সজাতীয়-বিজাতীয় বিভাগে বিভক্ত করিতে না পারিতাম, জাগতিকপরিণামসকলকে অনুবৃত্ত বা ব্যাবৃত্ত-বুদ্ধির বিষয়ীভূত করিতে যদি আমরা অপারগ হইতাম, তাহা হইলে আমাদিগকে চিরদিন বিজ্ঞানহীন হইয়া থাকিতে হইত, তাহা হইলে আমরা কখন মননশীল মনুষ্য, এই নাম বা মানবোচিত আকার প্রাপ্ত হইতাম না; সুতরাং আপাত-দৃষ্টিতে বোধ হইবে, আমাদের প্রথমোক্ত বাক্যের সহিত শেষোক্ত বাক্যের সামঞ্জস্য থাকিতেছে না। সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু স্থানাভাববশতঃ এ স্থানে তাহা দেখাইতে পারিলাম না, পরে দেখাইব।

† "পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্।"—পাং দং, বিভূতিপাদ, ১৬সূ।

পূর্ব্বোৎপন্ন অনুভূতির প্রমাণে নিশ্চিত হইয়া থাকে। অতএব, সবিকল্পক জ্ঞান-যে প্রমণাধীন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম বা লোকব্যবহারও এই-জন্য প্রমাণাধীন। বিনা প্রমাণে কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না।

সকলেই যদি প্রমাণবশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করে, তবে কর্ম্মমাত্রেই অভ্রান্ত ও ঈপ্সিতফলপ্রসূ না হয় কেন?—বুঝিলাম পশুপক্ষ্যাদি ইতরজীবহইতে সদসদ্বিবেকশক্তিবিশিষ্ট জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যজাতিপর্য্যন্ত সকলেই অবিশেষে প্রমাণানুসারেই কর্ম্ম করিয়া থাকে, বিনা প্রমাণে কেহই কোনরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না, এখন বুঝিতে হইবে—সকলেই যদি প্রমাণানুসারে কর্ম্ম করে, প্রমাণের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করা যদি স্বভাবের নিয়মবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক কর্ম্মই অভ্রান্ত ও ঈপ্সিতফল-প্রসূ না হয় কেন?

সিদ্ধান্ত হইল যদ্দ্বারা কোন কিছু মিত হয়—বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হয়, বৈশিষ্ট্যাবগাহি-জ্ঞানের যাহা করণ, তাহাকে প্রমাণ বলে, এবং পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানদ্বারাই আমরা উপস্থিত পদার্থকে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকি * সুতরাং, পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানের অভ্রান্তত্বের উপরি পশ্চাজ্জনিষ্যমাণ জ্ঞানের অভ্রান্তত্ব নির্ভর করে, প্রত্যক্ষে কোনরূপ ভ্রান্তি না থাকিলেই প্রত্যক্ষোপজীবক অনুমানও ভ্রান্তিশূন্য হইয়া থাকে।

কাহার প্রত্যক্ষ অভ্রান্ত হইতে পারে?—কার্য্য, কারণগুণপূর্ব্বক, সুতরাং কারণে দোষ থাকিলে, কার্য্যও দূষিত হয়। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের পরস্পর সন্নিকর্ষ, প্রত্যক্ষের কারণ, অতএব, ইন্দ্রিয় যদি দূষিত না হয় এবং বিষয়ের সহিত যদি ইহার যথানিয়মে সন্নিকর্ষ ঘটে, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ অভ্রান্ত হইতে পারে। ভগবান্ কণাদ এইজন্যই বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষ, এই দ্বিবিধ দোষ-হইতে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, পরিচ্ছিন্ন বা অপূর্ণ-শক্তি মিথ্যাজ্ঞানের হেতু, এতদ্বাক্যের সহিত ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষ, এই দ্বিবিধ দোষহইতে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এ কথার কোন প্রভেদ নাই, সুতরাং আমরা অনায়াসে বলিতে পারি, অপূর্ণশক্তির প্রত্যক্ষ কখন অভ্রান্ত হইতে পারে না। সংসার, অপূর্ণ বা পরিচ্ছিন্ন শক্তি—জগৎ মায়াময়; মায়াময় জগতে অভ্রান্ত বা সত্যজ্ঞানের উদয় হইবে কিরূপে?

প্রমা বা সত্য-জ্ঞানের যাহা করণ, তাহা প্রমাণ, প্রমাণের এ লক্ষণ তাহা হইলে অন্বর্থ হয় কৈ?—প্রমা বা সত্যজ্ঞানের যাহা করণ, তাহাকে

* "মিতেন লিঙ্গেনার্থস্য পশ্চান্মানমনুমানম্।"—বাৎস্যায়নভাষ্য।

"The fundamental action of our reasoning faculties consists in inferring or carrying to a new instance of a phenomenon whatever we have previously known of its like, analogue, equivalent or equal"—*Principles of Science.*

প্রমাণ বলে; কিন্তু মায়াময় সংসারে, বুঝিলাম, অভ্রান্ত বা সত্য-জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না, * তবে প্রমা বা সত্যজ্ঞানের যাহা করণ, তাহা প্রমাণ, প্রমাণের এতদ্রূপ লক্ষণ অন্বর্থ হয় কৈ ?

* চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সরও বলিয়াছেন, সাংসারিকজ্ঞান মায়াময়, সাংসারিক-জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন। যতই বিজ্ঞানের উন্নতি হউক না কেন, কোন বিষয়ের সম্যক্ তথ্য নিরূপিত হইবে না। যতই সূক্ষ্মতত্ত্বের আবিষ্কার হউক, জ্ঞানের শেষসীমায় উপনীত হইয়াছি, এ কথা আমরা কখনই বলিতে পারিব না। যাহা জানিবার জানিয়াছি, আর জানিবার অবশিষ্ট নাই, সাংসারিকজ্ঞান লইয়া কেহই তাহা বলিতে সক্ষম হইবে না। বিজ্ঞানের যে পরিমাণে প্রসার হইবে, ততই অজ্ঞানের-প্রকাশ পাইবে।

"Positive knowledge does not, and never can, fill the whole region of possible thought. At the uttermost reach of discovery there arises, and must ever arise, the question—What lies beyond ? * * * Regarding Science as a gradually increasing sphere, we may say that every addition to its surface does but bring it into wider contact with surrounding nescience.' —

First Principles. P. 16-17.

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টিন্ড্যালেরও ঠিক এই কথা—

"We can probably never bring natural phenomena completely under mathematical laws, because the approach of our sciences towards completeness may be asymptotic, so that however far we may go, there may still remain some facts not subject to scientific explanation."—*Fragments of Science. P. 36.*

পণ্ডিত জন ষ্টুয়ার্ট মিলের এতৎ সম্বন্ধীয় উক্তি,—

"England's thinkers are again beginning to see, what they had only temporarily forgotten, that the difficulties of metaphysics lie at the root of all Science, that the difficulties can only be quieted by being resolved, and that until they are resolved, positively whenever possible, but at any rate negatively. we are never assured that any knowledge, even physical, stands on solid foundations."— *John Stuart Mill.*

পূজ্যপাদ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর নিম্নোদ্ধৃত বচনসমূহদ্বারা যাহা বলিয়াছেন, চিন্তাশীল পাঠক তাহার সহিত পণ্ডিত স্পেন্সর, টিন্ড্যাল ও মিলের উক্তির তুলনা করিবেন—

"स्पष्टं भाति जगच्चेदमशक्यं तन्निरूपणम् ।
मायामयं जगत्तस्मादीक्षस्वापक्षपाततः ॥
निरूपयितुमारब्धे निखिलैरपि पण्डितैः ।
अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्षासु कासुचित् ॥
देहेन्द्रियादयोभावावीर्य्येणोत्पादिताः कथं ।
कथं वा तत्र चैतन्यमित्युक्ते ते किमुत्तरम् ॥
वीर्य्यस्यैव स्वभावश्चेत् कथं तद्विदितं त्वया ।
अन्वयव्यतिरेकौ यौ भग्नौ तौ व्यर्थवीर्य्यतः ॥
न जानामि किमप्येतदित्यन्ते शरणं तव ।
अतएव महान्तोऽस्याः प्रवदन्तीन्द्रजालताम् ॥"—পঞ্চদশী, চিত্রদীপঃ।

ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছি, যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়—বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, যদি তাহার তদ্রূপের কখন ব্যভিচার না ঘটে, দেশকালের পরিবর্ত্তনেও যদি তাহার পরিবর্ত্তন না হয়, তবে তাহাকে সত্য বলা হইয়া থাকে ; সত্যের এই লক্ষণানুসারে জাগতিকজ্ঞানের সত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। লাপ্‌ল্যাণ্ড-প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশেও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তি যেরূপ ক্রিয়া করে, উষ্ণপ্রধান শাহারা মরুভূমিতেও ইহার ক্রিয়া ঠিক তদ্রূপ। পারমাণবিক বিশ্লেষণ, প্রসারণ (Expansion), ভাস্বরত্ব (Ignition) এবং দগ্ধৃত্ব (Combustion), এই তৈজস ধর্ম্মত্রয়ের ব্যভিচার কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, দেশকালভেদে ইহাদের অন্যথা হয় না, তেজঃ কখন উক্ত ধর্ম্মত্রয়শূন্য হইয়া অবস্থান করে না। অতএব, পৃথিবী স্বীয়কেন্দ্রাভিমুখে সকল বস্তুকে আকর্ষণ করে এবং তেজঃ প্রসারণাদিধর্ম্মবিশিষ্ট, এতদ্বাক্যকে সত্য বাক্য বলা যাইতে পারে।

"অবস্থাদেশকালানাং ভেদাদ্ভিন্নাসু শক্তিষু।
ভাবানামনুমানেন প্রসিদ্ধিরতিদুর্ল্লভা ॥"—

বাক্যপদীয়।

পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বলিতেছেন, অবস্থা দেশ ও কাল-ভেদে শক্তির ভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে,—পূর্ব্বে যাহা বিলক্ষণ বলবান্ ছিল, অবস্থান্তরে তদ্বিপর্য্যয় দেখিতে পাই,—হিমপ্রধান দেশে জলস্পর্শ অত্যন্তশীতল, আবার অগ্নিকুণ্ডাদিতে ইহা মন্দোষ্ণ,

অর্থাৎ, এই সচরাচর জগৎ সুস্পষ্ট দেদীপ্যমান—প্রকাশিত দেখিতেছি, কিন্তু ইহার কোন এক বস্তুর প্রতি বিশেষ মনোনিবেশপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলেও তাহার সবিশেষ তথ্য জানিতে পারা যায় না। জগৎকে এইজন্যই মায়াময় বলিয়া স্বীকার করা হয় ; অতএব পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিচার করিয়া দেখুন, মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা যায় কি না ?

যদি সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়া এই পরিদৃশ্যমান জগতের কোন এক বস্তুর তথ্য নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হ'ন, তথাপি কোন না কোন পক্ষে অবশ্যই তাঁহাদিগের অজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। যদি প্রশ্ন করা যায়, বিন্দুমাত্র রেতঃদ্বারা এই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি কি প্রকারে উৎপন্ন এবং কোথাহইতে ও কি নিমিত্তই বা ইহাতে চৈতন্য আগত হয়, তাহা হইলে পণ্ডিতগণ কি উত্তর দিবেন ? যদি বলেন, বীর্য্যেরই এই প্রকার স্বভাব, তবে পুনরপি জিজ্ঞাস্য হইবে, বীর্য্যের স্বভাববশতঃই যে এরূপ হয়, তাহা আপনাদের কিরূপে নিশ্চয় হইল ? বীর্য্যের ব্যর্থতাদ্বারা ঐ স্বভাবের অন্যথাও যে লক্ষিত হয়। এইরূপে বারংবার জিজ্ঞাসিত হইলে, শেষে জানি না বলিয়া, তাঁহাদিগকে অজ্ঞানের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। মহাত্মারা এইজন্যই জগতের ঐন্দ্রজালিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

ইন্দ্রজাল কাহাকে বলে, সকলসংশয়নাশিনী সত্যবিদ্যাময়ী শ্রুতিদেবী নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রদ্বারা স্পষ্টতঃ তাহা বুঝাইয়াছেন, যথা—

"অয়ং লোকো জালমাসীচ্ছক্রস্য মহতোমহান্।
তেনাহমিন্দ্রজালেনামূন্তমসাভিদধামি সর্ব্বান্ ॥"—অথর্ব্ববেদসংহিতা।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, মহৎহইতে মহৎ ইন্দ্র বা পরমাত্মার জালস্বরূপ, এইজন্য ইহাকে ইন্দ্রজাল বলা হইয়া থাকে। জালশব্দটী, এখানে মায়াকে লক্ষ্য করিতেছে। জাল যেমন আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে, জগৎও সেইপ্রকার ইন্দ্রের আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মক মায়াজাল।

গ্রীষ্মে বহ্নি অত্যুষ্ণ-স্পর্শ, কিন্তু হেমন্তে সেরূপ নহে ; অতএব, অনুমানদ্বারা অব্যভিচারিজ্ঞানার্জ্জন করা সম্ভব নয়।

"নির্জ্ঞাতশক্তে র্দ্রব্যস্য তাং তামর্থক্রিয়াং প্রতি।
বিশিষ্টদ্রব্যসম্বন্ধে সা শক্তিঃ প্রতিবধ্যতে ॥"—

বাক্যপদীয়।

আরো এক কথা, প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত দ্রব্যশক্তি, দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষ বিশেষ দ্রব্যশক্তিসংযোগে কার্য্যকালে প্রতিবদ্ধ হইয়া থাকে— যথাসম্ভব ক্রিয়া করিতে পারে না। তেজের প্রসারণশক্তি বাষ্পে যেরূপ ক্রিয়া করিতে পারে, তরল পদার্থে সেরূপ পারে না এবং তরল পদার্থে ইহার কার্য্যকারিতা যেপ্রকার বলবতী, কঠিন পদার্থে সেরূপ নহে। পারমাণবিক সজাতীয় আকর্ষণ (Coheison)-শক্তির যেখানে প্রবলতা, তেজের প্রসারণশক্তি সেই স্থলে মন্দীভূত এবং আকুঞ্চনশক্তির হ্রাসে ইহার প্রবলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে *। অগ্নির দাহকতাশক্তি, বিষের বিষশক্তি দেখা গিয়া থাকে, মন্ত্রৌষধাদিদ্বারা প্রতিবদ্ধ হয়। অগ্নির সহিত আমার দেহের সন্নিকর্ষ হইবামাত্র ইহা আমাকে দগ্ধ করিবে, কিন্তু শুনিতে পাই, শক্তিমান পুরুষ মন্ত্র বা ঔষধাদির শক্তিদ্বারা অগ্নির দাহকতাশক্তিকে প্রতিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। আমি অত্যল্পমাত্রায় আর্সেনিক খাইলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইব ; এমন পুরুষ দেখিয়াছি, যাঁহাদের শরীরে, ইহা বিষমাত্রায় সেবিত হইয়াও, কোনপ্রকার বিষক্রিয়া করিতে পারে না। অতএব, প্রত্যক্ষপ্রমাণলব্ধ জ্ঞানের উপরি নির্ভর করিতে পারা যায় কৈ ? প্রত্যক্ষপ্রমাণকে কেমন করিয়া প্রমা বা সত্যজ্ঞানের করণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে ?

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, অসম্পূর্ণশক্তিদ্বারা কখন সম্পূর্ণক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে না। অক্ষ বা ইন্দ্রিয় পরিচ্ছিন্ন শক্তি, সুতরাং, প্রত্যক্ষ, সম্পূর্ণ বা অভ্রান্ত হওয়া সম্ভব নহে। বস্তুশক্তি যে বিরুদ্ধশক্তিদ্বারা প্রতিবদ্ধ হইতে পারে, যাঁহাদের প্রত্যক্ষ, ব্যাপক, এ কথা তাঁহাদের কাছে নূতন বা আশ্চর্য্যজনক নহে। আমার প্রত্যক্ষ সঙ্কীর্ণ—স্বল্পদেশনিবদ্ধ, সেইজন্য আমার নিকট ইহা বিস্ময়জনক। আর্সেনিক বা শঙ্খবিষ সেবন করিয়া পরিপাক করিতে দেখিলে, অথবা মন্ত্রশক্তিদ্বারা

* "The less the cohesive force, the greater will be the expansive effect of heat as is exemplified in the three states, in one of which all matter must exist. In solids, the force of cohesion is great, and consequently, the expansion trifling ; in liquids, the force of cohesion being much less, the expansion arising from heat is much more considerable ; and in aeriform or gaseous substances' amongst the particles of which the force of cohesion is least of all, the expansion is by far the greatest. There is no exception to the law of expansion by heat, it is universal."— *Noad's Lectures on Chemistry. P. 39-40.*

আধ্যাত্মিকাদি দুঃখ নিবারণ করিতে পারা যায়, এ কথা শুনিলে, আমার বিস্ময় কিংবা অবিশ্বাস হইতে পারে, কিন্তু যাঁহার প্রত্যক্ষ আমাহইতে ব্যাপক, তিনি ইহাতে বিস্মিত হইবেন না, তাঁহার ইহাতে অবিশ্বাস হইবে না। আর্সেনিক একটী বিষ, আর্সেনিক সেবনমাত্রেই প্রাণবিয়োগ হয়, প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা যাঁহার এবম্প্রকার বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে, অভ্যাস বা মন্ত্রাদির শক্তিদ্বারা আর্সেনিকের বিষক্রিয়াকে রোধ করিতে পারা যায়, এ ব্যাপার যাঁহার কখন প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় নাই, অভ্যাস বা মন্ত্রাদি শক্তিদ্বারা বিষও অমৃত হয়, এতদ্বাক্যে তিনি কখন বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন না। কিন্তু বিষ সেবন করিয়া মরিতে ও জীবিত থাকিতে, এই দ্বিবিধ ব্যাপার সংঘটিত হইতেই যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি বলিবেন, অবস্থা ও দেশ-কাল ভেদে দ্রব্যশক্তি বিভিন্নরূপ ক্রিয়া করিয়া থাকে। সুতরাং, দুই সত্য, দুই প্রাকৃতিক। শাস্ত্রকর্ত্তারা বলিয়াছেন, প্রমা বা অব্যভিচারি জ্ঞানের যাহা করণ, তাহাকে প্রমাণ বলে, সুতরাং, প্রমাণের এ লক্ষণ দূষিত লক্ষণ হইতেছে না, দোষ করণের—অপরাধ ইন্দ্রিয়ের।

সংশয়।—আমরা একবার বলিতেছি, সংসার বা জগৎ মায়াময়, সাংসারিক অপূর্ণশক্তি, সুতরাং, সাংসারিকের হৃদয়ে অবিতথ বা সর্ব্বথা অভ্রান্ত জ্ঞানের প্রকাশ হওয়া সম্ভব নহে। অক্ষ বা ইন্দ্রিয় পরিচ্ছিন্ন শক্তি, অতএব, প্রত্যক্ষ বা ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান (Consciousness) পূর্ণ হইতে পারে না, এবং প্রত্যক্ষের অপূর্ণতাতে প্রত্যক্ষোপজীবক অনুমানও অপূর্ণ হইবে। আবার ইহা আমাদেরই উক্তি যে, সত্যের যে লক্ষণ আমরা অবগত হইয়াছি, তদ্দ্বারা জাগতিক জ্ঞানের সত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, এবম্প্রকার ব্যামিশ্র বা সন্দেহোৎপাদক বাক্যে পাঠকের মনে নিশ্চয়ই নানাবিধ সংশয় উপস্থিত হইবে।

সংশয়নিরসন—পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক ভেদে দ্বিবিধ সত্তার কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে এবং আমরা বুঝিয়াছি, পারমার্থিক সত্তা কূটস্থ নিত্য, ইহা ধ্রুব, ইহা অবিচালী, ইহা উৎপত্তি-বৃদ্ধি-ব্যয়-বিরহিত *। ব্যাবহারিক সত্তা সংসার বা জগৎ, ইহা জন্মাদি ষড়্ভাববিকারময়। অতএব, পারমার্থিক সত্তার দিকে দৃষ্টি করিলে, ব্যবহারিক সত্তাকে মিথ্যা বলিয়াই মনে হইবে। ব্যবহারিক সত্তা তত্ত্বতঃ নিত্য হইলেও ইহার অবস্থাগত অনিত্যতা সহজবুদ্ধিগম্য, ইহা ধ্রুব বা উৎপত্তিবৃদ্ধ্যাদিবিকাররহিত নহে। সুতরাং, পারমার্থিক সত্তার তুলনায় ব্যাবহারিক সত্তা নিশ্চয়ই মিথ্যা।

---

* ভগবান্ পতঞ্জলিদেব কূটস্থনিত্যতা ও প্রবাহনিত্যতা, এই দ্বিবিধ নিত্যতার যে লক্ষণ দিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"ध्रुवं कूटस्थमविचाल्यनपायोपजनविकार्य्यनुत्पत्त्यवृद्ध्यव्यययोगि यत्तन्नित्यमिति। तदपि नित्यं यस्मिंस्तत्त्वं न विहन्यते।"—

মহাভাষ্য।

প্রকৃতির বিকৃতভাবহইতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে, অতএব, ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রকৃতির পূর্ণরূপ দেখা অসম্ভব। ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা জানা যায়, তাহা স্বল্প, তাহা মায়িক *। যাহা মায়িক, সুতরাং, যাহা বিকৃত—যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা অপরিচ্ছিন্ন বা অবিকৃতের তুলনায় যে মিথ্যা—তুচ্ছ, তাহা নিঃসন্দেহ। সাংসারিকের হৃদয়ে অবিতথ বা অভ্রান্ত জ্ঞানের প্রকাশ হইতে পারে না, একথা বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য। সত্যের যে লক্ষণ আমরা অবগত হইয়াছি, তদ্দ্বারা জাগতিক জ্ঞানের সত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, এতদ্বাক্যের মর্ম্ম কি, এক্ষণে তাহা চিন্তা করিতে হইবে।

মহত্তত্ত্বহইতে স্থূলতম পৃথিবীপর্য্যন্ত, স্বল্প-মহৎ, যতপ্রকার ভাববিকার আছে, প্রত্যেকেরই জন্মাদি-অবস্থাগত পরিণাম নির্দ্দিষ্টনিয়মাধীন, কোন পরিণামই অনিয়মিতরূপে সংঘটিত হয় না। বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি হয় না, যে দ্রব্যে যেরূপ শক্তি বা ধর্ম্ম আছে, তদ্দ্রব্যের তদ্রূপই পরিণাম হইয়া থাকে, অসতের সদ্ভাব অসম্ভব ইত্যাদি বাক্যের মর্ম্মই হইতেছে, সকলপ্রকার পরিণাম নির্দ্দিষ্টনিয়মাধীন—স্বভাব অতিক্রম করিয়া কেহ কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। প্রাকৃতিক বস্তুজাত যদি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিবর্ত্তিত না হইত, তাহা হইলে কোনপ্রকার জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারিত না। প্রাকৃতিক বস্তুজাত নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীনে পরিবর্ত্তিত হয়—বিশ্বনিয়ামক বিশ্বপিতা যে বস্তুতে যেরূপ শক্তি দিয়াছেন, তদ্বস্তু তদ্রূপ কর্ম্মই করিতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপ কর্ম্ম করা তাহার সাধ্যাতীত, তা'ই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা দ্রব্যের গুণ নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম হ'ন, তা'ই যে কারণহইতে যেরূপ কার্য্য একবার আবির্ভূত হইয়াছে, ঠিক তৎকারণহইতে আবার তদ্রূপ কার্য্যের আবির্ভাব হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়া মনে হয়, এক কথায় তা'ই নিখিল বিজ্ঞানশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। অপ্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে না, যাহা কিছু সংঘটিত হয়, তাহাই প্রাকৃতিক। তাপের ধর্ম্ম, পরস্পর গাঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট পরমাণুপুঞ্জকে বিশ্লিষ্ট করা, শৈত্যের ধর্ম্ম ঠিক ইহার বিপরীত, শৈত্য, পরমাণুসকলকে পরস্পর সম্বদ্ধ

* "शास्त्रानुशासनं गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति। यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायेव सुतुच्छकम्।"— পাং, যো, সূ, ভা।

পণ্ডিত জেবন, Consciousness (আমাদের বৃত্ত্যধীন জ্ঞান) কাহাকে বলে বুঝাইবার সময় বলিয়াছেন, একভাব বা একরূপ অবস্থাহইতে মনের অন্যভাব বা অন্যরূপ অবস্থাতে সংক্রমণাত্মিকানুভূতির বা পরিবর্ত্তনের জ্ঞানের নাম Consciousness. "Consciousness would almost seem to consist in the break between one state of mind and the next, just as an induced current of electricity arises from the beginning or the ending of the primary current."— *Principles of Science. P. 4.*

শাস্ত্রানুশাসন, Consciousnessকে নিরোধ না করিলে, প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হইবে না। "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः", "तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्", वृत्तिसारूप्यमितरत्र", ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের এই অমূল্য সূত্র তিনটীর অর্থ চিন্তা করিবেন।

করে। তাপ ও শৈত্য, এই পদার্থদ্বয়ের উক্ত ধর্ম্মদ্বয় যদি সার্ব্বভৌম বা অব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে তাপ ও শৈত্য-সম্বন্ধীয় এতাদৃশ জ্ঞানকে সত্যজ্ঞান বলা যাইতে পারে। দগ্ধৃত্ব, তেজের ধর্ম্ম, অগ্নিতে হাত দিলে, হাত পুড়িয়া যায়, অতএব, অগ্নির দাহকতাশক্তি আছে, এ জ্ঞান সত্য জ্ঞান। আর্সেনিক সেবন করিলে, মানুষ মরিয়া যায়, সুতরাং আর্সেনিক জীবনসংহারক বা বিষ, এ জ্ঞান সত্য জ্ঞান।

প্রশ্ন।—শাস্ত্রপাঠ বা বহুদর্শিতাবশতঃ যে দ্রব্যের যে গুণ আমরা অবগত আছি, কোন কোন স্থলে তদ্বিপর্য্যয় লক্ষিত হইয়া থাকে, যে মাত্রায় আর্সেনিক সেবন করিয়া এক ব্যক্তিকে মরিতে দেখিয়াছি, তদপেক্ষায় অধিক মাত্রায় আর্সেনিক খাইয়াও অন্য এক জনকে সুস্থ শরীরে থাকিতে দেখিতেছি, অতএব, আর্সেনিক বিষ, এ জ্ঞান সার্ব্বভৌমরূপে সত্য হইল কৈ ?

উত্তর।—আমরা পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, ক্রিয়াভেদে দ্রব্যের ভিন্নত্ব হইয়া থাকে এবং জগৎ যে ক্রিয়াত্মক—নিখিল জাগতিক পদার্থের অনুভূতি যে ক্রিয়ার অনুভূতি, ইহাও আমাদের পূর্ব্বপরিচিত কথা। ক্রিয়াহইতে হইলে, প্রবৃত্তি ও সংস্ত্যান বা অগ্নি ও সোম, এই দ্বিবিধ-শক্তির প্রয়োজন। যে কোনরূপ ক্রিয়াই হউক না কেন, তাহাই প্রবৃত্তি ও সংস্ত্যানের মিথুনে উৎপন্ন, তাহাই অগ্নি ও সোমাত্মক। ক্রিয়ার অনুভূতিই যখন দ্রব্যের অনুভূতি, তখন বলিতে পারি, সকলপ্রকার দ্রব্যই অগ্নীষোমাত্মক *। নিখিল প্রাকৃতিক বস্তুই অগ্নীষোমাত্মক বটে, কিন্তু সকল পদার্থে অগ্নি ও সোম সমভাবে বিদ্যমান নাই। কোন পদার্থে অগ্নির আধিক্য আছে, কোন পদার্থ সোমগুণপ্রধান। এই অগ্নি ও সোম নামক পদার্থদ্বয়েরই অন্য নাম রজঃ ও তমঃ। যাঁহার প্রকৃতি রজোগুণপ্রধান, সে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে তমোগুণের ক্রিয়া সহ্য করিতে পারেন এবং এইরূপ তমোগুণপ্রধান ব্যক্তির রজোগুণের আক্রমণ প্রধানতঃ সহ্য হইয়া থাকে। যাঁহার পিত্তপ্রধান-প্রকৃতি, তিনি অধিক পরিমাণে শৈত্য সেবা এবং শ্লেষ্ম-প্রকৃতিকব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে উষ্ণ সেবা করিতে সক্ষম। কঠিন জ্বরাদি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির যখন জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসে—হিমাঙ্গ হয়, তখন অত্যুগ্র বিষও অমৃতবৎ ক্রিয়া করিয়া থাকে, উত্তেজক ঔষধসমূহদ্বারা তখন জীবন রক্ষিত হয়। অতএব অবস্থা ও দেশ-কাল ভেদে শক্তি যে ভিন্নরূপ ক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহা নিশ্চয়। যে ব্যক্তি কখন অহিফেন সেবন করেন নাই, বিষ-মাত্রায় অহিফেন সেবন করিলে, নিশ্চয়ই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়, সুতরাং

* "इदं सर्व्वमन्नञ्चैवान्नादश्च सोम एवान्नमग्निरन्नादः।"—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

"अग्नीषोमौ मिथः कार्य्यकारणे च व्यवस्थिते।
पर्य्यायेण समं चेतौ प्रजीयेते परस्परं॥"—যোগবাশিষ্ঠ।

"लोकौ हि द्विविधः स्थावरो जङ्गमश्च।
द्विविधात्मक एवाग्नेयः सौम्यश्च तद्भूयस्त्वात्॥"—সুশ্রুতসংহিতা।

অহিফেন যে বিষ, তাহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু অভ্যাসের গুণে, অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবন করিলেও নির্ব্বিঘ্নে পরিপাক হইয়া যায়। দেশভেদেও দ্রব্যের গুণভেদ হইয়া থাকে। অহিফেন, তুরস্কদেশীয় লোকদিগের পক্ষে তত ভয়ানক নহে, অপেক্ষাকৃত অধিকমাত্রায় অহিফেন সেবন করিলেও তাহাদের বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় না; কিন্তু অন্যদেশে ইহার স্বল্পমাত্রাই অনিষ্টকর বা মত্ততা-জনক। হেমলক্ গ্রীসদেশীয় প্রকৃতিতে ভয়ঙ্কর বিষ, কিন্তু অন্যদেশে ইহা তত ভয়ঙ্কর নহে *। অবস্থা ও দেশ-কাল ভেদে শক্তির বিভিন্নরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করিয়া হয় না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে, বিভিন্ন শক্তি বিভিন্নরূপ ক্রিয়া করে, এ কথার সহিত অবস্থা ও দেশ-কাল ভেদে শক্তির ভিন্নরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে, এতদ্বাক্যের কোন পার্থক্য নাই। অবস্থা ও দেশ-কালও ত শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন বিকার—শক্তিরই পরিণামবিশেষ। যে প্রাকৃতিক নিয়মে পিত্তপ্রধান প্রকৃতিতে শৈত্যসেবা অধিকমাত্রায় সহ্য হইয়া থাকে, যে প্রাকৃতিক নিয়মে অভ্যাস (Adaptation) দ্বারা প্রাণনাশক হলাহলও পরিপাক হইয়া যায়, ঠিক সেই প্রাকৃতিক নিয়মে কফপ্রধান প্রকৃতিতে শৈত্যসেবা অনিষ্টকর হইয়া থাকে, এবং বিষমাত্রায় অহিফেনাদি পদার্থ সেবন করিলে মরিয়া যাইতে হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জগতে যত পদার্থ আছে, সকলেই অগ্নি ও সোম এই শক্তিদ্বয়ের বিকার বা পরিণাম, তন্মধ্যে কোন পরিণাম অগ্নি-প্রধান, কেহ সোমবহুল। যে অবস্থা, যে দেশ বা যে কাল অগ্নিপ্রধান, তদবস্থায়, তদ্দেশে বা তৎকালে সোমগুণপ্রধান ক্রিয়া হিতকর এবং বিপরীতে অগ্নিগুণপ্রধান ক্রিয়া পথ্য বা সহ্য হইয়া থাকে। অভ্যাসবশতঃ প্রকৃতি যে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাও সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক †। অল্পমাত্রায় বিষ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, কিছু কালের অভ্যাসের পর অধিকমাত্রায় বিষভক্ষণ করিয়াও যে নির্ব্বিঘ্নে পরিপাক করিতে পারা যায়, তাহার কারণ, আমরা যে এক-একটী পরিচ্ছিন্নশক্তি বা অনন্তশক্তিসাগরে ভাসমান বুদ্বুদবিশেষ, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অনন্তশক্তিসাগরহইতে আমরা একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাই নাই। ব্রত বা কর্ম্ম করিতে করিতে শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে, অধিক কি, যথোপযুক্ত যোগাভ্যাসের গুণে মানব অষ্টৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারে। মা আদ্যাশক্তি! হীন অশক্ত সন্তানকে শক্তি প্রদান কর, মা! চরণাশ্রিত

* "Opium in Turkey doth scarce offend, with us in a small quantity it stupifies. Cicuta or hemlock is a strong poison in Greece, but with us it hath no such violent effects."— *Cure of Melancholy. P. 430.*

† "Climate, light, humidity, nutriment, are hindrances or advantages that directly or indirectly affect the organism, and are all actively concerned in it. Surrounded by organisms, we see them without exception adapting themselves to circumstances"— *The Doctrine of Descent. P. 175.*

পতিত তনয়ের অভাব মোচন করে' দ্যাও, জননি! পূর্ণ তুমি, তোমার আত্মজ হ'য়ে অপূর্ণ থাকিব কেন, মা! ইহাত তোমারই উপদেশ যে, পূর্ণ আমি, সুতরাং, আমা-হইতে সম্ভূত মদীয় প্রজারাও আমার পূর্ণতাতে পূর্ণ *। ভ্রান্তিবশতঃ, আমরা সর্ব্বশক্তি-ময়ী পূর্ণ-সনাতনীর যে প্রজা, তাহা জানিনা, তা'ইত আমাদের এ দুর্গতি, পূর্ণহইয়াও তা'ইত আমরা দীন হীন, ত্রিভুবনেশ্বরীর সন্তান হ'য়ে-ও পথের ভিখারী। পতিত-পাবনী দুর্গতিনাশিনী সর্ব্বশক্তিময়ী বিশ্বজননীর কাছে কাতর প্রাণে, পূর্ণ-সনাতনীর আত্মজ আমরা, দৃঢ়রূপে-অচল অটল ভাবে এ বিশ্বাস হৃদয়ে ধরে,' কর্ম্ম করিলে, অনন্ত প্রশান্ত শক্তি-সাগর হইতে ধীরে ধীরে শক্তি স্রোত' বহিয়া আসিয়া, শরণাগত-ভক্ত সন্তানের মায়া-খণ্ডিত—অবিদ্যা পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং, হীন শক্তিকে বর্দ্ধিত করে। হীনশক্তি সন্তান, তা'ই শক্তিমান্ হয়, পঙ্গুরও ত'াই গিরি লঙ্ঘনে সামর্থ্য জন্মে, বিশ্বজননীর কৃপায় তা'ই কুঞ্জর মূর্খও একদিনে বৃহস্পতিবৎ প্রাজ্ঞ হইয়া উঠে, জন্মান্ধেরও দৃষ্টিশক্তি হয়; মার অনুগ্রহ হইলে মরুভূমিতে প্রসন্ন-সলিলা প্রবাহিণী খরতর বেগে প্রবাহিত হইতে পারে, এক কথায় দীনভক্তের হৃদয় যাহা চায়, মা তাহাকে তাহাই দেন। তবে ডাকিবার নিয়ম জানা চাই, মা (শ্রুতি), মাকে যেরূপ ডাকিতে শিখাইয়াছেন, সেইরূপে ডাকিতে হইবে। মাকে ডাকিতে গিয়া, অবিদ্যার প্রেরণায়, স্ত্রী-পুত্র-ধনৈশ্বর্য্যের নাম হইলে, মার উত্তর পাওয়া যাইবে কেন? পরিচ্ছিন্ন স্বল্প সুখের প্রার্থিকে বাঞ্ছাকল্পলতা অপরিচ্ছিন্ন সুখের অধিকারী করিবেন কেন? অতএব যাহা কিছু হয় বা হইতে পারে, তাহাই প্রাকৃতিক, তাহাই সত্য। প্রকৃতির স্থূলতমাবস্থায় যাহা সত্য, যে ভাব অব্যভিচারী, সূক্ষ্মাদি অবস্থায় তাহার ব্যভিচার হওয়াই প্রাকৃতিক, কারণের ভিন্নতায় কার্য্য অবশ্যই ভিন্ন হইবে।

মহত্তত্ত্বহইতে স্থূলতম ভৌতিকপরিণামপর্য্যন্ত সকলপ্রকার পরিণামই ত্রিগুণ-ময়ী প্রকৃতির বিকার, এক অপরিচ্ছিন্ন বা পারমার্থিক সত্তারই মায়াপরিচ্ছিন্ন বিবিধবিশিষ্টরূপ। অবিশেষ (Indefinite)-হইতেই বিশেষের (Definite) আবির্ভাব হয় †। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ, এই চতুর্ব্বিধ পর্ব্ব বা অবস্থা আছে। স্থূলভূত ও ইন্দ্রিয়,

* "पूर्णात् पूर्णमुदचति पूर्णं पूर्णेन सिच्यते ।"—অথর্ব্ববেদ-সংহিতা। ১০।৮

"पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥"—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

† "अविशेषाद्विशेषारम्भः ।"—সাঙ্খ্যদর্শন। ৩।১।

অবিশেষ—শান্ত, ঘোর ও মূঢ়ত্বাদিরূপসত্ত্বাদিগুণত্রয়ের বিশিষ্টভাববিরহিত সূক্ষ্মভূতহইতে শান্তাদি বিশিষ্টভাব বা স্থূলভূতের আরম্ভ হইয়া থাকে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ভূতসকলের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অবস্থাকে বিশেষাবস্থা বলিয়া বুঝান হইয়াছে, যথা—

"विशेषास्त्विन्द्रियग्राह्या नियतत्वाच्च ते स्मृताः ।"—মার্কণ্ডেয়পুরাণ। ৪৫ অং।

ইহারা প্রকৃতির বিশেষ-পর্ব্ব, পঞ্চতন্মাত্র ও অন্তঃকরণ, ইহারা অবিশেষ-পর্ব্ব, বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব), লিঙ্গমাত্র-পর্ব্ব এবং অব্যক্ত—গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা, অলিঙ্গ-পর্ব্ব। মহত্তত্ত্ব-হইতে স্থূলভূতপর্য্যন্ত সকলেই এক মূলশক্তির পরিচ্ছিন্নভাব। তবে সকল পরিচ্ছিন্ন-ভাব সমভাবে পরিচ্ছিন্ন নহে, পরিচ্ছেদের তারতম্য আছে। শক্তির অনন্ত অবস্থা, পরিচ্ছেদ স্থূলতঃ, সূক্ষ্মতঃ অসংখ্য, সুতরাং, কোন্ অবস্থাতে শক্তি কিরূপ ক্রিয়া করিয়া থাকে, পরিচ্ছিন্নশক্তি মানব তাহা জানিতে পারেন না। অলিঙ্গাবস্থা হইতে বিশেষা বস্থাপর্য্যন্ত প্রকৃতির প্রাগুক্ত চতুর্ব্বিধ পর্ব্ব বা অবস্থাই যিনি সম্যগ্‌রূপে সন্দর্শন করিতে পারিয়াছেন, প্রকৃতিসম্বন্ধীয় তাঁহার জ্ঞানই অভ্রান্ত। অবস্থা ও দেশ-কাল ভেদে শক্তি ভিন্নরূপ ক্রিয়া করে বলিয়া তাঁহার জ্ঞান বাধিত হয় না, এ কথা তাঁহাকে বিস্ময়াবিষ্ট করিতে পারে না। কোন্ অবস্থাতে বা কিরূপ দেশ-কালে শক্তির কীদৃশ ক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহা তিনি অবগত আছেন, তা'ই অবস্থা ও দেশ-কাল-বিশেষে সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করিতে তিনি পারগ হ'ন, তাঁহার কাছে স্থূল-সূক্ষ্ম সকল-প্রকার শক্তির ক্রিয়াই প্রাকৃতিক বা সত্য বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে; অহিফেনকে বিষ ও অমৃত, দুই বলিয়াই তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত। এইরূপ ব্যক্তির জ্ঞান সর্ব্বথা অবিতথ। কিন্তু তাহা যাঁহার হয় নাই, প্রকৃতির পূর্ণরূপ যিনি দেখেন নাই, প্রকৃতির পূর্ণরূপ দেখিবার উপযুক্ত ইন্দ্রিয়শক্তি যাঁহার নাই, তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বা সত্যানৃত জ্ঞান লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, সংশয়বিরহিত জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব *। অতএব সিদ্ধান্ত হইল, পারমার্থিক সত্তার তুলনায় ব্যব-হারিক বা জাগতিক সত্তা, মিথ্যা হইলেও সংসারের প্রবাহনিত্যতানিবন্ধন, ইহার সত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে। যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়—বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, যদি কখন তদ্রূপের ব্যভিচার না ঘটে, তবে তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। মহত্তত্ত্ব-হইতে স্থূলতম ভৌতিক পরিণামপর্য্যন্ত যতপ্রকার পরিণাম-পর্ব্ব আছে, সূক্ষ্মদর্শী তৎ-সমুদায়ের ধর্ম্ম, অবস্থা ও লক্ষণ বিদিত আছেন—সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয়ে যে যে পরিণাম-পর্ব্ব যে যে রূপে নিশ্চিত হয়, অন্যের কাছে না হইলেও তাঁহার সমীপে, তত্তদ্রূপ পরিণাম অব্যভিচারী, সুতরাং সত্য। ইন্দ্রিয়ের গাঢ় পরিচ্ছিন্নাবস্থায় প্রত্যক্ষও নিতান্ত পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে এবং ঐন্দ্রিয়িক শক্তির প্রসারতার সহিত প্রত্যক্ষও প্রসারিত হয়। বুঝিতে পারা গেল, ইন্দ্রিয়ের পরিচ্ছিন্নতার মাত্রানুসারে প্রত্যক্ষ

---

* পণ্ডিত জেবনও বলিয়াছেন, সম্পূর্ণজ্ঞানই, নিশ্চিত বা অভ্রান্তরূপে প্রাকৃতিক তথ্য জানিতে পারে—পূর্ণজ্ঞানীই প্রকৃতির সার্ব্বভৌম রূপ দেখিতে সক্ষম। যিনি অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানে জ্ঞানী, তাঁহাকেই পূর্ণজ্ঞানী বলা যায়, কিন্তু অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া, পরিচ্ছিন্ন সংসারে থাকিয়া অসম্ভব, সুতরাং, আমাদিগকে সত্যানৃতজ্ঞানেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, সংশয়বিরহিত জ্ঞান আমাদের হইতে পারে না।

"Perfect knowledge alone can give certainty and in nature perfect knowledge would be infinite knowledge."

পরিচ্ছিন্ন এবং প্রত্যক্ষের পরিচ্ছিন্নতানুসারে জ্ঞানও পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। সাধনাদ্বারা ইন্দ্রিয়শক্তি এতদূর বর্দ্ধিত হইতে পারে যে, মানব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ববিধ পরিণাম করস্থিত আমলকফলবৎ সন্দর্শন করিতে সক্ষম হ'ন। যোগাভ্যাসের গুণে মানব সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ ইহা স্বীকার করিতে পারেন নাই, তা'ই মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন, এ বাক্যে তাঁহারা অবিশ্বাসী।

এখন আমরা বলিতে পারি, প্রমা বা সত্য জ্ঞানের যাহা করণ, তাহাকে প্রমাণ বলে, প্রমাণের এ লক্ষণ অন্বর্থই হইয়াছে; প্রত্যক্ষ অপরিচ্ছিন্ন হইলে, নিশ্চয়ই ইহা সার্ব্বভৌম সত্যজ্ঞানের করণ। কিন্তু পরিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা অভ্রান্ত ও অপরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে? পরিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা যে অভ্রান্ত ও অপরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু যোগাভ্যাসের গুণে যাঁহার ঐন্দ্রিয়িকশক্তি সম্যগ্-বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি অষ্টৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন, তিনি, এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, ইহাঁদের প্রত্যক্ষ অপরিচ্ছিন্ন, দেশ-কালদ্বারা ইহা বাধিত হয় না, অতীত এবং অনাগত (ভবিষ্যৎ) ও ইহাঁদের কাছে বর্ত্তমান, বর্ত্তমানভিন্ন ইহাঁদের অন্য কাল নাই, প্রত্যক্ষভিন্ন অন্য প্রমাণ নাই। অতএব, মুক্তপুরুষ বা সাক্ষাৎ ভগবান্ যাহা বলেন, তাহাই অভ্রান্ত, তাহাই অব্যভিচারী; ইহার নাম 'আপ্তোপদেশ'। এই আপ্তোপদেশই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, ইহাই প্রমা বা সত্যজ্ঞানের প্রকৃষ্ট করণ—সাধকতম। আপ্তোপদেশকে প্রমাণ করিয়া যাঁহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ন্, আপ্তোপদেশকে যাঁহারা যথাযথরূপে অনুবর্ত্তন করিতে পারেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা সকল কর্ম্মেরই অভীষ্টফল লাভকরিতে সক্ষম হইয়া থাকেন।

আপ্তলক্ষণ—অনুভবদ্বারা যিনি সর্ব্ব পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভকরিয়াছেন, নিখিল বস্তুতত্ত্ব যাঁহার অভ্রান্তরূপে নিশ্চিত হইয়াছে, রাগাদির বশীভূত হইয়াও যিনি অপ্রকৃত কথা বলেন না, ভগবান্ পতঞ্জলিদেব তাদৃশ পুরুষকেই আপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন *। পতঞ্জলিদেব আপ্তপুরুষের যে লক্ষণ দিয়াছেন তাদৃশ-লক্ষণযুক্ত পুরুষের উপদেশ যে সর্ব্বোপরি প্রামাণিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবম্প্রকার-আপ্তোপদেশ-প্রমাণব্যতীত অন্যপ্রমাণদ্বারা লব্ধবস্তুতত্ত্বজ্ঞান সর্ব্বদা ভ্রান্তিশূন্য হওয়া সম্ভব নহে। অন্যপ্রমাণপ্রমিতজ্ঞান এইজন্য সত্যানৃত (Knowledge mingled with ignorance producing doubt), আর্য্যেরা যে বেদাদি শাস্ত্রের অবিরোধে অন্য প্রমাণের প্রামাণিকত্ব স্বীকার করিতেন, ইহাই তাহার কারণ।

আপ্তোপদেশ ও প্রত্যক্ষপ্রমাণ—ভগবান্ কণাদ প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই দ্বিবিধ প্রমাণ অঙ্গীকার করিয়াছেন। কণাদের মতে আপ্তোপদেশ বা শব্দপ্রমাণ,

* "आप्तोनामानुभवेन वस्तुतत्त्वस्य कार्त्स्न्येन निश्चयवान्।
रागादिवशादपि नान्यथावादी यः स इति चरके पतञ्जलिः॥"—मञ्जूषा।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের অন্তর্ভূত *। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগেরও ইহাই অভিমত। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, উপলব্ধি হইবে, যিনি ত্রিকালদর্শী, যাঁহার কাছে অতীত এবং অনাগত কালও বর্ত্তমানবৎ, দেশ ও কাল যাঁহার সর্ব্বদর্শি-নয়নের গতিকে অবরোধ করিতে পারে না, বস্তুর স্থূল-সূক্ষ্ম বা ব্যক্তাব্যক্ত অবস্থাদ্বয় যাঁহার হৃদয়ে সদা প্রতিভাত হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষব্যতীত অন্য কোন রূপ জ্ঞান তাঁহার হইতে পারে না, তাদৃশ পুরুষের সকল জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। মিত বা জ্ঞাতলিঙ্গদ্বারা পশ্চাৎ যে জ্ঞান হয়, অর্থাৎ, যে জ্ঞান লৈঙ্গিক †, তাহাকে অনুমানজ্ঞান বলে। পৌর্ব্বাপর্য্য দেশ-কাল কৃত, অতএব দেশ ও কাল যাঁহার দৃষ্টিকে অবরোধ করিতে অক্ষম, তাঁহার কাছে পৌর্ব্বাপর্য্যভাবের জ্ঞান থাকিবে কেন? তাঁহার কাছে সকল জ্ঞানই বর্ত্তমান। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটীদ্বারা এই কথাই বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—

"আবির্ভূতপ্রকাশানামনুপদ্রুতচেতসাম্।
অতীতানাগতজ্ঞানং প্রত্যক্ষান্ন বিশিষ্যতে॥"

শ্লোকটীর ভাবার্থ—তপস্যাদ্বারা যিনি নির্দ্দগ্ধকল্মষ হইয়াছেন—যাঁহার জ্ঞান দেশ-কালদ্বারা আবৃত হয় না, স্বচ্ছপদার্থে প্রতিবিম্বন্যায়ে সংক্রান্তবস্তুজাতের মত তাঁহার স্বচ্ছহৃদয়মুকুরে সর্ব্বদা সকলপদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া থাকে। আবির্ভূত-প্রকাশ, অনুপদ্রুতচিত্ত যোগির অতীত ও অনাগত জ্ঞান প্রত্যক্ষহইতে বিশিষ্টপদার্থ নহে ‡। অতএব, সিদ্ধান্ত হইল, আপ্তোপদেশই অভ্রান্ত বা অপরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ, ইহাই স্থির প্রমাণ। আপ্তোপদেশপ্রমাণবশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করিলে, ভ্রমে পতিত

* "তয়োর্নিষ্পত্তিঃ প্রত্যক্ষলৈঙ্গিকাভ্যাম্।"—"এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতম্।"—বৈশেষিকদর্শন।

† "অস্যেদং কার্য্যং কারণং সংযোগি বিরোধি সমবায়ি চেতি লৈঙ্গিকম্।"—বৈশেষিকদর্শন।

‡ "যুক্তস্য সর্ব্বদা ভানং চিন্তাসহকৃতোঽপরঃ।"—ভাষাপরিচ্ছেদ।

অর্থাৎ, যোগাভ্যাসদ্বারা বশীকৃতমানস যুক্তযোগির সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যুক্ত ও যুঞ্জান ভেদে যোগী দ্বিবিধ, তন্মধ্যে যুক্তযোগী বিনা ধ্যানে—চিন্তা না করিয়াই, সর্ব্ব বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, যুঞ্জান যোগী, বিষয়ব্যাবৃত্তমানস হইয়া ধ্যেয়বিষয়ে চিত্ত সন্ধারণপূর্ব্বক—তদ্বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হইয়া, স্থূলসূক্ষ্মব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট পদার্থসকল প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হ'ন্।

বর্ত্তমান কালের জড়-বিজ্ঞান-সর্ব্বস্ব, পরিচ্ছিন্নদৃষ্টি স্বদেশীয় বিদেশীয় পণ্ডিতম্মন্য সমাজের কাছে, এ সকল কথা, অযৌক্তিকবোধে অবজ্ঞাত হইলেও, অবিকৃত আর্য্যসন্তানগণ, আপ্তোপদেশ বলিয়া, ইহার আদর করিবেন, সন্দেহ নাই। আর্য্যশাস্ত্রপ্রভাকরহইতে প্রাপ্তালোক বিদেশীয় পণ্ডিত-বৃন্দের মধ্যেও কেহ কেহ প্রাগুক্ত যোগবিভূতিসকলের প্রতি যে আস্থাবান্ ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়া থাকে। লর্ড লিটন-কৃত জেনোনী (Zanoni)-নামক নভেলহইতে আমরা নিম্নে এতদ্বাক্যের সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত দুই একটী কথা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম—

"But first, to penetrate this barrier, the soul with which you listen must be sharpened by intense enthusiasm, purified from all earthlier desires. Not

হইতে হয় না, আপ্তোপদেশপ্রমাণব্যতীত অন্য প্রমাণের উপরি নির্ভয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। সকলেই প্রমাণবশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করেন বটে, কিন্তু আপ্তোপদেশভিন্ন অন্য প্রমাণের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করিলে, সকল স্থলে, অভ্রান্তরূপে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হওয়া অসম্ভব, আপ্তোপদেশপ্রমাণভিন্ন অন্য প্রমাণ-বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে, অনেক সময়েই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় *।

উপসংহার—আমরা এতক্ষণ যে সকল বিষয়ের চিন্তা করিলাম, তাহার সার-মর্ম্ম হইতেছে, গতি—কর্ম্ম—পরিবর্ত্তন বা এক অবস্থাহইতে অবিরাম অবস্থান্তরে গমন, জগতের স্বরূপ, কোন জাগতিক পদার্থ, মুহূর্ত্তের জন্যও এক ভাবে—পরিবর্ত্তিত না হইয়া, অবস্থান করিতে পারে না। কর্ম্মমাত্রেই ত্যাগগ্রহণাত্মক এবং রাগ ও দ্বেষই ত্যাগগ্রহণের হেতু। যাঁহার কাছে, যে পদার্থ আত্মীয় বা হিতকর বলিয়া নিশ্চিত হয়, তিনি তাহা গ্রহণ করেন, তাহার প্রতি তাঁহার রাগ (Attraction) জন্মে এবং যে পদার্থ, যাঁহার কাছে অনাত্মীয় বলিয়া অবধারিতহইয়া থাকে, তিনি তাহাকে ত্যাগ করেন, তাহার প্রতি তাঁহার দ্বেষ (Repulsion) হয়। অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান রাগ-দ্বেষের কারণ, এবং অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান, ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষ-হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষ, এই দ্বিবিধ দোষহইতে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এতদ্বাক্যের সহিত, পরিচ্ছিন্ন বা অপূর্ণ-শক্তি মিথ্যাজ্ঞানের তুহে, এ কথার কোন প্রভেদ নাই। সংসার অনাদি, পরিচ্ছিন্নশক্তিই

---

without reason have the so-styled magicians, in all lands and times, insisted on chastity and abstemious reverie as the communicants of inspiration. When thus prepared, science can be brought to aid it; the sight itself may be rendered more subtle, the nerves more acute, the spirit more alive and outward, and the element itself—the air, the space—may be made, by certain secrets of the higher chemistry, more palpable and clear. And this, too, is not magic, as the credulous call it; as I have so often said before, magic, (or science that violates nature,) exists not;—it is but the science by which Nature can be controlled."— *Zanoni. Book IV. Chapter IV.*

"Learn to be poor in spirit, my son, if you would penetrate that sacred night which environs truth."— *Ibid. Book II. Chap. VII.*

* "Ninety-nine people out of a hundred might be equally surprised on hearing that they had long been converting propositions, syllogizing, falling into paralogisms, framing hypotheses and making classifications with genera and species. If asked whether they were logicians, they would probably answer, No! They would be partly right; for I believe that a large number even of educated persons have no clear idea what logic is. Yet, in a certain way, every one must have been a logician since he began to speak.

"It must be asked:—If we cannot help being logicians, why do we need logic books at all? The answer is that there are logicians and logicions. All people are logicians in some manner or degree; but unfortunately many people are bad ones, and suffer harm in consequence!"— *Jevons' Logic.*

সংসার, সুতরাং, যত দিন আমরা সংসারে থাকিব, তত দিন অবিদ্যার বশে আমাদিগকে থাকিতেই হইবে, ততদিন রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করিতে আমরা বাধ্য, ততদিন পূর্ণজ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। উৎপত্তি-বিনাশশীল বা সাংসারিকজ্ঞান দ্বৈতজ্ঞান, কোন বস্তুকেই আমরা কেবল তদ্দ্বারা জানিতে পারি না, একটী বস্তুকে আমরা তাহার সহিত কোন-না-কোন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বস্ত্বন্তরের সহিত মিলাইয়া, অবগত হইয়া থাকি। সুখ ও সুখের হেতুভূত দ্রব্যের প্রাপ্তি এবং দুঃখ ও দুঃখের হেতুভূত দ্রব্যের ত্যাগের জন্যই নিখিল লোকব্যবহার; কি ত্যাজ্য, কি গ্রাহ্য, তাহা নিরূপিত না হইলে, কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, প্রমাণদ্বারাই কি ত্যাজ্য, কি গ্রাহ্য, তাহা নিরূপিত হইয়া থাকে, প্রমাণই সম্বন্ধাত্মক জ্ঞানোৎপত্তির কারণ। প্রমাতা বা জ্ঞাতা, প্রমাণদ্বারা (প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তোপদেশ) অর্থের উপলব্ধি করিবার পর, যদি তাহা তাঁহার হিতকর বলিয়া উপপন্ন হয়, তবে তাহাকে গ্রহণ, অন্যথা ত্যাগ করিয়া থাকেন, অতএব, সকলেই জ্ঞাতসারেই হউক, অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক, প্রমাণবশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করেন। বিনা প্রমাণে কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ন না। আপ্তোপদেশব্যতীত অন্য প্রমাণ-দ্বারা লব্ধজ্ঞান সর্ব্বত্র ভ্রমশূন্য হইতে পারে না, কি গ্রাহ্য, কি ত্যাজ্য, তন্নির্ণয়ার্থ আপ্তোপদেশকেই (যদি সুলভ হয়) বিচারকের আসনে উপবেশন করান উচিত। আপ্তোপদেশ যে সর্ব্বোপরি প্রামাণিক, এ কথা কেবল আমরাই বলিতেছি, তাহা নয়, সকল দেশেই এ কথা জ্ঞানতঃ হউক, অজ্ঞানতঃ হউক, সমাদৃত হইয়া থাকে। আপ্তোপদেশকে অগ্রাহ্য করিয়া, নিজের বুদ্ধিকে প্রধান প্রমাণ করিতে যাওয়া, বালকের কার্য্য, অবনিনীষু জাতির লক্ষণ। অন্য দেশে শাস্ত্রলক্ষিত আপ্তপুরুষ দুর্লভ, তা'ই তাঁহারা আপ্তোপদেশকে অবিসম্বাদে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিতে পারেন না। আপ্তব্যক্তিই নাই, সুতরাং, বিশ্বাস করিবেন কি রূপে। রাগদ্বেষপ্রসূত সংসারে শাস্ত্রে আপ্তব্যক্তির যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাদৃশলক্ষণযুক্ত পুরুষ দুর্লভ। শাস্ত্রনির্ব্বাচিত আপ্তোপদেশ যেখানে সুলভ নহে, তাদৃশ স্থলে প্রমাতা বা জ্ঞাতাকে, কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস বা অজ্ঞাততত্ত্ববস্তুকে গ্রহণ করা-কালে, নিজের হিতাহিতবিবেকশক্তি বা কর্ত্তব্যবুদ্ধির উপরি নির্ভর করিতে হইয়া থাকে।

সাংসারিক যখন অপূর্ণ, পূর্ণ হইতে না পারিলে, যখন কেহই নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করিতে পারিবেন না, অপূর্ণ বা অনাসাদিত-ঈপ্সিততমের কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকা যখন অসম্ভব, কর্ম্ম করিতে হইলেই যখন ত্যাগ ও গ্রহণ করিতে হইবে, সংসার যখন পণ্যশালা, বিনিময়ব্যাপারভূমি, তখন যত দিন না পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হয়, তত দিন সকলেই (স্বীকার করুন আর নাই করুন) পূর্ণ হইবার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করিবেন, তখন যত দিন না ঈপ্সিততমের দর্শনলাভ হইতেছে, তত দিন কর্ম্ম করিতে সকলেই প্রাকৃতিকনিয়মে বাধ্য, তত দিন সকলকেই ত্যাগ কিংবা গ্রহণ করিতে হইবে।

কর্ম্মভূমিতে যখন আসিয়াছি, লোকের উদ্ধার বা ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ এখানে আসিয়াছি, সুতরাং, নিজের কোন প্রয়োজন নাই, পরপ্রয়োজনই স্বার্থ, নিজের কোন কর্ত্তব্য নাই, পরের কর্ত্তব্যই স্বকর্ত্তব্য, এরূপ বিশ্বাস যখন হৃদয়ে স্থান পায় না, তখন কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকিতে পারিব না, পারা সম্ভবও নহে। কর্ম্ম যখন করিতেই হইবে, তখন কোন্ কর্ম্মদ্বারা ঈপ্সিততমের সমাগম হইবে, জীবের ঈপ্সিততমই বা কি এবং কিরূপ কর্ম্ম ঈপ্সিততমহইতে দূরে লইয়া যায়, সুতরাং, কোন্ কর্ম্ম অকর্ম্ম, তন্নির্ণয়ার্থ আচণ্ডাল-মনুষ্যের আপ্তোপদেশকেই প্রাধনতঃ পথপ্রদর্শক করা প্রয়োজন *। তবে আপ্তোপদেশ যেখানে দুষ্প্রাপ্য, তাদৃশ স্থলে অগত্যা প্রমাণান্তরের উপরি নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু অন্য প্রমাণ সর্ব্বদা সত্য কথা বলে না, অন্য প্রমাণ রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী। যে কার্য্যের প্রতি প্রাকৃতিকনিয়মে যাঁহার রাগ আছে, যদি তাহা প্রকৃত পক্ষে অকর্ম্মও হয়, তথাপি তিনি তাহা না করিয়া থাকিতে পারেন না এবং বস্তুতঃ যাহা সৎকর্ম্ম, প্রকৃতির প্রেরণায় যদি কোন ব্যক্তির তৎপ্রতি দ্বেষ থাকে, তাহা হইলে তিনি কদাচ তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ন না, রাগদ্বেষবশবর্ত্তী, নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিতে স্বভাবের নিয়মে অক্ষম। শাস্ত্রকারেরা এই-নিমিত্তই আপ্তোপদেশকে প্রধান প্রমাণ বলিয়াছেন।

সংসারে কেহ স্বার্থশূন্য হইতে পারেন না।

সংসারবাজারের বণিগ্-বৃত্তি।—আপ্তোপদেশ যে স্থলে দুর্ল্লভ, বিশ্বস্ত মধ্যস্থ পুরুষের মাধ্যস্থ্যের উপরি নির্ভর করা যেখানে সুগম নহে—উভয়ের পরিচিত বিশ্বস্ত ব্যক্তির সমাগম যেখানে অসম্ভব, তথায় কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা অথবা অজ্ঞাততত্ত্ব বস্তুকে গ্রহণ করা, বিশ্বাসক ও গ্রাহকের নিজের হিতাহিতবিবেক-শক্তি বা কর্ত্তব্যবুদ্ধির অধীন। এরূপ স্থলে সচরাচর দ্বিবিধ ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়া থাকে। বিশ্বাসক বা গ্রাহক, এরূপ স্থলে, হয়, তাদৃশ ব্যক্তি বা বস্তুকে, ইহাদের বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়াই, প্রত্যাখ্যান করেন, না হয়, যতদিনপর্য্যন্ত ইহারা অপকারক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, বিশ্বাসকর্ত্তা বা গ্রহীতার সদসদ্বিবেকশক্তি

* "इदं पुण्यमिदं पापमित्येतस्मिन् पदद्वये।
आचण्डालं मनुष्याणां समं शास्त्रप्रयोजनम्॥"—বাক্যপদীয়।

আমি আছি—আমার চৈতন্য আছে, এতদ্রূপ বিশ্বাস করিতে কেহই যেমন প্রমাণের অপেক্ষা করেন না, সেইরূপ আপ্তোপদেশ যে অভ্রান্ত প্রমাণ, তৎপ্রমাণের জন্য প্রমাণান্তরের অপেক্ষা হয় না। চৈতন্যের অস্তিত্ব প্রেক্ষাবানের হৃদয়ে যেমন অবিচ্ছিন্নরূপে বর্ত্তমান থাকে, ইহা যেমন হেতু-বাদদ্বারা বাধিত হয় না, আগম বা আপ্তোপদেশও প্রেক্ষাবানের সমীপে সেইরূপ হেতুবাদদ্বারা কখন বাধিত হয় না।

"चैतन्यमिव यश्चायमविच्छेदेन वर्त्तते।
आगमस्तमुपासीनो हेतुवादैर्न बाध्यते॥"—বাক্যপদীয়।

যতক্ষণ না ইহাদের অনিষ্টকারিতা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিতে পারিতেছে, ততদিন ইহাদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিলেও, একেবারে ত্যাগ করেন না; হয়ত ইহাদিগেরদ্বারা যথেষ্ট উপকার পাওয়া যাইবে, এই আশায়, যাহাদিগকে চিনি না, যাহাদিগের গুণ অবগত নহি, তাহারাই ত্যাজ্য, তাহারাই অহিতকর, কে বলিল—এইরূপ বিচারপরবশ হইয়া, ততক্ষণ তাহাদিগকে সাবধানে অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার না দিলেও বহিঃপ্রকোষ্ঠে বাস করিতে দিয়া থাকেন, পরীক্ষায় তাহাদিগের হিতকারিতা পরীক্ষিত হইলে, সাদরে তাহারা গৃহীত, অন্যথা প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

বিশ্বাসক বা গ্রাহক, নবাগত ব্যক্তি বা বস্তুকে বিশ্বাস বা গ্রহণ করা-কালে যাহা করিয়া থাকেন, তাহা দেখা গেল, এখন বিশ্বাসিত অথবা গৃহীত হইবার জন্য সমাগত অপরিচিত ব্যক্তি বা বস্তু, বিশ্বাসক বা গ্রাহকের বিশ্বাসোৎপাদন কিংবা গ্রহণপ্রবৃত্তি-বিধানের জন্য কি করিয়া থাকে, তাহা দেখা যাউক। নবাগত ব্যক্তি বা বস্তু যদি সরল হয়, তাহাদের অন্তর-বাহির যদি একরূপ হয়, অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশে কোন প্রকার অসাধু সংকল্প বা জীবনসংহারক গরল লুক্কায়িত না থাকে, তাহা হইলে তাহারা নিজেদের প্রকৃত ছবি, বিশ্বাসকর্ত্তা বা গ্রহীতার সম্মুখে ধারণ করে, অস্থির শোভাতিশায়িভূষণে ভূষিত না করিয়া, যাহা তাহাদের যথার্থরূপ, তাহাই প্রদর্শন করে; বিশ্বাসকর্ত্তা বা গ্রাহকের আবশ্যক হইলে, বিশ্বাস বা গ্রহণ করিবেন, কেবল এই উদ্দেশে স্বস্বরূপ দেখায়; পক্ষান্তরে যদি সংবৃত দুরভিসন্ধি থাকে, অন্তর-বাহির যদি একরূপ না হয়, মহাকাল (মাকাল)-ফলের ন্যায় যদি বহির্ম্মনোহর ও অন্তর্ম্মলীমস হয়, তাহা হইলে বিশ্বাসকর্ত্তা বা গ্রহীতার বিশ্বাস উৎপাদন বা গ্রহণ-প্রবৃত্তি-বিধানের জন্য—বিশ্বাসক বা গ্রাহকের চিত্তবিনোদনার্থ অতিকোমল ও মধুর ভাষায় অবিরাম নিজেদের গুণকীর্ত্তন করে, স্ব-স্ব-সারবত্তার পরিচয় দিয়া থাকে। পণ্যশালাতে, পণ্যাজীব বা বণিকেরা যেরূপ আপন-আপন পণ্যদ্রব্যের গুণকীর্ত্তন করে, অন্য বিপণিতে গমনোন্মুখ ক্রেতাদিগকে নিজাপণে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার মোহন-বচন প্রয়োগ করে, ক্রয়কর্ত্তার আবশ্যকীয় দ্রব্য নিজ বিপণিতে না থাকিলেও যেমন তাহাকে আহ্বান করিতে ক্ষান্ত হয় না, মিষ্ট-বচনে বিমুগ্ধ করিয়া যদি কিছু গ্রহণ করাইতে পারে, এতদুদ্দেশে নয়নপথপতিত সকল লোককেই আহ্বান করে। এ সংসারবাজারে যেখানেই বিশ্বাস্য বা গ্রাহ্যের, বিশ্বাসক অথবা গ্রাহকের, বিশ্বাসোৎপাদন বা গ্রহণপ্রবৃত্তিবিধানের শক্তি প্রকৃততঃ না থাকে, সেইখানেই এইরূপ লীলাভিনয় হইয়া থাকে। সংসার পণ্যশালা—ক্রয়বিক্রয়ভূমি। বিনিময়ে বা পরিবর্ত্তে, ন্যূনাধিক কিম্বা তুল্য দ্রব্য দান করিয়া, দ্রব্যান্তরগ্রহণই পণ্যশালানুষ্ঠিত একমাত্র ব্যাপার, এখানে যে কিছু ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাই বিনিময়াত্মক বা আদানপ্রদানমূলক। বিনিময়ে কিছু না পাইলে, কোন বণিকই কাহাকেও কিছু দান করিতে পারেন না। বিনিময়ই যে রাজ্যের ধর্ম্ম,

পরিবর্ত্তনের সহিত যে স্থানের নিত্যসম্বন্ধ, সে স্থলে, বিনিময়শূন্যব্যাপার দেখিবার আশা করা বৃথা, পরিবর্ত্তে কোন কিছু দান করিতে না পারিলে, এ বাজারে কোন কিছু পাইবার আশা নাই। সংসারবিপণিতে এইজন্য উপকার-প্রত্যুপকারব্যতীত কাহার কোন পদার্থের সহিত সম্বন্ধ নাই। রাজাপ্রজা, পতি-পত্নী, গুরু-শিষ্য, (বিশেষতঃ বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের) দাতা-গ্রহীতা, সকলেই এই সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। মাতা-পিতার সহিত পুত্র-কন্যার, সহোদরের সহিত সহোদরের, বন্ধুর সহিত বন্ধুর, প্রতিবেশির সহিত প্রতিবেশির, গ্রহণাত্মক ইন্দ্রিয়গ্রামের সহিত গ্রাহ্যাত্মক বিষয়পঞ্চকের, এককথায় আত্মার সহিত, আত্মেতর—আত্মাহইতে স্বতন্ত্র বা বিভিন্ন-রূপে প্রতিভাসমান পদার্থসমূহের যে সম্বন্ধ, তাহাই উপকারপ্রত্যুপকারমূলক, তাহাই আদানপ্রদানাত্মক।

আপত্তি—সংসারে যে কেহই, প্রত্যুপকার পাইবার আশা না থাকিলে, উপকার করেন্ না, পরিবর্ত্তে যেখানে কিছুই পাইবার সম্ভাবনা নাই, উপচিকীর্ষাবৃত্তি তদ-ভিমুখে যে প্রসর্পিত হয় না, সংসার যে বিনিময়ব্যাপারের উপরি অবস্থিত, তাহা কে বলিল? প্রত্যুপকার পাইবার আশা হৃদয়ে না রাখিয়া, কোন উপকারকই যে কাহার উপকার করেন না, এ কথা কি সার্ব্বভৌমরূপে সত্য? কত নিঃস্বার্থ মহাত্মার নাম ইতিহাস বা সংবাদপত্র কীর্ত্তন করে, কত প্রাতঃস্মরণীয় মহানুভবের নাম অকি-ঞ্চন দরিদ্রকণ্ঠে সদা বিঘোষিত হইতে দেখা যাইতেছে, কত প্রেমমূর্ত্তি, বন্ধুকে স্বকীয় বাহ্যসঞ্চারিপ্রাণবোধে ভাল বাসেন, কত পতিগতপ্রাণা ললনা, পতিবিয়োগযাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া, অবলীলাক্রমে প্রিয়তমজীবনকে চিতাগ্নিতে আহুতি দিয়াছেন, তখন কেমন করিয়া স্বীকার করিব যে, প্রত্যুপকারপ্রাপ্তির আশা না থাকিলে, সংসারে কেহ কাহার উপকার করেন না? অন্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও নিঃস্বার্থ-স্নেহময়ী-জননীমূর্ত্তি যতদিন সংসারে প্রতিষ্ঠিতা থাকিবে, ততদিন নিঃস্বার্থপ্রেম জগতে আদৌ নাই, এ কথা বলিবার যো' নাই। নিঃস্বার্থ প্রেম সংসারপণ্যশালাতে যদি একেবারে অনাসাদ্য পদার্থ হইত, তাহা হইলে এ বাজারে কোন ব্যক্তির মুখেই "নিঃস্বার্থপ্রেম", এ নাম শুনিতে পাওয়া যাইত না।

আপত্তিখণ্ডন—যতদিন আমরা সংসারে, সুতরাং যতদিন আমরা অপূর্ণ—অভাববিশিষ্ট, ততদিন নিঃস্বার্থভাবে কোন কর্ম্ম করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। অপূর্ণসংসারী, পূর্ণ হইবার জন্যই, অভাব-বিশিষ্ট জীব অভাবমোচনের নিমিত্তই, কর্ম্ম করিয়া থাকে। নিজের অর্থ বা প্রয়োজন যাহার সিদ্ধ হয় নাই, নিজের অর্থ বা প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্যই যে সদা ব্যস্ত, নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্ম করা কি তাহার পক্ষে সম্ভব? যে কোন কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হউক, তাহাই স্ব বা আত্মার জন্য। পতির প্রতি পত্নীর যে প্রীতি, তাহা পতির জন্য নহে, আত্মপ্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত, পতিরও জায়ার প্রতি যে ভালবাসা, তাহাও স্বার্থসিদ্ধির জন্য,

জায়ার জন্য নহে। পতিদ্বারা পত্নীর এবং পত্নীদ্বারা পতির, স্বার্থ সিদ্ধ হয় বলিয়াই পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসে *। যেখানে স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা কম, ভালবাসাও সেখানে অত্যল্প। এইরূপ পুত্রের প্রতি মাতাপিতার, সোদরের প্রতি সোদরের, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, এক কথায় (পূর্ব্বেই বলিয়াছি), আত্মার সহিত আত্মেতর পদার্থের যে প্রেম, তাহা স্বার্থমূলক, যেখানে যাহার যে পরিমাণে স্বার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনা, সেইখানে তাহার সেইমাত্রায় প্রেম বিদ্যমান। আত্মাই বস্তুতঃ প্রিয়তম পদার্থ †। ১৬। তবে যাহার প্রতি আত্মীয়ভাব থাকে, তাহার প্রতি ভালবাসাও থাকে।

স্বার্থপর সংসারে তবে নিঃস্বার্থ কথাটীর ব্যবহার আছে কেন?—সংসারে স্বার্থশূন্য ব্যবহার যখন অসম্ভব, তখন এ বাজারে নিঃস্বার্থ প্রেমের নাম শুনিতে পাওয়া যায় কেন?—কার্য্যানুরোধে বিদেশবাসী, প্রবাসকালে, ইচ্ছা না থাকিলেও ব্যাধিতের ঔষধ সেবনের ন্যায় বাধ্য হইয়া, তদ্দেশীয় আচার-ব্যবহার পালন করিয়া থাকেন, অন্যের দুর্ব্বোধ হইবে, সে দেশের লোকেরা বুঝিতে পারিবে না, তা'ই প্রিয়তমমাতৃভাষা ছাড়িয়া, তৎস্থানপ্রচলিত ভাষাতে কথাবার্ত্তা করিয়া থাকেন। কিন্তু স্বদেশীয় সংস্কার যতদিন-পর্য্যন্ত বিদেশীয় সংস্কারদ্বারা সম্পূর্ণ-রূপে আচ্ছাদিত হইয়া না পড়ে, দেশীয় প্রকৃতি যতদিন-পর্য্যন্ত একেবারে বিকৃতি-প্রাপ্ত বা বিদেশীয়ভাবে ভাবিত হইয়া না যায়, ততদিনপর্য্যন্ত, বিদেশীয় বন্ধুবর্গকে সর্ব্বতোভাবে অনুকরণ করিতে যাইলেও তাহাতে স্বদেশীয় ভাবের চিহ্ন স্পষ্টতঃ লক্ষিত হইয়া থাকে, ততদিনপর্য্যন্ত স্বদেশের কথা অবিরাম তাঁহার অন্তঃকরণে প্রতিধ্বনিত হয়, বীজভাবে বিদেশীয়ভাব অনুস্যূত না থাকিলে, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বিদেশে বাস করিলেও, তিনি একেবারে বিদেশীয়ভাবে পরিবর্ত্তিত হ'ন্ না; রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় সর্ব্বদাই তিনি বিদেশের গ্রাসহইতে বিমুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। স্তন্যপায়ি-শিশু, সাদরে গৃহীত হইয়া, ততক্ষণ অন্যের ক্রোড়ে নিশ্চিত হ'য়ে হাঁসে, খেলে, যতক্ষণ তাহার গর্ভধারিণীর কথা মনে না পড়ে, কিন্তু গর্ভধারিণীর কথা একবার মনে পড়িলে, আমি যাঁহার অঙ্কে রহিয়াছি, ইনি আমার 'মা' ন'ন্, এ কথা স্মরণ হইলে, আর যেমন সে তাঁহার ক্রোড়ে স্থির হইয়া অবস্থান করে না, মার জন্য তখনই যেমন তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, হাজার ভুলা-ইলেও সে যেমন আর ভুলে না, প্রবাসিরও সেইরূপ স্বদেশের কথা অন্তরে জাগিয়া উঠিলে, জন্মভূমির কথা মনে পড়িলে, মাতা-পিতা-প্রভৃতি আত্মীয়জনের কথা স্মৃতি-

* "স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়োভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।"—
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

† "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।"—
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

পথে উদিত হইলে, আর তিনি স্থির হইয়া থাকিতে পারেন না, তখনই তাঁহার মন'-প্রাণ স্বদেশের প্রতি ধাবিত হয়।

সংসার আমাদের স্বদেশ নহে, আমরা এ রাজ্যের প্রজা নহি, আমরা প্রবাসী, আমরা স্বদেশগমনপ্রবৃত্ত দিঙ্‌মূঢ়পথিক; কর্ম্মবশে এ স্থানে আসিয়াছি। আমরা এক্ষণে যাঁহার অঙ্কে শায়িত—যাঁহার ক্রীড়াপুত্তলিকা, তিনি আমাদের 'মা' ন'ন্। আমরা যে দেশের অধিবাসী, নিঃস্বার্থপ্রেম সেই দেশের জিনিস্, স্বার্থবিরহিত ব্যাপার সেই দেশেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিদেশকে যাঁহারা স্বদেশ বলিয়া ভ্রমে পতিত হ'ন নাই, স্নেহময়ী জননীর প্রেমময়মূর্ত্তি যাঁহাদের অন্তরে অনুক্ষণ প্রতিফলিত হয়, জননী তাঁহার সন্তানদিগকে কোলে লইবার জন্য কর-প্রসারণ করিয়া অবিরাম ডাকিতেছেন, যে সকল ভাগ্যবানের কর্ণে সে আহ্বানধ্বনি প্রবিষ্ট হয়, মার কাছে যাইবার জন্য যাঁহারা বিদেশীয় বসন-ভূষণ, বিদেশীয় আচারব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন, বিমাতার আপাতরমণীয় পরিণামবিরস ক্রোড় পরিহার করিয়াছেন, নিঃস্বার্থপ্রেম তাঁহাদের হৃদয়ে বাস করে, সংসারে স্বার্থবিরহিতপরোপকার করিতে তাঁহারাই সক্ষম। নিঃস্বার্থপ্রেম নিষ্কামকর্ম্ম প্রভৃতি অন্যদেশীয় পদার্থগুলির পবিত্র নাম ঐ সকল মহাত্মাদ্বারা সংসারে প্রচারিত হইয়াছে, তা'ই আমরা এই স্বার্থপর সংসার-বাজারে ঐ সকল পদার্থের নাম শুনিতে পাই। যে সকল প্রবাসী, বিদেশে বাস করিলেও স্বদেশের প্রতি মমতা রাখেন, শান্তিময় স্বদেশ ছাড়িয়া, অশান্তিময় বিদেশেই চিরজীবন কাটাইতে যাঁহারা অভিলাষী নহেন, যাঁহাদের প্রকৃতি একেবারে বিকৃত হইয়া যায় নাই, কার্য্যশেষ হইলেই দেশে যাইব, যাঁহাদের এইরূপ সঙ্কল্প ও তজ্জন্য পাথেয় সংগ্রহ করিতে যাঁহারা সর্ব্বদা যত্নবান্, নিঃস্বার্থপ্রেমে প্রেমিক হইতে না পারিলেও, স্বদেশীয় পদার্থবলে, তাঁহারা ইহার পক্ষপাতী—ইহার অনুরাগী, এ পদার্থেরমূল্য তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন।

অতএব, স্বার্থপরসংসারে, নিঃস্বার্থভাবে কেহ কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না, নিঃস্বার্থভাবে কোন কর্ম্ম করিবার শক্তি অপূর্ণ বা অভাববিশিষ্ট সাংসারিকের নাই। তবে যাঁহারা সংসারকারাগারহইতে বিমুক্ত হইবার জন্য সচেষ্ট, সংসার যাঁহাদের দৃষ্টিতে প্রোজ্জ্বলিত-অগ্নিকুণ্ড, নিঃস্বার্থপ্রেমে প্রেমিক হইতে না পারিলেও এ যন্ত্রণাময় কারাগারহইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায়ান্তর নাই, যাঁহাদের হৃদয় এ কথায় সম্পূর্ণ আস্থাবান্, মুখে 'নিঃস্বার্থপ্রেম,' 'নিষ্কামকর্ম্ম' ইত্যাদি স্বর্গীয় নামোচ্চারণ, এবং অন্তরে ঘোরস্বার্থপরতাকে পোষণ করা যাঁহাদের নিকট মহাপাপ-জ্ঞানে ঘৃণিত, তাঁহারা এ পবিত্র পদার্থের আদর বুঝেন—এ নাম উচ্চারণ করিবার তাঁহারা অধিকারী। মন্ত্রসিদ্ধির জন্য, যথাশাস্ত্র মন্ত্রোচ্চারণ ও তদর্থ ভাবনা করা যেমন প্রয়োজনীয়, নিঃস্বার্থপ্রেমে প্রেমিক হইতে অভিলাষীর সেইরূপ মন্ত্রের ন্যায় এ পবিত্র নামের উচ্চারণ ও ইহার অর্থ চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

পাণিনি-ব্যাকরণের ভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব "समर्थः पदविधिः।" ২।১।১ এই পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্য করিতে গিয়া, একস্থানে বলিয়াছেন, আমরা 'জহৎস্বার্থ' এই কথাটী ব্যবহার করিয়া থাকি, জহৎস্বার্থকথাটীর প্রকৃত অর্থ হইতেছে—স্বার্থ-ত্যাগী। যাহা দেখিয়া আমরা এক ব্যক্তিকে জহৎস্বার্থ বা স্বার্থত্যাগী বলিয়া থাকি, তাহাতে সে ব্যক্তির স্বার্থত্যাগ অবশ্য লক্ষিত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে স্বার্থ-বর্জ্জন অসম্ভব। যতদিন আমাদের ব্যক্তিগত পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন 'স্ব' থাকিবে, যতদিন আত্মপরজ্ঞান থাকিবে, সুতরাং, যতদিন কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন একেবারে স্বার্থত্যাগ, সম্ভব নহে, ততদিন কেহই অত্যন্তরূপে স্বার্থত্যাগ করিতে পারেন না; তবে যেখানে পরার্থবিরোধিরূপ হেয় স্বার্থের ত্যাগ পরিদৃষ্ট হয় সেই স্থলে জহৎস্বার্থ বা স্বার্থত্যাগ, এই সকল কথার ব্যবহার হইয়া থাকে *। যাঁহার আত্ম-জ্ঞান, বিশ্বব্যাপক হইয়াছে, আমি বলিতে যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বুঝিয়া থাকেন, সেই মহাত্মাই প্রকৃত প্রস্তাবে জহৎস্বার্থ হইতে পারেন।

---

* "जहदप्यसौ स्वार्थं नात्यन्ताय जहाति, यः परार्थविरोधी स्वार्थस्तं जहाति॥"—
পাতঞ্জল—মহাভাষ্য।

বর্ত্তমান হিন্দু * সমাজের † চিত্র।

'সমাজ' কাহাকে বলে—'সম্'-উপসর্গ পূর্ব্বক 'অজ' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া, 'সমাজ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অজ' ধাতুর অর্থ গতি (Motion), এবং 'সম্' উপসর্গটী এখানে 'সমান,' ঐক্য বা 'সহিত', এই সকল অর্থের দ্যোতক। 'সমাজ' শব্দটীর, সুতরাং, ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতেছে, 'সমূহ', 'সংহতি', 'সমিতি'। অমরকোষ-নামে প্রসিদ্ধ সংস্কৃত-অভিধানে, পশ্বাদি ইতরজীব-ভিন্ন মনুষ্যাদি শ্রেষ্ঠজীববৃন্দের সংহতিকে 'সমাজ' এবং পশুদিগের সমূহকে 'সমজ' নামে উক্ত করা হইয়াছে †। অমরসিংহের অভিপ্রায়, সমানমন্ত্র—সমলক্ষ্য, অন্যোন্যা-শ্রয়ী মনুষ্যাদি উৎকৃষ্টজীবগণের, সমপ্রয়োজন বা সমানার্থসিদ্ধির নিমিত্ত একীভূত ভাবের নাম 'সমাজ'।

* 'হিন্দু'-শব্দটী সাধু বা সংস্কৃত শব্দ নহে, ইহা অপশব্দ। অনেকে অনুমান করেন, 'হিন্দু' সিন্ধু শব্দের অপভ্রংশ। কথাটা অসঙ্গত নহে, কারণ, ম্লেচ্ছজিহ্বাতে, সকার প্রায় হকার রূপেই উচ্চারিত হইতে দেখা গিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, মুসলমানেরা জিত আর্য্যজাতিকে ঘৃণাপূর্ব্বক 'হিন্দু' এই নামে অভিহিত করিত বলিয়া, হিন্দু শব্দটীর বহুল ব্যবহার হইয়াছে। আরব্যভাষায় হিন্দুশব্দ কৃষ্ণবর্ণ (Black), এই অর্থের বাচক। যাহা হউক, হিন্দু কথাটী, জেতার, জিতজাতির প্রতি অবজ্ঞাসূচক আহ্বান বলিয়াই মনে হয়। বহুদিন ধরিয়া এই নাম চলিয়া আসিতেছে, আজ কাল হিন্দু নামেই আর্য্যজাতি পরিচিত, তা'ই ইচ্ছা না থাকিলেও হিন্দু-শব্দটাই, আমরা এ স্থলে ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলাম।

† সমাজসম্বন্ধে 'সমাজ-বিজ্ঞান'-শীর্ষক বিস্তীর্ণ প্রবন্ধ, গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হইবে। পাঠকের সমীপে, এই নিমিত্ত বিনয়পূর্ণপ্রার্থনা, 'সমাজ-বিজ্ঞান' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে 'বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের চিত্র'-সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করেন।

† "পশূনা সমজোঽন্যেষাং সমাজঃ।"—অমরকোষ।

"পশূনামেব বৃন্দং সমজ ইত্যুচ্যতে একম্। অন্যেষাং পশ্বতিরিক্তানাং বৃন্দং সমাজঃ।"—

অমরকোষটীকা।

সংস্থান ও System, এই শব্দদ্বয়ের উপসর্গ, ধাতু ও অর্থ-গত সাদৃশ্য চিন্তনীয়। 'System' কথাটী, Syn—together, histemi—to place, এই দুইএর সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। সংস্থান, সম্+স্থা+ল্যুট্, এইরূপে নিষ্পন্ন। 'সম্' উপসর্গ ও 'Syn' যে এক পদার্থ, তাহাতে কোনই সংশয় নাই এবং 'histemi' 'স্থা' ধাতুরই বিকার বলিয়া বোধ হয়। শব্দদ্বয়ের অর্থও এক।

পূজ্যপাদ ভগবান্ গোতম বলিয়াছেন, রেখা বা বিন্দুসমষ্টির—অণুসমূহের, নানাবিধপরিচ্ছিন্ন সংস্থানই ত্রিকোণ, চতুরস্র, সম, পরিমণ্ডলাদি আকৃতি বা মূর্ত্তি (Geometrical figures)।

"মূর্ত্তিমতাঞ্চ সংস্থানোপপত্তেরবয়বসদ্ভাবঃ।"—ন্যায়দর্শন। ৪।২।২৩।

"পরিচ্ছিন্নানাং হি স্পর্শবতাং সংস্থানং ত্রিকোণং চতুরস্রং সমং পরিমণ্ডলমিত্যুপপদ্যতে।"—

বাৎস্যায়নভাষ্য।

সমাজ তাহা হইলে সংস্থান (System)—সমাজ কথাটীর ব্যুৎপত্তিলভ্যও কোবোক্ত অর্থহইতে অবগত হইলাম, সমানমন্ত্র—সমলক্ষ্য, অন্যোন্যাশ্রয়ী মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট জীবগণের সমপ্রয়োজন বা সমানার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত একীভূত ভাবের নাম 'সমাজ।' সংস্থান বা বিদেশীয় ভাষার Systemএরও ঠিক এই লক্ষণ। কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসম্পাদনের নিমিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্যসকলের যে সংহতি—সমলক্ষ্য, ইতরেতরাশ্রয়ী পদার্থজাতের সমানার্থসিদ্ধির নিমিত্ত যে একীভূত ভাব—যে মিলন, তাহার নাম সংস্থান বা (System) *।

শরীর ও সংহনন (Body) †—'শৄ' ধাতুর উত্তর 'ঈরন্' ‡ এবং 'সম্' পূর্ব্বক 'হন্' ধাতুর উত্তর 'ল্যুট্' প্রত্যয় করিয়া, যথাক্রমে 'শরীর' ও 'সংহনন', এই পদদ্বয় সিদ্ধ হইয়াছে।

যাহা শীর্ণ হয়—ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহাকে 'শরীর' এবং যাহা সংহত হয়—পরার্থ সংসৃষ্ট হয়—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু পদার্থের মিলনে উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'সংহনন' বলে §।

* প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ষ্টুয়ার্ট ব্যাল্ফোর তাঁহার 'Conservation of Energy'-নামক গ্রন্থে 'System'এর যে লক্ষণ দিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"When we speak of a structure, or a machine or a system, we simply mean a number of individual particles—associated together in producing some definite result."— *The Conservation of Energy. P. 151.*

† 'Body', 'bot' a lump, এই ধাতুহইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'bot' ধাতুর অর্থ lump, অর্থাৎ সংহতি—সমষ্টি. সম্মূর্চ্ছিত বা স্থূল ভাব।

‡ "कॄ शॄ पॄ कटिपटिशौटिभ्य ईरन्।"—উণাদিসূত্র। ৪।৩০।

"शीर्य्यत इति शरीरम् प्राणिकाय:।"—উণাদিসূত্রবৃত্তি।

§ "संहन्यते—परार्थं संहन्यत इति संहननं।"—

"संहतपरार्थत्वात्।"—সাং দং। ১।১৪০।

যাহা সংহত—বহুপদার্থের মিলনে উৎপন্ন বা অভিব্যক্ত, তাহা পরার্থ—পরপ্রয়োজনসাধনের নিমিত্ত, সংঘাতের নিজের কোনই স্বার্থ থাকে না। পর্য্যঙ্ক (খট্বা), বিবিধ বস্তুর মিলনে সমুৎপন্ন শয্যা, প্রচ্ছাদন পট, উপধানাদি অনেক বস্তুর সংঘাত। পর্য্যঙ্কাদি পদার্থের নিজের কোন সাধ্য প্রয়োজন নাই; পর্য্যঙ্ক বা শয্যা দেখিলেই মনে হয়, কোন পুরুষ ইহাতে শয়নকরে, ইহা তদর্থ রচিত। শরীরও পঞ্চভূতের সংঘাত, সুতরাং, শরীর বা ইহার প্রত্যেক অবয়বের কোন স্বার্থ নাই, ইহারা পরার্থ—পরপ্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত পর্য্যঙ্কাদির ন্যায় ইহারা পরস্পরসংহত হইয়া থাকে। যদর্থ ইহারা পরস্পর সংহত-মিলিত, তিনি শরীরব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র পুরুষ, শরীর তাঁহার ভোগায়তন—তাঁহার আশ্রয়।

ইংরাজীতে Body, এই শব্দদ্বারা যে পদার্থকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, সংহনন শব্দটী ঠিক তদর্থবোধক। যাহা চক্ষুঃকর্ণাদি-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহা Body। পণ্ডিত হার্বার্ট্ স্পেন্সর বলেন—যাহা পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ দেশ, যাহা প্রতীঘাতধর্ম্মক, তাহার নাম Body। "We think of body as bounded by surfaces that resist."

"व्यभिचाराच्च प्रतीघातो भौतिकधर्म्मः।"—ন্যায়দর্শন। ৩।১।৩৮।

শরীরলক্ষণ—ভগবান্ গোতম বলিয়াছেন—চেষ্টা (ঈপ্সিত বা জিহাসিত অর্থকে গ্রহণ বা ত্যাগ করিবার জন্য সমীহা), ইন্দ্রিয় ও অর্থের (ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ-

ভগবান্ গোতম প্রতীঘাতকে (Resistance) ভৌতিকধর্ম্ম বলিয়া বুঝাইয়াছেন। ডাক্তার হুপার বলিয়াছেন, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারে ক্রিয়া করিতে পারে, তাহাকে Body, এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

"A body or substance, whatever is capable of acting on our senses may be so denominated."— *Medical Dictionary.*

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে (Natural philosophy) একাধিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও একেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভেদে সংহনন বা Bodyকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। একাধিক-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংঘাত বা পিণ্ডকে ponderable এবং একেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংহননকে Imponderable body বলা হয়। 'Ponderable' কথাটী 'Pendo', to weigh এই ধাতুহইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত "পিডি সংঘাতে", এই সংঘাতার্থক 'পিডি' ধাতুর সহিত 'Pendo', to weigh, ইহার সাম্য লক্ষ্য করিবেন। Imponderable bodyর লক্ষণ—"Imponderable bodies are those which, in general, only act on one of our senses, the existence of which is by no means demonstrated, and which, perhaps, are only forces or a modification of other bodies, such are caloric, light, the electric and magnetic fluids."— *Dr. Hooper.*

মূল বা অমিশ্র এবং যৌগিক বা মিশ্র ভেদেও (Simple or compound) পিণ্ড বা সংহননকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। সজাতীয় আকর্ষণে পরস্পর আকৃষ্ট বা সংহত-সংহনন (Body), মূল বা অমিশ্র এবং বিভিন্নজাতীয় দ্রব্যের সংহতি—যৌগিক বা মিশ্র। যৌগিক বা মিশ্র সংহননও (Compound bodies) আবার সচেতন ও অচেতন বা প্রাণিকায় ও অপ্রাণিকায় ভেদে দুই শ্রেণীর। "দ্বন্দ্ব দ্বিবিধা আকারবিশেষার্থা: চেতনাশ্চাচেতনাশ্চ। তত্র চেতনা মনুষ্যাদয়:, অচেতনাশ্চ পাষাণাদয়:।"— নিরুক্তভাষ্য।

"Compound bodies occur everywhere; they form the mass of the Globe, and that of all the beings which are seen on its surface. Certain bodies have a constant composition; that is to say, a composition that never is changed, at least from accidental circumstances: there are, on the contrary, bodies the composition of which is changed at every instant."

"This diversity of bodies is extremely important; it divides them naturally into two classes: bodies, the composition of which is constant, are named brute or gross, inert, inorganic, but those the elements of which continually vary, are called living, organised bodies."— *Dr. Hooper.*

প্রাণিকায় (শরীর) ঔদ্ভিদ ও জৈব ভেদে দুই প্রকারের। জৈব শরীরেরও হিতাহিতবিবেকক্ষম, লোকালোকজ্ঞ—বিশিষ্টচেতন এবং আসন্নচেতন গো, অশ্ব প্রভৃতি এই দ্বিবিধ জীবভেদে, দ্বৈবিধ্য সিদ্ধ হয়।

"ননু চৈতন্যমপুরুষাকারবিগ্রহাণামপি গবাদীনামস্তি? ন, নাস্তি। ননু তে বিবেকচমা আসন্নচেতনা:। লোকেঽপি যস্য হিতাহিতবিবেকলক্ষণং বিশিষ্টং সংবিজ্ঞানং ন ভবতি, তমধিকৃত্য ব্রুবতে নিশ্চেতনোঽয়মিতি। এবমেতে চ গবাদয়: সত্যপি চৈতন্যে আসন্নচেতনত্বান্ন বিদু: শ্বস্তনম্, ন লোকালোকাবিতি।"— নিরুক্তভাষ্য।

যাহারা ধৃতি ও বিবেকশক্তি-বিহীন, অনুমান করিবার ক্ষমতা যাহাদের নাই, অতীতানাগত

জনিত সুখ দুঃখের) যাহা আশ্রয়—অধিষ্ঠান, তাহার নাম 'শরীর' *। ভগবান্ আত্রেয়. চেতনাধিষ্ঠিত—ক্ষিত্যাদিপঞ্চভূতবিকারসমূহাত্মকপদার্থকে 'শরীর', এই নাম দিয়াছেন †। সুশ্রুতসংহিতাতেও শরীরের ঠিক এইরূপ লক্ষণই প্রদত্ত হইয়াছে ‡।

সমাজ ও শরীর, এই উভয়পদার্থের লক্ষণসমন্বয়—শরীরের যে লক্ষণ পাওয়া গেল, তাহাতে সমাজকে একটী বৃহৎ শরীর-ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? বুঝিয়াছি, সমানমন্ত্র—সমলক্ষ্য মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট জীবগণের সমপ্রয়োজন বা সমানার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত একীভূত ভাবের নাম সমাজ; শরীর কাহাকে বলে, চিন্তা করিয়া অবগত হইলাম, শরীর, পরার্থসিদ্ধির জন্য সংহত, ক্ষয়শীল, বহুপদার্থের মিলিত বা একীভূতভাব, শরীর, ক্ষুদ্র, বৃহৎ যন্ত্রসমষ্টি। অতএব, সমাজ ও শরীরের লক্ষণ একরূপই হইতেছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি (অধষ্টিপ্পনী দ্রষ্টব্য), যাহা সংহত—বিবিধবস্তুর মিলনে সমুৎপন্ন, তাহা পরার্থ, তাহা পরপ্রয়োজনসাধন করিবার নিমিত্ত পরস্পরসমবেত, সংহতির কিংবা ইহার প্রত্যেক অবয়বের কোন স্বার্থ নাই।

কথাটীর বিশদার্থ—বিনা প্রয়োজনে কদাচ কোনপ্রকার কর্ম্মের আরম্ভ হয় না। সুখ ও সুখের হেতুভূত পদার্থের ঈপ্সা এবং দুঃখ ও তৎ-হেতুভূত পদার্থের জিহাসা—ত্যাগ করিবার ইচ্ছা, ইহারাই কর্ম্ম প্রয়োজন। সুখদুঃখ-ভোগ অচেতন বা জড়ের হইতে পারে না, জড়শরীর সুখ-দুঃখের ভোক্তা নহে। পুরুষ বা জীবাত্মারই সুখ-দুঃখের ভোগ হইয়া থাকে—শরীরাধিষ্ঠাতাই সুখদুঃখভোগকর্ত্তা §। লিঙ্গশরীরাধিষ্ঠিত পুরুষ বা জীবাত্মার ভোগের জন্য

যাহারা দেখিতে পায় না, বর্ত্তমানই যাহাদের কাছে সৎ, তাঁহারা আসন্নচেতন। এই শ্রেণীর জীব, পরলোকের অস্তিত্বে অজ্ঞ বা অবিশ্বাসী হইয়া থাকে।

* "चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय: शरीरम्"—ন্যায়দর্শন। ১।১।

ভগবান্ গোতম, শরীর-শব্দদ্বারা ভোগায়তন প্রাণিকায়কেই লক্ষ্যকরিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সংহনন, সাধারণসংঘাতের (Body) বাচক। অমরসিংহ শরীর ও সংহনন, এই দুইটীকেই দেহ নাম-শ্রেণীর অন্তর্ভূত করিয়াছেন।

† "तत्र शरीरं नाम चेतनाधिष्ठानभूतं पञ্চभूत-विकारसमुदयात्मकं।"—
চরকসংহিতা, শারীরস্থান।

‡ "तच्च चेतनावस्थितं वायुर्व्विभजति तेज: एनं पचति। आप: क्लेदयन्ति, पृथिवी संहन्त्या-कार्य्यं विवर्द्धयति। एवं विवर्द्धित: यदा हस्तपादजिह्वाघ्राणकर्णनितम्बादिभिरङ्गैरुपेतस्तदा शरीर-मिति संज्ञां लभते।"—
সুশ্রুতসংহিতা, শারীরস্থান।

§ "तिरश्चीनोविततोरश्मिरेषामध:स्विदासीदुपरिस्विदासीत्।
रेतोधा आसन्महिमान आसन्त्स्वधा अवस्तात् प्रयति: परस्तात्॥"—
ঋগ্বেদসংহিতা। ৮।১০।১১।

উদ্ধৃত মন্ত্রটী সৃষ্টিরহস্যোদ্ভেদক মন্ত্রজাতের অন্যতর মন্ত্র। অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম, প্রলয়ের পর পুনঃসৃষ্টির ইহারাই হেতু, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে এই সত্য বিজ্ঞাপন করিয়া, প্রাগুদ্ধৃত মন্ত্রটীদ্বারা অবিদ্যাদি

শরীরের উৎপত্তি ; যন্ত্রির কার্য্যসম্পাদনের নিমিত্ত যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া থাকে। শরীরী বা ভোক্তাকে এইজন্য বেদে উৎকৃষ্ট, এবং ভোগ্যপ্রপঞ্চকে অবরসৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভোগ্যপদার্থমাত্রেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতির বিকার। প্রকৃতি অচেতনা, সুতরাং, ইহার ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয় না, এবং যাহা ভোগ্য, তাহাই ত্রিগুণপরিণাম, অতএব, সংহত পরার্থ, পরপ্রয়োজন-সাধননিমিত্ত।

শরীরীও শরীরকার্য্য—বুঝিয়াছি, সংসার কর্ম্মভূমি, কর্ম্মমাত্রেই ঈপ্সিততমের সমাগমজন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, গতিমাত্রেই (Motion) কাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়। দেখিতেছি, প্রত্যেক জাগতিক পদার্থই গতিশীল, সকলই সদাচঞ্চল, এবং ইহাও বিদিতবিষয় যে, আনন্দই জীবজগতের ঈপ্সিততম। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, যে স্থানে যাইবার জন্য জীব-সঙ্ঘ সদাগতি, যেখানে যাইতে পারিলে, জীবের বিশ্বাস, তাপিত প্রাণ শীতল হইবে, সে স্থান কোথায়? শাস্ত্রকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন, জ্বালাযন্ত্রণাময়ভবধাম ত্যাগ করিয়া, সদানন্দময়ীর সর্ব্বদুঃখপ্রশমন, শমনভয়নিবারণ শান্তিময়-অঙ্কে শয়নকরিয়া, সংসারদাবানলদগ্ধ প্রাণকে শীতল করিবার জন্যই জীবজগৎ যাত্রা করিয়াছে। অপটু সারথি অশ্বের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বুঝিতে না পারিলে, অশ্বরশ্মিকে যেমন আয়ত্ত করিতে পারে না, দুষ্ট অশ্বগণ এইজন্য তাহার বশগ না হইয়া যেমন বিপথগামী হয়, সেইরূপ যে সকলব্যক্তি, অল্পবুদ্ধিতাবশতঃ ইন্দ্রিয়ের গতি-বিধি বুঝিতে পারে না, সুতরাং, মনকে যাহারা আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হয়, অপটুসারথির দুষ্টাশ্বের ন্যায় তাহারা বিপথে বিচরণ করে। কোথায় যাইবার জন্য যাত্রা করিয়াছে, তাহা বিস্মৃত হইয়া, লক্ষ্য-স্থানের বিপরীত দিকে ধাবমান হয়; আত্মতত্ত্বানুসন্ধানের পথ অন্বেষণ করিয়া পায় না—দিঙ্মূঢ় পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে *।

বিশ্বসৃষ্টিহেতু সকলের স্বকার্য্যজননশীঘ্রতা প্রতিপাদিত এবং বিশ্বের ভোক্তৃভোগ্য-সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। স্থানান্তরে বিস্তারপূর্ব্বক ইহার ব্যাখ্যা করিবার মানস রহিল, আপাততঃ প্রসঙ্গাধীন প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত দুই একটী কথা বলিয়া যাইব। ক্রিয়ামাত্রেই ক্রমানুসারে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং, জগতের সৃষ্টিকার্য্যও যে এ নিয়ম অতিক্রম করিয়া সম্পন্ন হয় নাই, তাহা নিশ্চিত, কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পর তদীয় রশ্মি নিমেষের মধ্যেই যেমন যুগপৎ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, ব্যাপ্তিক্রিয়ার ক্রম থাকিলেও তাহা যেমন বুদ্ধিগোচর হয় না, সেইরূপ চপলাবিকাশের ন্যায় বিশ্ব-প্রকাশকার্য্য অতিত্বরিতভাবে সম্পন্ন হওয়ায়, ক্রমপ্রতিপত্তিসত্ত্বেও তাহা দুর্লক্ষ্য হইয়া থাকে। কর্ম্মমাত্রেই আশ্রয়াশ্রয়ি-সম্বন্ধব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয় না, কর্ম্মের রূপ ভোক্তৃভোগ্যের সম্বন্ধাত্মক। বিশ্বসৃষ্টির ভোক্তা ও ভোগ্যই বা কি, তাহা বলিতেছেন।—রেতোধা—বীজভূতকর্ম্মের ধারণকর্ত্তা জীব ভোক্তা এবং বিয়দাদি শক্তি স্বধা, ভোগ্য বা অন্ন। ভোগ্যপ্রপঞ্চ অবর—নিকৃষ্ট এবং প্রয়তি—প্রযতিতা বা ভোক্তা উৎকৃষ্টসৃষ্টি।

* "যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
নস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥"—কঠোপনিষৎ।

একস্থানহইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে, রথ বা যান, সারথি, প্রগ্রহ (রশ্মি—লাগাম) ও অশ্ব, এই সকলের প্রয়োজন। শাস্ত্রমুখে শুনিলাম, জীবাত্মা, দুঃখসঙ্কুল ভবধাম ছাড়িয়া, কৈবল্যধামে উপনীত হইবার জন্য সদাগতি, অতএব, ইহাঁর রথাদি যান আছে, সন্দেহ নাই। আত্মা কোন্ রথে আরোহণ করিয়া, উদ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতেছেন এবং সে রথের সারথি কে, অশ্বরজ্জু এবং অশ্বই বা কিরূপ, শ্রুতি বক্ষ্যমাণ বচনসকলদ্বারা তাহাই বর্ণন করিয়াছেন। শরীরী বা জীবাত্মা রথী, শরীর রথ, বুদ্ধি সারথি, মন অশ্বরজ্জু, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ শরীররথাকর্ষক অশ্ব এবং রূপরসাদি বিষয়সকল উক্ত অশ্বগণের বিচরণমার্গ—পথ। শরীরেন্দ্রিয়মনোযুক্ত আত্মা, ভোক্তা *।

শরীরসম্বন্ধীয় চিন্তা পরিসমাপ্ত করিতে হইলে, শরীরী বা আত্মা, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয় অথবা কর্ত্তৃকরণাদি কারকশরীরে বিদ্যমানা মূর্ত্তক্রিয়ার তত্ত্বানুসন্ধান করা অত্যাবশ্যক।

সমাজশরীরের তত্ত্বজ্ঞান একটী নরশরীরসম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনের রীতিতে অর্জ্জন করিতে হইবে—শরীর যেমন ক্ষুদ্রবৃহৎ যন্ত্রসমষ্টি, নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-সম্পাদনের জন্য (শরীরীর প্রয়োজনসাধনার্থ) পরস্পরসংহত, সমাজও সেইপ্রকার অন্যোন্যাশ্রয়ী ক্ষুদ্র-বৃহৎ যন্ত্রসমষ্টি, সমাজভুক্ত প্রত্যেক নরদেহ সমাজ-যন্ত্রির একএকটী যন্ত্রভিন্ন অন্য কিছু নহে। শরীরসম্বন্ধীয় চিন্তা পরিসমাপ্ত করিতে হইলে, যেমন শরীরী বা আত্মা, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, ও চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয় বা স্থূল দেহের তত্ত্বানুসন্ধান করা মনীষিজনাচরিতরীতি, সমাজশরীরসম্বন্ধীয় তত্ত্বজিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিতে হইলেও সেইপ্রকার ঐ সকল পদার্থের সন্ধান লওয়া অবশ্য প্রয়োজন। অতএব, সমাজ-দেহের যথাযথরূপ দেখিবার নিমিত্ত, আমরা সংক্ষেপে নরশরীরের উৎপত্তি-সংস্থানাদির বিষয় চিন্তা করিব।

নরশরীরব্যাকরণ—শাস্ত্রকারেরা নরশরীরকে ছয়টী প্রধানাঙ্গে বিভক্ত

* "आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं शरीरेन्द्रियमनोभिः सहितं संयुक्तमात्मानं भोक्तेति संसारीत्याहुः मनीषिणो विवेकिनः। नहि केवलात्मनो भोक्तृत्वमस्ति, बुद्ध्याद्युपाधिकृतमेव तस्य भोक्तृत्वम्।"—
শাঙ্করভাষ্য।

অর্থাৎ, কেবলাত্মা বা পরমাত্মার ভোক্তৃত্ব—সুখদুঃখানুভূতি নাই, বুদ্ধ্যাদি উপাধিযুক্ত বা সোপাধিক আত্মারই ভোক্তৃত্ব বিবেকি-পুরুষেরা স্বীকার করিয়া থাকেন।

† "आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेवतु।
बुद्धिन्तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेवच॥
इन्द्रियाणि हयानाहुर्व्विषयांस्तेषु गोचरान्।
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्म्मनीषिणः॥"—কঠোপনিষৎ।

করিয়াছেন, শরীর ষড়ঙ্গ *—শাখা চা'র (ঊর্দ্ধ দুই, অধঃ দুই, Limbs—Extremities), মধ্য (The Trunk) এবং শিরঃ (The head)।

. শরীরের মধ্য স্থলে, মস্তকহইতে নিম্নপর্য্যন্ত একটী সরল রেখা টানিয়া, শরীরকে দুই সমভাগে বিভক্ত করিলে, দেখা যায় যে, এক পার্শ্বের গঠনের সহিত অন্য পার্শ্বের গঠনের কোন পার্থক্য নাই—এক দিকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অন্যদিকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সহিত সংখ্যায় ও আকারে এক। নরশরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন বা সংস্থান জানিবার নিমিত্ত শরীর ব্যবচ্ছেদ করিলে, যাহা যাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

১ম। ত্বক্ বা চর্ম্ম (That tough membrane which invests the whole body and is called the skin or integument)। শাস্ত্রে সপ্তত্বকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় †।

২য়। ত্বকের নিম্নে মাংস। অনেক স্থলে মাংসের উপরিভাগে মেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহাকে বসাও বলা হয়।

৩য়। মাংসকে সাবধানে পৃথক্ করিলে, ভিন্ন ভিন্ন পেশী নয়নপথে পতিত হয়।

৪র্থ। পেশীর মধ্যবর্ত্তিস্থানে স্নায়ু, শিরা ও ধমনী অবস্থান করে।

৫ম। ইহার নিম্নে অস্থি। অস্থিদ্বারাই দেহ ধৃত হইয়া থাকে। অভ্যন্তরগতসারদ্বারা বৃক্ষসকল যেমন অবস্থান করে, শরীরও তদ্রূপ অস্থিসারদ্বারা ধৃত হইয়া রহিয়াছে ‡। স্থূলাস্থিতে মজ্জা-নামক পদার্থ দৃষ্ট হয় §। স্থূলাস্থিসকল

* "তত্র ষড়ঙ্গং শাখাশ্চতস্রো মধ্যং পঞ্চমং ষষ্ঠং শির ইতি।"—সুশ্রুতসংহিতা।
"शिरोऽन्तराधि द्वौ बाहू सक्थिनी च समासतः। षड़ङ्गम्।"—অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা।

"Man's body is evidently divisible into head, trunk, and limbs."—
Mivart's Anatomy. P. 2.

"The human body is obviously separable into head trunk and limbs. In the head the braincase or skull is distinguishable from the face. The trunk is naturally divided into the chest or thorax, and the belly or abdomen. Of the limbs there are two pairs—the upper, or arms, and the lower, or legs."—
Elementary Physiology by Huxley.

† সপ্তত্বক্, যথা—(১) অবভাসিনী, (২) লোহিতা, (৩) শ্বেতা, (৪) তাম্রা, (৫) বেদিনী, (৬) রোহিণী, (৭) মাংসধরা। অবভাসিনী ও লোহিতা সম্ভবতঃ ইংরাজীমতের Epedermis ও Dermis.

‡ "अभ्यन्तरगतैः सारैर्यथा तिष्ठन्ति भूरुहाः।
अस्थिसारैस्तथा देहा ध्रियन्ते देहिनां ध्रुवम्॥
मांसान्यत्र निबद्धानि सिराभिः स्नायुभिस्तथा।
अस्थीन्यालम्बनं कृत्वा न शीर्य्यन्ते पतन्ति वा॥"—সুশ্রুতসংহিতা।

§ "स्थूलास्थिषु विशेषेण मज्जा त्वभ्यन्तराश्रितः।"—সুশ্রুতসংহিতা।

শূন্যোদর (ফাঁপা), ইহার অভ্যন্তরে একটী নলী আছে, সেই নলী ঈষৎ লোহিতবর্ণ অস্থিমজ্জাদ্বারা পরিপূর্ণ।

৬ষ্ঠ। কোষ্ঠাঙ্গ—শরীরকে ত্রিগুহ বলা যাইতে পারে, কারণ, ইহাতে প্রধানতঃ তিনটী গুহা আছে। করোটি, হৃদয় ও উদর। করোটিতে মস্তিষ্ক (Brain), হৃদয়ে উণ্ডুক, ফুস্‌ফুসদ্বয় ও হৃৎকোষ্ঠ বিদ্যমান, উদরে যকৃৎ, পিত্তাশয়, আমাশয় (Stomach), ক্লোম, ক্ষুদ্রান্ত্র ও স্থূলান্ত্র (Small and large intestine), প্লীহা, বৃক্কদ্বয় (Kidneys), বস্তি (Bladder) ইত্যাদি উদরগহ্বরে অবস্থিত আছে। শবচ্ছেদ করিয়া, শরীর সংস্থান পরীক্ষা করিবার পর, যদি আমরা যে স্থানে যাহা ছিল, পুনর্ব্বার তাহাকে তৎস্থানে সংরক্ষিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি, তথাপি স্বাভাবিক অবস্থায় তাহাদিগকে স্থাপিত করিতে সক্ষম হই না। পেশী, অস্থি, শিরা, ইহাদের কেহই নষ্ট হয় নাই, তবে কেন ইহাদিগকে পূর্ব্বাবস্থায় স্থাপিত করিতে পারা যায় না? পেশীপ্রভৃতির কোন অংশ নষ্ট হয় নাই বটে, কিন্তু এমন একটী দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে, যাহা উহাদিগকে একত্র সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। পেটকের মধ্যে কাচনির্ম্মিত ক্রীড়নকদ্রব্যসকল রাখিয়া, সরিয়া না পড়ে, এতদুদ্দেশে তাহাদের মধ্যে মধ্যে তুলা দেওয়া হইয়া থাকে, শরীরে সেইরূপ সংযোজকতন্তু (Connective tissue)-নামক পদার্থ আছে, ইহা পেশী, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতি সকল স্থানে অবস্থিতি করিয়া, পরস্পরের সম্বন্ধ রক্ষা করে। শবচ্ছেদ করিবার সময় এই পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়।

শরীরোৎপত্তি—অণুর সমষ্টি মহৎ, এবং মহতের ব্যষ্টিই অণু; অতএব, মহতে যে সকল ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, বুঝিতে হইবে, অণুতেও তত্তদ্ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। ভগবান্ পুনর্ব্বসু পুরুষবিচয়-নামক শারীরাধ্যায় ব্যাখ্যা করিতে যাইবার পূর্ব্বে বুঝাইয়াছেন, পুরুষ ঠিক জগতের সদৃশ—বিশ্বসম্মিত, জগতে মূর্ত্তিবিশিষ্ট যত প্রকার ভাববিশেষ আছে, তৎসমুদায়ই পুরুষে বিদ্যমান এবং যে সমস্ত ভাব পুরুষে বিদ্যমান, সেই সমুদায়ও জগতে দেখিতে পাওয়া যায় *। জগতের উৎপত্তি যে নিয়মে

* "পুরুষোঽয়ং লোকসম্মিত ইত্যুবাচ ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয়ঃ। যাবন্তো হি মূর্ত্তিমন্তো লোকে ভাববিশেষাস্তাবন্তঃ পুরুষে যাবন্তঃ পুরুষে তাবন্তো লোকে।"—চরকসংহিতা,শারীরস্থান,৫ম অধ্যায়।

ডাক্তার মার্টিনিউ নিম্নোদ্ধৃত বচনসকলদ্বারা যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত ভগবান্ পুনর্ব্বসুর প্রাগুক্ত বাক্যের তুলনা প্রার্থনীয়।

"The same Divine element which constituted the beauty, truth and goodness of the Cosmos, spread into the human mind and established there the conscious recognition of beauty, truth, and goodness. And the same series of phenomena which manifested itself in the sensible qualities of material things turned up in us under the form of the corresponding sensations. Thus, both members of the division crossed over from the world to man, or rather were continuous through all: the human being was but a part and member of

হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, শরীরও ঠিক তন্নিয়মে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। শাস্ত্রোক্তির শরীরোৎপত্তিরহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে কতকগুলি অতি-প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ, অথবা আপাততঃ স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। স্মরণ বা স্বীকার করিতে হইবে, অণু, মহৎ, কৃশ, স্থূল ইত্যাদি যতপ্রকার ভাববিকার আছে, সকলেই প্রকৃতি ও পুরুষ, এই উভয়হইতে জাত এবং এই পদার্থদ্বয়দ্বারা ব্যাপ্ত *। স্মরণ বা স্বীকার করিতে হইবে, প্রকৃতি—অচেতনা, সত্বাদিগুণত্রয়াত্মিকা, বীজধর্ম্মিণী, প্রসবধর্ম্মিণী (সরূপ-বিরূপ-পরিণামধর্ম্মযুক্তা) ও অমধ্যস্থধর্ম্মিণী এবং ইনি একা; পুরুষ (অবশ্য জীবাত্মা)—সচেতন, অগুণ, অবীজধর্ম্মী—অপ্রসবধর্ম্মী ও মধ্যস্থধর্ম্মী এবং ইনি বহু †। স্মরণ বা স্বীকার করিতে হইবে, ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা)

---

the universe, sharing its mixed character, of ground and manifestation, and in no wise standing to it in any antithetic positon."—

Types of Ethical Theory. Vol. II. P. ?.

* "অণুর্ব্বৃহৎ কৃশঃ স্থূলো যো যো ভাবঃ প্রসিধ্যতি।
সর্ব্বোঽপ্যুভয়সংযুক্তঃ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥"—ভাগবত,১১শ স্কন্ধ,২৪শ অধ্যায়।

† "উভাবপ্যনাদী উভাবপ্যনন্তৌ উভাবপ্যলিঙ্গৌ উভাবপি নিত্যৌ উভাবপ্যপরৌ উভৌ চ সর্ব্বগতাবিতি। একা তু প্রকৃতিরচেতনা ত্রিগুণা বীজধর্ম্মিণী প্রসবধর্ম্মিণ্যমধ্যস্থধর্ম্মিণী চেতি। বহবস্তু পুরুষাশ্চেতনাবন্তোঽগুণা অবীজধর্ম্মিণোঽপ্রসবধর্ম্মিণো মধ্যস্থধর্ম্মিণশ্চেতি।"—
সুশ্রুতসংহিতা।

ভগবান্ ধন্বন্তরি প্রকৃতি ও পুরুষ, এই পদার্থদ্বয়হইতে নিখিল শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া, শিষ্যবৃন্দ যাহাতে প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধীয় কতকটা পরিচয় পায়, এতদুদ্দেশ্যে উদ্ধৃত বচনসমূহ দ্বারা উক্ত পদার্থদ্বয়ের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করিয়াছেন। উদ্ধৃত বচনসমূহের মর্ম্ম গ্রহণ করিলে, উপলব্ধি হইবে, ভগবান্ প্রকৃতিপুরুষের স্বরূপ বর্ণন করিবার জন্য প্রসিদ্ধ সাংখ্য-মতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। একটু মনোযোগপূর্ব্বক সাংখ্যমত অধ্যয়ন করিলে, প্রতীতি হয়, ভগবান্ কপিল পুরুষশব্দদ্বারা জীবাত্মাকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়াছেন। ঔপাধিকভেদবশতঃ জীবাত্মা বহু, কপিলদেব তা'ই বলিয়াছেন, 'পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ।'—সাং দং ৬।৪৫ সূত্র। নিরুপাধিক ব্রহ্ম বা অদ্বিতীয় পরমপুরুষ কপিলদেবের অজ্ঞাত বা অনঙ্গীকৃত নহেন। 'সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা' অর্থাৎ, সমাধি, সুষুপ্তি ও মোক্ষাবস্থাতে, পুরুষের ব্রহ্মের সহিত তুল্যরূপতা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ কথা তাঁহার মুখহইতে বহির্গত হইত না। পরমাত্মা ও জীবাত্মা, এই দ্বিবিধ আত্মাই, কপিলদেব অঙ্গীকার করিয়াছেন। পরমাত্মা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম—তিনি অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ, তিনি নির্গুণ (unconditioned—Absolute)। জীবাত্মা অন্তঃকরণাদি-উপাধিবশতঃ বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। কথাটা ভগবান্ কপিলেরও স্বকপোলকল্পিত নহে, ইহা শ্রুত্যুপদেশ, শ্রুতিবচনই তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ॥"—
ঋগ্বেদসংহিতা। ৪।৭।৩৩। বৃহদারণ্যক, ৫ম ব্রাহ্মণ।

অর্থাৎ, সর্ব্বশক্তিমান্ চৈতন্যময় ইন্দ্র বা পরমাত্মাই অন্তঃকরণাদি উপাধিদ্বারা প্রতিশরীরে

ধর্ম্মাধর্ম্ম বা শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে বিবিধ উচ্চাবচ স্থাবর কিংবা জঙ্গম-শরীর গ্রহণ করেন। ধর্ম্ম বা শুভকর্ম্ম-বশতঃ যখন ইনি জঙ্গমবীজে প্রবেশ করেন, তখন মনুষ্যাদি শরীর এবং অধর্ম্ম বা অশুভ-কর্ম্মনিবন্ধন যখন স্থাবরবীজে প্রবেশ করেন, তখন বৃক্ষাদিরূপ ধারণ করেন *। স্মরণ বা স্বীকার করিতে হইবে, সূক্ষ্ম, মাতা-পিতৃজ ও প্রভূত শরীরের (Body) এই ত্রিবিধ ভেদ আছে, এবং জীব, সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ-শরীরযুক্ত হইয়াই ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করেন, যাবৎ মুক্তি না হয়, লিঙ্গশরীরের সহিত পুরুষের তাবৎ বিচ্ছেদ হয় না।

লিঙ্গ বা সূক্ষ্মশরীরের সহিত স্থূল পাঞ্চ-ভৌতিক শরীরের সম্বন্ধ ও বিচ্ছেদই যথা-ক্রমে জন্ম ও মরণ-রূপ বিকার †। স্মরণ বা স্বীকার করিতে হইবে, সুখ, দুঃখ,

অবচ্ছিন্ন হইয়া, জীবাত্মা নামে ব্যপদিষ্ট, স্বীয় অনাদি মায়াশক্তিদ্বারা আকাশাদিরূপে বিবর্ত্তিত হ'ন্—এক পরমাত্মাই ভোক্তৃভোগ্যরূপে অবস্থান করেন।

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ জনয়ন্তীং সরূপাম্।"—

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

অর্থাৎ, একা—ত্রিগুণাত্মিকা অজা (যাঁহার জন্ম নাই, অর্থাৎ, যিনি অনাদি) মূলপ্রকৃতি বা মায়া, সরূপ (ত্রিগুণময়) বহুবিধ প্রজা উৎপাদন করেন, ইত্যাদি শ্রুত্যুপদেশই সাংখ্যদর্শনের মূলমন্ত্র।

তা'ই ধন্বন্তরিও বুঝাইয়াছেন, প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়েই অনাদি ও অনন্ত, উভয়েই অলিঙ্গ (অব্যক্ত) ও নিত্য এবং উভয়েই অপর ও সর্ব্বগত—সর্ব্বব্যাপক ; অনাদিত্বাদি ধর্ম্মে উভয়েই সমান। প্রকৃতি পুরুষের সাধর্ম্ম্য (Identity) দেখাইয়া, তৎপরে বৈধর্ম্ম্য (Difference) দেখাইয়াছেন, যথা—প্রকৃতি একা, অচেতনা, ত্রিগুণময়ী, বীজধর্ম্মিণী, প্রসবধর্ম্মিণী ও অমধ্যস্থধর্ম্মিণী, পুরুষ বহু, চেতনা-বান্, নির্গুণ, অবীজ-ধর্ম্মী, অপ্রসবধর্ম্মী ও মধ্যস্থধর্ম্মী।

* "ক্ষেত্রজ্ঞানিত্যাহ তির্য্যগ্যোনি মানুষদৈবেষু সঞ্চরন্তি ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তম্।"—

সুশ্রুতসংহিতা।

অর্থাৎ, ক্ষেত্রজ্ঞ ধর্ম্মাধর্ম্মবশতঃ, দেব, নর, তির্য্যগাদি যোনিতে সঞ্চরণ করেন।

† "সূক্ষ্মামাতাপিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈস্ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ।
সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে॥"—সাংখ্যকারিকা।

লিঙ্গশরীর নিয়ত, অর্থাৎ, আমোক্ষাবস্থায়ী, যত দিন মোক্ষ না হয়, তত দিন ইহা অবস্থান করে। শুভাশুভকর্ম্মবশতঃ লিঙ্গদেহের যেমন যেমন অধিবাস বা সংস্কারাধান হয় (Moulded), ইহা তদুপযুক্ত নূতন নূতন স্থূল শরীর গ্রহণ করে।

লিঙ্গশরীরলক্ষণ—লিঙ্গশরীর, পূর্ব্বোৎপন্ন (আদি সর্গে, প্রলয়ের পর পুনঃ সৃষ্টিকালে প্রকৃতি-হইতে প্রতিপুরুষের প্রত্যেক জীবাত্মার আধাররূপে অভিব্যক্ত বা আবির্ভূত), ইহা অসক্ত (অব্যাহত-গতি, শিলাদির মধ্যেও প্রবেশ করিতে সক্ষম), ইহা নিয়ত,—মুক্তিপর্য্যন্ত অবস্থায়ী, ইহা মহৎ, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র, এই সকলের সমষ্টি ; ইহা নিরুপভোগ ; ষাট্‌কৌশিক বা স্থূলশরীরব্যতীত কেবল লিঙ্গশরীরদ্বারা জীবাত্মার ভোগ নিষ্পত্তি হয় না, লিঙ্গদেহাবচ্ছিন্ন আত্মা এইজন্য পুনঃপুনঃ দেহহইতে দেহান্তরে সংসরণ করেন, কর্ম্মানুরূপ নব নব ষাট্‌কৌশিক শরীর গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকেন।

ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, প্রাণ, অপান, উন্মেষ, নিমেষ, বুদ্ধি, মন, সঙ্কল্প, বিচারণা, স্মৃতি, বিজ্ঞান, অধ্যবসায়, বিষয়োপলব্ধি, ইহারা কর্ম্মপুরুষ বা জীবাত্মার ধর্ম্ম বা গুণ *।

"পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তম্।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্॥"—সাংখ্যকারিকা।

ভগবান্ মনুও এই কথাই বলিয়াছেন, যথা—

"যদাণুমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
সমাবিশতি সংসৃষ্টস্তদা মূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি॥"—মনুসংহিতা।

অর্থাৎ, জীবাত্মা, অণুমাত্রিক হইয়া (লিঙ্গশরীরাবচ্ছিন্ন বা পুর্য্যষ্টকযুক্ত হইয়া), যখন স্থাবরবীজে প্রবেশ করেন, তখন বৃক্ষাদিরূপ ধারণ করেন, আর যখন জঙ্গমবীজে প্রবিষ্ট হয়েন, তখন মনুষ্যাদিশরীর প্রাপ্ত হ'ন। ভূত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম্ম, বায়ু ও অবিদ্যা, এই আটের সমুদায়কে পুর্য্যষ্টক বলে। শ্রুতিই সকলের প্রমাণ, ঋষিদিগের জ্ঞান আগমমূলক, এ সকল বেদেরই উপদেশ।

"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।"—
ঋগ্বেদসংহিতা। ৮।১০।১১।

জীব যে সকল কর্ম্ম করে, শুভই হউক, আর অশুভই হউক, তাহার সংস্কার তাহার অন্তঃকরণে লগ্ন থাকে। এই সংস্কারই ভাবিপ্রপঞ্চের বীজভূত। বেদ ইহাকে রেতঃ বা অন্তঃকরণস্থ পুনরুৎপত্তি বীজ বলিয়াছেন। প্রলয়কালে ইহারা প্রকৃতি বা মায়াতে বিলীন প্রাণিদিগের অন্তঃকরণে সমবেত হইয়া, অবস্থান করে। এই সকল বীজ যখন ফলোন্মুখ হয়, তখন নিশাবসানে পৃথিবীর পুনঃপ্রকাশের ন্যায় জগৎ পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইয়া থাকে। স্থানান্তরে ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা থাকিবে।

ষাট্‌কৌশিক বা স্থূলদেহের সহিত, লিঙ্গদেহের আধারাধেয় ভাবে অবস্থিতিই আমাদের নিকট জীবিতাবস্থা বা জীবন নামে পরিচিত। জীবন কাহাকে বলে, বুঝাইবার সময় চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সর বলিয়াছেন, আন্তর বা সূক্ষ্ম জগতের সহিত স্থূল জগতের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধের নামই জীবন। "Life is definable as the continuous adjustment of internal relations to external relations."— *First Principles. P. 84.*

জন্ম বা আবির্ভাব-বিকারহইতে বিনাশবিকারপর্য্যন্ত প্রধানতঃ যতপ্রকার ভাববিকার আমাদের লক্ষ্যীভূত হয়, তৎসমুদায়ের অনুভূতিই জীবননামক পদার্থের অনুভূতি। পণ্ডিত কার্ক্‌স্ (Kerks) জীবনপদার্থকে এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "The essentials of life are these—birth, growth and development, decline and death—and an idea of what life is, will be best gained by sketching these events, each in succession, and their relations one to another."— *Handbook of Physiology.*

উপরি-উদ্ধৃত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদ্বয়ের প্রদত্ত জীবনসম্বন্ধীয় লক্ষণ, শাস্ত্রনির্ব্বাচিত জীবনলক্ষণেরই ছায়া, চিন্তাশীল পাঠক নিশ্চয়ই এ কথা অস্বীকার করিবেন না।

* "তস্য সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নঃ প্রাণাপানাবুন্মেষনিমেষৌ বুদ্ধির্মনঃ সঙ্কল্পো বিচারণা স্মৃতির্বিজ্ঞানমধ্যবসায়ো বিষয়োপলব্ধিশ্চ গুণাঃ।"— সুশ্রুতসংহিতা।

জীবাত্মার লিঙ্গ বলিবার সময় ভগবান্ কণাদ, ধন্বন্তরিনির্ব্বাচিত প্রাগুক্ত গুণসকলেরই উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"প্রাণাপান-নিমেষোন্মেষ-জীবন-মনো-গতীন্দ্রিয়ান্তর-বিকারাঃ সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষ-প্রযত্নাশ্চাত্মনো লিঙ্গানি।"— বৈশেষিকদর্শন।

স্মরণ বা স্বীকার করিতে হইবে, লিঙ্গ-শরীরাবচ্ছিন্ন জীব অসংখ্য, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এমন স্থান নাই, যে স্থান জীবব্যাপ্ত নহে। স্মরণ বা স্বীকার করিতে হইবে, জরায়ু, অণ্ড, স্বেদ ও উদ্ভিদ, প্রাণি-সকলের প্রধানতঃ এই চতুর্ব্বিধ যোনি—উৎপত্তিস্থান—বীজ * । যে চা'র প্রকার প্রাণি-যোনি নির্ব্বাচিত হইল, এই চতুর্ব্বিধ যোনিরও অসংখ্য ভেদ আছে, অপরিসংখ্যেয় বিশেষ বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট প্রাণিসকল যে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, ইহাই তাহার কারণ। স্মরণ বা স্বীকার করিতে হইবে, মধূচ্ছিষ্টবিম্বে—মোমদ্বারা গঠিত মনুষ্যাদি-প্রতিবিম্বযুক্ত ছাঁচে, গলিতসুবর্ণ-রৌপ্যাদি ঢালিলে, তাহা যেমন ছাঁচের প্রতিমূর্ত্তি গ্রহণ করে, গর্ভজনকভাবসমূহ সেইরূপ যে যে যোনিতে প্রবেশ করে, সেই সেই আকারে আকারিত হয়। যখন মনুষ্যপ্রতিমূর্ত্তিযুক্ত যোনিতে প্রবিষ্ট হয়, তখন মনুষ্যবিগ্রহরূপে জন্মিয়া থাকে †।

গর্ভোৎপত্তি—মাতৃশক্তি, পিতৃশক্তি, আত্মা, সাত্ম্য রস এবং সত্ত্ব, এই সকল ভাব মিলিত হইয়া, গর্ভ জন্মায় ‡। সত্ত্ব উপপাদক—সংযোজক, নিঃশ্রয়ণীর ন্যায় জীবকে ইহা শরীরের সহিত সম্বদ্ধ করে—শরীরের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ ঘটাইয়া থাকে। সত্ত্ব বা অন্তঃকরণের স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যের উপরি দেহের স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্য নির্ভর করে, সত্ত্ব শরীর ত্যাগ করিলে, প্রাণত্যাগ হয়, প্রাণ সত্ত্বেরই বৃত্তিবিশেষ, সত্ত্বই ইন্দ্রিয়গণের চালক। শুদ্ধ, রাজস ও তামস ভেদে সত্ত্ব ত্রিবিধ। যে গুণপ্রধান মন লইয়া

* "भूतानाञ्चतुर्व्विधा योनिर्भवति, जरायुण्डस्वेदोद्भिदः ।"— চরকসংহিতা।

ভগবান্ কপিল উষ্মজাদি ষড়্‌বিধ শরীরের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

उष्मजाण्डजजरायुजोद्भिज्जसाङ्कल्पिकसांसिद्धिकं चेति न नियमः ।"— সাং দং। ৫।১১১ সূত্র।

দন্দশূকাদি উষ্মজ, পক্ষিসর্পাদি অণ্ডজ, মনুষ্যাদি জরায়ুজ, বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জ, সনকাদি ঋষিগণ সঙ্কল্পজ, এবং মন্ত্রতপঃপ্রকৃতি সিদ্ধিজ—সাংসিদ্ধিক। অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া, এ স্থলে ইহার বিশেষ-বিবরণ প্রদত্ত হইল না।

† "प्राणिनामेते गर्भकरा भावा यां यां योनिमापद्यन्ते तस्यां तस्यां योनौ तथा तथा रूपा भवन्ति । तद्यथा कनकरजतताम्रत्रपुसीसा आसिच्यमाना स्तेषु तेषु मधूच्छिष्टबिम्बेषु । ते यदा मनुष्यबिम्बमापद्यन्ते तदा मनुष्यविग्रहेण जायन्ते ।"— চরকসংহিতা।

‡ "गॄ निगरणे", এই 'গৄ' ধাতুর উত্তর 'ভন্' প্রত্যয় করিয়া, 'গর্ভ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। "अर्त्तिगृभ्यां भन्" উনা। ৩।১৫২। "गीर्य्यते जीव-सञ्चित-कर्म्मफल-दात्रा ईश्वरेण प्रकृति-बलात् जठर-गह्वरे स्थाप्यते पुरुषशुक्रयोगेनासौ ।"

অর্থাৎ, জীব-সঞ্চিত-কর্ম্মের ফলদাতা ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রকৃতিবলদ্বারা শুক্রযোগে জঠরগর্ভে স্থাপিত পদার্থকে গর্ভ বলে। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন—

"यदा हि स्त्रीगुणान् गृह्णाति गुणाश्चास्या गृह्यन्तेऽथ गर्भो भवति ।"—

অর্থাৎ, স্ত্রীগুণ, পুরুষহইতে শুক্রাবস্থিত গুণ বা শক্তিকে যখন গ্রহণ করে, স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তি যখন পরস্পর মিলিত হয়, তখন গর্ভোৎপত্তি হইয়া থাকে।

"मातृतः पितृत आत्मतः सात्म्यतो रसतः सत्त्वत इत्येतेभ्यो भावे समुदितेभ्यो गर्भः सम्भवति ।"—

যাহার মৃত্যু হয়, পুনর্জ্জন্মকালে তাহার মন তদ্‌গুণপ্রধান হইয়া থাকে। শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তির অতীত জন্মের কথাও স্মৃতিপথে উদিত হয় *।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যতপ্রকার ভাববিকার আছে, সকলেই প্রকৃতি ও পুরুষ, এই উভয়হইতে জাত—বিকারপদার্থমাত্রেই এই পদার্থদ্বয়দ্বারা ব্যাপ্ত। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি অবিকৃতি, অর্থাৎ, ইনি কাহার বিকার বা কার্য্য (Effect) নহেন, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র, এই সপ্ত পদার্থ প্রকৃতি-বিকৃতি, অর্থাৎ, ইহারা কার্য্য এবং কারণ, দুই ; মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারের কারণ, সুতরাং, ইহা প্রকৃতি, আবার মূলপ্রকৃতির বিকৃতি বা কার্য্য বলিয়া ইহা বিকৃতিও বটে ; অন্যান্য বিকারসম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। পঞ্চ মহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ষোড়শক পদার্থ, ইহারা কেবল বিকৃতি বা কার্য্য। আত্মা প্রকৃতিও ন'ন্, বিকৃতিও ন'ন্ †। গর্ভ কাহাকে বলে, বুঝাইবার জন্য তা'ই ভগবান্ ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—

"शुक्रशोणितं गर्भाशयस्थमात्मप्रकृतिविकारसम्मूर्च्छितं गर्भ इत्युच्यते।"—

সুশ্রুতসংহিতা।

অর্থাৎ, আত্মা ও প্রকৃতিবিকার-সম্মূর্চ্ছিত গর্ভাশয়স্থ শুক্রশোণিতের নাম গর্ভ। ভগবান্ আত্রেয়ও এই কথা বলিয়াছেন, যথা—

"शुक्रशोणितजीवसंयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भसंज्ञा भवति।"—

চরকসংহিতা।

* "येनास्य प्रयतोभूयिष्ठं तेन द्वितीयायामाजातौ सम्प्रयोगो भवति।
यदा तु तेनैव शुद्धेन संयुज्यते तदा जातेरतिक्रान्तायाश्च स्मरति॥"—চরকসংহিতা।
"आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

অর্থাৎ, আহারের শুদ্ধিতে (যাহা আহৃত হয়—ইন্দ্রিয়গ্রামদ্বারা গৃহীত হয়, তাহা আহার) সত্ত্ব—অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয় এবং শুদ্ধসত্ত্বের ধ্রুবা স্মৃতি—অবিচ্ছিন্ন স্মরণ জন্মে, জন্মান্তের অনুভূতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

† "मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिर्व्विकृतयः सप्त।
षोड़शकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः॥"—সাংখ্যকারিকা।
"सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्म्मणि।"—

ঋগ্বেদসংহিতা। ২।১।১৬৪।

উদ্ধৃত মন্ত্রটী প্রাগুক্ত সাংখ্যমতের বীজ।

মন্ত্রটীর সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য,—

सप्तार्धगर्भाः—सप्त महदहङ्कारौ पञ्चतन्मात्राणीति मिलित्वा सप्तसंख्यानि तत्त्वानि, अर्धगर्भाः—अविकृतिरूपाः, विकाराश्रयायाः मूलप्रकृतेः प्रकृतिविकृतेरुदासीनस्यात्मनश्चोपमत्वादर्धांशेन प्रपञ्चाकारेण परिणामार्धगर्भाः पुरुषाश्रयाविक्रियत्वादित्यभिप्रायः।"—

অর্থাৎ, শুক্র, শোণিত ও জীব 'জীবাত্মা—লিঙ্গশরীরাধিষ্ঠিত পুরুষ', সংযুক্ত হইয়া, কুক্ষিস্থ হইলে, তাহার গর্ভ, এই সংজ্ঞা হইয়া থাকে। চেতনাবস্থিত গর্ভ, বায়ুদ্বারা বিভক্ত, তেজঃদ্বারা পরিপক্ক, জলভূতদ্বারা ক্লিন্ন, পৃথিবীদ্বারা সংহত এবং আকাশদ্বারা বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে বিবর্দ্ধিত হইয়া, যখন ইহা হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত হয়, তখন ইহার শরীর, এই ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। (পূর্ব্বোদ্ধৃত সুশ্রুতসংহিতাবচন স্মরণ করিবেন।)

শরীরোৎপত্তি-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-সিদ্ধান্ত—পাশ্চাত্য-নরশরীরবিধান-শাস্ত্র (Human physiology) অধ্যয়ন করিলে, অবগত হওয়া যায়, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট, সকলপ্রকার জীবই এক আদিপদার্থ বা রূপান্তরদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। যে আদি সজীব পদার্থহইতে ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রাণিজাতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে 'আমিবা' (Amœba) বলে। আমিবা এক কোমল অণ্ডলালের (Albuminous) ন্যায় পদার্থনির্ম্মিত ক্ষুদ্র জীব, ইহার শরীরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির গঠন কিছুই নাই। যে কোমল পদার্থে আমিবা নির্ম্মিত, সকল প্রাণিই তৎপদার্থসৃষ্ট, কোথাও ইহা গাঢ়, কোথাও বা রূপান্তরিত হইয়া কঠিন হয়। যে আদি পদার্থের উল্লেখ করা হইল, তাহা যদৃচ্ছাভাবে মিলিত হইয়া, শরীরোৎপাদন করে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদি পদার্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘরের ন্যায় আকার ধারণ করিয়া, অবস্থান করে। মধুকোষবৎ (মৌমমাছির চাকের ঘরের ন্যায়) এক একটী উক্ত ঘরকে কোষ কহে। শরীরের সকলস্থান এইরূপ কোষবিনির্ম্মিত। কোথাও ইহা গোলাকার, কোথাও বা অণ্ডবৎ। প্রত্যেক কোষের (Cell) অভ্যন্তরে, অণুবীক্ষণযন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে, একটী ক্ষুদ্রতম কোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহাকে কোষবিন্দু বলে। পশ্চাত্যবিজ্ঞানমতে ইহাই প্রকৃত ও অপরিবর্ত্তিত আদিপদার্থ।

আমিবার জীবনকার্য্য পর্য্যালোচনা করিলেই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জীববৃন্দের জীবনকার্য্য অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া, পাশ্চাত্যনরশরীরবিধানশাস্ত্রে আমিবার জীবনক্রিয়াগুলি বিশেষরূপে পর্য্যালোচিত হইয়াছে।

আমিবার সঙ্কোচনশক্তি আছে (Contractile property)। স্বেচ্ছা বা পরের উত্তেজনায় আমিবা সঙ্কুচিত হয়। শ্রেষ্ঠ জীবগণের শরীরও এইনিমিত্ত সঙ্কোচন-শক্তিবিশিষ্ট। আমিবা, পোষণের জন্য, স্বীয় শরীরের সহিত খাদ্যদ্রব্য সম্মিলন করিয়া লয়, এবং তাহা পাক হইয়া, শরীরের পোষণ বর্দ্ধন করে। শ্রেষ্ঠ জীবদিগের পক্ষেও এই নিয়ম। নূতন খাদ্যদ্রব্য সমীকৃত হইয়া যেমন শরীরের পুষ্টি সম্পাদন করে, সেইরূপ পুরাতন বা অসার পদার্থসকল শরীরহইতে বহির্গত হইয়া যায়। জীবমাত্রেরই শরীরে অবিরাম এই ত্যাগগ্রহণাত্মক-কর্ম্মলীলা চলিতেছে। একটী আমিবা বর্দ্ধিত এবং অবশেষে বিভক্ত হইয়া, দুইটী, তাহার পর তিনটী, এইরূপে ক্রমে একটী আমিবাহইতে অনেকগুলি আমিবার উৎপত্তি হইয়া থাকে। জীব-

মাত্রেই এই বংশবৃদ্ধিকরী শক্তি বিদ্যমান। পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত জীবের উচ্চাবচ উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট ভাব আমিবার সংখ্যার তারতম্যের অধীন। একটী আমিবা-হইতে দুইটীর মিলনে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জীবের আবির্ভাব হয়; এইপ্রকার যত অধিকসংখ্যক আমিবার সম্মিলন হইবে, তত উৎকৃষ্ট জীবের উৎপত্তি হইবে।

জীবনরক্ষার জন্য যে সকল কার্য্য প্রয়োজনীয়, শ্রেষ্ঠজীবদেহে যে সমস্ত জৈব কার্য্য বিবিধ যন্ত্রদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, অনন্যসহায় একটী সূক্ষ্ম আমিবাদ্বারাই তত্তৎকার্য্য নির্ব্বাহ হয়। উচ্চতর জীবসকল বহু আমিবার সমষ্টি, সুতরাং, তৎসমষ্টির মধ্যে কার্য্যের বিভাগ হওয়াই সম্ভব। পোষণপরিচালনাদি বিবিধকার্য্যসম্পাদনের জন্য জীবদেহে বিবিধ যন্ত্রের সৃষ্টি হইবার ইহাই কারণ। আমিবাকে আদিপদার্থ এবং জীবদেহের সকল যন্ত্রকেই উক্ত পদার্থের বিকার বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, আমিবার প্রথমোৎপত্তি কোথাহইতে হয়? এতৎ-প্রশ্নের উত্তরে বিদেশীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, একটী আমিবা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অন্য একটী আমিবাহইতে সমুৎপন্ন হয়, পূর্ব্বপূর্ব্ব আমিবা পরপর আমিবার কারণ, কোন আমিবাই স্বয়ংসিদ্ধ নূতন পদার্থ নহে *। (অতএব, অনাদি বলিলেই চলিত।)

উচ্চতরজীবশরীর অসংখ্য আমিবার সমষ্টি ও তাহার জীবনকার্য্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যন্ত্রদ্বারা (যন্ত্রও আমিবার সংহতি) নির্ব্বাহ হইয়া থাকে বটে, এক-একটী কোষই যে এক-একটী যন্ত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহারা ইতরেতর-সাহায্য-সাপেক্ষ— অন্য সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া, কোন যন্ত্র কার্য্য করিতে পারে না †।

* "Ever since Schwann discovered the cellular nature of animals, and established the analogy between animal and vegetable cells, there has been a gradually increasing conviction amongst physiologists, which has now become an universally accepted physiological and pathological doctrine, that the cell is the seat of nutrition and function; and further, that each individual cell is itself an independent organism, endowed with those properties, and capable of exhibiting those active changes which are characteristic of life. Every organised part of the body is either cellular or is derived from cells, and the cells themselves originate from pre-existing cells, and under no circumstances do they originate *de novo*."—

Green's Pathology. P. 5.

† "Whilst therefore the whole body is made up of cells, or of substances derived from cells, and the cell is itself the ultimate morphological element which is capable of exhibiting manifestations of life, it must be borne in mind that in a complex organism, the phenomena of life are the result of the continued activity of innumerable cells, many of which possess distinct and peculiar functions, and that by their combination they become endowed with new powers, and exhibit new forces, so that although each individual unit possesses an independent activity,

শরীরোৎপত্তিসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় এবং পাশ্চাত্য মতের তুলনা—শরীরোৎপত্তি-সম্বন্ধে শাস্ত্রহইতে যে উপদেশ পাওয়া গেল, তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে, লিঙ্গদেহাধিষ্ঠিত আত্মা, পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগার্থ শুক্রযোগে স্ত্রীগর্ভে প্রবেশ করে, জীবাত্মাবস্থিত শুক্রশোণিত, পঞ্চভূতদ্বারা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া, যখন অঙ্গোপাঙ্গসংযুক্ত হয়, তখন ইহার শরীর, এই সংজ্ঞা হইয়া থাকে। ভোগকার্য্য, ভোক্তৃভোগ্যের সম্বন্ধব্যতীত নিষ্পন্ন হইতে পারে না, কর্ম্মমাত্রেই কর্ত্তৃ-করণ-কর্ম্ম, এই তিনের পরস্পরসংযোগে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়), ইহাদের সাধারণ নাম করণ, কর্ত্তা ইহাদিগদ্বারা ভোগ্যবস্তুর সহিত সংযুক্ত হইয়া, সঞ্চিতকর্ম্মফল উপভোগ করেন। আত্মার সহিত অর্থ বা বিষয়ের সাক্ষাৎসম্বন্ধ হয় না, অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের সহিত মন এবং মনের সহিত আত্মা *, এইরূপে পূর্ব্বটী পরবর্ত্তির সহিত পরস্পরসম্বদ্ধ। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ও পুরুষ সকলপ্রকার সৃষ্টির মূলকারণ। ব্যাপকদৃষ্টিতে প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র পদার্থ নহেন, প্রকৃতি পরমাত্মারই গুণ বা শক্তি, শক্তি ও শক্তিমান্ স্বরূপতঃ ভিন্ন ন'ন্। পরমাত্মার দুই অবস্থা—দ্বিবিধ ভাব, একটী সন্মাত্রাবস্থা—কারণাত্মভাব, অপরটী কার্য্যাত্মভাব; দুই প্রকার ভাবই নিত্য, তবে একটী ধ্রুব, কূটস্থনিত্য, অন্যটী প্রবাহরূপে নিত্য। উৎপত্তিবিনাশশীল জগৎ তাঁহার কার্য্যাবস্থা। প্রকৃতি, কার্য্যাবস্থাতেই পুরুষ বা শক্তিমান্‌হইতে পৃথগ্‌রূপে লক্ষিত হইয়া থাকেন। একাকী কোন কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় না, কেবল ভোক্তৃশক্তিহইতে ভোগকার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। অতএব, কর্ম্মের রূপ ভাবিতে গেলে, কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-করণের মিলিতমূর্ত্তি হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইবেই। সংযোগব্যতীত যখন কোন কার্য্য হয় না এবং একটী ভাবহইতে যখন সংযোগ হইতে পারে না, তখন ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও পুরুষকে পরস্পর ভিন্ন পদার্থই ভাবিতে হইবে।

রজঃ ও তমঃ দুই পার্শ্বে, মধ্যে সত্ত্ব, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির এই রূপ। রজঃ ও তমঃ বা পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তির—অন্যোন্যাভিভব-ভাবহইতে সত্ত্বের উপরি যে নানাবিধ ভাব-তরঙ্গ, উত্থিত হইয়া, ক্রীড়া করে, সেই অনন্তভাবতরঙ্গের সমষ্টিই জাগতিক অনুভূতি। বুঝিতে পারা গেল, কেবল সত্ত্ব—নিষ্ক্রিয়, সুতরাং, ইনি কর্ম্মকর্ত্তা বা আবির্ভাবাদিবিকারাত্মক নহেন। রজঃ ও তমঃ-দ্বারা চতুর্ব্বিংশক কর্ম্মপুরুষের উদ্ভব হয়; কর্ম্মফল, জ্ঞান, মোহ, সুখ, দুঃখ, জীবন এবং মরণ, এই পুরুষেই

---

it is in a state of constant dependence upon others with which it is more or less intimately associated."— *Green's Pathology. P. 5-6.*

* "नैकः प्रवर्त्तते कर्त्तुं भूतात्मा नाश्नुते फलम्।
संयोगाद्वर्त्तते सर्व्वं तमृते नास्ति किञ्चन।
नह्येको वर्त्तते भावो वर्त्तते नाप्यहेतुकः॥"— চরকসংহিতা।

প্রতিষ্ঠিত *। এই কর্ম্মপুরুষ অনন্ত; কর্ম্মবৈচিত্র্যবশতঃ ইঁহার অনন্ত ভেদ। বীণা ও নখের সংঘর্ষে উৎপন্ন এক শব্দ যেমন রজঃ ও তমোগুণের ক্রিয়াভেদে নানাভাব ধারণ করে, এক সত্ত্বও সেই প্রকার রজঃ ও তমোগুণের ক্রিয়াভেদে অনন্তভাবে পরিণত ও উপলব্ধ হইয়া থাকে। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত, ধর্ম্মাধর্ম্ম বা শুভাশুভ কর্ম্মই উচ্চাবচ-জীবসৃষ্টির কারণ—সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু। বুঝিয়াছি, জগৎ অনাদি, সুতরাং, কর্ম্মের আদি কি, এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না।

শরীরোৎপত্তিসম্বন্ধে পাশ্চাত্যনরশরীরবিধানহইতে যে শিক্ষা লাভ হইয়াছে, তাহার সার মর্ম্ম হইতেছে, কোমল অণ্ডলালনির্ম্মিত (Albuminous) এক প্রকার আদি পদার্থ আছে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট, সকলপ্রকার প্রাণিশরীরের ইহাই উপাদানকারণ। এই শরীরবীজভূত পদার্থটী শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে উক্ত হইয়া থাকে। নিকৃষ্ট প্রাণিদিগের দেহে ইহা স্যার্কোড্ (Sarcode), উদ্ভিদ্দেহে প্রোটোপ্ল্যাজ্ম্ (Protoplasm) ও উৎকৃষ্ট প্রাণিদেহে ব্লাস্টেমা (Blastema), এবং শরীরোৎপত্তি ও পুষ্টির ইহাই একমাত্র কারণ, এবম্প্রকার বিশ্বাসবশতঃ জার্ম্মিন্যাল ম্যাটার (Germinal matter)-নামেও ইহা অভিহিত হইয়া থাকে †। পাশ্চাত্য-সিদ্ধান্ত, সজীব আদিপদার্থের (Living Albuminous matter or protoplasm) যত অধিক সংখ্যা পরস্পর মিলিত হয়, তত উৎকৃষ্ট জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্যনরশরীরবিধানশাস্ত্র নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, শরীরোৎপত্তিসম্বন্ধে

* "करणानि मनोबुद्धिर्बुद्धिकर्मेन्द्रियाणि च।
कर्त्तुः संयोगजं कर्म्म वेदना बुद्धिरेव च॥
बुद्धीन्द्रियमनोर्थानां विद्याद्योगधरं परं।
चतुर्विंशक इत्येष राशिः पुरुषसंज्ञकः॥
रजस्तमोभ्यां युक्तस्य संयोगोऽयमनन्तवान्।
ताभ्यां निराकृताभ्यान्तु सत्त्ववृद्ध्या निवर्त्तते॥
अत्र कर्म्मफलञ्चात्र ज्ञानं चात्र प्रतिष्ठितम्।
अत्र मोहः सुखं दुःखं जीवितं मरणं स्वता॥"— চরকসংহিতা।

আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি, এই সকল শ্লোকই তাহার আশ্রয়।

† "This albuminous substance has received various names according to the structures in which it has been found. * * * In the bodies of the lowest animals, as the Rhizopoda or Gregarinida, of which it forms the greater portion, it has been called 'sarcode'. * * * When discovered in vegetable cells, and supposed to be the prime agent in their construction, it was termed 'protoplasm'. As the presumed formative matter in animal tissues it was called 'blastema'; and, with the belief that wherever found, it alone of all matters has to do with generation and nutrition, Dr. Beale has surnamed it 'Germinal matter'."— *Kirke's' Physiology. P. 19—20.*

আমরা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহাই যে অভ্রান্ত বা চরম সিদ্ধান্ত, তাহা বলিতে পারা যায় না *। বস্তুতঃ তাহাই বটে। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না। অসংখ্য সজীব কোষপদার্থ জগতে ভাসিতেছে, তাহারা পরস্পর-মিলিত হইয়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রাণিশরীর নির্ম্মাণ করে, এরূপ সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আর এক কথা, ইহারা কি উদ্দেশ্যে, কাহার প্রেরণায় পরস্পর-মিলিত হয় এবং কি জন্যই বা পরস্পরমিলিত হইয়া, আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, ইত্যাদি অবশ্যপরিজ্ঞেয় বিষয়গুলির এ সিদ্ধান্তদ্বারা কোনরূপ মীমাংসা হইতে পারে না। আমরা স্থানান্তরে ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিব, আপাততঃ প্রতিজ্ঞাচ্ছলে বলিয়া রাখিতেছি, এতৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তই সত্য, ইহাহইতে এ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত আর কিছু হইতে পারে না।

শরীরযন্ত্র ও তৎকার্য্য—যদ্দ্বারা ক্রিয়া নিবর্ত্তিত হয়, তাহাকে কারক বলে, সুতরাং, কোন কার্য্য বা মূর্ত্তক্রিয়ার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, তৎকারকের তত্ত্বানুসন্ধান করাই একমাত্র কার্য্য।

"स्वतन्त्रः कर्त्ता।"——পা। ১।৪।৫৪।

"क्रियाप्रसिद्धौ स्वातन्त्र्येण विवक्ष्यते तत् कारकं कर्त्तृसंज्ञं भवति।"— কাশিকা।

অর্থাৎ, ক্রিয়ানিষ্পত্তিতে যে কারককে স্বতন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তৎকারকের নাম কর্ত্তা।

যে কার্য্যের যাহা আদ্যোৎপত্তিস্থান—যাহাহইতে যে কার্য্য প্রথম আরব্ধ হয়, তাহাকে তৎকার্য্যের স্বতন্ত্র বা প্রধানভূত কারণ বলা যায়, ইহারই নাম কর্ত্তা। কর্ত্তৃকারকভিন্ন কারকাদির ক্রিয়ানিষ্পাদকত্ব থাকিলেও, প্রধান কর্ত্তার আদেশ না পাইলে, তাহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না বলিয়া তাহারা স্বতন্ত্র নহে।

যে কোন-রূপ ক্রিয়া হউক, তাহা চৈতন্যাধিষ্ঠিত শক্তিদ্বারা সাধিত হয়—চৈতন্যের নোদন কর্ম্মোৎপত্তির আদিকারণ। আত্মা বুদ্ধিদ্বারা অর্থোপলব্ধি করিয়া, মনকে তৎকর্ম্মসাধনের ভার অর্পণ করেন, মন আবার অধস্তন কর্ম্মচারিদিগের স্কন্ধে যোগ্যতানুসারে কর্ম্মভার বণ্টন করিয়া দেয়। প্রধান কর্ত্তার † সহিত অন্যান্য

* "We must not forget that its relations to the parts with which it is incorporated are still very doubtfully known; and all theories concerning it must be considered only tentative and of uncertain stability".—

Kirkes' Physiology. P. 22.

† প্রধানকর্ত্তা বলিবার তাৎপর্য্য হইতেছে, অন্যান্য কারকসমূহ, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হয় না। অগ্নি আছে, জল আছে, তণ্ডুল আছে, কাষ্ঠ আছে, কিন্তু ইহারা স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া, কখন অন্নপাককার্য্য নিষ্পাদন করে না, পাচক পুরুষের প্রবর্ত্তনাব্যতিরেকে ইহারা, শক্তিসত্ত্বেও নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করে। ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য—

নিম্নস্থ কর্ম্মচারির সাক্ষাৎ হয় না, তিনি একটী গুপ্ত স্থানে অবস্থান করেন। শির বা মস্তিষ্কই প্রধানকর্ত্তার আবাসগৃহ *।

ক্রিয়া হইলেই ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী—ক্রিয়া হইলেই ক্ষয় হইয়া থাকে—আবির্ভাবের পর তিরোভাব হইবেই †। শরীর সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল, ক্ষণকালের নিমিত্তও কোন যন্ত্র নিষ্ক্রিয় নহে, সুতরাং, সর্ব্বদাই যে শরীরের ক্ষয় হইতেছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। শরীর যখন অবিরামই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, তখন আমরা জীবিত থাকি কিরূপে? অগ্নিসংরক্ষণ করিতে হইলে, তাহাতে যেমন কাষ্ঠ বা অঙ্গারাদি দাহ্যবস্তু সংযোগ করিতে হয়, কায়াগ্নি বা তনূনপাৎকে রক্ষা করিতে হইলেও, সেই-প্রকার প্রয়োজনানুসারে অন্ন যোগাইতে হইয়া থাকে। কায়াগ্নি নিরন্তর শরীরকে পাক করিতেছে বটে, সর্ব্বদা শরীরের সর্ব্বত্রই সন্দাহনক্রিয়া চলিতেছে সত্য, কিন্তু আহারদ্বারা আমরা শরীরের ক্ষতিপূরণ করিতে পারি বলিয়া জীবিত থাকি ‡।

"কথং পুনর্জ্ঞায়তে কর্ত্তা প্রধানমিতি? যৎ সর্ব্বেষু সাধনেষু সংনিহিতেষু কর্ত্তা প্রবর্ত্তয়িতা ভবতি।"—মহাভাষ্য।

* অনেকের বিশ্বাস, মস্তিষ্ক যে চৈতন্যের প্রধান স্থান, এ দেশে সে তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই, কথাটা বস্তুতঃ অমূলক। 'শিরঃ', এই শব্দটার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থই বলিয়া দিতেছে যে, সকল শারীর-যন্ত্রই শিরকে আশ্রয় করিয়া, বিদ্যমান আছে, শিরই চৈতন্যের প্রধান আবাসস্থান—প্রধানকর্ত্তার নিকেতন।

"শ্রয়তেঃ স্বাঙ্গে শিরঃ কিচ্চ।"— উণাদিসূত্র।

অর্থাৎ, 'শ্রি' ধাতুর উত্তর 'অসুন্' প্রত্যয় করিয়া, 'শিরঃ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। শ্রি ধাতুর অর্থ আশ্রয় করা—সেবা করা। চক্ষুঃ, কর্ণ, মন, বাক্ আদি ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণ যাহাকে আশ্রয় করিয়া, বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাকে শিরঃ বলে। ঐতরেয় আরণ্যকে ঠিক এই কথাই বুঝান হইয়াছে, যথা—

"ঊর্দ্ধ্বং ত্বেবাদসর্পত্তচ্ছিরোঽশ্রয়ত যচ্ছিরোঽশ্রয়ত তচ্ছিরোঽভবত্তচ্ছিরসঃ শিরস্ত্বং, তা এতাঃ শীর্ষঞ্ছ্রিয়ঃ শ্রিতাশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনোবাক্ প্রাণঃ শ্রয়ন্তেঽস্মিঞ্ছ্রিয়ঃ য এবমেতচ্ছিরসঃ শিরস্ত্বং বেদ।"— ২ আ। ১ অ। ৫ খণ্ড।

আত্মাকর্ত্তৃক আশ্রিত—বিশেষরূপে অধিষ্ঠিত এবং শ্রোত্র, মনঃ বাক্ প্রাণ, ইত্যাদি করণসকল ও ইহাকেই প্রধানতঃ আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে, তা'ই শিরের 'শিরঃ', এই নাম হইয়াছে।

"প্রাণাঃ প্রাণভৃতাং যত্র শ্রিতাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
যদুত্তমাঙ্গমঙ্গানাং শিরস্তদভিধীয়তে॥"— চরকসংহিতা।

অর্থাৎ, প্রাণিদিগের প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকল যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, অঙ্গের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহাকে শিরঃ বলে।

† "যাবদনেন বর্ত্তিতব্যমপায়েন বা যুজ্যতে, তস্মাভয়ং সর্ব্বত্র।"— মহাভাষ্য।

"All work, as we have seen, implies waste."— *Physiology by Huxley.*

‡ "Everywhere oxidation is going on, oxidation either of the blood itself or of the structures which it bathes, and whose losses it has to make good."— *Foster's Physiology. P. 128.*

ভুক্তদ্রব্য সম্যক্ পরিণত হইয়া রস এবং রসহইতে রক্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরের অন্যান্য যন্ত্রের ক্ষয় রক্তদ্বারা এবং রক্তের ক্ষয় আহারদ্বারা, পূরিত হয় *। বলিলাম, শোণিতদ্বারা দেহের অন্যান্য ধাতুর পোষণ হইয়া থাকে, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইবে, শোণিতদ্বারা শোণিতেরই পোষণ হওয়া সঙ্গত মনে হয়, কিন্তু মাংস, পেশী, স্নায়ু, অস্থি ইত্যাদি যন্ত্রের ক্ষতিপূরণ শোণিতদ্বারা হইবে কিরূপে ?

উত্তর—দেহ, পাঞ্চভৌতিক, সুতরাং, দেহের ক্ষয় পাঞ্চভৌতিক আহারদ্বারাই পূর্ণ হওয়া সম্ভব। দেহ যখন পাঞ্চভৌতিক—পঞ্চভূতবিকার, তখন ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিও তদতিরিক্ত পদার্থ হইতে পারে না। ভগবান্ আত্রেয় বলিয়াছেন, ভৌম, আপ্য, আগ্নেয়, বায়ব্য ও নাভস—আকাশীয় এই পঞ্চপ্রকার উষ্মা, আহারস্থ পঞ্চপ্রকার স্ব-স্ব-পার্থিবাদি গুণের পরিপাক করিয়া থাকে। ভৌমাদি পঞ্চবিধ উষ্মদ্বারা পরিণত ভুক্তপদার্থের পার্থিবাদি দ্রব্য ও গুণসকল শরীরস্থ আপন-আপন-দ্রব্য ওগুণের পোষণ করে। আহারস্থ পার্থিব দ্রব্য ও গুণ, শরীরস্থ পার্থিব দ্রব্য ও গুণের, আহারস্থ জলীয় দ্রব্য ও গুণ, শরীরস্থ জলীয় দ্রব্য ও গুণের, এবং আহারস্থ অপর অপর দ্রব্য ও গুণ, শরীরস্থ অপর অপর দ্রব্য ও গুণের, পোষণ করিয়া থাকে †। ভুক্তদ্রব্য স্ব-স্ব-অগ্নিদ্বারা (পাচকপিত্ত বা Juicc) পরিপক্ক

* "तएते शरीरधारणाद्धातव इत्युच्यन्ते । तेषां क्षयवृद्धी शोणितनिमित्ते ।"—

সুশ্রুতসংহিতা।

"Thus the blood feeds on the food we eat, and the body feeds on the blood."—

Foster's Physiology. P. 123.

† "भौमाप्याग्नेयवायव्याः पञ्चोष्माणः सनाभसाः ।
पञ्चाहारगुणान् स्वान् स्वान् पार्थिवादीन् पचन्ति हि ॥
यथा स्वं स्वञ्च पुष्यन्ति देहद्रव्यगुणाः पृथक् ।
पार्थिवाः पार्थिवानेव शेषाः शेषांश्च कृत्स्नशः ॥"—

চরকসংহিতা, চিকিৎসাস্থান।

"Though it is the same blood which is rushing through all the capillaries, it makes different things in different parts. In the muscle it makes muscle; in the nerve, nerve; in the bone, bone; in the glands, juice. Though it is the same blood, it gives different qualities to different parts: out of it one gland makes saliva, another gastric juice: out of it the bone gets strength, the brain power to feel, the muscle power to contract."—

Foster's Physiology. P. 128.

অর্থাৎ, যদিও এক রক্তই পোষণের জন্য নাড়ীদ্বারা দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করে বটে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে ইহা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। পেশীতে ইহা পেশী, স্নায়ুতে স্নায়ু, অস্থিতে অস্থি এবং গ্রন্থিতে রস উৎপাদন করে।

হইয়া, কিট্ট—মল (Waste matter) ও প্রসাদ, এই দুই প্রকারে পরিণত হয় *। যে শক্তিদ্বারা শরীরের পোষণকার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে প্রাণ বলে। বহির্দ্দেশ-হইতে পোষণোপযোগী পদার্থ গ্রহণ, তাহাদের পরিপাক (Conversion of food into nutriment) দেহের সর্ব্বস্থানে, যথায় যে দ্রব্যের প্রয়োজন, তথায় তদ্দ্রব্যের পরিবেশন (Distribution of nutriment all over the body) এবং ত্যাজ্য-পদার্থসমূহকে (কিট্ট বা মল) দেহহইতে নিঃসারণ (Getting rid of the waste products), পোষণকার্য্য বলিতে এই সমস্ত ব্যাপারকে বুঝিতে হইবে। প্রাণাদি পঞ্চবায়ু (প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান)-দ্বারা দেহের পোষণকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে †।

* "সপ্তভির্দ্দেহধাতবো দ্বিবিধায় পুনঃপুনঃ।
যথা স্বমগ্নিভিঃ পাকং যান্তি কিট্টপ্রসাদবৎ॥"— চরকসংহিতা।

"Visiting all parts of the body, re-building and re-freshing every spot it touches, the blood current also carries away from each organ the waste matters of which that organ has no longer any use. Just as each part or organ has different properties and different work, so also is the waste of each not exactly the same, though all are alike inasmuch as they are all the results of oxidation."— *Foster's Physiology.*

† প্রাণাদি পঞ্চবায়ু স্বরূপতঃ পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ নহে, এক শক্তিরই (Living force) স্থান ও ক্রিয়াভেদে প্রাণাদি বিভিন্ন বিভিন্ন সংজ্ঞা হইয়াছে।

"ভিন্নোঽনিলস্তথা হ্যেকো নামস্থানক্রিয়াময়ৈঃ।
প্রাণোদানৌ সমানশ্চ ব্যানশ্চাপান এব চ॥"— সুশ্রুতসংহিতা।

সম্রাট্ যেমন স্বীয় অধিকারান্তর্ভূত লোকসকলের মধ্যে যোগ্যতানুসারে কতকগুলি লোককে, তুমি এ দেশে, তুমি অমুক দেশে, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ কর, এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ স্থানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন, মুখ্যপ্রাণও সেইরূপ ইতরপ্রাণদিগকে দেহরাজ্যের পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যভার দিয়াছেন, ইতরপ্রাণগণ তাঁহারই শাসন পালন করিয়া থাকেন।

"যথা সম্রাডেবাধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে এতান্ গ্রামানেতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেত্যেবমেবৈষ প্রাণঃ। ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধত্তে।"— প্রশ্নোপনিষৎ।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ষ্টুয়ার্ট ব্যাল্‌ফোর জীবনের স্বরূপ বর্ণন করিবার সময় যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহার কতক অংশ উদ্ধৃত হইল—

"Let us suppose that a war is being carried on by a vast army, at the head of which there is a very great commander. Now, this commander knows too well to expose his person ; in truth, he is never seen by any of his subordinates. He remains at work in a well-guarded room, from which telegraphic wires lead to the headquarters of the various divisions. He can thus, by means of these wires, transmit his orders to the generals of these divisions and by the same means receive back information as to the condition of each.

শক্তি, যন্ত্রব্যতীত কর্ম্ম করিতে পারে না—বাষ্পীয় রথ আমরা দেখিয়াছি, ইহা যে অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতি, স্বল্প সময়ের মধ্যে ইহা যে বহুদূরে গমন করিতে পারে, তাহা আমরা জানি, এবং সম্ভবতঃ অনেকেরই ইহা বিদিত বিষয় যে, বাষ্পবলই (Steam) বাষ্পীয়রথের একমাত্র বল। বাষ্প, জলের সূক্ষ্মাবস্থা, জলকে অতিমাত্র উত্তপ্ত করিলে, ইহা বাষ্পাকার ধারণ করে। যদি আমরা একটা অতিবৃহৎ লৌহকটাহ জলপূর্ণ ও চুল্লীর উপরি স্থাপিত করিয়া, জ্বাল দিতে থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত জল বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া উড়িয়া যায়, কিন্তু যে বাষ্পবলে কত অদ্ভুত অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন হইতেছে, এতদ্দ্বারা তাহার কিছুই হয় না। তা'ই বলিতেছি, শক্তি যন্ত্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে, কোনপ্রকার কর্ম্মোৎপত্তি হয় না। কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে, বলা উচিত, রজঃ ও তমঃ বা প্রবৃত্তি ও সংস্ত্যান বা পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তি, অন্যোন্য-মিথুন, অন্যোন্যাভিভব, ইতরেতরাশ্রয়ী, এই শক্তিদ্বয়ের পরস্পর অভিভাব্য-অভিভাবকভাবহইতেই নিখিল কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কেবল রজঃ বা প্রবৃত্তিশক্তি, অথবা কেবল তমঃ বা সংস্ত্যান শক্তি-দ্বারা কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না। (All motion is motion under resistance.)।

'যত্রি' ধাতুর উত্তর 'অচ্'প্রত্যয় করিয়া, 'যন্ত্র'পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। যত্রিধাতুর অর্থ সংকোচন—সংযমন। যদ্দ্বারা রজঃ বা প্রবৃত্তি বা পুংশক্তি নিয়ন্ত্রিত (নিয়মিত) হয়, তাহাকে যন্ত্র বলে। অতএব, যন্ত্রব্যতিরেকে শক্তি ক্রিয়া করিতে পারে না, এ কথার

Thus his headquarters become a centre, into which all information is poured, and out of which all commands are issued.

Now, that mysterious thing called life, about the nature of which we know so little, is probably not unlike such a commander."—

The Conservation of Energy. P. 161.

ভাবার্থ—

জীবনের স্বরূপ কতকটা হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত পণ্ডিত ষ্টুয়ার্ট বাল্‌ফোর সংগ্রামের চিত্র দৃষ্টান্তস্থলে গ্রহণ করিয়াছেন। মনে কর, বহুসৈন্যদ্বারা একটী সমরব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে, যোদ্ধৃবর্গের এক জন প্রধান নেতা আছেন, কিন্তু ইহাঁকে ইহাঁর নিদেশবর্ত্তী যোদ্ধৃবর্গ দেখিতে পান্ না, ইনিও কাহাকে চেনেন না। একটী সর্ব্বতোভাবে পরিরক্ষিত দুর্গের মধ্যে ইনি অবস্থান করেন এবং সেই স্থানহইতেই তাড়িতবার্ত্তাবহতারসকলদ্বারা প্রধান প্রধান স্থানিক অধ্যক্ষদিগের সমীপে আজ্ঞা প্রেরণ ও তাহাঁদের নিকটহইতে যুদ্ধের সংবাদ গ্রহণ করেন। সর্ব্বাধ্যক্ষের অবস্থানগৃহই কেন্দ্রস্থান। যে কোন আদেশই হউক, এই স্থানহইতে বাহির হইয়া, অন্যান্য নেতার নিকট যায় এবং অধীন কর্ম্মাধ্যক্ষেরাও এই স্থানেই সংবাদ প্রেরণ করেন। জীবননামক যে দুজ্ঞেয় পদার্থ আছে—যাহার বিষয় আমরা সামান্যই অবগত আছি, তাহা সম্ভবতঃ বর্ণিত সমরব্যাপারের সর্ব্বপ্রধান নেতার সদৃশ পদার্থ হইতে পারে। পাঠক! জীবন কি, এসম্বন্ধে পণ্ডিত ষ্টুয়ার্ট বাল্‌ফোর যাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বপ্রদর্শিত, শ্রুতিচিত্রিত জীবনচিত্রের কতকটা অনুরূপ কি না, চিন্তা করিবেন।

ধর্ম্ম হইতেছে, আধারাধেয় বা অনুযোগিপ্রতিযোগী অথবা এক কথায় স্বস্বামিভাব-সম্বন্ধ-ব্যতীত কর্ম্মোৎপত্তি হয় না, কর্ম্মমাত্রেই কর্ত্তৃকর্ম্মাদি কারকদ্বারা নিষ্পাদ্য। সূক্ষ্মশরীর-ব্যতীত স্থূলশরীর থাকিতে পারে না, স্থূলদেহের নিশ্চয়ই সূক্ষ্মদেহ আছে *; এতদ্বাক্যেরও ইহাই যুক্তি। যাঁহারা সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ—স্বল্পদূরপ্রসারিণী।

পোষণ, পরিচালন ও জ্ঞান, মানবশরীরে এই ত্রিবিধ কার্য্য হইয়া থাকে. প্রাগুক্ত ত্রিবিধ কার্য্যসম্পাদনের জন্য যেরূপ ও যত সংখ্যক যন্ত্রের প্রয়োজন ভগবান্ মানবশরীরে তদ্রূপ ও তত সংখ্যক যন্ত্রই প্রদান করিয়াছেন।

পোষণাদি কার্য্যত্রয় অন্যোন্যাশ্রয়ী—ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কর্ম্মমাত্রেই ত্রিগুণময়ী-প্রকৃতির বিকার, সকল কার্য্যই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল-সত্ত্বাদি গুণত্রয়দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। শারীরকার্য্যও কার্য্য, সুতরাং, ইহা এই সার্ব্বভৌম নিয়মকে অতিক্রম করিয়া সম্পন্ন হয় না। সত্ত্বাদিগুণত্রয় যখন ইতরেতরাশ্রয়ী, তখন তৎকার্য্যসমূহেরও অন্যোন্যাশ্রয়ী হওয়াই প্রাকৃতিক। পোষণক্রিয়া, তমোগুণপ্রধান ত্রিগুণসাধ্য, জ্ঞানক্রিয়া, সত্ত্বগুণপ্রধান ত্রিগুণনিষ্পাদ্য এবং পরিচালনক্রিয়া, রজোগুণপ্রধান ত্রিগুণদ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে †।

* "তদ্বিনা ষিশেষৈস্তিষ্ঠতি ন নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্।"— সাংখ্যকারিকা।

† পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সর শক্তির পরিবর্ত্তনহেতু ও অপরিবর্ত্তনহেতু, এই দ্বিবিধ ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে পরিবর্ত্তনহেতু-শক্তিকে তিনি 'Energy', এই নামে অভিহিত ও অপরিবর্ত্তনহেতু-শক্তিকে অব্যপদেশ্য বা নির্ণামক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অপরিবর্ত্তনহেতুশক্তিই আমাদের সত্ত্বগুণ। পরিবর্ত্তনহেতুশক্তি বা Energy, Actual ও Potential ভেদে দ্বিবিধ। এই Actual ও Potential Energy যথাক্রমে রজঃ ও তমোগুণের সমানার্থক। ভগবান্ যাস্কের রজঃ ও তমঃ উভয়পার্শ্বে, মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব,—

"সত্ত্বং তু মধ্যে বিশুদ্ধং তিষ্ঠত্যভিতো রজস্তমসী, রজ ইতি কামদ্বেষস্তমः।"— নিরুক্ত।

এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্যই যেন পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সর নিম্নোদ্ধৃত বচনসমূহ দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"Nevertheless, the forms of our experience oblige us to distinguish between two modes of force; the one not a worker of change and the other a worker of change, actual or potential. The first of these—the spaceoccupying kind of force—has no specific name."

"For the second kind of force, distinguishable as that by which change is either being caused or will be caused if counterbalancing forces are overcome, the specific name now accepted is 'Energy."

"To our perceptions this second kind of force differs from the first kind as being not intrinsic but extrinsic."— *First Principles. P. 191.*

নির্দ্দিষ্ট প্রাগুক্ত শক্তিদ্বয়ের বৈধর্ম্ম্য দেখাইবার জন্য পণ্ডিত স্পেন্সর বলিয়াছেন, শেষোক্ত বা

স্নায়ুবিধান (Nervous system)—প্রধানকর্ত্তা, স্বীয় নিকেতনে থাকিয়া, যদ্দ্বারা তাঁহার নিদেশবর্ত্তী কর্ম্মচারিদিগকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত ও তাহাদের নিকট-হইতে সংবাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাদৃশ যন্ত্রবিশেষের নাম স্নায়ু। মস্তিষ্ক, কশেরুকামজ্জা (Brain and Spinal marrow), শীর্ষণ্য (Cerebral) ও কশেরুকা-স্নায়ু, স্নায়ুবিধান বলিতে এই সকলকে বুঝিতে হইবে। স্নায়ুসকল, দেখিতে সূত্রের ন্যায়। মস্তিষ্কহইতে দ্বাদশযুগ্ম রজ্জুবৎ স্নায়ু নির্গত হইয়া মস্তকের সর্ব্বত্র বিস্তৃত আছে। মস্তিষ্ক ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া, পশ্চাদ্দেশস্থ মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরদিয়া নিম্নে অবতরণ করিয়াছে, ইহাকেই কশেরুকামজ্জা বলে। কশেরুকামজ্জাহইতে এক-ত্রিংশৎযুগ্ম স্নায়ুনির্গত হইয়া, হস্ত, পদ, গ্রীবা ও বক্ষঃ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছে। মেরুদণ্ডের সম্মুখে গ্রন্থিবিশিষ্ট রজ্জুর ন্যায় সমবেদক স্নায়ুসমূহ (Sympathetic nerves) বিদ্যমান। সমবেদক স্নায়ুগণের সহিত শীর্ষণ্য ও কশেরুকা স্নায়ুগণের সংযোগ আছে। সমবেদক স্নায়ুগণের মধ্যে মধ্যে কোষনির্ম্মিত স্নায়ুগ্রন্থি (Sympathetic ganglion)—সকল আছে, ঐ গ্রন্থিবৃন্দহইতে এই শ্রেণীস্থ স্নায়ুনিচয়, হৃৎপিণ্ড, উদরগহ্বরস্থ যন্ত্রসমূহ ইত্যাদি স্থানে প্রসারিত হয়।

সংজ্ঞাবাহী ও সঞ্চালক স্নায়ু—প্রধানকর্ত্তা যদ্দ্বারা নিদেশবর্ত্তী কর্ম্মচারি-দিগকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তন ও তাহাদের নিকটহইতে সংবাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন বুঝিয়াছি, তাহাদিগকে স্নায়ু বলে, অতএব, দেখা যাইতেছে, স্নায়ুগণ, মস্তিষ্কহইতে নিয়োগ বা নোদন (Impulses) বহনপূর্ব্বক পেশীগণকে এবং ত্বক্‌হইতে সংবাদ বহন করিয়া মস্তিষ্ককে প্রদান, এই দ্বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকে। যে সকল স্নায়ু মস্তিষ্ক-হইতে নিয়োগ বা নোদন বহনপূর্ব্বক পেশীকে (Muscles) প্রদান করে, অর্থাৎ, যাহাদের গতি অধঃস্রোতস্বিনী, তাহাদিগকে সঞ্চালকস্নায়ু (Motor nerves) এবং যাহারা প্রধানকর্ত্তার বিশ্রামমন্দিরাভিমুখে সংবাদ বহন করে, যাহাদের গতি ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী, তাহাদিগকে সংজ্ঞাবাহিস্নায়ু কহে। প্রথমোক্ত স্নায়ুগণ কেন্দ্রাতিগ বা পরাচীন (Centrifugal or efferent), শেষোক্ত স্নায়ুগণ কেন্দ্রাভিগ বা প্রতীচীন* (Centripetal or afferent nerves)।

পরিবর্ত্তনহেতুশক্তি কার্য্যাত্মভাব, প্রথমোক্ত বা অপরিবর্ত্তনহেতুশক্তি কারণাত্মভাব, শেষোক্ত শক্তি বাহ্য, প্রথমোক্ত শক্তি আন্তর। ইহা ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তেরই অনুবাদ।

"अन्तर्ब्बहिश्च कार्य्यद्रव्यस्य कारणान्तरवचनादकार्य्ये तदभावः।"— ন্যায়দর্শন। ৪।২।২০।

এবং "स च पुनरुभयात्मभावः। कार्य्यात्मा कारणात्मा च तयोर्यः कार्य्यात्मा तमधिकृत्योक्तम्,— क्रियानिर्वर्त्त्योऽर्थः स भावः क्रियैव वा भावः।"—এই সকল শাস্ত্রীয় বচনের তত্ত্ব চিন্তা করিবেন। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, এই সারতম শাস্ত্রীয় উপদেশের মর্ম্ম এতদ্দ্বারা সুখবোধ্য হইবে।

* "The latter carry impulses from the brain to the muscle, and so, being instruments for causing movements, are called motor nerves. The

সুশ্রুতসংহিতাতে আছে; বিসর্গ (ত্যাগ), আদান (গ্রহণ) ও বিক্ষেপ (সঞ্চালন), এই ত্রিবিধ ক্রিয়াদ্বারা দেহ রক্ষিত হইয়া থাকে, অথবা কেবল ক্ষুদ্র দেহ কেন, জগদ্দেহেরও ইহারাই ধর্ম্ম—বিসর্গাদি ত্রিবিধ ক্রিয়াদ্বারাই জগৎ ধৃত হইয়া রহিয়াছে *। যে শক্তিদ্বারা শরীরের পোষণকার্য্য নিষ্পন্ন হয়, ইতিপূর্ব্বে বুঝিয়াছি, তাহাকে 'প্রাণ' বলে, অতএব, প্রাণশক্তি, বিসর্গ, আদান ও বিক্ষেপ, এই ত্রিবিধ-ক্রিয়াত্মিকা; প্রাণের স্বরূপাবগতি, বিসর্গাদিক্রিয়ার স্বরূপজ্ঞানাধীন।

কোন শক্তি যন্ত্রব্যতীত কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, এইজন্য পোষণ-বা-প্রাণন-কার্য্যনির্ব্বাহার্থ, আমাদের শরীরে প্রাণসমানব্যানপানাদি যন্ত্রসকল (Alimentory system, Respiratory system, Excretory organ, Circulating system) বিদ্যমান আছে। মুখ, স্বণিকা বা লালাগ্রন্থি (Salivary glands), জিহ্বা, আমাশয় (Stomach), অন্ত্র (Intestine), ক্লোম (Pancreas), যকৃৎ (Liver), গ্রহণী, ইহারা অন্নবিপাকক্রিয়াযন্ত্র (Alimentory system), ফুস্‌ফুস্ (Lungs), শ্বাসনালী (Trachea), বুক্ক, বস্তি ও মূত্রনাড়ী (Kidneys, Bladder, Urethra), প্লীহা, ইত্যাদি, ইহারা অপানযন্ত্র (Excretory organs), এবং হৃদয় (Heart), ধমনী, শিরা, স্রোতঃ (Arteries, Veins and Lymphatic system), ইহারা ব্যান বা বিক্ষেপযন্ত্র (Circulating system)।

যে সকল যন্ত্রের নামোল্লেখ হইল, ইহারা যথাক্রমে বিসর্গাদি প্রাণনকার্য্যেরই নির্ব্বাহক, বিসর্গাদি পোষণকার্য্যসম্পাদনের জন্যই ইহাদের উৎপত্তি। শক্তি-ব্যতীত কখন কোনরূপ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় না, সুতরাং, বিসর্গাদি কর্ম্মের অবশ্য শক্তি আছে, সন্দেহ নাই। শাস্ত্র সোম, অগ্নি ও বায়ুকে বিসর্গাদি কার্য্যের শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; দেহস্থ কফ, পিত্ত ও বায়ু নামক পদার্থত্রয়ই যথাক্রমে সোম, অগ্নি ও বায়ুর অপর পর্য্যায় †।

former, carrying impulses from the skin to the brain, and being instruments for bringing about sensations, are called sensory nerves."—

Foster's Physiology. P. 13.

* "বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোমসূর্য্যানিলা যথা।
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা॥"— সূত্রস্থান, সুশ্রুতসংহিতা।

† "তত্র 'বা' গতিগন্ধনয়োরিতি ধাতুঃ 'তপ' সন্তাপে 'শ্লিষ' আলিঙ্গনে।
এতেষা কৃদ্বিহিতৈঃ প্রত্যয়ৈর্বাতঃ পিত্তং শ্লেষ্মেতি চ রূপাণি ভবন্তি॥"— সুশ্রুতসংহিতা।

অর্থাৎ, গতি ও গন্ধনার্থক 'বা' ধাতু, সন্তাপার্থক 'তপ' ধাতু ও আলিঙ্গনার্থক 'শ্লিষ' ধাতুর উত্তর কৃদ্বিহিত প্রত্যয় করিয়া, যথাক্রমে 'বাত', 'পিত্ত' ও 'শ্লেষ্মা', এই পদত্রয় সিদ্ধ হইয়াছে। নিরুক্তে বায়ুশব্দের নিম্নলিখিতরূপ নিরুক্তি করা হইয়াছে—

"বায়ুর্ব্বাতের্ব্বেতের্ব্বা স্যাদ্গতিকর্ম্মণঃ।" অর্থাৎ, যাহা সততগতিশীল, তাহাকে বায়ু বলে।

"সততমসৌ যাতি গচ্ছতি।"— নিরুক্তভাষ্য।

"Vayu is a form of motion itself"— *Nature's Finer Forces.*

গতি (Motion), তাপ ও শৈত্য (অগ্নি ও সোম, Heat and Cold), অন্যো-ন্যাভিভব এই পদার্থদ্বয়ের পরস্পরাণ ক্রিয়াফলভিন্ন অন্য কিছু নহে। জগৎ, গতির মূর্ত্তি, সুতরাং, বুঝিতে হইবে, তাপ ও শৈত্য বা অগ্নি ও সোমই জগতের জগত্ত্ব বা গতিশীলত্বের হেতু *। যে ক্রিয়াদ্বারা আমাদের মাংসপেশী, শিরা, ধমনী, স্নায়ু প্রভৃতি আকুঞ্চিত (Contracted) হয়, তাহা শৈত্যের ক্রিয়া, এবং যদ্দ্বারা ইহারা প্রসারিত হয়, তাহা তাপের ক্রিয়া; আকুঞ্চন শৈত্যের এবং প্রসারণ তাপের কার্য্য। প্রত্যেক জাগতিক পদার্থে, সুতরাং, যুগপৎ আকুঞ্চনপ্রসারণকার্য্য চলিতেছে, কারণ, শৈত্য কখন উষ্ণব্যতীত এবং উষ্ণ কখন শৈত্যছাড়া বিদ্যমান থাকে না, যে স্থানে উষ্ণ, সেই স্থানে শৈত্য এবং যে স্থানে শৈত্য, সেই স্থানে উষ্ণ আছে †। আয়ুর্ব্বেদে, বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে দেহসম্ভবহেতু ও দেহসন্ধারণস্তম্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; গৃহ যেমন স্তম্ভ-বা-স্থূণা-দ্বারা ধৃত হয়, দেহও তদ্রূপ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই তিনটী স্থূণাদ্বারা ধৃত হইয়া থাকে, দেহগৃহ ত্রিস্থূণ ‡। বিদেশীয় পণ্ডিতগণের বৈজ্ঞানিক গবেষণা যখন আরো গভীর হইবে, তখন, আশা করি, আর্য্যশাস্ত্রোক্ত এই অমূল্য তথ্যকে তাঁহারা তথ্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

অন্যান্য শারীরযন্ত্র, স্নায়ুর অধীন—আমরা পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, শরীর, প্রধান কর্ত্তা বা শরীরির ভোগায়তন—কর্ম্মপুরুষ বা জীবাত্মার পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগ করিবার যন্ত্র। প্রধান কর্ত্তার সহিত (পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে) তদধীন কর্ম্মচারি-

* "সর্ব্বং তুষ্ণাত্মকং কিঞ্চিত্তে জীऽর্কাগ্ন্যভিধং বিদুঃ।
শীতাত্মকন্তু সোমাখ্যমাভ্যামেব কৃতং জগৎ॥"— যোগবাশিষ্ঠ।

অর্থাৎ, উষ্ণাত্মক তেজঃকে (Heat) অর্ক বা অগ্নি এবং শীতাত্মক তেজকে সোম নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই অগ্নি ও সোমদ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন, এই সংক্ষিপ্ত অমূল্য উপদেশগর্ভে কত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বাস করিতেছে।

"To produce continuous motion there must be an alternate action of heat and cold."— *Grove's Correlation of Physical forces.*

† "উষ্ণমেব সবিতা, শীতং সাবিত্রী, যত্র হ্যেবোষ্ণং তচ্ছীতং, যত্র বৈ শীতং তদুষ্ণমিত্যেতে দ্বে যোনী একং মিথুনম্।"— গোপথব্রাহ্মণ।

‡ "বাতপিত্তশ্লেষ্মাণ এব দেহসম্ভবহেতবঃ। তৈরেবাব্যাপন্নৈরধোমধ্যোর্দ্ধ্বসন্নিবিষ্টৈঃ শরীরমিদং ধার্য্যতে আগারমিব স্থূণাভিস্তিসৃভিরতশ্চ ত্রিস্থূণমাহুরেকে॥"— সুশ্রুতসংহিতা।

বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে দেহসম্ভবহেতু ও দেহসন্ধারণস্তম্ভ বলা হইয়াছে, সুতরাং, ইহাদের বৈষম্য-ভাবহইতেই যে নিখিল রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা নিঃসন্দেহ। আয়ুর্ব্বেদে প্রাগুক্ত দোষ-ত্রয়ের বৈষম্যকেই সকলপ্রকার রোগের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে, যে কত সুন্দর বৈজ্ঞানিকরোগ-নিদান নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। বোধ হয়, অন্য কোন দেশে রোগের এমন সম্পূর্ণ হেতু প্রদর্শিত হয় নাই। দুঃখের কথা, আজ-কালকার ডাক্তারেরা এ কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, আয়ুর্ব্বেদোক্ত এই সাধারণরোগনিদানকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন।

দিগের দেখা শুনা হয় না, তিনি একটী সুগুপ্ত স্থানে অবস্থান করিয়া, স্নায়ুদিগদ্বারা দেহরাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। সঞ্চালক ও সংজ্ঞাবাহী, এই দ্বিবিধ স্নায়ুর কথা আমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছি, এবং বুঝিয়াছি, সঞ্চালক স্নায়ু (Motor nerves), মস্তিষ্ক-হইতে পেশীতে উত্তেজনা চালনা করিয়া, ইহাকে আকুঞ্চিত করে *। পেশীর আকুঞ্চনক্রিয়াহইতে শরীরের সঞ্চালনক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সুতরাং, পেশী শরীরসঞ্চালনের প্রধান যন্ত্র।

হৃদযন্ত্র এবং ধমনী ও শিরা—উল্লিখিত হইয়াছে, শোণিতদ্বারাই দেহের পোষণকার্য্য সম্পন্ন হয়, ইহা সর্ব্বপ্রকার দৈহিক যন্ত্র ও উপাদানের ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকে; কিন্তু কোন্ উপায়ে দৈহিক উপাদানের ক্ষতি পূরণার্থ দেহের সর্ব্বস্থানে শোণিত প্রেরিত হয়, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। কোন্ উপায়ে দেহের সর্ব্ব স্থানে শোণিত সঞ্চালিত হয়, জানিতে হইলে, হৃদ্যন্ত্র এবং ধমনী ও শিরা, এই তিনটী যন্ত্রের কিঞ্চিৎ পরিচয় লওয়া আবশ্যক।

হৃৎপিণ্ড একটী উরোমধ্যগত শূন্যোদর পৈশিক যন্ত্র (A hollow muscular viscus), ফুস্‌ফুস্‌দ্বয়ের মধ্যে আবরণীদ্বারা (Perecardium)—বেষ্টিত হইয়া, ইহা অবস্থান করে। হৃৎপিণ্ড একটী লম্বমান পৈশিক প্রাচীরদ্বারা দুই অংশে বিভক্ত, এই অংশদ্বয়কে সংস্থানানুসারে দক্ষিণ (Right) ও বাম অংশ (Left) বলা হয়। দক্ষিণ ও বাম, এই অংশদ্বয়ের প্রত্যেকে আবার দুইটী গহ্বরে বিভক্ত। অতএব, হৃৎপিণ্ডে দক্ষিণ উদর ও দক্ষিণ কোষ এবং বাম উদর ও বাম কোষ (Right auricle, Right ventricle এবং Left auricle ও Left ventricle), এই চারিটী গহ্বর বিদ্যমান। হৃৎপিণ্ড রক্তাধার, এই আধারহইতে রক্ত নির্গত হইয়া, ধমনীদ্বারা শরীরের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া, শিরাদ্বারা পুনর্ব্বার হৃৎপিণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হয়, ইহারই নাম শোণিত-সঞ্চালনক্রিয়া। রক্ত, সমগ্র শরীর পরিভ্রমণ করিয়া দূষিত হইলে, বৃহৎ শিরাদ্বারা হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ কোষে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তথাহইতে দক্ষিণ উদরে আগমন করে, দক্ষিণ উদরহইতে ফুস্‌ফুসীয়ধমনীদ্বারা ইহা ফুস্‌ফুসে গমন ও তথায় শোধিত হইয়া থাকে। ফুস্‌ফুস্‌হইতে ফুস্‌ফুসীয়শিরাদ্বারা সেই শোধিত শোণিত হৃৎপিণ্ডের বামকোষে আগমন করে, বামকোষহইতে বাম উদরে এবং তথাহইতে বৃহৎ ধমনীদ্বারা পুনর্ব্বার শরীরের সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়। বৃহৎ ধমনীহইতে ইহা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ধমনীতে তাহাহইতে সূক্ষ্মতর কৈশিকধমনীতে, তথাহইতে শিরায় এবং শিরাদ্বারা পুনর্ব্বার হৃৎপিণ্ডের বাম কোষে উপনীত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড পৈশিক যন্ত্র, সুতরাং, ইহার সংকোচনের শক্তি আছে। কোষদ্বয়ের সঙ্কোচনে উদরদ্বয় শোণিতপূর্ণ এবং উদরদ্বয়ের আকুঞ্চনে ফুস্‌ফুস্ এবং শরীরের সকল স্থান রক্ত

---

* "Motor nerves are of one kind only; they all have one kind of work to do—to make a muscle contract."— *Foster's Physiology. P. 131.*

প্রাপ্ত হয়। অতএব, বুঝা গেল, ধমনীদ্বারা হৃৎপিণ্ডহইতে শোণিত বহির্গত হইয়া, শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চরণ এবং শিরাদ্বারা পুনর্ব্বার হৃৎপিণ্ডে আগমন করিয়া থাকে *।

উপসংহার—মনুষ্যশরীরের বিষয় যতদূর পর্য্যালোচনা করা হইল, তাহাতে বুঝিলাম, শরীর অসংখ্য অন্যোন্যাশ্রয়িক্ষুদ্রবৃহৎযন্ত্রসমষ্টিব্যতীত আর কিছু নহে। পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, সংহতি বা সমষ্টি, পরার্থ,—মূর্ত্তি পরপ্রয়োজনসাধনের নিমিত্ত, সংহতি বা সমষ্টির নিজ প্রয়োজন কিছুই নাই। সমষ্টির ভিন্ন ভিন্ন অংশসকলের মূল উদ্দেশ্য সমান এবং এইজন্য সকলে মিলিত হইয়া, পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া থাকে ; কোন যন্ত্রই অন্য সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া, কার্য্য করিতে পারগ নহে। গার্হস্থ্য ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, গৃহস্বামী, অর্থ উপার্জ্জন করেন, গৃহকর্ত্রী, গৃহকার্য্য সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হইতেছে কি না, তদুপরি দৃষ্টি রাখেন, ভৃত্যেরা তাঁহাদের সাহায্য করে, এইরূপ অনেকগুলি লোকের সমবেত চেষ্টাদ্বারা গৃহকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এক জন না থাকিলে, অন্যের চলে না, পরস্পরকে পরস্পরের উপরি নির্ভর করিতেই হয়। পরিবারবর্গের মধ্যে যদি এক জন পীড়া বা অন্য কোন কারণবশতঃ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিতে অপারগ হ'ন, তাহা হইলে সমস্ত সাংসারিক কার্য্যের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ভৃত্যের এরূপ কতকগুলি গুণ আছে, যাহা গৃহস্বামী বা গৃহকর্ত্রীর নাই, আবার গৃহস্বামিতে এমন কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে, যাহা ভৃত্যে নাই, অতএব, ভৃত্যের অভাব গৃহস্বামিদ্বারা অথবা গৃহস্বামির অভাব ভৃত্যদ্বারা পূর্ণ হইতে পারে না। গার্হস্থ্য ব্যাপার সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে হইলে, সকলেরই সমান প্রয়োজন।

শারীরযন্ত্রসমূহও সমান উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত পরস্পর-সম্মিলিত হইয়াছে, শরীরির প্রয়োজন সাধন করাই ইহাদের পরস্পরমিলিত হইবার কারণ, তদুদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ইহারা সদা ব্যস্ত, ধর্ম্মপরায়ণ প্রভুভক্ত ভৃত্যের ন্যায় মুহূর্ত্তের নিমিত্তও কোন যন্ত্র স্বকার্য্যসাধনে উদাসীন বা অলস নহে। কতকগুলি শারীর-যন্ত্র, পোষণকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত নিযুক্ত এবং তৎকার্য্যসাধনোপযোগি-আকারে আকারিত হইয়াছে, কতকগুলি পরিচালনকার্য্য নিষ্পাদনের জন্য এবং কতকগুলি জ্ঞানকার্য্যসাধনার্থ নিযুক্ত ও স্ব-স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতে

* "The blood is conveyed away from the heart by the arteries, and returned to it by the veins. * * * The blood, therefore, in its passage from the heart passes first into the arteries, then into the capillaries, and lastly into the veins, by which it is conveyed back again to the heart, thus completing a revolution or circulation."—

Kirkes' Physiology. P. 100.

"याभिरिदं शरीरमाराम इव जलहारिणीभिः केदार इव च कुल्याभिरुपस्निह्यतेऽनुगृह्यते चाकुञ्चनप्रसारणादिभिर्विशेषैः।"— সুশ্রুতসংহিতা।

হইলে, যেযেরূপ আকার ধারণ আবশ্যক তত্তৎ-আকার ধারণ করিয়াছে। পেশী যে কার্য্য করে, স্নায়ু বা ধমনী প্রভৃতি অন্য কোন যন্ত্রদ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না এবং স্নায়ু বা ধমন্যাদিদ্বারা যে কার্য্য নিষ্পাদ্য, পেশী তাহা করিতে অক্ষম। অতএব, সিদ্ধান্ত হইল, শারীরযন্ত্রসকলের সমবেত চেষ্টাদ্বারা শারীরকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, একটী যন্ত্র না থাকিলে, অন্যের চলে না; পরস্পর পরস্পরের উপরি নির্ভর করিয়া, মিলিয়া মিশিয়া, কার্য্য সম্পাদন করে।

সমাজ ও সংহতি, সুতরাং, সমাজেরও এই নিয়ম— সমাজ-শব্দটার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থহইতে অবগত হইয়াছি, সমানলক্ষ্য অন্যোন্যাশ্রয়ী মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট জীবগণের সমপ্রয়োজন বা সমানার্থসিদ্ধির নিমিত্ত একীভূত ভাবের নাম সমাজ, সুতরাং, অবাধে বলিতে পারা যায়, সমাজ একটী বৃহৎ শরীর, শরীর যেমন ইতরেতরাশ্রয়ী, ক্ষুদ্র-বৃহৎ যন্ত্রসমষ্টি, সমাজও তদ্রূপ ভিন্নভিন্নশক্তিবিশিষ্ট মনুষ্যযন্ত্রসংহতি। প্রত্যেক শারীরযন্ত্রই যেমন পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়িসম্বন্ধে সম্বদ্ধ, একের অভাবে যেমন অন্যের চলে না এবং একটীর কার্য্য যেমন অন্য যন্ত্রদ্বারা যথাযথরূপে নিষ্পন্ন হয় না, সমাজ শরীরযন্ত্রসকলও সেইরূপ পরস্পর-আশ্রয়াশ্রয়ি-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, একের অভাবে অন্যের চলে না, একটী সমাজশরীরযন্ত্রের কার্য্য অন্যদ্বারা সম্পন্ন হয় না। স্নায়ুবিধান, যদি মনে করেন, অন্নের জন্য কেন আমি পোষণযন্ত্রসমূহের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিব, পরাধীন জীবনাপেক্ষা মরণও শ্রেয়ঃ, অতএব, অতঃপর আমি আপনিই, নিজ-আহার সংগ্রহ করিব, তাহা হইলে, তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হয়। প্রকৃতির ইহা নিয়ম নহে যে, তিনি যাহাকে যেরূপ শক্তি দিয়াছেন, সে তদ্বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করে। এইরূপ পোষণাদি যন্ত্রসকল যদি ভাবে যে, কেন আমরা স্নায়ুবিধানের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকি, যাহারা আমাদের অন্নে প্রতিপালিত,— যাহাদের জীবন আমাদের অনুগ্রহাধীন, আমরা তাহাদের বশে থাকিয়া, কার্য্য করিব কেন? প্রকৃতির ইহাই নিয়ম, সুতরাং, ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলে, চলিবে না। যে প্রকৃতির তোমরা বিকার, যে পূর্ণের তোমরা অংশ, যে সমষ্টির তোমারা ব্যষ্টি, তিনি ত্রিগুণময়ী—ইতরেতরাশ্রয়িসত্ত্বাদিগুণত্রয়ের মূর্ত্তি, সুতরাং, কারণের যাহা স্বভাব, কার্য্য তাহা ত্যাগ করিবে কিরূপে? ভাবিলেই ত হয় যে, আমরা পরাধীন নহি, স্নায়ুবিধানও আমি, পোষণযন্ত্রও আমি, সকল যন্ত্রই এক আমিরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এক প্রকৃতিরই বিকার। অচেতন যন্ত্রসকল এ সকল কথা বুঝে, তাহারা জানে যে, আমাদের কোন স্বার্থ নাই, যন্ত্রী বা আত্মার জন্য আমরা সকলে পরস্পরমিলিত, তাঁহার কার্য্যসম্পাদনার্থই আমরা নিয়তকর্ম্মশীল এবং এইনিমিত্ত পরস্পর পরস্পরের অধীন বলিয়া কোন যন্ত্রই খিন্ন নহে; অথবা খিন্ন হইলেই চলিবে কেন? জীবন রাখিতে হইলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে, প্রাকৃতিক নিয়মের নিদেশবর্ত্তী হইতেই হইবে।

সমাজশরীরযন্ত্রসকলও এইনিমিত্ত, পরস্পর অধীন বলিয়া, দুঃখিত বা অসন্তুষ্ট নহে। যখন সকলেই অন্যোন্যাশ্রয়ী, একের অভাবে যখন অন্যের চলে না, তখন কোন যন্ত্রেরই, অমুক আমার অধীন, মনে করিয়া, গর্ব্বিত হইবার উপায় নাই। ভগবান্ এমন সুন্দররূপে জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, কোন প্রেক্ষাবানেরই গর্ব্বিত হওয়া সম্ভব নহে, সামান্য ভৃত্যহইতে ধনকুবেরপর্য্যন্ত সকলেই যখন ইতরেতরাশ্রয়ী, পরস্পর-সাহায্যসাপেক্ষ, তখন নিতান্ত দুরদৃষ্ট না হইলে, গর্ব্ব আসিবে কেন? এখন আমাদের সমাজ নাই, সমাজশরীরযন্ত্রসকলের সংযোজক তন্তু (Connecting tissuc) ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তা'ই ধনির কাছে দরিদ্র ঘৃণিত, তা'ই দরিদ্রের বেদনা ধনী অনুভব করিতে অসমর্থ, তা'ই বিদ্বানের কাছে মূর্খ অবজ্ঞাত, মূর্খের কাছে বিদ্বান্ অসম্মানিত, তা'ই ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদ উন্নতির অন্তরায় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে; স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরা অন্য জাতিকে আপনাদিগের বশে রাখিবার জন্য, বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিবার অধিকার দেন নাই, এবম্প্রকার সর্ব্বনাশকর বিশ্বাস দৃঢ়ভূমি হইতেছে, তা'ই জাতিভেদ যে প্রাকৃতিক নহে, ইহা যে মানবকৃতি, বেদাদি শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হইতেছে, তা'ই আহারসম্বন্ধে যথেচ্ছাচার, অথবা এক কথায় নিখিলশাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের অবজ্ঞা করাকেই উন্নতির একমাত্র সরল রাজপথ বলিয়া আশ্রয় করা হইতেছে। জাতিভেদ আছে, তা'ই আমরা দুর্ব্বল—আমাদের একতা নাই, তা'ই বিশ্বজনীনপ্রেমবিকাশপথ বাধিত হইয়া রহিয়াছে, জাতিভেদের মূলোৎপাটন করিতে না পারিলে, কখনই কল্যাণ হইবে না; আহারের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে, এ বিশ্বাস হৃদয়হইতে বিদূরিত করিতে না পারিলে, কখন উন্নতি হইবে না; আমাদের সমাজশরীর অসাধ্যরোগে আক্রান্ত, আমরা মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তা'ই আমাদের এবম্প্রকার অকল্যাণকর ধারণা হইয়াছে। বর্ত্তমান সমাজ-শরীরের স্নায়ুবিধান, পোষণযন্ত্রদিগদ্বারা প্রতিপালিত হইতে অপমান বোধ করেন; পোষণযন্ত্রসকলও উপার্জ্জনবিমুখ অলস স্নায়ুবিধানকে, পাছে অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, এই ভয়ে, পোষণ করিতে অসম্মত; অপনয়নযন্ত্রসমূহ (Excretory organs) অপনয়নকার্য্যকে হেয়জ্ঞানে ত্যাগ করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট, সকল যন্ত্রেরই ইচ্ছা শীর্ষস্থানীয় হইবে, সকলেরই বাঞ্ছা স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিবে, কাহার বশ্যত্ব স্বীকার করিবে না। সমদর্শিজগৎপিতার রাজ্যে বৈষম্যভাব থাকিতে পারে না, স্বার্থপর অসভ্য মানবগণহইতেই জগতে বৈষম্যভাবের উৎপত্তি হইয়াছে, অসভ্যকালের আচার-ব্যবহার, অবনতাবস্থার রীতিনীতি এই সভ্যকালে—এই উন্নতির দিনে, সমাদৃত হইবে কেন? আমাদের সমাজ বিকারগ্রস্ত—মুমূর্ষু তা'ই ইহার এইরূপ দুরাগ্রহ বা দুর্ম্মতি হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সমাজশরীরের ইহারাই যন্ত্র — ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, ইহারাই যে সমাজশরীরের যন্ত্র, ইহাদের একটীর অভাবেও যে

সমাজশরীর অবস্থান করিতে পারে না, জাতিভেদ হইয়াই যে সৃষ্টি হইয়াছে, সাম্যভাব (Equilibration) লয়ের এবং বৈষম্যই যে সৃষ্টির কারণ *, যত দিন সৃষ্টি থাকিবে, তত দিন জাতিভেদ থাকা যে প্রাকৃতিক নিয়ম, এই সকল কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমরা প্রথমে সত্যবিদ্যাময়ী শ্রুতিহইতে নিম্নে কতিপয় অত্যাবশ্যক উপদেশবচন উদ্ধৃত করিব, তৎপরে যথাসাধ্য এতন্মতের যুক্তি প্রদর্শিত হইবে।

সৃষ্টির পূর্ব্বে—জগৎ জগদ্রূপে ব্যাকৃত হইবার অগ্রে কেবল এক ব্রহ্ম ছিলেন, তখন একবর্ণ, অর্থাৎ, জাত্যাদিরহিত নির্ব্বিশেষ অবস্থা ছিল, তৎপরে অগ্নিকে সৃষ্টি করিয়া, অগ্নিরূপাপন্ন ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণজাত্যভিমানবশতঃ ব্রহ্মা, এই আখ্যায় আখ্যাত হইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণজাত্যভিমানী এক ব্রহ্মাহইতে, সৃষ্টিস্থিত্যাদি বিশ্বরাজ্যের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না, এক ব্রহ্মা বিভূতবৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পর্য্যাপ্ত নহেন, কর্ম্মচিকীর্ষাত্মা পরমেশ্বর কর্ম্মকর্তৃত্ববিভূতির জন্ত তা'ই প্রশস্তরূপ ক্ষত্রিয়-জাতিভাবাপন্ন হইলেন—ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু ও ঈশান-রূপে অভিব্যক্ত হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ক্ষত্রিয়জাতীয় দেবতা। কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেবতাদ্বারাও কার্য্য চলিতে পারে না, বিত্তার্জ্জনকর্ম্মকর্তৃদেবতারও প্রয়োজন, তা'ই বিত্তার্জ্জনক্ষম বৈশ্যদেবজাতির সৃষ্টি হইল। বিত্তার্জ্জন প্রায়ই সংহত-শক্তিসাধ্য, অর্থোপার্জ্জন বহুজনের সমবেতচেষ্টাদ্বারা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, ব্যবসায়-বাণিজ্য একা একা হয় না, বৈশ্যেরা এই নিমিত্ত গণপ্রায়, প্রায়ই পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া, কার্য্য করিয়া থাকেন †। অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য ইত্যাদি গণদেবতাসকল বৈশ্য। কিন্তু ইহাতেও পূর্ণ হইল না, পরিচারকাভাব-বশতঃ রাজকার্য্য সম্যগ্রূপে পর্য্যালোচিত হয় না, তা'ই শূদ্রবর্ণ সৃষ্ট হইল। তমোগুণবহুলা পৃথিবী শূদ্রদেবতা, ইনি সকলকে পোষণ করিয়া থাকেন। পরমেশ্বর

* "সাম্যবৈষম্যাভ্যাং কার্য্যদ্বয়ম্।"— সাংখ্যদর্শন। ৬।৪২।

সাম্যাৎ প্রকৃতেঃ সদৃশপরিণামাৎ প্রলয়ঃ। বৈষম্যাৎ প্রকৃতের্ম্মহদাদিভাবেন বিসদৃশপরিণামাৎ সৃষ্টিঃ।"— অনিরুদ্ধকৃত সাংখ্যসূত্রবৃত্তি।

অর্থাৎ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সাম্য, অর্থাৎ, সদৃশপরিণামহইতে প্রলয় এবং ইহার মহদাদিভাবে বিসদৃশপরিণামহইতে সৃষ্টি হইয়া থাকে। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ হার্বার্ট স্পেন্সর Evolutionএর লক্ষণ বলিবার সময় যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। পাঠক! উপরি-উদ্ধৃত কাপিল বচনের সহিত ইহার তুলনা করিয়া দেখিবেন।—

"Evolution is an integration of matter and concomitant dissipation of motion; during which the matter passes from an indefinite, incoherent homogeneity to a definite, coherent heterogeneity."—

First Principles. P. 396.

† "প্রায়েণ সংহতা হি বিত্তোপার্জ্জনে সমর্থাঃ নৈকৈকশঃ।"— শাঙ্করভাষ্য।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্টি করিয়াও সৃষ্টিকার্য্যের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল, মনে করিতে পারিলেন না, সৃষ্টিকার্য্য এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তাহা বুঝিলেন। ক্ষত্রিয়বর্ণকে জগতের নিয়ামক বা শাসনকর্ত্তা করিলেন বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা কোন্ নিয়মে শাসন করিবেন, তাহা নিশ্চিত না হইলে, শাসনকার্য্য সুনিয়মে নির্ব্বাহিত হওয়া অসম্ভব, ভগবান্ তা'ই ধর্ম্মকে সর্ব্বোপরি নিয়ামক করিয়া দিলেন। সকলেই স্বস্বধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিবে—ধর্ম্মের শাসনবর্ত্তী হইয়া সকলকেই থাকিতে হইবে। কিরূপ কর্ম্ম, ধর্ম্ম্য, কিরূপ আচরণ করিলে, স্ব-স্ব-ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করা হইবে, তাহা নির্ণয় হইবে কিরূপে? পরমেশ্বরহইতে নিঃশ্বাসবৎ সহজভাবে আবির্ভূত বেদই ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ব্বাচক—বেদই ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থাপক, বেদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কর্ম্ম করিলে, তাহা অধর্ম্ম হইবে, সত্যবিদ্যাপ্রকাশক, সত্যবিদ্যাময় বেদই ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয়হেতু। বেদ ব্রাহ্মণকে যেরূপ কর্ম্ম করিতে আদেশ করিতেছেন, তাহাই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, অন্যান্য জাতির পক্ষেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। এতদ্দ্বারা আমরা বুঝিলাম, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদ সৃষ্টির সমসাময়িক পদার্থ, জাতিভেদ না হইলে, সৃষ্টি হয় না, জাতিভেদ না থাকিলে, জগৎ চলিতে পারে না, জাতিভেদই জগতের জগত্ত্ব। যাঁহারা জাতিভেদকে উন্নতির অন্তরায় মনে করেন, অনুদারহৃদয়ের ফল বলিয়া বুঝেন, বিশ্বজনীন-প্রেমপ্রবাহের অবরোধক বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত, উন্নতির লক্ষ্যবিন্দু তাঁহাদের স্থির হয় নাই, কাহাকে উন্নতি বলে, কিসে উন্নত হওয়া যায়, আজিও তাঁহারা তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। জাতিভেদ প্রাকৃতিক পদার্থ, প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে যাইলে, উন্নতি হয় না। প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করিতে যাইলে, অবনতির শেষপর্ব্বে আসিয়া উপনীত বা ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে হয় *।

"ব্রাহ্মণোऽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা। ৮।১০।৯০। শুক্লযজুর্ব্বেদ। ৩১।১১। †

---

* "ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं सन्न व्यभवत् । तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्ज्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति । * * * स नैव व्यभवत् स विशमसृजत यान्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति । स नैव व्यभवत् स शौद्रं वर्णमसृजत पूषणमियं वै पूषेयं हीदं सर्व्वं पुष्यति यदिदं किञ्च । स नैव व्यभवत्तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत धर्म्मम् । * * * तदेतद्ब्रह्म क्षत्रं विट् शूद्रस्तदग्निनैव देवेषु ब्रह्माभवद् ब्राह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो वैश्येन वैश्यः शूद्रेण शूद्रस्तस्मादग्नावेव देवेषु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्येष्वेताभ्यां हि रूपाभ्यां ब्रह्माभवत् ।"—

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

† অথর্ব্ববেদসংহিতাতেও এই মন্ত্রটী আছে, তবে তাহার পাঠ কিছু ভিন্ন; মন্ত্রটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

আমরা যে বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, সমাজশরীরের ইহারা যন্ত্র—সমাজশরীরের ইহারা ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব, উপরি-উদ্ধৃত বেদমন্ত্রটীই তাহার শব্দ-প্রমাণ, এই আপ্তবাক্যের উপরি নির্ভর করিয়াই আমরা এতাদৃশ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। মন্ত্রটী পুরুষসূক্তের একাদশ মন্ত্র। পুরুষসূক্ত, স্বভাবে স্থিত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণের নিত্য পাঠ্য।

মন্ত্রটীর ভাবার্থ—

ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মত্বজাতিবিশিষ্ট—ব্রহ্মবিদ্যাদি-উৎকৃষ্টবিদ্যাসম্পন্ন, সংসারবিরক্ত, পরহিতৈকব্রত, শমদমাদিকর্ম্মনিরত, সত্ত্বগুণপ্রধান পুরুষশ্রেণী প্রজাপতি বা বিরাট্‌-পুরুষের মুখ, রাজন্য—ক্ষত্রিয়ত্বজাতিবিশিষ্ট, শৌর্য্যযুদ্ধাদিকর্ম্মনিরত, সত্ত্ব-রজঃপ্রধান পুরুষবর্গ তাঁহার বাহু, কৃষিবাণিজ্যাদি-কর্ম্মপরায়ণ রজস্তমপ্রধান বৈশ্যশ্রেণী তাঁহার উরু এবং ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকের শুশ্রূষাদিকর্ম্মরত তমোগুণবহুল শূদ্রজাতি তাঁহার চরণহইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে।

"चातुर्व्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म्मविभागशः।"—

গীতা। ৪।১৩।

ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্য যে প্রাকৃতিক, ইহা যে মানবকৃতি নহে, উপরি-উদ্ধৃত ভগবদ্বচনদ্বারা তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণ বা শক্তি-ত্রয়ের এবং শম-দম, শৌর্য্য-তেজঃ, কৃষি-বাণিজ্য ও শুশ্রূষাদি কর্ম্মের বিভাগানুসারে, আমা (ভগবান্)-কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে *। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিবর্ণ-চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নিরূপণ করিতে গিয়া, ভগবান্ অন্য স্থানে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের পৃথক্‌পৃথগ্‌রূপে বিভক্ত কর্ম্মসকল, স্বভাবপ্রভব—প্রকৃতিসম্ভূত-সত্ত্বরজস্তমঃ, এই গুণত্রয়দ্বারা, অথবা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের সংস্কার-হইতে প্রাদুর্ভূত-সাত্ত্বিকাদি-গুণানুসারে প্রবিভক্ত বা পৃথক্‌পৃথগ্‌রূপে বিহিত হইয়াছে †।

"ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्योऽभवत्।
मध्यं तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत॥"—

* "चातुर्व्वर्ण्यं चत्वार एव वर्णाश्चातुर्व्वर्ण्यं मयेश्वरेण सृष्टमुत्पादितं ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदित्यादि श्रुतेः। गुणकर्म्मविभागशः—गुणविभागशः कर्म्मविभागशश्च। गुणाः सत्त्वरजस्तमांसि, तत्र सात्त्विकस्य—सत्त्वप्रधानस्य ब्राह्मणस्य शमोदमस्तप-इत्यादीनि कर्म्माणि, सत्त्वोपसर्ज्जनरजःप्रधानस्य क्षत्रियस्य शौर्य्यतेजःप्रभृतीनि कर्म्माणि, तम-उपसर्ज्जनरजःप्रधानस्य वैश्यस्य कृष्यादीनि कर्म्माणि रज-उपसर्ज्जनतमःप्रधानस्य शूद्रस्य शुश्रूषैव कर्म्मेत्येवं गुणकर्म्मविभागशः चातुर्व्वर्ण्यं मया सृष्टमित्यर्थः।"— শাঙ্করভাষ্য।

† "ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणाञ्च परन्तप।
कर्म्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः॥"— গীতা। ১৮।৪১।

"स्वभाव ईश्वरस्य प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका माया, स प्रभवो येषां गुणानां ते स्वभावप्रभवास्तैः।

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত (ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), জীবের বর্ত্তমান জীবনই আদ্য বা অন্ত্য জীবন নহে, বর্ত্তমান জীবন, বর্ত্তমান জীবনেই শেষ হইয়া যায় না। যত দিন না পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হয়, ততদিন জীবকে পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করিতে হইয়া থাকে। আর্য্যদিগের বিশ্বাস, ইহজীবন পূর্ব্বজীবনের অপরভাব, অনন্ত জীবনের ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র। পূর্ব্বজীবনে জীব যে-যে-রূপ কর্ম্ম করে, পরজীবন তাহার তদনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পূজ্যপাদ মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন—স্বকর্ম্মনিষ্ঠ সর্ব্বপ্রকার বর্ণ ও আশ্রমের লোকসকল ইহজীবনে যে-যে-রূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, মৃত্যুর পর তত্তৎকর্ম্মফল ভোগ করিয়া, অবশিষ্ট কর্ম্মফলানুসারে বিশেষ-বিশেষ জাতি, কুল, রূপ, আয়ুঃ, শ্রুত (বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞান), বৃত্ত, বিত্ত, সুখ ও মেধা লইয়া, পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে *।

জাতিভেদের যুক্তিসঙ্গতত্ব—জাতিভেদ যে বেদাদি সকল শাস্ত্রেরই সম্মত, শাস্ত্রমতে ইহা যে প্রাকৃতিক সামগ্রী,—মানবকৃতি নহে, তাহা বুঝিলাম, এখন বুঝিতে হইবে, জাতিভেদ যুক্তিসঙ্গত কি না ?

'জন্' ধাতুর উত্তর ভাব কিংবা অধিকরণ বাচ্যে 'ক্তিন্' করিয়া 'জাতি'-পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। ভাববাচ্যে ক্তিন্ প্রত্যয় করিয়া, সিদ্ধ জাতি-শব্দটী, জন্ম, অভিব্যক্তি, সামান্য, এই সকল অর্থের বাচক। আমাদের লক্ষিত জাতি শব্দ, ভাববাচ্যে ক্তিন্ করিয়া, সিদ্ধ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। অতএব, ইহা জন্ম, অভিব্যক্তি বা সামান্য, এতদর্থের বোধক।

জাতিলক্ষণ—

"समानप्रसवात्मिका जातिः।"—

ন্যায়দর্শন। ২।২।১।

ভগবান্ গোতম বলিলেন, যাহা সমানবুদ্ধিপ্রসবাত্মিকা—অনুবৃত্তপ্রত্যয়ের হেতু, ভিন্নাধিকরণ পদার্থজাতকে যদ্দ্বারা একশ্রেণীভুক্ত করা যায়, তাহাকে জাতি বলে †। ভগবান্ কণাদ জাতিকে সামান্য, এই নামেই লক্ষ্য করিয়াছেন। জাতি বা সামান্য, পর ও অপর ভেদে দ্বিবিধ, তন্মধ্যে পর-সামান্য বা পরজাতি, অবিশেষ-সত্তা—সন্মাত্রলিঙ্গ, ইহা কেবল অনুবৃত্তবুদ্ধির হেতু, অপর-সামান্য বা অপরজাতি অনুবৃত্ত-ব্যাবৃত্ত দ্বিবিধ বুদ্ধিরই কারণ ‡।

अथवा जन्मान्तरकृतसंस्कारः प्राणिनां वर्त्तमानजन्मनि स्वकार्य्याभिमुखत्वेनाभिव्यक्तः स्वभावः. स प्रभवो येषां गुणानान्ते स्वभावप्रभवगुणाः।"— শাঙ্করভাষ্য।

* "वर्णाश्रमाश्च स्वकर्म्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्म्मफलमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलरूपायुः-श्रुतवृत्तवित्तसुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते।"— গৌতমসংহিতা, ১১শ অধ্যায়।

† 'An abstract notion possesses a certain oneness."—
Principles of Science. P. 166.

‡ "Exact identity is unity, and with difference arises plurality."—
Principles of Science. P. 156.

"भावोऽनुवृत्तेरेव हेतुत्वात् सामान्यमेव।"—

বৈশেষিকদর্শন।

অর্থাৎ, ভাব বা সত্তা, শুদ্ধ অনুবৃত্ত-বুদ্ধির (Abstract notion) হেতু, যে কোন পদার্থই হউক, তাহাই সত্তার গর্ভে ধৃত, সকল পদার্থই ভাব বা সত্তার বিকার। অতএব, ভাবই (Existence) কেবল বা পর-সামান্য। ব্রাহ্মণ, মনুষ্য, জীব ও সত্তা, এই সকল শব্দের অর্থ চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হয়, .পরপর শব্দ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব শব্দের ব্যাপক—পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-শব্দবোধ্য অর্থ পর-পর-শব্দবোধ্য অর্থহইতে অল্পবিষয়-অল্পদেশ-বৃত্তি (Less comprehensive)। ব্রাহ্মণ-শব্দটী মনুষ্যের তুলনায় অল্পদেশবৃত্তি, ইহা মনুষ্যপদবোধ্য অর্থের অন্তর্ভূত। মনুষ্যনাম, সুতরাং, ব্রাহ্মণ-নামাপেক্ষায় পর। মনুষ্য, ব্রাহ্মণ-শব্দের অপেক্ষায় পর বা অধিক-দেশবৃত্তি বটে, কিন্তু জীবনামাপেক্ষায় অপর বা অল্প-দেশবৃত্তি। এইরূপ জীবও আবার, মনুষ্যের তুলনায় পর হইলেও সত্তার তুলনায় অপর। সত্তাই, সুতরাং, পরজাতি বা পরসামান্য; ইহাহইতে আর পর নাই। পরসামান্যব্যতীত অন্য জাতি, ব্যাবৃত্তবুদ্ধিরও হেতু বলিয়া সামান্য হইয়াও বিশেষাখ্যা প্রাপ্ত হয় *। মহাভাষ্যকার পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব জাতি কোন্ পদার্থ বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন—

"प्रादुर्भावविनाशाभ्यां सत्त्वस्य युगपद्गुणैः।
असर्व्वलिङ्गां बह्वर्थां तां जातिं कवयोविदुः॥"—

মহাভাষ্য।

ভাবার্থ—

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিশুদ্ধসত্ত্বের উপরি আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মক রজঃ ও তমঃ, এই গুণ বা শক্তি-দ্বয়কৃত ভাববিকার বা তরঙ্গই জগৎ। বিমল স্ফটিক, যেমন নীল-পীতাদি উপরঞ্জক দ্রব্যসকলের সংযোগে তত্তদাকারে আকারিত হয়, এক সামান্য সত্তা সেইপ্রকার আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মক রজঃ ও তমঃ, এই গুণ-দ্বয়জনিত পরিস্পন্দনাত্মিকা-ক্রিয়াসম্বন্ধিভেদে ভিদ্যমান হইয়া, বহুরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই ভাববিকারসমূহের মধ্যে যে যে ভাববিকৃতি বা অভিব্যক্তি

* "सामान्यं द्विविधं परमपरञ्चेति। तत्रानुवृत्तिप्रत्ययकारणं। तत्र परं सत्ता महाविषयत्वात् सा चानुवृत्तेरेव हेतुत्वात् सामान्यमेव। द्रव्यत्वाद्यपरमल्पविषयत्वात्। तच्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात् सामान्यं सद्विशेषाख्यामपि लभते।"— প্রশস্তপাদাচার্য্যকৃত পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ।

"Animal, for instance, is a genus with respect to man, or John; a species with respect to Substance or Being."— *Mill's Logic. Vol. I. P. 134.*

"परभिन्ना तु या जातिः सैवापरतयोच्यते।
व्यापकत्वात् परापि स्यात् व्याप्यत्वादपरापि च॥"— ভাষাপরিচ্ছেদ।

বহ্বর্থা—অনেকব্যক্তিব্যাপিনী এবং যাহা অসর্ব্বলিঙ্গা, তাহাকে জাতি বলে। পূজ্য-পাদ ভর্ত্তৃহরি স্বপ্রণীত বাক্যপদীয়-নামক উপাদেয় গ্রন্থে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটীদ্বারা ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—

"সম্বন্ধিভেদাৎ সত্তৈব ভিদ্যমানা গবাদিষু।
জাতিরিত্যুচ্যতে তস্যাং সর্ব্বে শব্দা ব্যবস্থিতাঃ॥"—

বাক্যপদীয়।

প্রত্যেক ভাবের সত্য বা অপরিণামী ও অসত্য বা পরিণামী, এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে, তন্মধ্যে সত্যাংশ জাতি এবং অসত্যাংশ ব্যক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

"সত্যাসত্যৌ তু দ্বৌ ভাগৌ প্রতিভাবং ব্যবস্থিতৌ।
সত্যং যত্তত্র সা জাতিরসত্যা ব্যক্তয়ো মতাঃ॥"—

বৈয়াকরণ-ভূষণসার।

জাতি-শব্দটী এখানে পরসামান্যভাবেরই বাচক। সিদ্ধান্ত হইল, পরসামান্য বা অবিশেষসত্তা পরজাতি এবং ইহার বিশেষ বিশেষ ভাব,—ব্যক্তি। ব্যক্তির মধ্যে যাহা বহ্বর্থা—বহুদেশব্যাপিনী, যাহা অনুবৃত্তবুদ্ধির হেতু, তাহা অপর-জাতি। অপরজাতিবাচক শব্দসমূহ আপেক্ষিক, এইজন্য ইহারা পর ও অপর, এই উভয় জাতিরই (Genus or species) বাচক হইতে পারে। কেবল পরজাতি, বা, পরব্রহ্ম-ব্যতীত সকল পদার্থই পর ও অপর, দুই হইতে পারে। মনুষ্যত্ব জীবত্বের তুলনায় অপর, কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের তুলনায় পর *।

অবিশেষ বা সূক্ষ্মাবস্থা হইতে বিশেষ বা স্থূলাবস্থায় আগমনের—অব্যাকৃতাবস্থা-হইতে ব্যাকৃত বা ব্যক্তাবস্থায় উপনীত হওয়ার নামই যে সৃষ্টি এবং প্রকৃতি বা শক্তির বিসদৃশপরিণামহইতে সৃষ্টি এবং ইহার সদৃশপরিণামহইতেই যে লয়-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা সম্ভবতঃ সর্ব্ববাদিসম্মত। পূজ্যপাদ জ্ঞাননিধি ভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন—লয় ও সৃষ্টি, এই কার্য্যদ্বয় যথাক্রমে প্রকৃতির সাম্য-বৈষম্য-ভাব বা সদৃশ-বিসদৃশ-পরিণামহইতে সংঘটিত হয়। প্রকৃতির সাম্যভাবে লয় এবং ইহার বৈষম্যভাবে সৃষ্টি হইয়া থাকে। ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তনের—এক অবস্থাহইতে অবস্থান্তরপ্রাপ্তির কারণ যে শক্তি (Force), তাহা সকলেরই স্বীকৃত বিষয়। শক্তির প্রধানতঃ দ্বিবিধ অবস্থা, একটী অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থা, অপরটী পরিবর্ত্তনীয় অবস্থা। পরিবর্ত্তনাত্মকশক্তিও আবার আবির্ভাব-তিরোভাব-ধর্ম্মভেদে দ্বিবিধ। সত্ত্ব, অপরিবর্ত্তনাত্মকশক্তি এবং পরিবর্ত্তনাত্মকশক্তি, রজঃ ও তমঃ, এত-

---

* "The same class which is a genus with reference to the sub-classes or species included in it, may be itself a species with reference to a more comprehensive, or, as it is often called, a superior, genus."—

Mill's Logic. Vol. I. P. 135.

দাখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে। ভগবান্ কপিলের মুখে শুনিয়াছি, রাগ ও বিরাগের (Attraction and repulsion) যোগই সৃষ্টি বা পরিণামের কারণ। ভগবান্ যাস্কের উপদেশ রাগ ও বিরাগ (দ্বেষ) যথাক্রমে রজঃ ও তমো-গুণের কার্য্য। অতএব, বুঝা যাইতেছে, সত্বশক্তি, রজঃ ও তমঃ-শক্তিদ্বারা নানা-আকারে অভিব্যক্ত হয়—ইহারই নাম সৃষ্টি বা পরিণাম। রজঃ ও তমঃ বা পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তি বা প্রবৃত্তি ও সংস্ত্যান কখন পরস্পর-বিযুক্ত হইয়া অবস্থান করে না—ইহারা এক-মিথুন (Universally co-existent)। আবির্ভাব বা বিকাশ হইলেই, তিরোভাব বা বিনাশ হইবে, ক্রিয়া যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে, প্রতিক্রিয়াও সেই পরিমাণে বাড়িবে, বৃদ্ধির পর অপায় অবশ্যম্ভাবী। শুদ্ধবিকাশ বা কেবলবিনাশ, জগতে কোথাও ঘটে না—প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটিতে পারে না, সর্ব্বপ্রকার ভাববিকারের সকল অবস্থাতেই বিকাশ ও বিনাশ বা আবির্ভাব ও তিরোভাব, দুইই বিরাজমান ; তবে বিনাশ বা তিরোভাববিকারাপেক্ষায়, বিকাশ বা আবির্ভাববিকারের মাত্রা যখন যে পদার্থে অধিক হয়, তখন আমরা তৎপদার্থের তাদৃশ অবস্থাকে বিকাশ বা আবির্ভাববিকারাবস্থা এবং যখন যে পদার্থের বিনাশ বা তিরোভাব-বিকার প্রবল হইয়া উঠে, তৎপদার্থের তাদৃশ অবস্থাকে আমরা বিনাশ বা তিরোভাব-বিকারাবস্থা বলিয়া বুঝিয়া থাকি। কোন জাগতিক পদার্থই বস্তুতঃ মুহূর্ত্তের জন্যও এক ভাবে নাই, গুণত্রয়ের জয়পরাজয়চক্র অবিরাম পরিবর্ত্তিত হইতেছে। জ্ঞাননিধি পূজ্যপাদ পতঞ্জলিদেব, এইজন্যই বলিয়াছেন—প্রবৃত্তি বা আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি, এই ত্রিবিধ প্রাকৃতিক পরিণাম পর্য্যায়ক্রমে নিত্যভাবেই চলিতেছে, জগৎ ক্ষণকালের জন্যও আবির্ভাবাদি পরিণাম বা প্রবৃত্তিশূন্য নহে *।

প্রবৃত্তি—আবির্ভাবাদি পরিণামত্রয় নিত্য, এ কথার তাৎপর্য্য হইতেছে, জগৎ, নিয়তগতি বা পরিবর্ত্তনের মূর্ত্তি এবং গতিমাত্রেরই তাল (Rhythm) † আছে, ক্রিয়া-

* "প্রবৃত্তি: খল্বপি নিত্যা। নহীহ কশ্চিদপি স্বস্মিন্নাত্মনি মুহূর্ত্তমপ্যবতিষ্ঠতে।"—
মহাভাষ্য, (৫ম পৃষ্ঠার অধষ্টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।)

† গতিমাত্রেরই তাল আছে, সমস্ত ক্রিয়াই তালে তালে হইয়া থাকে, পাশ্চাত্যবিজ্ঞানানুশীলন-নিরত ব্যক্তিদিগের কাছে ইহা বহুশঃ শ্রুত কথা সন্দেহ নাই। জিজ্ঞাসা করি, গতিমাত্রেরই তাল আছে, পরিস্পন্দনাত্মিকা ক্রিয়া তালশূন্য নহে, ইংরাজীভাষানভিজ্ঞ এ প্রাকৃতিক তথ্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিবার কি উপযুক্ত নহেন ? স্বল্পাক্ষর, অসন্দিগ্ধ, সারবান্, বিশ্বতোমুখ বেদাদি শাস্ত্রই যাঁহাদের সম্বল, তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি কি এ তথ্য দর্শন করিতে পর্য্যাপ্ত নহে ? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসরই একাকী যে মতকে, একটী প্রাকৃতিক তথ্য বলিয়া, হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন, যে মত পরে তিনি জানিতে পারেন, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত Tyndall কর্ত্তৃকও গৃহীত হইয়াছে—("After having for some years supposed myself alone in the belief that all motion is rhythmical, I discovered that my friend Professor Tyndall also held this doctrine."—*H. Spencer.*) পক্ষপাতশূন্য, সত্যপ্রিয়, উন্নিনীষু পাঠক নিশ্চয়ই শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, তালশব্দটীর ব্যুৎপত্তি-

মাত্রেই তালে তালে হইয়া থাকে। অবিশেষহইতেই বিশেষের আরম্ভ হয় বটে,

---

লভ্য অর্থহইতেই অবগত হওয়া যায় যে, গতিমাত্রেরই তাল আছে, এই প্রাকৃতিক তথ্যের, বেদচরণাশ্রিত আর্য্যেরা ব্যাপকতর দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। "তল প্রতিষ্ঠায়াং", এই প্রতিষ্ঠার্থক 'তল' ধাতুর উত্তর "জ্বলম্" পা ৩।১।১২২—এই সূত্রানুসারে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া, 'তাল'—পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। কাল ও ক্রিয়ার যাহা মান—প্রতিষ্ঠা—নিয়মহেতু, তাহাকে 'তাল' বলে।

"তালঃ কালক্রিয়ামানম্।"— অমরকোষ।

কাল ও ক্রিয়া এক পদার্থ, ইহাইত শাস্ত্রোপদেশ, কিন্তু অমরসিংহ তালের যে লক্ষণ দিলেন, তাহাতে, বোধ হইতেছে, কাল ও ক্রিয়া, ইহারা যেন দুইটী পৃথক্ সামগ্রী—অমরসিংহ এরূপ লক্ষণ করিলেন কেন? কাল ও ক্রিয়া, ইহারা যে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, তাহা নিশ্চয়, অমরসিংহের প্রাগুদ্ধৃত তাললক্ষণহইতে কাল ও ক্রিয়ার পার্থক্য প্রতিপন্ন হয় না; এরূপ লক্ষণ করিবার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। সংসার বা জগতের জ্ঞান যে আপেক্ষিক—সম্বন্ধাত্মক (Relative), তাহা আমাদের পূর্ব্ববিদিত বিষয়। উদিত বা বর্ত্তমান জ্ঞান, অতীত বা পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানের তুলনায় অর্জ্জিত হইয়া থাকে। জগতের জ্ঞান, ক্রিয়া বা কালের জ্ঞান, এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই ত্রিবিধ কাল বা ক্রিয়ার সমূহ-জ্ঞানই জাগতিকজ্ঞান। ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের মুখে শুনিয়াছি, জাগতিক পদার্থ মুহূর্ত্তের জন্যও এক ভাবে—পরিবর্ত্তিত না হইয়া, থাকিতে পারে না, জগৎ নিত্যপ্রবৃত্তিস্বভাব। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব প্রবৃত্তিশব্দদ্বারা কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি, এই ত্রিবিধ প্রাকৃতিক পরিণামের সামান্য নাম—সাধারণ সংজ্ঞা, 'প্রবৃত্তি'। কথা হইতেছে, আবির্ভাবের পর তিরোভাব, তৎপরে স্থিতি (Pause), পরিস্পন্দনাত্মিকা ক্রিয়া বা গতি (Motion)-মাত্রের ইহাই স্বরূপ। ঘাত, প্রতিঘাত এবং বিরাম, ঘাত প্রতিঘাত, এবং বিরাম, সকল ক্রিয়াই এই নিয়মে সংঘটিত হয়। আবির্ভাবাদিপরিণাম নির্দ্দিষ্ট কালপরিমাণে হইয়া থাকে। সঙ্গীতশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, তাল, হরগৌরীর নৃত্যহইতে উৎপন্ন। কথাটীর মধ্যে বিশ্ববিজ্ঞান অন্তর্নিহিত আছে। জগতের সমন্বিত পুংশক্তি হর এবং সমন্বিত স্ত্রীশক্তি গৌরী। ক্রিয়ামাত্রেই যে পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তির মিথুনে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা সকলেরই জ্ঞাতবিষয়। পুংশক্তির নৃত্য, তাণ্ডব এবং স্ত্রীশক্তির নৃত্য, লাস্য নামে উক্ত হয়। তাণ্ডব ও লাস্য, সঙ্গীতশাস্ত্র বলেন, এই দুইটী শব্দের আদ্যাক্ষর মিলিত হইয়া, (তা+ল) 'তাল', এই সংজ্ঞা হইয়াছে।

"গৌরীহরয়ো নৃত্যেন তালো বভূব। তস্য কারণং ক্রিয়াকালয়। হরনৃত্যস্য তাণ্ডবং গৌর্য্যানৃত্যস্য লাস্যমিতি সংজ্ঞা। তাণ্ডবস্যাদ্যাক্ষরেণ লাস্যস্যাদ্যাক্ষরেণ চ মিলিত্বা তাল ইতি সংজ্ঞা জাতা।"

অতএব, সকল ক্রিয়াই তালে তালে নিষ্পন্ন হয়, এবং তাল, কাল ও ক্রিয়ার নিয়মহেতু—মান, তাল ক্রিয়ামাত্রের প্রতিষ্ঠা, এই সকল কথার প্রকৃত অর্থ হইতেছে, আবির্ভাবের পর তিরোভাব, তৎপরে স্থিতি, পরিণামমাত্রেই এই ত্রিবিধভাববিকারসমষ্টি এবং ক্রিয়ামাত্রেরই আবির্ভাবাদি পরিণাম নির্দ্দিষ্টকালাধীন। যে ক্রিয়াতে, আবির্ভাবাদি পরিণাম, দ্রুত, বিলম্বিত বা মধ্য, যে প্রকার কালাবচ্ছেদে নিষ্পন্ন হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে। যদি কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি,—

"ছন্দোভ্য এব প্রথমমেতদ্বিশ্বং ব্যবর্ত্তত।"— বাক্যপদীয়।

অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থাহইতে জগৎ, স্থূল বা ব্যক্ত অবস্থায় আগমন করে সত্য, কিন্তু অবিশেষহইতে বিশেষের আরম্ভ বা অব্যক্তাবস্থাহইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন এককালে হয় না, সকল পরিণামই ক্রমানুসারে সংঘটিত হইয়া থাকে। সৃষ্টির আদ্যপরিণামপর্ব্ব যে ভাবে পরিণত হয়, তৎপরভাবিপরিণামপর্ব্বের ভাব তৎসদৃশ হইতে পারে না। প্রাকৃতিক নৃত্য প্রথম যে তালে নর্ত্তিত হয়, তৎপরে সেই তাল থাকে না। প্রথমপ্রবৃত্তি (আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি)-সংঘটনের কালপরিমাণ ও তৎপরাভিব্যক্তপ্রবৃত্তিসংঘটনের কালপরিমাণ সমরূপ নহে। প্রত্যেক পদবিক্ষেপেই প্রকৃতি ক্রমশঃ বহির্মুখিনী হ'ন। অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থাহইতে ব্যক্ত বা স্থূল অবস্থায় আগমনের অর্থই হইতেছে, অন্তর্দ্দেশহইতে বহির্দ্দেশে উপনীত হওয়া। আমরা পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, অপরিবর্ত্তনীয় ও পরিবর্ত্তনীয়-ভেদে শক্তি দ্বিবিধ; একটী অবিকারি বা অপরিণামি-ভাব, অপরটী বিকারি বা পরিণামি-ভাব। পরিণামিভাব, অপরিণামিভাবের বক্ষে ধৃত হইয়া অবস্থান করে—বিশুদ্ধসত্ত্বের হৃদয়ে দণ্ডায়মান হইয়া, পরিণামিভাব ক্রীড়া করে। পরিণামিভাবের গতি উভয়তোবাহিনী। ইহার একটী গতি বহির্মুখীন আর একটী গতি অন্তর্মুখীন, একটী পরাচীন আর একটী প্রতীচীন, একটী Centrifugal আর একটী Centripetal। পরিণামিভাব যখন বহির্মুখীন হয়,—ইহার পরাচীন গতি যখন প্রবল হয়, তখনই সৃষ্টি আরম্ভ এবং অন্তর্মুখীন গতি যখন বেগবতী হয়, তখন লয়পরিণাম সংঘটিত হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত অবস্থাহইতে স্থূল বা ব্যক্ত অবস্থায় আগমনের ইহাই মর্ম্ম। স্থূল-শব্দটীর অর্থ হইতেছে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থা; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের তমোগুণ-প্রধান পরিণামই গ্রাহ্যাত্মক, ইহাই স্থূল বা জড় অবস্থা। বুঝিতে পারা গেল, সৃষ্টির ক্রমবিকাশের সহিত প্রকৃতির তমোগুণপ্রধান পরিণাম হইয়া থাকে। প্রকৃতি যতই বহির্মুখীন হ'ন, ততই তাঁহার ক্রিয়াশক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং, তৎসঙ্গে-সঙ্গে তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দার্শনিক-অদার্শনিক, বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক, আস্তিক-নাস্তিক, যে কেহই হ'উন, পরিদৃশ্যমান জগৎ যে উচ্চাবচ-বিবিধ-বিচিত্র-ভাববিকাররাশি, সম্ভবতঃ সকলেই তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন; শাস্ত্রেরও উপদেশ, অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের মায়া-খণ্ডিত অনন্ত-ভাববিকারই বিশ্ব। এখন প্রশ্ন হইতেছে, জগতের এই বিবিধ বিচিত্র রূপ কেন হইল? সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণ কি?

কারণসমূহের (পরমাণু বা শক্তি) সমাবেশ ও পরস্পরসান্নিধ্যের তারতম্যই

অর্থাৎ, ছন্দঃহইতে বিশ্ব বিবর্ত্তিত হইয়াছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছন্দের পরিণাম, এই সারতম উপদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি অবাধে স্বীকার করিবেন, গতিমাত্রেরই তাল আছে, বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের এই নবাবিষ্কৃত, গুরুতরবোধে-সমাদৃত-প্রাকৃতিকতথ্য, আর্য্যশাস্ত্রোপদেশ-হইতে অর্ব্বাচীন, ব্যাপকতর-প্রাগুক্ত-উপদেশের তুলনায় স্বল্পদেশবৃত্তি। পরে বিস্তারপূর্ব্বক এ সকল কথা সমালোচিত হইবে।

(Permutations and Combinations) কার্য্য বা সৃষ্টিবৈষম্যের হেতু, সকলের নিকটহইতেই এ প্রশ্নের, বোধ হয়, এইরূপ উত্তরই পাওয়া যায়। কথা সম্পূর্ণ সত্য, উত্থাপিত প্রশ্নের ইহা-ভিন্ন অন্য কি উত্তর হইতে পারে?

তত্ত্বজিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসা, কিন্তু, ইহাতে সম্যগ্রূপে চরিতার্থ হইবে না, কারণানুসন্ধিৎসুর অনুসন্ধিৎসা এ উত্তরে সম্পূর্ণতঃ তৃপ্ত হইতে পারিবে না; ইহাছাড়া এ সম্বন্ধে আরো যেন কিছু জানিবার আছে, তত্ত্বজিজ্ঞাসু বা কারণানুসন্ধিৎসু হৃদয়ের এইরূপ বিশ্বাস। এবম্প্রকার বিশ্বাস নিশ্চয়ই অমূলক নহে। পরমাণুপুঞ্জ বা সত্ত্বাদি-গুণত্রয়ের ভিন্ন-ভিন্নরূপে সম্মূর্চ্ছন বা পরস্পরসংযোগ যে সৃষ্টিবৈষ্যম্যের হেতু, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু পরমাণুসকল বা গুণত্রয় ভিন্ন-ভিন্নরূপে কেন সম্মূর্চ্ছিত হয়, চিন্তাশীলের হৃদয়ে এরূপ প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ, পরমাণুপুঞ্জের বা ভেদসংসর্গবৃত্তিশক্তিদ্বয়ের পরস্পরসংযোগবৈষম্যকেই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের একমাত্র কারণ বলিয়া বুঝাইয়াছেন, কিন্তু, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, উপলব্ধি হইবে, সৃষ্টিবৈষম্যের ইহাই একমাত্র হেতু নহে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, পরমাণুসকলের বা শক্তিদ্বয়ের সংযোগতারতম্য কি অহেতুক, ইহা কি আকস্মিক ব্যাপার, অথবা ইহার কোন কারণ আছে; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা হইলে কি উত্তর দিবেন? যদি বলেন, ইহা আকস্মিক (Result of chance), তত্ত্বজিজ্ঞাসু তাহাতে কখন সন্তুষ্ট হইবেন না, যেহেতু অকারণ বা অহেতুক কোন কার্য্য হইতে পারে বলিয়া তাঁহার ধারণা নাই। কারণ আছে বলিলেও, ইহাতে বিশেষ কোন লাভ নাই, তাঁহারা সেই কারণ আমাদিগকে বলিয়া দেন নাই। বেদচরণাশ্রিত উদার-হৃদয় ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গিয়া থাকে। পরমাণুসকলের বা গুণত্রয়ের সংযোগভিন্নতা যে বিবিধ বিচিত্র সৃষ্টিকার্য্যের কারণ, তদ্বিষয়ে পূজ্যপাদ ঋষিদিগের কোন মতভেদ নাই, তাঁহারাও ঐরূপ উপদেশই দিয়াছেন; প্রভেদের মধ্যে ইহাব্যতীত তাঁহারা আরো কিছু বলিয়াছেন; বেদের কৃপায় সৃষ্টিবৈষম্যের নিমিত্তকারণও তাঁহারা অবগত হইয়াছিলেন এবং কৃপাপূর্ব্বক শিষ্যদিগকে তাহা বুঝাইয়াছেন।

শাস্ত্রের উপদেশ, উপাদান—আরম্ভণ (বেদে উপাদান-কারণ বুঝাইতে আরম্ভণ-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়) বা সমবায়ী এবং নিমিত্ত, কার্য্যমাত্রেরই এই দ্বিবিধ কারণ। মৃত্তিকা ঘটের, তন্তু পটের, অক্সিজেন্ ও হাইড্রোজেন্ জলের, শিলিকন্ ও অক্সিজেন্ বালুকার, উপাদান বা সমবায়ি-কারণ, এবং কুম্ভকার ও দণ্ডচক্রাদি ঘটের, কুবিন্দ (তন্তুবায়) ও বেম (Loom)-আদি পটের, নিমিত্তকারণ। উপাদান বা সমবায়িকারণকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা 'Patient' এবং নিমিত্তকারণকে 'Agent'-নামে অভিহিত করিয়াছেন *।

* প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল বলেন, নিমিত্তকারণই কারণ, উপাদানকারণকে

আমরা অবগত আছি, ঘটচিকীর্ষু কুলাল, গৃহাদি স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া, মৃদ্রূপ আরম্ভণ-দ্রব্য (উপাদানকারণ) ও দণ্ডচক্রাদি-উপকরণদ্বারা ঘটনির্ম্মাণ করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, কোনরূপ কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে হইলে, উপাদান (সমবায়ী) ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ কারণ আবশ্যক। জগৎ যখন কার্য্য, তখন ইহারও যে ঐরূপ কারণদ্বয় আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবান্ নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রদ্বয়-দ্বারা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে, জগৎকার্য্যের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

"किं स्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं कतमत् स्वित् कथासीत्।
यतोभूमिं जनयन् विश्वकर्म्मा विद्यामौर्णोन्महिना विश्वचक्षाः॥
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखोविश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्।
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्द्यावाभूमी जनयन् देव एकः॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা। ৮।১০। ৮১। শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা। ১৭।১৮ ও ১৯।

মন্ত্রদ্বয়ের ভাবার্থ—

প্রশ্ন। জগৎকর্ত্তা (ঈশ্বর) কোন্ স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া এবং কোন্ উপাদান ও নিমিত্ত-কারণদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন?

উত্তর। বিশ্বতশ্চক্ষুঃ (সর্ব্বতোদৃষ্টি, বিশ্বস্থ চক্ষুষ্মান্ প্রাণিজাতের চক্ষুঃসমষ্টিই যাঁহার চক্ষুঃ, অথবা অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয়ের যিনি যুগপৎ দ্রষ্টা), বিশ্বতোমুখ, বিশ্বতোবাহু ও বিশ্বতস্পাৎ, বিশ্বকর্ম্মা পরমেশ্বর, একাকী—অনন্যসহায় হইয়া, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বাহু ও পতনশীল (অনিত্য) পঞ্চভূতরূপ উপাদানকারণ-দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎকার্য্যের উপাদানকারণ পঞ্চভূত এবং নিমিত্ত-কারণ সৃজ্যমান পদার্থসমূহের ধর্ম্মাধর্ম্ম *।

স্বতন্ত্র কারণ বলিয়া স্বীকার করিবার কোন যুক্তি নাই, কারণ বলিতে নিমিত্ত কারণকেই বুঝাইয়া থাকে। মিলের এই মত সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, আমরা পরে তাহা উল্লেখ করিব। পণ্ডিত মিলের উক্তি—

"In most cases of causation a distinction is commonly drawn between something which acts and some other thing which is acted upon, between an agent and a patient. Both of these, it would be universally allowed, are conditions of the phenomenon, but it would be thought absurd to call the latter the cause, the title being reserved for the former."—

System of Logic. Vol. I. P. 347.

* তার্কিকের অসেচনক, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর মনোজ্ঞ, নাস্তিকের ভীমমুদ্গার তর্ককেশরী পূজাপাদ উদয়নাচার্য্যপাদপ্রণীত ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-নামক অমূল্য গ্রন্থে, বিশ্বের, বিশ্বশক্তিময়পরমেশ্বরসৃষ্টত্ব-প্রতিপাদনাবসরে এই মন্ত্রটী উদ্ধৃত ও বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠকের মনোরম হইবে বলিয়া কুসুমাঞ্জলিগ্রন্থস্থ উক্ত মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা এই স্থলে আমরা সন্নিবেশিত করিলাম—

"अत्र प्रथमेन सर्वज्ञत्वं, चक्षुषा दृष्टेरुपलक्षणात्। द्वितीयेन सर्ववक्तृत्वं, मुखेन वागुपलक्ष-

অতএব, কর্ম্মবৈচিত্র্যই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের নিমিত্তকারণ, পরমাণু অথবা সত্ত্বাদি গুণ-ত্রয়ের, বিভিন্নরূপ সম্মূর্চ্ছনের কর্ম্মবৈচিত্র্যই হেতু।

কর্ম্ম কোন্ পদার্থ ?—পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, শক্তির স্থূল বা অভিব্যক্ত অবস্থার নাম কর্ম্ম। কর্ম্মবৈচিত্র্যই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু, এ কথার তাহা হইলে তাৎপর্য্য হইতেছে, শক্তি বা অব্যপদেশ্য ধর্ম্মের বিচিত্রতানিবন্ধন সৃষ্টিবৈষম্য হইয়া থাকে।

সংশয়—সৃষ্টির পূর্ব্বে (Imperceptible অবস্থাহইতে Perceptible অবস্থাতে আসিবার অগ্রে) জাত্যাদিরহিত—নির্ব্বিশেষ একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন, তখন দ্বৈতভাব ছিল না। ভোক্তৃভোগ্যসম্বন্ধ বা দ্বৈতভাব-ভিন্ন কখন কর্ম্মোৎপত্তি হয় না, অতএব, সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন কর্ম্মই ছিল না, তখন কর্ম্মকে সৃষ্টিবৈষম্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে কেন ?

উত্তর— **"न कर्म्मविभागादिति चेन्नानादित्वात्।"**—

শারীরকসূত্র। ২।১।৩৫।

সংসার অনাদি, কারণে লীন হওয়ার নাম লয়; ধ্বংস, অর্থাৎ, একেবারে বিনষ্ট হওয়া, লয়-শব্দের প্রকৃত অর্থ নহে। জীব যে সকল কর্ম্ম করে, শুভই হউক, অথবা অশুভই হউক, তাহাদের সংস্কার জীবের অন্তঃকরণে লগ্ন হইয়া থাকে। এই

णात्। तृतीयेन सर्वसहकारित्वं, बाहुना सहकारित्वोपलक्षणात्। चतुर्थेन व्यापकत्वं, पदा व्याप्तेरुपलक्षणात्। पञ्चमेन धर्म्माधर्म्मलक्षणप्रधानकारणत्वं, तौ हि लोकयात्रावहनाद्बाहू। षष्ठेन परमाणुरूपप्रधानाधिष्ठेयत्वं, ते हि गतिशीलत्वात् पतत्रव्यपदेश्याः, पतन्तीति। सन्धमति सञ्जनयन्निति च व्यवहितोपसर्गसम्बन्धः। तेन संयोजयति, समुत्पादयन्नित्यर्थः। द्यावा इत्यूर्द्ध्वं सप्तलोकोपलक्षणं, भूमीत्यधस्तात्, एक इत्यनादितेति।" न्यायकुसुमाञ्जली, ५म स्तवक।

ভাবার্থ—

যে সকল গুণ বা শক্তিবিশিষ্ট পুরুষহইতে যেরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, উদ্ধৃত মন্ত্রটী বিশ্বতশ্চক্ষুঃ ইত্যাদি শব্দসমূহদ্বারা তাহাই বুঝাইয়াছেন। বিশ্বতশ্চক্ষুঃ, বিশ্বপিতার সর্ব্বজ্ঞত্বের, বিশ্বতোমুখ তাঁহার সর্ব্ববক্তৃত্বের, বিশ্বতোবাহু তাঁহার সর্ব্বসহকারিত্বের এবং বিশ্বতস্পাৎ তাঁহার সর্ব্বব্যাপকত্বের প্রতিপাদক বা সূচক। বিশ্বনিয়ন্তা, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ-বাহুদ্বয়দ্বারা (ধর্ম্মাধর্ম্মই লোকযাত্রানির্ব্বাহক সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু, তা'ই ইহাদিগকে বিশ্বপাতার বাহুদ্বয়রূপে রূপিত করা হইয়াছে। 'বহ' ধাতুর উত্তর 'উণ্' প্রত্যয় করিলে, 'বাহু' পদটী সিদ্ধ হয়) পতত্র—গতিশীল পরমাণুপুঞ্জ বিশ্বের উপাদান বা সমবায়ি-কারণ। কুম্ভকার, মৃত্তিকা ও দণ্ডচক্রাদিদ্বারা যেমন ঘট নির্ম্মাণ করে, বিশ্বস্রষ্টা সেইরূপ, পরমাণুপুঞ্জ ও ধর্ম্মাধর্ম্মদ্বারা জগৎকার্য্য সম্পাদন করেন। 'দ্যাবাভূমী', এই বাক্যদ্বারা উর্দ্ধাধঃ-চতুর্দ্দশ লোক এবং 'এক'-শব্দদ্বারা অনাদিত্ব সূচিত হইয়াছে।

"एकोऽसहायो देवः विश्वकर्म्मा द्यावाभूमी जनयन् सन् बाहुभ्यां बाहुस्थानीयाभ्यां धर्म्माधर्म्माभ्यां सन्धमति, धमति गत्यर्थः सङ्गच्छते, संयोगं प्राप्नोति, पतत्रैः पतनशीलैः अनित्यैः पञ्चभूतैश्च सङ्गच्छते धर्म्माधर्म्मरूपैर्निमित्तैः पञ्चभूतरूपैरुपादानैश्च, साधनान्तरं विनैव सर्व्वं सृजतीत्यर्थः।"—महीधरभाष्य।

সংস্কারই ভবিষ্যৎ প্রপঞ্চের বীজভূত। বেদ ইহাকে রেতঃ বা অন্তঃকরণস্থ পুনরুৎপত্তি-বীজ বলিয়াছেন। প্রলয়কালে ইহারা প্রকৃতি বা মায়াতে বিলীন প্রাণিদিগের অন্তঃকরণে সমবেত হইয়া অবস্থান করে। এই সকল বীজ যখন ফলোন্মুখ হয়, তখন নিশাবসানে পৃথিবীর পুনঃ-প্রকাশের ন্যায় জগৎ পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইয়া থাকে। জীবজগৎও সুপ্তোত্থিতের মত সংস্কারানুরূপ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। সংসারকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করিলে, কোনরূপ সংশয় উত্থিত হইতে পারে না।

নোদন বা অভিঘাত-হইতে উৎপন্ন কোন একটী কর্ম্ম (Motion) যখন বিরুদ্ধ কর্ম্মান্তরদ্বারা (By the counter-motion of another body) বাধিত বা অবরুদ্ধ হয়, তখন আমরা গতিবিশিষ্ট বস্তুটীকে স্থির হইতে দেখিতে পাই, সুতরাং, আমাদের সাধারণতঃ বিশ্বাস হইয়া থাকে, কর্ম্ম বা উৎপন্ন গতিটী, একেবারে বিনষ্ট হইল, মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে ইহার সূক্ষ্মাদি অবস্থা বা শক্তিও ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গেল। কথাটা একেবারে মিথ্যা না হইলেও সম্পূর্ণতঃ সত্য নহে। বিরুদ্ধ কর্ম্মদ্বারা বাধিত কর্ম্ম তদাশ্রয় স্থূলদ্রব্যসম্বন্ধে বিনষ্ট হয় বটে (As regards the motion of the mass), কিন্তু, ইহা একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, স্থূল বা দৃশ্যমান অবস্থা ত্যাগ করিয়া, ইহা অবস্থান্তর গ্রহণ করে, কর্ম্ম, কর্ম্ম বা গতিরূপ ত্যাগ করিয়া, তাপরূপে পরিণত হয়। কোন কর্ম্মই বস্তুতঃ একেবারে নষ্ট হয় না, শক্তির একেবারে নাশ অসম্ভব, তবে ইহার অবস্থাগত ভেদ হয় বটে, ইহা নানাকারে বিভক্ত হয় সত্য *। প্রলয়কালে সেইরূপ জগতের স্থূল গতি অবরুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু শক্তি বিনষ্ট হয় না †। ধর্ম্মী বা বস্তুমাত্রেই শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য, এই ত্রিবিধ ধর্ম্মদ্বারা অন্বিত। ধর্ম্মির যে ধর্ম্ম স্ব-স্ব-ব্যাপার শেষ করিয়া, অতীত পন্থায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে

* "It may, however, be asked, what becomes of force when motion is arrested or impeded by the counter-motion of another body? This is generally believed to produce rest, or entire destruction of motion and consequent annihilation of force: so indeed it may, as regards the motion of the masses, but a new force, or new character of force, now ensues, the exponent of which, instead of visible motion is heat. I venture to regard the heat which results from friction or percussion as a continuation of the force which was previously associated with a moving body, and which, when this impinges on another body, ceasing to exist as gross, palpable motion, continues to exist as heat."—

Correlation of Physical Forces. P. 25.

"Now the view which I venture to submit is, that force can not be annihilated, but is merely subdivided or altered in direction or character."—

Correlation of Physical Forces. P. 24.

† 'The motion is suspended, but the force is not annihilated."—

Ibid. P. 20.

শান্ত ধর্ম্ম, অনাগত বা ভবিষ্যৎ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া, যাহা বর্ত্তমান অবস্থাতে স্বব্যাপার সম্পাদন করিতেছে, তাহাকে উদিত ধর্ম্ম এবং যাহা শক্তিরূপে অবস্থিত, যাহা ভবিষ্যৎ-পরিণামবীজ, সুতরাং, যাহাকে কোন নামদ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না, তাহাকে অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম বলে *। আমরা যাহা দেখি, তাহা ধর্ম্মির উদিত ধর্ম্ম, ইহারই নাম বর্ত্তমানাবস্থা; ধর্ম্মির আর দুইটী ধর্ম্ম আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত, সূক্ষ্মত্ব-বশতঃ আমাদের অতীন্দ্রিয়। ধর্ম্মির অতীত ও অনাগত ধর্ম্মদ্বয় সূক্ষ্মত্বপ্রযুক্ত আমাদের স্থূলদর্শী ইন্দ্রিয়ের অগোচর বটে, কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব অনুমানপ্রমাণ-সাধ্য, সন্দেহ নাই। অসতের যখন সম্ভাব হয় না (Nothing যখন Something হইতে পারে না), শক্তির একেবারে ধ্বংস হওয়া যখন অসম্ভব, তখন যাহা দেখিতেছি, নিশ্চয়ই তাহা অব্যপদেশ্যাবস্থায় বিদ্যমান ছিল †, এতদ্রূপ অনুমান-প্রমাণদ্বারা আমরা ধর্ম্মির শান্ত ও অব্যপদেশ্য, এই ধর্ম্মদ্বয়ের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকি।

কি বুঝিলাম—বুঝিলাম, যাহা সমানবুদ্ধিপ্রসবাত্মিকা—অনুবৃত্তপ্রত্যয়হেতু, ভিন্নাধিকরণ পদার্থজাতকে যদ্দ্বারা একশ্রেণীভুক্ত করা যায়, তাহাকে জাতি বা সামান্যাভিব্যক্তি—সামান্যভাব বলে; বুঝিলাম, জাতি বা সামান্যভাব, পর ও অপর-ভেদে দ্বিবিধ, তন্মধ্যে পরজাতি বা পরসামান্য, অবিশেষসত্তা, ইহা শুদ্ধ অনুবৃত্তবুদ্ধির হেতু; অপরজাতি বা অপরসামান্য অনুবৃত্ত-ব্যাবৃত্ত, দ্বিবিধ বুদ্ধিরই কারণ। বুঝিলাম, এক সামান্য বা অবিশেষসত্তার মায়াপরিচ্ছিন্ন অনন্তভাববিকারই বিশ্ব, বিশুদ্ধ সত্ত্বের উপরি প্রবৃত্তি ও সংস্ত্যান বা পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তিজনিত বিবিধ পরিণামই জগৎ; বুঝিলাম, কোন প্রাকৃতিক বস্তু ক্ষণকালের জন্য একভাবে থাকিতে পারে না, প্রকৃতি নিত্যপ্রবৃত্তিমতী—আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি, এই ত্রিবিধ-পরিণামাত্মিকা। বুঝিলাম, প্রকৃতির বিসদৃশপরিণামহইতেই জগতের সৃষ্টি এবং ইহার সদৃশপরিণামহইতেই লয় হইয়া থাকে। আবির্ভাব বা বিকাশের পর, বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বুঝিলাম, পরমাণুপুঞ্জের বা সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের পরস্পর-সমাবেশ ও সান্নিধ্যের তারতম্যহইতে

* "শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মী।"—

পাং দং বিভূতিপাদ। ১৪ সূত্র।

"শান্তা যে কৃতস্বস্বব্যাপারা অতীতেঽধ্বনি অনুপ্রবিষ্টাঃ উদিতা যে অনাগতমধ্বানং পরিত্যজ্য বর্ত্তমানেঽধ্বনি স্বব্যাপারং কুর্ব্বন্তি। অব্যপদেশ্যা যে শক্তিরূপেণ স্থিতা ব্যপদেষ্টুং ন শক্যন্তে তেষাং যথাস্বং সর্ব্বাত্মকমিত্যেবমাদয়ো নিয়তকার্য্যকারণরূপযোগ্যতয়া অবচ্ছিন্না শক্তিরেবেহ ধর্ম্মশব্দে-নাভিধীয়তে।"—

রাজমার্ত্তণ্ডাখ্যবৃত্তি।

† "A force cannot originate otherwise than by devolution from some pre-existing force or forces."—

Correlation of Physical Forces. P. 16.

জগতে বিবিধ বিচিত্র ভাববিকারের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু, কেবল পরমাণুপুঞ্জ বা সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সমাবেশ ও সান্নিধ্য-তারতম্যই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের একমাত্র কারণ নহে, পরমাণুসকল বা গুণত্রয়ের পরস্পর-সংমিশ্রণের ভিন্নতা নিষ্কারণও নয়। শাস্ত্রোপদেশ, ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কর্ম্মই ইহার কারণ, কর্ম্মবৈচিত্র্যই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু; বুঝিলাম, সংসার অনাদি, এবং জীব যে সকল কর্ম্ম করে, তাহাদের সংস্কার সূক্ষ্মভাবে অন্তঃকরণে লগ্ন হইয়া থাকে, এই সংস্কাররাশিই ভবিষ্যৎ প্রপঞ্চের বীজভূত—ভাবিসর্গের নিমিত্তকারণ। অতএব, ইহা এখন নিশ্চয়ই সুগম হইল যে, জাতিভেদই সৃষ্টি। অবিশেষহইতে বিশেষের আরম্ভ হয়, সামান্য-ভাব, নানাভাবে বিভক্ত (Differentiated) হইয়াই জগদাকার ধারণ করে, এ কথা যাঁহাদের সমীপে বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া আদৃত হয়, জাতিভেদই সৃষ্টি (জাতি-শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ স্মরণ করিবেন), এ কথাও তাঁহাদের কাছে বিজ্ঞান ও যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে না। ভগবান্ বলিয়াছেন, গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে, আমিই চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি, বর্ণবিভাগ আমারই কৃতি, ইহা প্রাকৃতিক। সাক্ষাৎ ভগবানের উপদেশ, সুতরাং, আস্তিকের ইহাতে কোনপ্রকার সংশয়ই হইবে না। কিন্তু, বেদাদি শাস্ত্রকে যাঁহারা প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, বেদাদি শাস্ত্রের উপদেষ্টৃবর্গকে যাঁহারা আপনাদের হইতে অবনতপদবীস্থ কিংবা সমানধর্ম্মা বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, পরিচ্ছিন্নযুক্তিই যাঁহাদের বিশ্বাসে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা একমাত্র প্রমাণ, তাঁহারা কখন জাতিভেদকে প্রাকৃতিক বলিতে পারিবেন না।

শাস্ত্রের কোন কথাই অযৌক্তিক নহে—যাহা শাস্ত্রশাসন, আর্য্যেরা তাহা-কেই কেন অভ্রান্তজ্ঞানে আদর করিতেন, বুঝিবার নিমিত্ত একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে, উপলব্ধি হয়, শাস্ত্রের কোন কথাই অযৌক্তিক বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। যাঁহারা শাস্ত্রবচনসকলের সর্ব্বত্র যুক্তি-সঙ্গতত্ব দেখিতে চাহেন, শাস্ত্রীয় উপদেশ-সকল, যুক্তিবিরুদ্ধ কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যাঁহারা সচেষ্ট, তাঁহাদের অগ্রে বুঝা উচিত, এরূপ ইচ্ছা পূর্ণ বা এতাদৃশ চেষ্টাকে ফলবতী করিবার উপযুক্ত উপকরণ তাঁহাদের আছে কি না। চিন্ত্য—যুক্তিতর্কদ্বারা বেদ্য—জ্ঞাতব্য বা নির্ণেয় তত্ত্ব এবং অচিন্ত্য—প্রাকৃতিক বা মায়িক বুদ্ধির অগম্য (Knowable and Unknowable), শাস্ত্রে এই দ্বিবিধ ভাবেরই উপদেশ আছে। মায়িক বা পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধিদ্বারা অচিন্ত্য বা প্রাকৃতিক বুদ্ধির অগম্য ভাবসকলের তত্ত্ব নিরূপণ হইতে পারে না। অচিন্ত্য বিষয়সকলের যুক্তিসঙ্গতত্ব দর্শন করিতে হইলে, তদুপযুক্ত শক্তি-সম্পন্ন হওয়া চাই। আমাদের দৃষ্টি স্বল্পদেশপ্রসারিণী, সুতরাং, যে সকল দেশ ইহার অগম্য, তাহাই অসৎ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা কি উচিত? তর্ক যে তত্ত্বনির্ণয়ের প্রধান সাধন, যুক্তিবহির্ভূত বাক্য সাক্ষাৎ ভগবানের মুখহইতে উচ্চারিত হইলেও,

তাহা যে অগ্রাহ্য *, শাস্ত্রের ত ইহাই উপদেশ। তবে তর্কযুক্তি বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, শাস্ত্র বলেন, এই স্বল্পদূরপ্রসারী বা পরিচ্ছিন্ন তর্কদ্বারা অচিন্ত্য ভাবসকলের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে যাইও না †। স্বল্পদূরপ্রসারী বা পরিচ্ছিন্ন তর্কদ্বারা অপ্রতিষ্ঠিত গম্ভীরার্থসকলের তত্ত্ব নির্ণয় হইল না বলিয়া, তাহা অসৎ বা মিথ্যা মনে করিও না, তোমার যুক্তি যে সকল প্রদেশে পঁহুছিতে পারে না, তাহাই মিথ্যা, এ বিশ্বাস, কল্যাণাকাঙ্ক্ষা থাকিলে, হৃদয়হইতে বিদূরিত করিবার চেষ্টা কর। শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ তর্কই বস্তুতঃ তত্ত্বনির্ণায়ক ‡।

জাতিভেদসম্বন্ধে বিরুদ্ধমতের সমালোচনা।

প্রমাণব্যতীত, পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা তাহা-হইতে বিনিবৃত্ত হ'ন না; ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্মনিষ্পত্তির প্রমাণই করণ। প্রমাণ-দ্বারা যাহার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়, লোকে তাহা গৃহীত এবং প্রমাণবিরুদ্ধ বা অপ্রা-মাণিক পদার্থ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। বেদচরণাশ্রিত আর্য্যদিগের সমীপে (ইহাও জ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয়) আপ্তোপদেশই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। যে সকল বিষয়, আপ্তোপদেশ.বা শব্দপ্রমাণের অবিরোধী, আপাতদৃষ্টিতে যদি তাহারা পরিচ্ছিন্নপ্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয়ও হয়, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা যদি তাহাদের যুক্তিসঙ্গতি দেখাইতে না পারা যায়, অবিকৃত আর্য্যহৃদয়, তথাপি তাহাদিগকেই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করে, কিন্তু, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে যাহাদের সত্যতা সপ্রমাণ হয়, আপ্তোপদেশ-প্রমাণের তাহারা বিরোধী হইলে, শাস্ত্রচরণসেবক আর্য্যজাতি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। আপ্তোপদেশে যাঁহাদের এইরূপ অটল বিশ্বাস, তাঁহাদের বিশ্বাসকে টলাইতে হইলে, প্রথমতঃ আপ্তোপদেশেরই সহায়তা গ্রহণ করা উচিত। বিদেশীয় পণ্ডিত-বৃন্দের মধ্যে, যাঁহারা আর্য্যশাস্ত্রের সহিত সম্বন্ধ রাখেন—ভারতবর্ষে স্থিত সমান-ধর্ম্মা ধর্ম্মপ্রচারক ভ্রাতৃবর্গের ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য বেদাদি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, আপ্তোপদেশপ্রমাণচালিত হিন্দুদিগকে হিন্দুধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ ও খ্রীষ্টানধর্ম্মে আস্থাবান্ করাইবার নিমিত্ত বাহ্যতঃ আপ্তোপদেশ ও নিজ স্বল্পদেশবৃত্তি ক্ষীণযুক্তি, এই উভয়কেই তাঁহারা করণরূপে আশ্রয় করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টান-ধর্ম্মাবলম্বিরা বুঝিয়াছেন, জাতিভেদ, আহারের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধবিচার প্রভৃতিকে .আপ্তোপদেশ ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে পারিলে, হিন্দু-দিগকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করা সুখসাধ্য হইবে, জাতিভেদবিচারাদি হিন্দুর ইতর-

---

* "যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যত্ তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥"— যোগবাশিষ্ঠ।

† "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েত্।"— পঞ্চদশী।

‡ "আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"— মনুসংহিতা। ১২।১০৬।

ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মসকল যে বেদানুমোদিত নহে, যে কোন উপায়ে ইহা সপ্রমাণ করিতে পারিলেই, দুর্জ্জয় হিন্দুধর্ম্মদুর্গ বিনাক্লেশে আক্রমণ ও জয় করিতে পারা যাইবে, তা'ই তাঁহারা জাতিভেদাদি যে বেদমূলক নয়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করিতেছেন *। অতএব, জাতিভেদসম্বন্ধে বিরুদ্ধমতের সমালোচনা করিতে হইলে,

* পণ্ডিত মোক্ষমূলর তাঁহার "Chips from a German Workshop," "Physical Religion," "Natural Religion"-ইত্যাদি গ্রন্থে স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে স্থিত খ্রীষ্টানধর্ম্মপ্রচারক (Missionaries)-দিগের খ্রীষ্টানধর্ম্মপ্রচারকার্য্যের সহায়তা করিবার জন্যই তিনি কঠোর পরিশ্রম করিয়া 'বেদ' মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। পণ্ডিত মোক্ষমূলরের বিশ্বাস, হিন্দুধর্ম্মের বেদই মূলভিত্তি, সুতরাং, হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করিয়া, তৎস্থানে খ্রীষ্টানধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, হিন্দুধর্ম্মের মূলভিত্তিকে অগ্রে সরান উচিত। বেদ যে কিছুই নয়—সভ্যজাতির ইহাতে যে কিছুই শিখিবার নাই, বেদভক্ত হিন্দুর হৃদয়ে এইরূপ প্রত্যয় জন্মাইয়া দিতে পারিলে, ভিত্তিশূন্য হিন্দুধর্ম্ম খ্রীষ্টানদিগের অঙ্গুলিস্পর্শমাত্রেই ভূমিসাৎ হইবে। বেদাধ্যয়ন ও ইহার প্রচার করিবার উক্ত পণ্ডিতের ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। খ্রীষ্টানভ্রাতারা হিন্দুধর্ম্মদুর্গ কিপ্রকারে আক্রমণ করিবেন, বলিয়া দিবার সময় স্বদেশ-ও-স্বধর্ম্ম প্রিয় নীতিকুশল মোক্ষমূলর বলিয়াছেন যে, বেদভক্ত হিন্দুজাতিকে প্রথমতঃ বুঝাইতে হইবে, বেদ যেরূপ ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছে, বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম তদনুরূপ নহে। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের মিলিত মূর্ত্তি। হিন্দুরা যদি ঠিক বেদাদি ধর্ম্মের অনুসরণ করিত, তাহা হইলে তাহাদের ধর্ম্ম অনেকটা খ্রীষ্টানধর্ম্মের অনুরূপ হইত। দুঃখের বিষয়, নীতিজ্ঞ মোক্ষমূলর উদ্দেশ্যসাধনের জন্য, শত-সহস্র স্থানে প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসাদি দোষে স্বকীয় উক্তিকে দূষিত করিয়াছেন। যে সকল হিন্দুসন্তান মোক্ষমূলরকে বেদভক্ত বা সংস্কৃতশাস্ত্রানুরাগী বলিয়া বিশ্বাস করেন, মোক্ষমূলরকে তাঁহাদের পরম মিত্র বলিয়া বুঝেন, স্বদেশীয় বেদজ্ঞ পণ্ডিতাপেক্ষা মোক্ষমূলরকে অধিকতর আদর করিলে, প্রকৃত বেদজ্ঞের সম্মান করা হইবে, যাঁহাদের এইপ্রকার ধারণা, তাঁহাদের নিমিত্ত নিম্নে মোক্ষমূলরের কতিপয় উক্তি উদ্ধৃত করিলাম—

"Under these circumstances it was felt that nothing would be of greater assistance to the missionaries in India than an Edition of the Veda."—

Chips from a German Workshop. Vol. I. P. 306.

"I could add other passages, particularly from the Brahmans and Upanishads, all confirming Father Calmette's idea that the Veda is the best key to the religion of India, and that a thorough knowledge of it, of its strong as well as its weak points, is indispensable to the student of religions and more particularly to the missionary who is anxious to make sincere converts."— *Physical Religion. P. 45.*

"It should be shown to the natives of India that the religion which the Brahmans teach is no longer the religion of the Veda, though the Veda alone is acknowledged by all as the only divine source of faith. A Hindu who believed only in the Veda would be much nearer to Christianity than those who follow the Puranas or the Tantras, &c. &c."—

Chips from a German Workshop. Vol. I. P. 309.

আমাদিগকে দুইটী বিষয়ের চিন্তা করিতে হইবে। প্রথমতঃ, দেখিতে হইবে, জাতি-ভেদ বেদমূলক নহে, বিপক্ষদিগের এ কথা ঠিক কি না, দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষা করিতে হইবে, জাতিভেদের যুক্তিবিরুদ্ধতা প্রমাণ করিবার জন্য প্রতিপক্ষদল যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারা সত্যভূমিক কি না ?

জাতিভেদ বেদসম্মত কি না ?—জাতিভেদ যে বেদসম্মত, তাহাত পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে, আমরাত বেদহইতেই জাতিভেদের স্বরূপ অবগত হইয়াছি, বেদভক্ত আর্য্যজাতির সকল ধর্ম্মইত বেদমূলক *। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ত্রয়ো লোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্।
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যচ্চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিধ্যতি ॥"— ১২।৯৭

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারিবর্ণ, স্বর্গাদিলোকত্রয়, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়, অধিক কি, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই ত্রিকালবর্ত্তী ভাববিকার-মাত্রেই বেদসিদ্ধ—সনাতন বেদই বিশ্বের উৎপত্তিস্থিতিনাশহেতু। অতএব, জাতিভেদ বেদসম্মত কি না, এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় কেন ?

বেদজ্ঞ ঋষিরা, ঋষি বা বেদকে যে চক্ষুতে দেখিতেন, বেদরত্নাকরগর্ভসম্ভূত স্মৃত্যাদি শাস্ত্রসকল বেদের স্বরূপ যেরূপে বর্ণন করিয়াছেন, আজিও অবিকৃত আর্য্যহৃদয়ে ব্রহ্ম বা বেদ যে ভাবে পূজিত হইয়া থাকেন, ইয়ুরোপীয় বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা এবং তাঁহাদের দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষীয় শিষ্যেরা বেদকে সে চক্ষুতে দেখিতে পারেন না, শাস্ত্রচিত্রিত বেদরূপ তাঁহাদের মলীমসচিত্তে যথাযথরূপে প্রতিফলিত হয় না, তা'ই বর্ত্তমান কালে এতাদৃশ প্রশ্নসকল উত্থাপিত হইতেছে। যাহা বেদানুমোদিত,

---

"It is easy to say it before an audience like this, but I should not be afraid to say it before an audience of Brahmans, Buddhists, Parsis and Jews, that there is no religion in the whole world which in simplicity, in purity of purpose, in charity and in true humanity comes near to that religion which Christ taught to his disciples."—

Natural Religion. P. 510.

যাহা ঠিক বেদপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম, তাহার সহিত খ্রীষ্টানধর্ম্মের অনেকটা একতা আছে, এই কথা বলিবার পর

"The Veda contains a great deal of what is childish and foolish."—

Chips from a German Workshop. Vol. I. P. 37.

অর্থাৎ, বেদের অধিকাংশই বালকোচিত যুক্তিহীন, উন্মত্তপ্রলাপে পরিপূর্ণ, এবম্প্রকার মত প্রকাশ করা জ্ঞানবৃদ্ধোচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

* "বেদোঽখিলধর্ম্মমূলম্।"—

"যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ ॥"— মনুসংহিতা।

আর্য্যজাতির তাহাই যে শিরোধার্য্য, তাহাই যে ধর্ম্ম, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। বেদ কি এবং ধর্ম্মই বা কোন্ পদার্থ, তাহা যাঁহার সম্যগ্রূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, যাহা ধর্ম্ম, তাহা বেদবিরুদ্ধ হইতে পারে না, এ কথা তাঁহার সমীপে কদাচ দুর্ব্বোধ্য নহে। বেদবিদ্ পূজ্যপাদ মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন—

"धर्म्मस्य शब्दमूलत्वात् अशब्दमनपेक्षं स्यात् ।"—

পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন। ১। ৩। ১।

অর্থাৎ, শব্দ বা বেদই ধর্ম্মের মূল, নিখিল ধর্ম্মই বেদমূলক, যাহা বেদবিরুদ্ধ, তাহা ত্যাজ্য। বেদপাঠে অবগত হওয়া যায়, বেদ অনন্ত *, বেদ ও ব্রহ্ম এক পদার্থ, ব্রহ্ম, বেদের পর্য্যায়ান্তর †। বেদাদি নিখিল শাস্ত্রেরই উপদেশ,—বেদ, অপৌরুষেয়, ঋষিগণ

---

* পুরা ভরদ্বাজ-নামক জনৈক ঋষি, সংকল্প করিয়াছিলেন যে, আমি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিব। সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিতে হইলে, অবশ্য তদুপযুক্ত আয়ুঃ চাই, পরিমিত-আয়ুষ্ক হইয়া, অনন্ত বেদাধ্যয়ন করা সম্ভব নহে, তা'ই তিনি আরাধনাদ্বারা ইন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়া, তাঁহার নিকটহইতে তিন-শত-বৎসরব্যাপক পরমায়ুঃ লাভ এবং এই দীর্ঘকাল যথানিয়মে ব্রহ্মচর্য্যপালন ও বেদাধ্যয়ন করিয়া অতিবাহিত করেন। তিনশতবৎসরপরিমাণ আয়ুঃ যখন প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল, যখন তিনি স্থবিরাবস্থায় উপনীত হইলেন, তখন এক দিন তিনি শয়ান আছেন, এমন সময়, ইন্দ্র তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক, বলিলেন, ভরদ্বাজ! যদি তোমাকে আর একশতবৎসরব্যাপী আয়ুঃ প্রদান করি, তাহা হইলে তুমি কি কর? ভরদ্বাজ উত্তর করিলেন, ব্রহ্মচর্য্য পালন করি, অর্থাৎ, বেদাধ্যয়ন করি। ইন্দ্র, ভরদ্বাজের এই কথা শ্রবণ করিয়া, 'আমি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিব', ভরদ্বাজের এইরূপ সঙ্কল্প যে সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত, স্বীয় শক্তিদ্বারা তিনটী অবিজ্ঞাত—অদৃষ্টপূর্ব্ব পর্ব্বত সৃষ্টি ও প্রত্যেক পর্ব্বতহইতে এক এক মুষ্টি পাংশু গ্রহণপূর্ব্বক, ভরদ্বাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভরদ্বাজ! এই যে পর্ব্বতত্রয় দেখিতেছ, ইহারা তিনটী বেদ, ভরদ্বাজ! বেদ অনন্ত, সমগ্র বেদ পাঠ করিব, এ সংকল্প ত্যাগ কর।

"भरद्वाजो ह त्रिभिरायुर्भिर्ब्रह्मचर्य्यमुवास । तं ह जीर्णिं स्थविरं शयानम् । इन्द्र उपव्रज्योवाच । भरद्वाज ! यत्ते चतुर्थमायुर्दद्याम् । किमेनेन कुर्य्या इति । ब्रह्मचर्य्यमेवैनेन चरेयमिति होवाच । तं ह त्रीन् गिरिरूपानविज्ञातानिव दर्शयाञ्चकार । तेषां हैकैकस्मान् मुष्टिमाददे । स होवाच । भरद्वाजेत्यामन्त्र्य । वेदा वा एते । अनन्ता वै वेदाः ।"—

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। ৩।১০।১১।

বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এ গল্প শুনিয়া, নিশ্চয়ই বালকোচিত যুক্তিহীন বাক্যবোধে উপহাস করিবেন। কূপমণ্ডূককে, কূপের বাহিরেও ভূমি আছে, বুঝান যেমন দুঃসাধ্য ব্যাপার, স্বল্পদেশবিচরণশীলদৃষ্টি বিদেশীয় পণ্ডিতদিগকে বেদ অনন্ত, এতদ্বাক্যে আস্থাবান্ করা ততোধিক দুরূহ কার্য্য।

† **"ब्रह्म तत्त्वतपो वेदे न द्वयोः पुंसि वेधसि ।"—** মেদিনী।

"वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ।"— অমরকোষ।

বেদের ব্রহ্ম-নাম হইবার কারণ কি, তাহা আমরা পরে বিশেষরূপে (বেদ ও বেদ্য-শীর্ষক প্রস্তাবে) বুঝিবার চেষ্টা করিব। আপাততঃ ঐতরেয় আরণ্যকের নিম্নোদ্ধৃত বচনটী উদ্ধৃত করিলাম। উদ্ধৃত শ্রুতিবচনদ্বারা ব্রহ্ম যে বেদের পর্য্যায়ান্তর, বেদই যে পরমাত্মজ্ঞানবিকাশের একমাত্র উপায়, এই সকল বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বেদের রচয়িতা নহেন। ঋষিগণ কল্পাদিতে ঈশ্বরানুগ্রহে মন্ত্রসকল লাভ এবং দুস্পার ভবপারাবারের মন্ত্রসকলই একমাত্র তরণি জানিয়া, ইহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে মন্ত্রকৃৎ ও মন্ত্রপতি ইত্যাদি বিশেষণ-দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে মাত্র *। আপ্তোপদেশপ্রমাণদ্বারা ইহা সপ্রমাণ

"तदिति वा एतस्य महतोभूतस्य नाम भवति योऽस्यैतदेवं नाम वेद ब्रह्म भवति ब्रह्म भवति।"— ঐতরেয় আরণ্যক।

পরমাত্মাই কৃৎস্ন বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়, বেদ, সর্ব্বগত-নিত্যসিদ্ধ পরমাত্মার প্রতিপাদক, সেই নিমিত্ত বেদের 'ব্রহ্ম', এই নাম হইয়াছে। বেদকে যিনি ব্রহ্ম-নামে অভিহিত করিবার কারণ অবগত আছেন—পরমাত্মাভিন্ন বেদের যে আর কিছু প্রতিপাদ্য বিষয় নাই, যাঁহার ইহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তিনি অধীতবেদমুখদ্বারা পরমাত্মাকে বিদিত হইয়া—বেদাধ্যয়নোদিতজ্ঞানসূর্য্যদ্বারা স্বীয় ব্রহ্মত্বাবরক অজ্ঞান নিবৃত্ত করিয়া স্বয়ং ব্রহ্ম হ'ন—স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'ন।

" 'एतस्य' प्रकृतस्य कृत्स्नवेदप्रतिपाद्यस्य, 'महतः' सर्व्वगतस्य, 'भूतस्य' नित्यसिद्धस्य परमात्मनः, 'नाम', 'भवति'। कृत्स्नस्य वेदस्य परमात्मप्रतिपादकत्वात्तन्नामत्वं युक्तं। तत्प्रतिपादकत्वं च कठैराम्नायते। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति। विन्दन्त्यनेन परमात्मानमिति व्युत्पत्त्या वेदशब्दोऽपि तत्प्रतिपादकमेव ग्रन्थमाचष्टे। 'यः' पुमान्, 'एतत्' स्वाध्यायवाक्यं सर्व्वं, 'एवं' उक्तप्रकारेण, 'अस्य' परमात्मनः, 'नाम', इति 'वेद', विदित्वा च नियमेनाधीते। स पुमानधीतवेदमुखेन परमात्मानं विदित्वा स्वस्य ब्रह्मत्वावरकाज्ञाननिवृत्त्या स्वयं 'ब्रह्म भवति'।"— সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য।

* "तस्माद्यज्ञात् सर्व्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे।
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥"— পুরুষসূক্ত (ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ)।

অর্থাৎ, সচ্চিদানন্দলক্ষণ সর্ব্বশক্তিমান্ যজ্ঞ বা পরব্রহ্মহইতে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ (পূজ্যপাদ শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী বলেন, বেদমাত্রেই যখন গায়ত্র্যাদি ছন্দোন্বিত, তখন ছন্দঃ-শব্দ এখানে অথর্ব্ববেদকেই লক্ষ্য করিতেছে) উৎপন্ন হইয়াছে।

"यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन्।
सामानि यस्य लोमान्यथर्व्वाङ्गिरसो मुखम्।
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥"— অথর্ব্ববেদসংহিতা। ১০।২৩।৪।২০।

"एवं वा अरेऽस्य महतोभूतस्य निःश्वसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्व्वेदः सामवेदोऽथर्व्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवैतानि सर्व्वाणि निःश्वसितानि।"— শতপথব্রাহ্মণ। ৪৪।৫।

পরব্রহ্মহইতে নিঃশ্বাসবৎ সহজভাবে বেদাদিশাস্ত্রসকল যে কল্পে কল্পে আবির্ভূত হইয়া থাকে, উপরি-উদ্ধৃত শ্রুতিবচনদ্বারা তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

"नमो वाचे या चोदिता या चानुदिता तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो मा मामृषयो मन्त्रकृतो मन्त्रपतयः परादुर्माहमृषीन् मन्त्रकृतो मन्त्रपतीन् परादां।"— তৈত্তিরীয় আরণ্যক। ৪।১।

"'मन्त्रकृद्भ्यः' मन्त्रं कुर्व्वन्तीति मन्त्रकृतः, यद्यप्यपौरुषेये वेदे कर्त्तारो न सन्ति तथापि कल्पादावीश्वरानुग्रहेण मन्त्राणां लब्धारो मन्त्रकृत इत्युच्यन्ते। तल्लाभश्च स्मर्य्यते।

হয় যে, বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে কালগত পৌর্ব্বাপর্য্য নাই, ইহারা যুগপৎ আবির্ভূত হইয়া থাকে *। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের এতৎসম্বন্ধীয় মত সম্পূর্ণ বিপরীত। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে বেদ, অসভ্য বা ঈষৎসভ্য মনুষ্যবৃন্দের রচিত অসার বা স্বল্পসার বালকোচিত কবিতাসংগ্রহ। মন্ত্রসকল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঋষি (Poet)-দিগদ্বারা প্রণীত হইয়াছে; ঋগ্বেদ অন্যান্য বেদের পূর্ব্বকৃত, অপরাপর বেদ ঋগ্বেদের পরে রচিত †।

'যুগান্তে নষ্টাং তান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতা স্বয়ম্ভুবা॥'—ইতি।

ত এব মহর্ষয়ঃ সম্প্রদায়প্রবৃত্ত্যা মন্ত্রাণাং পালনাৎ 'মন্ত্রপতয়ঃ', ইত্যুচ্যন্তে।"— সায়নভাষ্য।

* বেদের অপৌরুষেয়ত্বপ্রতিপাদক প্রাগুদ্ধৃত শ্রুতিবচনসকলই ইহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ। ঋগ্বেদে অন্যান্য বেদের নামোল্লেখ আছে, অন্যান্য বেদ ঋগ্বেদের পরে রচিত হইলে, ঋগ্বেদে ইহাদের নাম থাকিত না।

"ইন্দ্রায় সামগায়ত বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ।
ধর্ম্মকৃতে বিপশ্চিতে পনস্যবে॥"— ঋগ্বেদসংহিতা। ৬।৭।১।

অর্থাৎ, হে উদ্গাতৃবর্গ! হে সামগ!—সামবেদবিদ্ ব্রাহ্মণসমূহ! তোমরা, বিপ্র (মেধাবী), বৃহৎ (মহৎ), ধর্ম্মকৃৎ, বিদ্বান্ ও স্তুত্য ইন্দ্রের জন্য বৃহৎ—বৃহন্নামক 'সাম' গান কর। বেদ কাহাকে বলে, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহা বুঝেন নাই, এবং যে দেশে জন্মিয়াছেন, পরেও যে বুঝিবেন না, তাহা স্থির। ঋক্ কখন সাম ছাড়া এবং সাম কদাচ ঋগ্বিরহিত হইয়া, থাকিতে পারে না; ঋক স্ত্রী, সাম পুরুষ, ঋক্ ভূলোক, সাম স্বর্লোক, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যদি এই সকল অমূল্য শ্রুত্যুপদেশের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ঋগ্বেদ পূর্ব্বজ এবং অন্যান্য বেদ ইহার পরে রচিত, এ কথা কখন মুখে আনিতেন না।

"অমোঽহমস্মি সা ত্বং সা ত্বমস্যমোঽহং সামাহমস্মি ঋক্ ত্বম্।"—

মন্ত্রটী, বিবাহকালে পঠিতব্য মন্ত্রসকলের অন্যতম মন্ত্র। কন্যার পাণিগ্রহণকালে পাণিগ্রহীতা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—আমি, অম—লক্ষ্মীশূন্য (মা-শব্দের অর্থ লক্ষ্মী), তুমি লক্ষ্মী, তোমাকে পাইয়া, আজ আমি সাম হইলাম, আমি সামবেদ, তুমি ঋগ্বেদ, আমি স্বর্গ, তুমি পৃথিবী।

"ঋক্ চ বা ইদমগ্রে সাম চাস্তাং সৈব নাম ঋগাসীদমো নাম সাম, সা বা ঋক্ সামোপাবদন্মিথুনং সংভবাব প্রজাত্যা ইতি।"— ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

ছান্দোগ্যোপনিষদেও এই বিষয় বিস্তারপূর্ব্বক বুঝান আছে।

"ভূর্ভুবঃ স্বরিত্যেতা বাব ব্যাহৃতয় ইমে ত্রয়ো বেদা ভূরিত্যেব ঋগ্বেদো ভুব ইতি যজুর্বেদঃ স্বরিতি সামবেদস্তস্মান্নর্চা ন যজুষা ন সাম্না প্রত্যক্ষাৎ প্রতিপদ্যতে নর্চো ন যজুষো ন সাম্ন এতি।"— ঐতরেয় আরণ্যক।

† "The Veda contains a great deal of what is childish and foolish, though very little of what is bad and objectionable."—

Max Muller's Chips from a German Workshop. Vol. I. Lectures on the Vedas. P. 37.

"According to the orthodox views of Indian theologians, not a single

আমরা যে মন্ত্রটীর প্রমাণে, ইতিপূর্ব্বে জাতিভেদকে বেদসম্মত বলিয়া বুঝিয়াছি, পণ্ডিত মোক্ষমূলর বলেন, উহার রচনাকাল যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ইউরোপীয় সমালোচক অনায়াসেই তাহা প্রতিপাদন করিতে সক্ষম। শূদ্র ও রাজন্য, এই দুইটী নবীন শব্দের প্রয়োগ কেবল উক্ত মন্ত্রেই দৃষ্ট হইয়া থাকে *।

ইউরোপীয় সমালোচক, **"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ"**, এতন্মন্ত্রের অর্ব্বাচীনত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতে পারেন; কিন্তু, প্রকৃত আর্য্যহৃদয় কখন এই সর্ব্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধ মতের প্রতি আস্থাবান্ হইতে পারিবে না। বেদাদি-নিখিলশাস্ত্রোপদেশ অমান্য করিয়া, ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতকে প্রামাণিক-বোধে আদর করিতে আত্ম-কল্যাণাকাঙ্ক্ষী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ আর্য্যবংশধরগণ প্রাকৃতিক নিয়মে অনিচ্ছুক সন্দেহ নাই।

জাতিভেদপ্রতিপাদক প্রোক্ত মন্ত্রটীতে ব্যবহৃত শূদ্র ও রাজন্য, এই শব্দদ্বয়, ইউরোপীয় শাব্দিক পণ্ডিতদিগের মতে আধুনিক—অবরকালীন, মোক্ষমূলর-প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতসকল এইজন্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ঋগ্বেদরচনার কিশোরাবস্থায় ভারতবর্ষে জাতিভেদ ছিল না। মোক্ষমূলর প্রভৃতি ইউরোপীয় সুধীগণের এ সিদ্ধান্ত

line of the Veda was the work of human authors. * * * But let me state at once that there is nothing in the hymns themselves to warrant such extravagant theories."— *Ibid.*

পণ্ডিত মোক্ষমূলর উল্লিখিত মত সমর্থনের জন্য এই স্থানে গুটিকতক ঋঙ্মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, বেদসম্বন্ধে বিরুদ্ধমতখণ্ডনপ্রস্তাবে আমরা যথাশক্তি ঐ বিষয়ের সমালোচনা করিব।

"The name of Veda is commonly given to four collections of hymns, which are respectively known by the names of Rig-Veda, Yajur-Veda, Sama-Veda, and Atharva-Veda; but for our own purposes, viz., for teaching the earliest growth of religious ideas in India, the only important, the only real Veda is the Rig-Veda. * * * The other so-called Vedas which deserve the name of Veda no more than the Talmud deserves the name of Bible."—

Chips from a German Workshop. Vol. I. P. 8-9.

ইতিপূর্ব্বে বেদহইতে যে সকল মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, পক্ষপাতশূন্য হইয়া, বিচার করিলে, পাঠক নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন, মোক্ষমূলর জ্ঞানতঃ কি অজ্ঞানতঃ, তাহা অন্তর্যামীই জানেন, সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। পরে এই সকল কথার বিস্তারপূর্ব্বক আলোচনা করা যাইবে।

* "All that is found in the Veda at least in the most ancient portion of it, are the hymns in a verse in which it is said that the priest, the warrior, the husbandman and the serf, formed all alike part of Brahman. European critics are able to show that even this verse is of later origin than the great mass of the hymns and that it contains modern words such as Sudra and Rajanya, which are not found again in the other hymns of the Rig-Veda."—

Chips from a German Workshop. Vol. II. P. 308.

সত্যভূমিক কি না, তন্নির্ণয়ার্থ বেদাদি শাস্ত্রসকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া, আমরা যে উত্তর পাইয়াছি, সংক্ষেপে পাঠকদিগকে তাহা জানাইব।

পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি, বেদপ্রমাণে ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হয় যে, ঋগাদি সংহিতাচতুষ্টয়ের মধ্যে কালগত পৌর্ব্বাপর্য্য নাই, সকল সংহিতাই যুগপৎ আবির্ভূত হইয়া থাকে। বেদ কাহার রচিত নহে, আর্য্যেরা বেদ বলিতে যাহা বুঝিয়া থাকেন, তাহা কাহার রচিত (রচিত-শব্দটীর যে অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে) হইতে পারে না। বেদকে কাহার রচিত পদার্থ বলিবার যদি নিতান্তই ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরভিন্ন অন্য কাহাকেও বেদের রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না।

কথাটীর বিশদার্থ—শাস্ত্রের উপদেশ, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই সংহিতা-চতুষ্টয়ই বেদ নহে, সাধু *, অবিকৃত বা অনপভ্রষ্ট শব্দমাত্রেই বেদ। শাস্ত্র, 'বেদ', এই শব্দদ্বারা যে পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, বিদেশীয় পণ্ডিতগণ, তাহা চিন্তা করেন নাই, তা'ই শুদ্ধ ঋক্‌সংহিতাই তাঁহাদের সমীপে প্রকৃত বেদ (The Veda) বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তা'ই তাঁহারা শব্দের নবীনত্ব-পুরাণত্ব-বিচারদ্বারা সংহিতা-চতুষ্টয়ের আবির্ভাবকালের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ব্বাচন করিবার জন্য প্রয়াসী।

সাধুশব্দই বেদ—মহাভাষ্যকার জ্ঞাননিধি ভগবান্ পতঞ্জলিদেব, সাধুশব্দ-মাত্রেই যে ব্রহ্ম বা বেদ, নিম্নোদ্ধৃত বচনসমূহদ্বারা তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন, যথা—

"वर्णज्ञानं वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वर्त्तते। सोयमक्षरसमाम्नायो वाक्समाम्नायः पुष्पितः फलितश्चन्द्रतारकवत्प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्म-राशिः।"— মহাভাষ্য। ১।১।২।

পূজ্যপাদ পাণিনিদেব, শব্দানুশাসন বা ব্যাকরণ-শাস্ত্রের উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সর্ব্বাগ্রে অ ই উ ণ্। ঋ ৯ ক্ ইত্যাদি চতুর্দ্দশটী প্রত্যাহারসূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, পাণিনিদেব ব্যাকরণশাস্ত্রের উপদেশ করিতে গিয়া, প্রথমে কেন বর্ণ বা

* সাধুশব্দের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ—শক্তিবৈকল্যবশতঃ অন্যথোচ্চারিতরূপ অপভ্রংশহইতে ভিন্ন অভিযুক্তোপদিষ্ট—আপ্তজনব্যবহৃত, অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সমূলক, অনাদি, ব্যাকরণব্যঙ্গ্যজাতিবিশেষের নাম সাধুশব্দ।

"अनपभ्रष्टतानादिर्यद्वाभ्युदययोग्यता।
व्याक्रियाव्यञ्जनीया वा जातिः कापीह साधुता॥"— শব্দকৌস্তুভ।

পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি অপশব্দের লক্ষণ বলিবার সময় বলিয়াছেন,—

"अनिदं प्रथमाः शब्दाः साधवः परिकीर्त्तिताः।
त एव शक्तिवैकल्यप्रमादालसतादिभिः।
अन्यथोच्चारिताः पुंभिरपशब्दा इतीरिताः॥"—

অক্ষরসমূহের উপদেশ করিলেন, বুঝাইবার নিমিত্ত ভগবান্ পতঞ্জলিদেব উপরি-উদ্ধৃত বচনসকলের অবতারণা করিয়াছেন।

উদ্ধৃত ভগবদ্বচনসমূহের ভাবার্থ—বর্ণজ্ঞানশাস্ত্রই (বর্ণ বা অক্ষর-সকল জ্ঞাত হওয়া যায় যদ্দ্বারা, তাহার নাম বর্ণজ্ঞানশাস্ত্র) বাক্ বা শব্দের বিষয়, বর্ণজ্ঞানোপদেশকশাস্ত্রহইতেই বাক্ বা শব্দের জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। বর্ণজ্ঞানশাস্ত্রহইতে যে বাক্ বা শব্দের জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তাহার স্বরূপ কি?

উত্তর—"**যত্র চ ব্রহ্ম বর্ত্ততে**", অর্থাৎ, যাহাতে ব্রহ্ম—বেদ এবং পুরাণাদি বিদ্যমান *, বেদ ও পুরাণাদি যদাশ্রিত—যদাত্মক, সেই বাক্। বাক্ বা শব্দ, অক্ষর-সমাম্নায় বা বর্ণসংহতিভিন্ন অন্য কিছু নহে, বাক্ বা শব্দকে বিশ্লেষ করিলে, বর্ণ বা অক্ষর-ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না, ভগবান্ পতঞ্জলিদেব তা'ই বলিয়াছেন, অক্ষরসমাম্নায়ই—বর্ণসমাহারই বাক্য বা শব্দের উপাদানকারণ †।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, বা আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাবাত্মক জগৎ, অনাদি কালহইতেই আছে, এবং থাকিবেও অনন্ত কালের জন্য, যে চন্দ্র-সূর্য্য এখন দেখিতেছি, শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, ইহারা পূর্ব্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে, সকলেই প্রবাহরূপে নিত্য। বেদের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, চন্দ্রতারকবৎ প্রবাহরূপে নিত্য বাক্সমাম্নায়ই বেদ বা ব্রহ্ম। বিশ্বজগৎ শব্দ-ব্রহ্মেরই বিবিধ পরিণাম, অনাদিনিধন শব্দ-ব্রহ্মই জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন ‡।

শাস্ত্রে বেদ বুঝাইতে 'শব্দ', এই কথাটীর বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ মহর্ষি জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা ও ভগবান্ বাদরায়ণের উত্তরমীমাংসা, শারীরক-সূত্র বা বেদান্তদর্শনে বেদার্থে 'শব্দ'-কথাটীরই অধিক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

শব্দ কোন্ পদার্থ—শুনিলাম, শব্দ ও বেদ সমানার্থক এবং বেদ বুঝাইতে শাস্ত্রের বহু স্থানে 'শব্দ', এই কথাটীর ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে; এখন জানিতে

* "सा वाग् यत्र ब्रह्म वर्त्तते चात् पुराणादीत्यर्थः।"— মহাভাষ্যোদ্দ্যোত।

† তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যেও বর্ণসমাম্নায়কেই শব্দ বা বাক্যের উপাদানকারণ বলা হইয়াছে, যথা—

"वर्णपृक्तः शब्दोवाच उत्पत्तिः।"— তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্য।

‡ "अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्त्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥"— বাক্যপদীয়।

"चन्द्रतारकवदिति। अनादित्वानित्यत्वं वाग्व्यवहारस्य सूचयति।"— কৈয়ট।

"ब्रह्मराशिरिति। ब्रह्मतत्त्वमेव शब्दरूपतया प्रतिभातीत्यर्थः॥"— কৈয়ট।

"वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे वाच इत् सर्व्वममृतं यच्च मर्त्त्यम्।"— শ্রুতি।

হইবে, 'শব্দ' কোন্ পদার্থ। শব্দ ও বেদ যখন সমানার্থক, তখন শব্দের স্বরূপ দর্শন হইলেই, বেদেরও স্বরূপ নিরূপিত হইবে।

শাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়, বাক্ বা শব্দ-হইতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট, বাক্ বা শব্দে বিশ্ব-জগৎ স্থিত এবং বাক্ বা শব্দেই ইহা বিলীন হইয়া থাকে। কি মর্ত্ত্য—পরিবর্ত্তন-স্বভাব, কি অমৃত—অপরিবর্ত্তনাত্মক, সকলপ্রকার ভাবই শব্দাত্মক—বাঙ্ময়। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, পঞ্চম বেদ বা পুরাণেতিহাস, বেদ বা ব্যাকরণ (শব্দানুশাসনশাস্ত্র), পিত্র্য (শ্রাদ্ধকল্প), রাশি (গণিত), নিধি (মহাকালাদি-নিধিশাস্ত্র), বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), একায়ন (নীতিশাস্ত্র), দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা (ধনুর্ব্বেদ), নক্ষত্রবিদ্যা (জ্যোতিষ), সর্পবিদ্যা (গারুড়), দেবজনবিদ্যা (গন্ধযুক্তি নৃত্যগীতবাদ্যশিল্পাদি বিজ্ঞানশাস্ত্র), বাক্ বা শব্দই ইহাদের প্রকাশক। স্বর্গ-পৃথিবী, বায়ু-আকাশ, জল-তেজঃ, দেবতা-মনুষ্য, পশু-পক্ষী, তৃণ-বনস্পতি, কীট-পতঙ্গপিপীলক, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, সত্যানৃত, সাধু-অসাধু, হৃদয়জ্ঞ (হৃদয়প্রিয়)-অহৃদয়জ্ঞ, এক কথায় যাহা কিছু সৎ বা বস্তু, বাক্—শব্দই তৎসমুদায়ের কারণ, বিশ্বের নিবন্ধনী-শক্তি, শব্দাশ্রিত সকল অর্থজাতি সূক্ষ্মরূপে শব্দে অধিষ্ঠিত *। বেদাদি শাস্ত্রের উপদেশ, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড শব্দের পরিণাম, শব্দই বিশ্ব-জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-নাশ-হেতু, অতএব, শব্দের স্বরূপ কি, তাহা অবগত হইতে হইলে, জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-ও-নাশ-সম্বন্ধে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় আস্তিক ও নাস্তিক, যতপ্রকার মত প্রচলিত আছে, অগ্রে তৎসমুদয়ের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি ও লয় সম্বন্ধীয় প্রচলিত মতসকল বিদিত হইলে, বিশ্ব-জগৎ শব্দের পরিণাম, এ কথা যুক্তিসঙ্গত কি না, তাহা সুগম হইবে, তা'ই আমরা সংক্ষেপে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় আস্তিক ও নাস্তিক মতসকলের উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

দার্শনিক পণ্ডিতমাত্রেই অবগত আছেন, আস্তিক ও নাস্তিক (Theistic and Atheistic)-ভেদে দর্শনশাস্ত্রকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। আস্তিক ও নাস্তিক, এই দ্বিবিধ দার্শনিকসম্প্রদায়ের প্রত্যেকের মধ্যেও পরস্পর মতভেদ আছে, তদনুসারে ষড়্‌বিধ আস্তিক ও ষড়্‌বিধ নাস্তিক, সমুদায়ে দ্বাদশপ্রকার বিভিন্ন দার্শনিকমতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-পাতঞ্জল

* "শব্দস্য পরিণামোঽয়মিত্যাম্নায়বিদো বিদুঃ।
ছন্দোভ্য এব প্রথমমেতদ্বিশ্বং ব্যবর্ত্তত॥"— বাক্যপদীয়।

"বাগ্বা ঋগ্বেদং বিজ্ঞাপয়তি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাং দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চ বায়ুঞ্চাকাশঞ্চাপশ্চ তেজশ্চ দেবাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ পশূংশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতীঞ্ছ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং ধর্ম্মঞ্চাধর্ম্মঞ্চ সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সাধু চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞঞ্চাহৃদয়জ্ঞঞ্চ বাগেবৈতৎ সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়তি।"— ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

ও পূর্ব্বমীমাংসা-উত্তরমীমাংসা, এই ষড়্‌বিধ দর্শনকে আস্তিক এবং চার্ব্বাক্, চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধ (বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক) ও জৈন, এই ছয়প্রকার দর্শনকে নাস্তিকদর্শনশ্রেণিভুক্ত করাহইয়াথাকে।

বৈষম্যের মধ্যে সাম্যের বা বিশেষের মধ্যে সামান্য ভাবের আবিষ্করণহইতেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-বিচারই তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনের অদ্বিতীয় উপায়। আস্তিক-নাস্তিক-মতভেদে দ্বাদশপ্রকার দার্শনিকমত আছে বটে, কিন্তু, একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে, প্রতীতি হয়, উক্ত দ্বাদশপ্রকার দার্শনিকমতকে অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ এবং সৎকারণবাদ, এই তিনটী প্রধানবিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; আস্তিক-নাস্তিক-ভেদে পরিচিত দ্বাদশপ্রকার দর্শনের মধ্যে অসৎকার্য্যাদি ত্রিবিধ প্রস্থানের অতিরিক্ত প্রস্থানভেদের প্রসিদ্ধি নাই। অসৎ-কার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ, এই প্রস্থানত্রয়কে দার্শনিকেরা যথাক্রমে আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ, এই তিন নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন *।

---

* "आस्तिकनास्तिकवादप्रदर्शनेषु वक्ष्यमाणेषु त्रिविधप्रस्थानभेदातिरिक्तप्रस्थानभेदस्याप्रसिद्ध-त्वात्।"--- অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি।

বিদেশীয় দার্শনিকদিগের মধ্যেও Theistic ও Atheistic (Materialistic)-ভেদে প্রধানতঃ দ্বিবিধ দার্শনিকমত প্রচলিত আছে। অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ, আস্তিকনাস্তিক ভেদে দ্বাদশপ্রকার দার্শনিকমতকে শাস্ত্রে যেমন এই তিন শ্রেণীর অন্তর্ভূত করা হইয়াছে, চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সর, বিশ্বকার্য্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সেই-প্রকার প্রথমতঃ জগৎকার্য্যের আদিকারণনির্দ্দেশক প্রচলিত মতসকলকে তিনটী প্রধানমতের অন্তর্ভূত করিয়াছেন, যথা—

"Respecting the origin of the Universe three verbally intelligible suppositions may be made. We may assert that it is self-existent; or that it is self-created; or that it is created by an external agency."—

First Principles. P. 31.

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত জন্ উইলিয়ম্ ড্রেপার (John William Draper) তাঁহার "History of the conflict between Religion and Science"-নামক গ্রন্থে অভাবহইতে ভাবোৎ-পত্তিবাদ ও সৎকার্য্যবাদ এই দ্বিবিধ বাদের উল্লেখ করিয়াছেন--

পণ্ডিত ড্রেপারের উক্তি—

"As to the origin of beings, there are two opposite opinions: first that, they are created from nothing; second that, they come by development from pre-existing forms. The theory of creation belongs to the first of the above hypotheses, that of evolution to the last."—

অভাব (Nothing)-হইতে ভাবোৎপত্তিবাদ, অসৎকার্য্যবাদ বটে, কিন্তু, ন্যায়-বৈশেষিকের অসৎ-কার্য্যবাদ এবং সৌগতাদি নাস্তিকদিগের অসৎকার্য্যবাদ সমানপদার্থ নহে। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে, অসৎ (অভাব, Nothing) হইতে সতের উৎপত্তি, ইহা সৌগতদিগের সিদ্ধান্ত এবং নামরূপবিবর্জ্জিত কারণহইতে অসতের আবির্ভাব হয়, ইহাই নৈয়ায়িকদিগের অভিমত।

"इह कार्य्यकारणभावे चतुर्द्धा विप्रतिपत्तिः प्रसरति। असतः सज्जायेत इति सौगताः

অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ, এই ত্রিবিধ বাদের সংক্ষিপ্তবিবরণ।—আমরা বলিলাম, আস্তিক-নাস্তিক-ভেদে দ্বাদশপ্রকার দার্শনিক-মতকে অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ, এই তিনটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; আস্তিক-নাস্তিক-ভেদে পরিচিত দ্বাদশপ্রকার দর্শনের মধ্যে অসৎকার্য্যাদি ত্রিবিধ প্রস্থানের অতিরিক্ত প্রস্থানভেদের প্রসিদ্ধি নাই; কিন্তু, অসৎকার্য্যবাদাদি বাদত্রয়ের স্বরূপ কি, তাহা না জানিলে, দ্বাদশপ্রকার দার্শনিক-মতকে অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ, এই ত্রিবিধ বাদের অন্তর্ভূত করা যাইতে পারে, এ কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে না বলিয়া স্বল্পকথায় উক্ত বাদত্রয়ের বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

যাহা উৎপত্তিবিনাশশীল—আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মক, তাহাকে কার্য্য বলে। জগৎ, উৎপত্তিবিনাশশীল বা আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মক, অতএব, ইহা যে কার্য্যপদার্থ, তাহা সহজবুদ্ধিগম্য। যাহাহইতে যাহা উৎপন্ন হয়, যদ্ব্যতিরেকে যাহার অভি-ব্যক্তি অসম্ভব, যে কার্য্যের (Consequent) যাহা নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী (Antecedent),

सङ्गिरन्ते। नैयायिकादयः सतोऽसज्जायत इति। वेदान्तिनः सतो विवर्त्तः कार्य्यजातं न वस्तु सदिति। सांख्याः पुनः सतः सज्जायत इति।"— সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে সাংখ্যদর্শন।

যাঁহাদের মতে জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না এবং পরেও থাকিবে না, যাহাদের মতে ঈশ্বর নাই, পরকালও নাই, শাস্ত্রে তাঁহারাই নাস্তিক-নামে লক্ষিত হইয়াছেন। জ্ঞাননিধি পূজ্যপাদ ভগবান্ পাণিনিদেব আস্তিক ও নাস্তিক, এই শব্দদ্বয়ের যেরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, তাঁহারাই যে নাস্তিক, তদ্দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে তাহা সপ্রমাণ হয়।

"अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः।"— পা। ৪।৪।৬০।

"अस्ति मतिरस्य, आस्तिकः। नास्ति मतिरस्य, नास्तिकः। न च मतिसत्तामात्रे प्रत्यय इष्यते, किं तर्हि परलोकोऽस्तीति यस्य मतिरस्ति स आस्तिकः। तद्विपरीतो नास्तिकः।"—কাশিকাবৃত্তি।

'অস্তি' ও 'নাস্তি', এই শব্দ দুইটীর উত্তর 'ঠক্' প্রত্যয় করিয়া, যথাক্রমে 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক', এই পদদ্বয় সিদ্ধ হইয়াছে। পরলোক আছে, যাঁহার এইরূপ মতি—এতাদৃশ বিশ্বাস, তিনি আস্তিক, যিনি তদ্বিপরীতমতাবলম্বী, পরলোকের অস্তিত্বে যিনি অনাস্থাবান্, তিনি নাস্তিক। অতএব, আস্তিক-অসৎকার্য্যবাদী ও নাস্তিক-অসৎকার্য্যবাদী, এই উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। পরে প্রতিপাদিত হইবে, আস্তিক-দার্শনিকদিগের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন মতভেদ নাই। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বিদেশীয়দিগের Theistic and Atheistic, এই শব্দদ্বয়, ভগবান্ পাণিনিদেবনির্ব্বাচিত আস্তিক ও নাস্তিক, এতচ্ছব্দদ্বয়ের সমানার্থক নহে, আমাদের আস্তিক ও বিদেশীয়দিগের Theistic এবং আমাদের নাস্তিক ও বিদেশীয়দিগের Atheistic, পরস্পর-বিভিন্ন সামগ্রী।

পূজ্যপাদ মাধবাচার্য্য, পাঠকের নিশ্চয়ই লক্ষ্য হইয়াছে, কার্য্যকারণভাবের, অসৎহইতে সতের, সৎহইতে অসতের, এক সদ্বস্তুহইতে দৃশ্যমান কার্য্যসমূহের বিবর্ত্ত এবং সদ্বস্তুহইতে সতের উৎপত্তি, এই চতুর্ব্বিধ পরস্পর বিভিন্ন মত দেখাইয়াছেন। আমরা পরে এই সকল বিষয়ের চিন্তা করিব।

তাহাকে তাহার কারণ বলে *। বীজহইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, মৃৎপিণ্ডহইতে ঘট জন্মায়, তন্তুহইতে পটের আবির্ভাব হয়, বীজ না থাকিলে, অঙ্কুরকার্য্যের উৎপত্তি, মৃৎপিণ্ডব্যতীত ঘটের জন্ম এবং তন্তুভিন্ন পটের আবির্ভাব অসম্ভব; বীজ অঙ্কুরের, মৃৎপিণ্ড ঘটের এবং তন্তু পটের যে পূর্ব্ববর্ত্তিভাব (Antecedent), তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; অতএব, কারণের যে লক্ষণ অবগত হইলাম, তাহাতে বীজাদিকে আমরা যথাক্রমে অঙ্কুরাদির কারণ বলিতে পারি।

বুঝিলাম, যাহাহইতে যাহা উৎপন্ন হয়, যদ্ব্যতিরেকে যাহার অভিব্যক্তি হইতে পারে না, যে ভাবের যাহা নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাকে তাহার কারণ বলে, এবং কারণের যে লক্ষণ পাইলাম, এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে পারি, বিনা কারণে কখন কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে না। বীজহইতে অঙ্কুরের অভিব্যক্তি হয়, বীজ না থাকিলে, অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, বীজ, অঙ্কুরের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিভাব, অতএব, বীজ যে অঙ্কুরের কারণ, তাহা বেশ বুঝিতে পারা গেল, কিন্তু, জিজ্ঞাস্য হইতেছে, বীজ যখন বীজভাবেই ছিল, তখন ইহাতে অঙ্কুরনামক পদার্থ বিদ্যমান ছিল কি না?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা পরস্পরবিরুদ্ধ দ্বিবিধ উত্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকি। কোন পক্ষ বলেন, বীজ যখন বীজভাবেই বিদ্যমান থাকে, তখন ইহাতে অঙ্কুর-পদার্থ থাকে না, কাহার মতে, যাহা সূক্ষ্ম বা অনভিব্যক্তভাবে যাহাতে বিদ্যমান থাকে না, তাহাহইতে তাহার উৎপত্তি কদাচ হইতে পারে না। যাহা যাহাতে নাই, তাহাহইতে যদি তাহার উৎপত্তি হইত, তবে, সকল বস্তুহইতে সকল বস্তুর আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব হইত না, তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট-কার্য্যোৎপাদনের নিমিত্ত লোকে নির্দ্দিষ্ট-উপাদানই সংগ্রহ করিত না। অতএব, কার্য্য উৎপত্তি বা অভিব্যক্তির পূর্ব্বে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে। অসৎ বা অভাবহইতে ভাবোৎপত্তি হইতে পারে না।

উৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থ উৎপত্তির পূর্ব্বেও বিনাশের পরে বিদ্যমান থাকে না, যাঁহাদের এইপ্রকার মত, তাঁহারা অসৎকার্য্যবাদী এবং যাঁহাদের মতে কার্য্য, কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বেও এবং লয়ের পরেও সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে, তাঁহারা সৎকার্য্যবাদী। আস্তিকদর্শনসকলের মধ্যে ন্যায়-বৈশেষিক বিশেষতঃ অসৎকার্য্য-বাদের সমর্থক এবং সাংখ্য-পাতঞ্জল প্রধানতঃ সৎকার্য্যবাদের প্রতিষ্ঠাপক।

* "অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ববর্ত্তিতা কারণত্বং ভবেৎ।"— ভাষাপরিচ্ছেদ।

"The cause of an event is that antecendent, or set of antecedents, from which the event always follows. People often make much difficulty about understanding what the cause of an event means, but it really means nothing beyond the things which must exist before, in order that the event shall happen afterwards."—

Jevons' Logic. P. 92-93.

উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থ বিদ্যমান থাকে না, এই মতের সমর্থনের জন্য মহর্ষি গোতম যেরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা এই স্থলে তাহার কতকটা আভাস দিয়া যাইব।

"নাসন্নসন্নসদসৎসদসতোর্বৈধর্ম্ম্যাৎ।"—ন্যায়দর্শন। ৪।১।৪৮।

এটী আশঙ্কাসূত্র। উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থ বিদ্যমান থাকে না, এতন্মতের বিরুদ্ধে যে সকল তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে, মহর্ষি গোতম উদ্ধৃত সূত্রটীদ্বারা স্বয়ংই সেই সকল তর্কের অবতারণা করিয়াছেন।

সূত্রটীর ভাবার্থ—

উৎপত্তির পূর্ব্বে নিষ্পত্তিধর্ম্মক পদার্থ বিদ্যমান ছিল না, এবম্প্রকার সিদ্ধান্তকে কিরূপে সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া অঙ্গীকার করা যাইবে? কার্য্যমাত্রেরই উপাদানকারণ যখন নিয়ত, সকল পদার্থই যখন সকলের কারণ নহে, প্রত্যেক কার্য্যের সহিত তদুপাদানকারণের যখন নিত্যসম্বন্ধ এবং অসৎ বা অবিদ্যমান বস্তুর সহিত সৎ বা বিদ্যমান বস্তুর কদাচ সম্বন্ধ হইতে পারে না, ইহাই যখন সকল ব্যক্তির অবিচালী সহজবিশ্বাস, তখন উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপৎস্যমান পদার্থ ছিল না, এরূপ সিদ্ধান্তকে সৎ বা অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলিতে পারা যায় না। উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থ ছিল, এই সিদ্ধান্তই কি তবে ন্যায্য সিদ্ধান্ত? না, তাহাও বলিতে পারি না, কারণ, ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে ঘট বিদ্যমান ছিল, কোন প্রেক্ষাবানই ইহাকে ন্যায্য সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে বোধ হয়, প্রস্তুত নহেন। উৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থ উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল বা ছিল না, এই দ্বিবিধ মতই, দেখা গেল, যুক্তিসিদ্ধ নহে; অসৎকার্য্যবাদ ও সৎকার্য্যবাদ, এই দ্বিবিধ বাদের মধ্যে, বুঝিলাম, কোন বাদকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না; তবে এ সম্বন্ধে সৎসিদ্ধান্ত কি? সদসতের (ভাবাভাব, Something-Nothing, Existence-Non-existence) বৈধর্ম্ম্যবশতঃ সদসদ্বাদকেও সৎসিদ্ধান্ত বলা যায় না। পরস্পরবিলক্ষণ—ইতরেতরবিরোধি-সত্ত্বাসত্ত্ব বা ভাবাভাব কদাচ উৎপৎস্যমান পদার্থের ধর্ম্ম হইতে পারে না। তবে এসম্বন্ধে প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি? মহর্ষি গোতম এতদুত্তরে বলিয়াছেন—

"প্রাগুৎপত্তেরুৎপত্তিধর্ম্মকমসদিত্যদ্ধা উৎপাদব্যয়দর্শনাৎ।"-ন্যায়দর্শন। ৪।১।৪৯।

অর্থাৎ, উৎপত্তির পূর্ব্বে, উৎপত্তিধর্ম্মকপদার্থ বিদ্যমান থাকে না, ইহাই সৎসিদ্ধান্ত। উৎপত্তি ও বিনাশ, এই শব্দদ্বয়ের অর্থ চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, অবিদ্যমান, অনভিব্যক্ত বা অনুৎপন্ন বস্তুর অভিব্যক্ত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-অবস্থাপ্রাপ্তির নাম উৎপত্তি এবং বিদ্যমান বা অভিব্যক্ত বস্তুর অতীন্দ্রিয় বা অদৃশ্য-অবস্থায় গমনের নাম বিনাশ। সৎ বা উৎপন্নের পুনরুৎপত্তি হইতে পারে না। উৎপত্তি ও বিনাশ বা আবির্ভাব ও তিরোভাব, এই ভাববিকারদ্বয় যখন আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ঘটপটাদি উৎপত্তিধর্ম্মকপদার্থসকলকে যখন আমরা উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতে দেখি-

তেছি, তখন উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপত্তিধর্ম্মক বস্তুকে সৎ বা উৎপন্ন বলিতে পারা যায় না। উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপত্তিধর্ম্মকবস্তু বিদ্যমান থাকে, এই মতকে যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উৎপত্তি ও বিনাশ, এই শব্দদ্বয়ের প্রয়োগভূমি বিলুপ্ত হয়। ছিল না, হইল, এমন হইলেই উৎপত্তি বলা যায়।

"বুদ্ধিসিদ্ধন্তু তদসত্।"—ন্যায়দর্শন। ৪।১।৫০।

সৎকার্য্যবাদিরা বলেন, উৎপত্তির পূর্ব্বে উৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থ বা কার্য্যকে যদি অসৎ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সকল বস্তুহইতে সকল বস্তুর উৎপত্তি হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভিন্ন-ভিন্ন কার্য্যোৎপাদনের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন উপাদান-সংগ্রহের প্রয়োজন থাকে না. ভগবান্ গোতম এই সকল আপত্তিখণ্ডনের নিমিত্ত বলিয়াছেন, কার্য্যমাত্রেরই উপাদানকারণ যে নিয়ত, সকল বস্তুই যে সকল বস্তু প্রসব করিতে সমর্থ নহে, তাহা স্থির। মৃত্তিকাই ঘটের নিয়তকারণ বটে, মৃত্তিকা-ব্যতীত অন্য কোন বস্তু ঘটোৎপাদন করিতে সমর্থ নহে, সত্য, কিন্তু, তাহা বলিয়া মৃত্তিকাতে ঘট, ঘটাকারে বিদ্যমান থাকে না। মৃত্তিকাহইতেই ঘটোৎপত্তি হয়, জানিয়া, ঘটচিকীর্ষু কুলাল মৃত্তিকা আহরণ করে, মৃত্তিকাতে ঘট ঘটরূপেই বিদ্যমান আছে, এ বিশ্বাসবশতঃ সে মৃত্তিকা সংগ্রহ করে না। অতএব, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য যে অসৎ বা অবিদ্যমান থাকে, তাহা বুদ্ধিসিদ্ধ।

সৎকার্য্যবাদিদিগের নিজমতসাধনযুক্তি—অসৎকার্য্যবাদিরা বলেন, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ বা অবিদ্যমান থাকে, কারণ, যাহা ছিল না, হইল, তাহারই নাম উৎপত্তি ; উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যকে যদি সৎ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উৎপত্তিবিনাশরূপ বিকারের উপলব্ধি হইতে পারে না *।

ভগবান্ কপিল এতদুত্তরে বলিয়াছেন,—

"নাভিব্যক্তিনিবন্ধনৌ ব্যবহারাব্যবহারৌ।"—সাং দং। ১।১২০।

অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থায় অবস্থিত কার্য্যের ব্যক্ত বা স্থূল অবস্থায় আগমনের নাম অভিব্যক্তি। কার্য্য অভিব্যক্তির পূর্ব্বেও বিদ্যমান থাকে, এতদ্বাক্যের ইহা তাৎপর্য্য নহে, যে কার্য্য অভিব্যক্তির পূর্ব্বে অভিব্যক্তাবস্থাতে বা ব্যক্তভাবেই অবস্থান করে, ঘটকার্য্য অভিব্যক্তি বা উৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত্তিকাগর্ভে ঘটরূপেই যে বিদ্যমান থাকে না, তাহা সহজবুদ্ধিগম্য। সৎকার্য্যবাদ বা যাহা অভিব্যক্ত হয়, তাহা অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বেও থাকে, এই মতের মর্ম্ম হইতেছে, কার্য্যমাত্রেই অভিব্যক্তির পূর্ব্বে স্বস্ব-কারণগর্ভে শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকে। কার্য্য যদি চিরদিনই সৎ, তবে তদভিব্যক্তির নিমিত্ত যত্ন বা আয়াসের আবশ্যক কি ?

---

* "ন ভাবে ভাবযোগশ্চেৎ।"— সাং দং। ১।১১৯।

"নন্বেবং কার্য্যস্য নিত্যত্বে সতি ভাবরূপে কার্য্যে ভাবযোগ উৎপত্তিযোগো ন সম্ভবতি। অসতঃ সত্ত্ব এবোৎপত্তিব্যবহারাদিতি চেদিত্যর্থঃ।"— সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

কার্য্যমাত্রেই উপাদান ও নিমিত্ত (Patient and Agent), এই দ্বিবিধ কারণ-দ্বারা ব্যবহারোপযোগী বা স্থূল রূপ ধারণ করে, কেবল উপাদান কারণ (Patient) শক্তিরূপে অবস্থিত বা অনভিব্যক্তকার্য্যকে ব্যবহারোপযোগী বা স্থূল অবস্থায় আনয়-নের জন্য পর্য্যাপ্ত নহে। শক্তিরূপে বিদ্যমান কার্য্যকে স্থূল বা অভিব্যক্ত অবস্থায় আনিতে না পারিলে, তাহা ব্যবহারোপযোগী হয় না। মৃত্তিকাতে ঘটশক্তি আছে, সত্য, কিন্তু, নিমিত্তকারণসংযোগে যতক্ষণ ইহা স্থূলাবস্থায় অভিব্যক্ত না হয়, তত-ক্ষণ ইহাদ্বারা কোনরূপ অর্থক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে না। শক্তিকে অভিব্যক্ত করিবার নিমিত্ত তাহাতে ব্যাপার সংযোগ করিতে হয়। উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য বিদ্যমান থাকে, অসৎকার্য্যবাদিরা ইহার বিরুদ্ধে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, এত-দ্দ্বারা তাহা খণ্ডিত হইল। যাহা থাকে—যাহা সৎ, তাহার আবার উৎপত্তি কি? সৎকার্য্যবাদিরা ইহার যে উত্তর দিলেন, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে—শক্তিরূপে অবস্থিত বা অনভিব্যক্ত কার্য্যের নিমিত্তকারণসংযোগে অভিব্যক্ত বা ব্যবহারো-পযোগি-অবস্থায় আগমনের নাম উৎপত্তি। উৎপত্তিব্যবহার অভিব্যক্তিনিবন্ধন। কার্য্যের উৎপত্তি ও নাশ যথাক্রমে অভিব্যক্তি ও লয়-ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

সূক্ষ্মাবস্থায় বিদ্যমান—অব্যক্তভাবে অবস্থিত কার্য্যশক্তি, উপাদানকারণ, বা ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের অব্যপদেশ্যধর্ম্ম-নামে নির্দ্দিষ্ট পদার্থের নিমিত্তকারণসংযোগে স্থূলভাবে প্রকটিত হওয়াকেই যে সৎকার্য্যবাদিরা অভিব্যক্তি বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা গেল, এক্ষণে ইহাঁরা 'নাশ'-শব্দদ্বারা কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, দেখিতে হইবে। নাশ কাহাকে বলে, ভগবান্ কপিলদেবকে জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর পাওয়া গিয়াছে—

"নাশঃ কারণলয়ঃ।"—সাং দং। ১।১২১।

"ণশ অদর্শনে"—এই অদর্শনার্থক 'নশ' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া, 'নাশ'-পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 'নাশ'-শব্দটীর তাহা হইলে ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইল, অদর্শন—তিরোভাব—অদৃশ্য বা অব্যক্ত (Invisible) অবস্থাতে গমন। ভগবান্ কপিলদেব 'নাশ' কাহাকে বলে বুঝাইতে গিয়া, নাশ-শব্দটীর এই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন। কারণে লীন বা লুক্কায়িত হওয়াকে তিনি 'নাশ' বলিয়াছেন। **"লীঙ্ শ্লেষণে"**, এই শ্লেষণ—আলিঙ্গন বা সংসর্গার্থক 'লী'-ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া, 'লয়'-পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে।

প্রশ্ন—কারণে লীন বা লুক্কায়িত হওয়াকে যদি 'নাশ' বলা যায়, তাহা হইলে নষ্টবস্তু দৃষ্টিগোচর হওয়া উচিত, কিন্তু, তাহা ত হয় না। অতএব, অতীত, নষ্ট বা অদৃশ্য পদার্থ যে সৎ বা বিদ্যমান থাকে তাহার প্রমাণ কি?

উত্তর—নষ্ট বা কারণগর্ভে লুক্কায়িত বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়; তবে মূঢ় বা স্থূল-

দর্শির দৃষ্টিতে তাহা লক্ষ্য হয় না, সূক্ষ্মদর্শী, বিবেচকব্যক্তি বা যোগিপুরুষেরা অতীতবস্তুজাতকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অন্ধ বাহ্যবস্তুসকলকে নয়নেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিতে পারেন না বলিয়া, বাহ্যবস্তুসমূহের অস্তিত্বসম্বন্ধে চক্ষুষ্মান্ যেমন সন্দিহান হয়েন না, সেইরূপ স্থূলদর্শী, কারণে লীন পদার্থসকলকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না বলিয়া, অতীত বস্তুজাতও স্বরূপতঃ সৎ বা বিদ্যমানথাকে, সূক্ষ্মদর্শিযোগিগণের এই সিদ্ধান্তের সত্যতাসম্বন্ধে কোন সন্দেহ হয় না।

ত্রিকালদর্শী যোগী না হইলেও চিন্তাশীল পুরুষবৃন্দ অতীত বা নষ্ট বস্তুজাতের সত্তা ও পুনরুদ্ভব অনুমান-লোচনদ্বারা অবলোকন করিবার যোগ্য। তন্তু, বিনষ্ট হইয়া, মৃদ্রূপে, মৃত্তিকা, কার্পাসবৃক্ষরূপে এবং কার্পাসবৃক্ষ, ক্রমান্বয়ে পুষ্প, ফল ও পুনর্ব্বার তন্তুরূপে, পরিণত হইয়া থাকে। পরিণামিবস্তুমাত্রেরই অবিরাম এইরূপ পরিণাম সংঘটিত হইতেছে, সকলেই সূক্ষ্মাবস্থাহইতে স্থূলাবস্থায় এবং স্থূলাবস্থাহইতে পুনর্ব্বার সূক্ষ্মদশায় নিয়ত-গতিতে গমনাগমন করিতেছে *।

প্রশ্ন—পূজ্যপাদ মহর্ষি গোতম ও কপিল, স্বস্ব-মতসংস্থাপনার্থ যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাদের কতকটা আভাস আমরা পাইলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, অসৎকার্য্যবাদ ও সৎকার্য্যবাদ, এই দ্বিবিধ বাদের মধ্যে কোন্ বাদকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে? পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটী মতের মধ্যে একটীর সত্যতা অঙ্গীকার করিলে, অন্যতরকে মিথ্যা বলিতেই হইবে, কারণ, পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটী মতই সত্য হইতে পারে না। গোতম, কপিল, উভয়েই ঋষি, সুতরাং, উভয়েই অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা, যাঁহারা অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা বা সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা, তাঁহাদের ভ্রম হওয়া কি

* "যদি লয়ঃ, পুনরুদ্ভবো দৃশ্যেত, ন চ দৃশ্যত ইতি। সূক্ষ্মত্বেন দৃশ্যতে, বিবেচকৈর্দৃশ্যতএব। তথাহি, তন্তৌ নষ্টে মৃদ্রূপেণ পরিণামঃ, মৃদশ্চ কার্পাসবৃক্ষরূপেণ পরিণামঃ, তস্য পুষ্পফলতন্তুরূপেণ পরিণামঃ। . এবং সর্ব্বে ভাবাঃ।"— সাংখ্যসূত্রবৃত্তি।

ভাষ্যকারও বলিয়াছেন—

"নন্বতীতমপ্যস্তীত্যত্র কিং প্রমাণং? নহ্যনাগতসত্তায়ামিব ঘুল্যাদয়োঽতীতসত্তায়ামপি স্ফুটমুপলভ্যন্ত ইতি। মৈবং। যোগিপ্রত্যক্ষস্যান্যথানুপপত্ত্যানাগতাতীতয়োরুভয়োরেব সত্ত্বসিদ্ধেঃ।"—

সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

ভগবান্ পতঞ্জলিদেবও বুঝাইয়াছেন,—যাহা সৎ—যাহা বস্তুতঃ আছে, তাহার অভাব—একেবারে নাশ এবং যাহা অসৎ—যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার সদ্ভাব অসম্ভব। অতএব, অতীত ও অনাগত স্বরূপতঃ বিদ্যমান। ধর্ম্ম বা গুণেরই অধ্বভেদ—বিপরিণাম, হইয়া থাকে, ধর্ম্মী বা বস্তু স্থির থাকে, সত্তার ধ্বংস হয় না।

"অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ ধর্ম্মাণাম্।"— পাঃ দঃ।

নিম্নোদ্ধৃত ভগবদ্বচনেরও ইহাই তাৎপর্য্য—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।"— গীতা।

সম্ভব? পূজ্যপাদ ভগবান্ যাস্ক ঋষির যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে ঋষিদিগের যে কোনরূপ ভ্রম হইতে পারে না, সহজেই এ কথা বুঝিতে পারা যায়।

ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন—

"साक्षात्कृतधर्म्माण ऋषयो बभूवुस्ते ऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य-उपदेशेन मन्त्रान् सम्प्रादुरुपदेशाय।"

"ऋषिर्दर्शनात् स्तोमान् ददर्शेत्यौपमन्यवस्तद्यदेनांस्तप-स्यमानान् ब्रह्म स्वयम्भ्वभ्यानर्षत्तदृषीणामृषित्वमिति।"—

নিরুক্ত (নৈঘণ্টুক কাণ্ড)।

অর্থাৎ, যাঁহারা সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ('সাক্ষাৎকৃত' হইয়াছে—বিশিষ্টতপস্যাদ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে, 'ধর্ম্ম' যৎকর্তৃক), বিদিতনিখিলতত্ত্ব—অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা, অসাক্ষাৎকৃত-ধর্ম্মা অবরকালীন(হীনশক্তিক)-দিগের জন্য কৃপাপুরঃসর যাঁহারা মন্ত্রোপদেশ করিয়াছেন, অবরকালীনদিগের অল্পায়ুষ্ট ও অল্পমেধস্ত (কালানুরূপ উপদেশগ্রহণসামর্থ্য) নিরীক্ষণ করিয়া, অনুকম্পাপূর্ব্বক, তপস্যানির্দ্দগ্ধকল্মষহৃদয়ৈকপ্রকাশ্য—অতীবগম্ভীরার্থক মন্ত্রতাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যেযেরূপ সাধনদ্বারা আপনারা মন্ত্রদ্রষ্টা হইতে পারগ হইয়াছিলেন, যে পথ অবলম্বন করিয়া, দুষ্পার অবিদ্যাপারাবারের একমাত্র তরণি বেদচরণ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, অবরকালীন হীনশক্তিদিগকে, বিশ্বজনীন-প্রেমাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, যাঁহারা সেই সাধনপথ প্রদর্শন করিয়াছেন, পরমকারুণিক, পরহিতৈকব্রত, অনাথশরণ, ঈশ্বরপ্রকৃতিক তাদৃশ মহাপুরুষেরাই 'ঋষি', এই পবিত্র অভিধানের যোগ্য অভিধেয়।

দর্শনার্থক 'ঋষ' ধাতুর উত্তর 'ইন্' প্রত্যয় করিয়া, 'ঋষি'-পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাঁহারা সূক্ষ্ম অর্থসকল অবলোকন করিতে সমর্থ, তারকজ্ঞান বা যোগসাধন-বিকাশিত-প্রজ্ঞাদ্বারা যাঁহারা মন্ত্রসকল সাক্ষাৎ করিয়াছেন, অধ্যয়নব্যতিরেকে কেবল তপো-বিশেষদ্বারাই যাঁহারা স্বয়ম্ভু—অকৃতক (Self-existent), ব্রহ্ম বা ঋগ্-যজুঃ-সামাখ্য-বেদত্রয়কে তত্ত্বতঃ সন্দর্শন করিয়াছেন, সত্যবিদ্যাময় বেদ উপযুক্ত-বোধে যাঁহাদের বিমল হৃদয়ে নিজরূপ প্রকটিত করিয়াছেন—স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা 'ঋষি'*। ভ্রান্তি, ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্ত, অসংস্কৃতহৃদয়, অদূরদর্শী মানবেরই ধর্ম্ম,—মোহমুগ্ধ স্বল্পজ্ঞান মানবগণেরই ভ্রমে পতিত হওয়া প্রাকৃতিক; তা'ই বলিতেছি, ঋষিদিগের ভ্রম হইল কেন? আর এক কথা, শাস্ত্রমুখেই শুনিতে পাওয়া যায়—

"ऋषीणामपि यज्ज्ञानं तदप्यागमहेतुकम्।"— বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ, ঋষিরা যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তন্মধ্যে কোন উপদেশই তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত বা স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত নহে, বেদোক্তধর্ম্মানুষ্ঠানসংস্কৃত ঋষিবৃন্দের নিখিলজ্ঞানই আগমপূর্ব্বক—বেদমূলক, সনাতন বেদের উপদেশই তাঁহারা বিশদ-

* বিদেশীয় পণ্ডিতগণকর্তৃক ব্যবহৃত Poet (কবি) শব্দ, শাস্ত্রলক্ষিত ঋষিশব্দের প্রকৃত অর্থ নহে।

রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব, ইহাও জানিবার বিষয়, কৃৎস্নশাস্ত্রই যখন বেদমূলক, তখন সকলেই একমত না হইল কেন? শাস্ত্রসকলের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাই কি-জন্য?

ঋষিদিগকে যাঁহারা ঋষি বা সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদের সমীপে, ঋষিদিগের মধ্যে পরস্পর-মতভেদ কেন হইল, এ প্রশ্নের সমাধান সহজেই হইয়া থাকে। মনুষ্যজাতি অসভ্যাবস্থাহইতে ক্রমশঃ উন্নতির অভিমুখে ধাবিত হইতেছে, অতএব, জ্ঞানের তারতম্যানুসারে মতভেদ হওয়াই স্বাভাবিক। সকল মনুষ্যের চিন্তাশীলতা বা মনন-শক্তি কিছু একরূপ নহে, সুতরাং, দার্শনিকদিগের মতভেদ কেন হইল, এইরূপ প্রশ্নের পরিবর্ত্তে, দার্শনিকগণের মতভেদ কেন না হইবে, বরং এবম্প্রকার প্রশ্ন হওয়া উচিত। শাস্ত্রে ঋষির যেরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে, তাদৃশ লক্ষণযুক্ত পুরুষ, কল্পনার দৃষ্টিতে পতিত হইলেও, স্বরূপতঃ কখন ছিলেন না বা হইতে পারেন না, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহাদের হৃদয়ে ঋষিদিগের মধ্যে পরস্পর-মতভেদ কেন হইল, এতাদৃশ প্রশ্ন উদিত হইতে পারে না, অতএব, এ প্রস্তাব তাঁহাদের জন্য নহে। কিন্তু, বেদোক্তধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব, যাঁহাদের ইহা হৃদয়প্ররূঢ় বিশ্বাস, আস্তিক দার্শনিকদিগের মধ্যে সকলেই অপহতপাপ্মা, সকলেই বেদপাদপূজক, সুতরাং, সকলেই ত্রিকালদর্শী, সকলেই অভ্রান্ত, যাঁহাদের এইরূপ প্রত্যয়, তাঁহাদের কাছে এ প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। বেদচরণসেবক ঋষিদিগের মধ্যে পরস্পরমতভেদ কেন হইল, শাস্ত্রপ্রসাদে আমরা এ-সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি।—

সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষিদিগের যে কখন ভ্রম হইতে পারে না, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, এবং ঋষিরা যাহা কিছু বলিয়াছেন, তৎসমুদয়ই যে বেদমূলক, তাহাও নিঃসন্দেহ। বেদতাৎপর্য্যব্যাখ্যাতা ঋষিদিগের মধ্যে কেহই ভ্রান্ত নহেন, ঋষিদিগের সকল কথাই বেদমূলক।

"तस्यार्थवादरूपाणि निश्रित्य स्वविकल्पजाः।
एकत्विनां द्वैतिनां च प्रवादा बहुधा मताः॥"—

বাক্যপদীয়।

সকল শাস্ত্রই যখন বেদমূলক এবং বেদ যখন একরূপ, তখন মতভেদ হয় কেন, পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি উপরি-উদ্ধৃত কারিকাটীদ্বারা তাহাই বুঝাইয়াছেন।

কারিকাটীর ভাবার্থ—

বেদের অর্থবাদ (অর্থ—প্রয়োজন-সিদ্ধি লক্ষ্য করিয়া, যাহা কিছু উক্ত হয়, তাহাকে অর্থবাদ বলে *)-রূপ বাক্যসকলহইতেই পরস্পরবিরুদ্ধ কৃৎস্ন-পৌরুষেয়-প্রবাদের

---

* "अर्थाय प्रयोजनसिद्धये वादः कथनम्।"—

আবির্ভাব হইয়াছে। সমদর্শী, সকল প্রজার প্রতি সমস্নেহ, বিশ্বসবিতা বেদ, তাঁহার যে সন্তান যে-রূপ উপদেশ গ্রহণ করিবার যোগ্য, তাঁহার জন্য তদনুরূপ উপদেশই দিয়াছেন। বহির্মুখপ্রবণ—বাহ্যবিষয়াসক্ত পুরুষ কখন একেবারে পরমপুরুষার্থ-অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করিবার যোগ্য নহেন, রাগদ্বেষযুক্ত চিত্ত, এক কথায়, কখন, যাহা কিছু সৎ বা বিদ্যমান, তাহাই ব্রহ্ম, ব্রহ্মব্যতীত বস্তন্তর নাই, ব্রহ্মভিন্ন জগৎ মিথ্যা, এই সারতম উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতে পারেন না।

অতএব, অদ্বৈতবাদ বা সৎকারণবাদ স্বরূপতঃ সত্য হইলেও, রাগদ্বেষবশগ বহির্মুখ-বৃত্তি দ্বৈতজ্ঞানী তাহা উপলব্ধি করিবার অযোগ্য; সদসৎ, ভাব-অভাব, হাঁ-না, সুখ-দুঃখ,-ইত্যাদি দ্বৈতবুদ্ধি ঘুচাইয়া, **"একমেবাদ্বিতীয়ম্"**, অর্থাৎ, এক-ব্রহ্ম-ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই, এই অদ্বৈতজ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া দুরূহ ব্যাপার। ভগবান্ এই-নিমিত্ত, কৃপা করিয়া, অধিকারি-অনুসারে জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন। কি দ্বৈতবাদ, কি অদ্বৈতবাদ, কি সৎকার্য্যবাদ, কি অসৎকার্য্যবাদ, সকল বাদই বেদের অর্থবাদহইতে জন্মলাভ করিয়াছে। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ সত্যবিদ্যাময় বেদকেই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। ঋষিদিগের মধ্যে আপাতপ্রতীয়মান মতভেদের ইহাই কারণ।

ঋষিদিগের মধ্যে পরস্পরমতভেদ কেন হইল, তাহা একপ্রকার বুঝিতে পারা গেল, এখন নাস্তিকদিগের পরস্পরমতভেদের কারণ কি, তাহা দেখা যাউক।

"পুরুষবুদ্ধিবিকল্পাচ্চ প্রবাদভেদাঃ সম্ভবন্তি।"—

শ্রীপুণ্যরাজকৃত-প্রকাশাখ্যটীকা।

অর্থাৎ, পুরুষের বুদ্ধিবিকল্পহইতেও নানাবিধমতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যাঁহারা নাস্তিক, নিজবুদ্ধিই তাঁহাদের প্রমাণ, সুতরাং, তাঁহাদের মতভেদ স্বস্ববুদ্ধিদোষজ। বেদচরণাশ্রিত আস্তিকদিগের মতভেদ, অবরকালীন বা স্বল্পবুদ্ধিদিগকে বুঝাইবার জন্য, নাস্তিকদিগের মতভেদ, বুঝিতে-না-পারা-নিবন্ধন *।

অর্থবাদ, স্তুত্যর্থবাদ ও নিন্দার্থবাদ-ভেদে প্রধানতঃ দ্বিবিধ।

"প্রাশস্ত্যনিন্দান্যতরপরং বাক্যমর্থবাদঃ। তস্য চ লক্ষণয়া প্রয়োজনবদর্থপর্য্যবসানম্।"—

লৌগাক্ষিভাস্করকৃত অর্থসংগ্রহ।

পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণযজ্বকৃত মীমাংসাপরিভাষা নামক গ্রন্থে নিন্দা, প্রশংসা, পরকৃতি ও পুরাকল্প ভেদে চতুর্ব্বিধ অর্থবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"স চতুর্বিধঃ—নিন্দাপ্রশংসাপরকৃতিপুরাকল্পভেদাৎ।"—

মীমাংসাপরিভাষা।

ভগবান্ গোতমও এই চতুর্ব্বিধ অর্থবাদের উল্লেখ করিয়াছেন—

"স্তুতির্নিন্দা পরকৃতিঃ পুরাকল্প ইত্যর্থবাদঃ।"— ন্যায়দর্শন। ২।৬৩।

* শাস্ত্রপ্রকাশক মুনিগণ যে ভ্রান্ত নহেন, তাঁহাদের মতসকল আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া, প্রতীত হইলেও, কোন ঋষিই যে তাৎপর্য্যতঃ অন্য ঋষির বিরোধী ন'ন, 'অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি', বক্ষ্যমাণবচনসমূহদ্বারা তাহাই বুঝাইয়াছেন—

ঋষিরা শাস্ত্রস্মারক, কোন শাস্ত্রই কোন ঋষির বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত নহে—সাধারণের বিশ্বাস, গোতম-কণাদাদি মহর্ষিগণ, ন্যায়বৈশেষিকাদি দর্শনশাস্ত্রসকলের প্রণেতা, কিন্তু, শাস্ত্র বলেন, তাহা নয়, ঋষিরা কোন শাস্ত্রের প্রণেতা ন'ন, ব্রহ্মাদি ঋষিপর্য্যন্ত সকলেই শাস্ত্রস্মারক, কেহই শাস্ত্রকারক নহেন।

তাহার প্রমাণ ?—বিনা প্রমাণে কেহ কোন কথা গ্রাহ্য করেন না, করা

"ননু—তর্হি দ্বৈতপ্রতিপাদনপরাণাং সর্ব্বেষামপি প্রস্থানানাং প্রাপ্তং নির্ব্বিষয়ত্বম্। ন চ ইষ্টাপত্তিঃ। তৎকর্ত্তৄণাং মহর্ষীণাম্ ত্রিকালদর্শিত্বাৎ—ইতি চেৎ। ন। মুনীনামভিপ্রায়াপরিজ্ঞানাৎ। সর্ব্বেষাং প্রস্থানকর্ত্তৄণাং মুনীনাং বক্ষ্যমাণবিবর্ত্তবাদ এব পর্য্যবসানেন অদ্বিতীয়ে পরমেশ্বর এব বেদান্তপ্রতিপাদ্যে তাৎপর্য্যম্। নহি তে মুনয়োভ্রান্তাঃ। তেষাং সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ। ভ্রান্তত্বে বা বিনিগমনাবিরহাৎ। কিন্তু। বহির্মুখপ্রবণানাং আপাততঃ পরমপুরুষার্থেঽদ্বৈতমার্গে প্রবেশো ন সম্ভবতীতি নাস্তিক্যনিরাকরণায় তৈঃ প্রস্থানভেদাঃ প্রদর্শিতাঃ। নতু তাৎপর্য্যেণ।"—

ভাবার্থ—

দ্বৈতপ্রতিপাদনপর—দ্বৈতবাদসমর্থক প্রস্থানসমূহের, অর্থাৎ, ন্যায়বৈশেষিকাদির তাহা হইলে নিষ্ফলত্ব বা অকিঞ্চিৎকরত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। অদ্বৈতবাদই যদি সত্যবাদ হয়, তাহা হইলে দ্বৈতপ্রতিপাদনপর ন্যায়বৈশেষিকাদি ভ্রান্তমতস্থাপকশাস্ত্রসমূহদ্বারা তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কি ইষ্টাপত্তি হইবে? না, তাহা নয়, দ্বৈতপ্রতিপাদনপর প্রস্থানসকল নিষ্প্রয়োজনীয় নহে। ন্যায়বৈশেষিকাদি-দ্বৈতবাদসংস্থাপক পুরুষেরাও ঋষি ছিলেন, সুতরাং, তাঁহাদের ভ্রম হইতে পারে না। ঋষিদিগেরও ভ্রম হয় বলিলে, অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না; কোন ঋষিই বস্তুতঃ ভ্রান্ত নহেন। মহর্ষিদিগের অভিপ্রায় কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম না হওয়াতেই লোকের মনে নানাবিধ সন্দেহ উদিত হইয়া থাকে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, উপলব্ধি হইবে, দ্বৈতপ্রতিপাদনপর মহর্ষিদিগের আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধরূপে উপলভ্যমান মতসকল বিবর্ত্তবাদেই পর্য্যবসিত হইতেছে। দ্বৈতপ্রতিপাদনপর শাস্ত্রকারেরা তাৎপর্য্যতঃ অদ্বৈতবাদকেই যে আদর করিতেন, এই মতকেই যে তাঁহারা শ্রেষ্ঠমত মনে করিতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

তর্ককেশরী উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন—বিবর্ত্তবাদই যে সত্য, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু, আর্দ্রকবণিকের বহিত্রচিন্তার প্রয়োজন কি? (আদার বাপারির জাহাজের খবরে দরকার কি,)

"অবিদ্যৈব হি তথা তথা বিবর্ত্ততে যথা যথানুভাব্যতয়া ব্যবক্রিয়তে তত্তন্মায়োপনীতোপাধিভেদাত্মানুভূতিরপি ভিন্নেব ব্যবহারপথমবতরতি গগনমিব স্বপ্নদৃষ্টঘটকটাহকোটরকুটীকোটিভিঃ। তদাস্তাং তাবৎ কিমার্দ্রকবণিজো বহিত্রচিন্তয়েতি।"— আত্মতত্ত্ববিবেক (বৌদ্ধাধিকার)।

"গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি।
যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্।"— পাঃ যোঃ সূ, ভা।

যোগসূত্রভাষ্যকার এতদ্দ্বারা জগৎকে মায়াময় বলিয়াই বুঝাইয়াছেন। নারদপাঞ্চরাত্রে জীবব্রহ্মৈক্যনির্ণয়প্রস্তাবে জগতের মিথ্যাত্বপ্রতিপাদক নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী সন্নিবেশিত হইয়াছে—

"অয়ং প্রপঞ্চো মিথ্যৈব সত্যং ব্রহ্মাহমদ্বয়ম্।
তত্র প্রমাণং বেদান্তাঃ গুরুঃ স্বানুভবস্তথা॥"— ১ম পটল, নারদপঞ্চরাত্র।

ভট্টপাদ, মীমাংসাবার্ত্তিকে অদ্বৈতবাদেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

উচিতও নহে। প্রমাণই প্রমা বা যথার্থজ্ঞানের করণ—প্রকৃতজ্ঞানের পরিমাপক বা মানদণ্ড। যে জ্ঞান প্রমাণপ্রমিত নহে, শাস্ত্রের উপদেশ, তাহাকে কদাচ বিশ্বাস করিও না, অথবা, কেবল শাস্ত্রের উপদেশ কেন? প্রেক্ষাবান্‌মাত্রেরই ঐ কথা, প্রমাণ-ব্যতীত কোন কথা বিশ্বাস করা যে উচিত নহে, ঋষি, আর্য্য, ম্লেচ্ছ, সকলেই তাহা বলেন। বিনা প্রমাণে কোন কথা যে বিশ্বাস করা উচিত নহে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত, এ বিষয়ে শাস্ত্রোপদেশের সহিত বিদেশীয় পণ্ডিতগণের কোনই মতভেদ নাই।

তবে মতভেদ কোথা—মতভেদ হইতেছে, প্রমাণ বা জ্ঞানের মানদণ্ড লইয়া পাশ্চত্য পণ্ডিতবৃন্দ এবং তাঁহাদের প্রাচ্য শিষ্যগণ, যাহাকে প্রমাণ বা অভ্রান্ত জ্ঞানের করণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, শাস্ত্র বলেন, তাহা প্রমাণ বটে, কিন্তু, প্রমা বা সত্য জ্ঞানের তাহা স্থির-পরিমাপক বা অব্যভিচারি-মানদণ্ড নহে। দেশ-কালের আবরণে যে জ্ঞান আবৃত হয় না, দেশ-কালের পরিবর্ত্তনে যে জ্ঞান পরিবর্ত্তিত হয় না, দেশকালের ভ্রূভঙ্গে যাহা ভীত ও চঞ্চল হয় না, যাহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, যাহা সদা স্থির—অব্যভিচারী, তাহার নাম সত্য-জ্ঞান। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিকৃতভাববিশেষহইতে চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি হইয়াছে; ইন্দ্রিয়, প্রকাশক্রিয়া ও স্থিতিশীল-সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সত্ত্বগুণপ্রধান পরিণাম এবং ইহাদের তমোগুণপ্রধান পরিণাম, বিষয়। ইন্দ্রিয় সদা চঞ্চল, ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, দেশ-কালের আবরণে ইহা আবৃত এবং দেশ-কালের পরিবর্ত্তনে ইহা পরিবর্ত্তিত, হইয়া থাকে, তা'ই শাস্ত্রোপদেশ, পরিচ্ছিন্ন ঐন্দ্রিয়িক অনুভব বা প্রত্যক্ষ কখন সত্য বা অব্যভিচারি জ্ঞানের স্থির মান-দণ্ড হইতে পারে না *। আপ্তোপদেশই শাস্ত্রমতে অভ্রান্ত জ্ঞানের একমাত্র করণ, আপ্তবাক্যই প্রমা বা সত্যজ্ঞানের স্থির পরিমাপক যন্ত্র। দেশকালের পরিবর্ত্তনে আপ্তবাক্য পরিবর্ত্তিত হয় না; রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী নহে বলিয়া আপ্তবাক্য কখন মিথ্যা বলে না, দেশকাল ইহার সর্ব্বদর্শিনয়নের গতিকে অবরোধ করিতে পারে না

* আপ্তোপদেশ-ও-প্রত্যক্ষপ্রমাণ-শীর্ষক প্রস্তাবে আমরা বুঝিয়াছি, যিনি ত্রিকালদর্শী, যাঁহার কাছে অতীত এবং অনাগত কালও বর্ত্তমানবৎ, দেশ ও কাল যাঁহার সর্ব্বদর্শিনয়নের গতিকে অবরোধ করিতে পারে না, বস্তুর স্থূল সূক্ষ্ম বা ব্যক্ত অব্যক্ত অবস্থাদ্বয় যাঁহার হৃদয়ে সদা প্রতিভাত হয়, প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার জ্ঞান তাঁহার হইতে পারে না, তাদৃশ পুরুষের সকল জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। অতএব, যাঁহারা প্রত্যক্ষবাদী, আপ্তোপদেশই অপরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ, যদি তাঁহারা এ কথা বিশ্বাস করি-তেন, তাহা হইলে শাস্ত্র, আপ্তবাক্যকে কেন প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের দুর্ব্বোধ্য হইত না। আমরা এই স্থলে বলিয়া রাখিতেছি, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রত্যক্ষবাদী হইলেও, তাঁহাদের হৃদয় যে, প্রত্যক্ষবাদ লইয়া, তৃপ্ত হইতে পারে নাই, তাহা তাঁহাদের নিজবাক্যহইতেই সপ্রমাণ হয়। প্রত্যক্ষবাদ লইয়া, পাশ্চাত্যপণ্ডিতদিগের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। একমাত্র প্রত্যক্ষই যে জ্ঞানের কারণ নহে, একদল বিদেশীয় পণ্ডিত এই মতের পক্ষপাতী। দর্শন-ও দৃশ্য-শীর্ষক প্রবন্ধে এই সকল কথার বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

বলিয়া ইহাই অব্যভিচারিজ্ঞানের অদ্বিতীয় করণ। বিদেশীয় পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রের এই অংশে বিবাদ—এই অংশে মতভেদ। আপ্তবাক্যই শাস্ত্রমতে প্রকৃষ্ট প্রমাণ, বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস ও উপদেশ, প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। প্রত্যক্ষই নাকি বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের প্রধান প্রমাণ, তা'ই পরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা যে সকল বিষয় প্রমিত হয় না বা হইবার নহে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন না। বিদেশীয়দিগের যাহা লক্ষ্য—জীবনের যাহা উদ্দেশ্য, তাহাতে প্রত্যক্ষ ও তদুপজীবক অনুমান-প্রমাণ-ব্যতীত প্রমাণান্তরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু অবিকৃত আর্য্যসন্তানদিগের ইহাতে সম্পূর্ণ ক্ষতি আছে। বর্ত্তমান জীবনই যাঁহাদের বিশ্বাসে আদ্য ও অন্ত্য জীবন নহে, সাংসারিক সুখৈশ্বর্য্যভোগ বা অবাধে ঐন্দ্রিয়িকতৃষা চরিতার্থ করিতে পারাই যাঁহাদের বিশ্বাসে পরম পুরুষার্থ নহে, খণ্ডকালভয়ে যাঁহারা সদা ভীত, খণ্ডকালের দুঃখময়-নিষ্ঠুর শাসন অতিক্রম করিয়া, অখণ্ড-দণ্ডায়মান মহাকালের চির-শান্তিময় রাজ্যের প্রজা হইতে যাঁহারা সর্ব্বদা যত্নশীল, তাঁহাদের ইহাতে যা'র-পর-নাই ক্ষতি আছে।

ঋষিরা শাস্ত্রস্মারক, কোন শাস্ত্রই কোন ঋষির বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত নহে, এতদ্বাক্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ (অবশ্য আমরা প্রত্যক্ষ বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি) কি হইতে পারে? তবে জগৎকে যাঁহারা প্রবাহরূপে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন, জগৎ অনাদি কালহইতে আছে এবং থাকিবেও অনন্ত কালের জন্য, এ কথা যাঁহাদের সমীপে যুক্তিসঙ্গত-জ্ঞানে আদৃত হইয়া থাকে, ঋষিগণ যে শাস্ত্রস্মারক, কোন ঋষিই যে কোন শাস্ত্রের কারক নহেন, তাঁহারা ইহা অবিশ্বাস করিবেন না। আর তিনি ইহা অবিশ্বাস করিবেন না, যিনি পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মুখে অনধীত বা অশ্রুতপূর্ব্ব বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যিনি গুরুশিক্ষাব্যতীত, অধ্যয়নব্যতিরেকে শুদ্ধ সদাচারানুষ্ঠান ও তপস্যা-দ্বারা কাহাকেও সর্ব্ববিদ্যাপারগ হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ৪। অতএব, ঋষিরা শাস্ত্রস্মারক, কোন শাস্ত্রই কোন ঋষির বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত নহে, এতদ্বাক্যের প্রত্যক্ষ-প্রমাণ দেওয়া অসম্ভব। তবে ইহার

পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব শিষ্ট ব্যক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার সময় বলিয়াছেন—

"কিঞ্চিদন্তরেণ কস্যাশ্চিদ্বিদ্যায়াঃ পারগাঃ তত্রভবন্তঃ শিষ্টাঃ।"— মহাভাষ্য।৬।৩।৩।

"পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টম্।"— ৬।৩।১০৯, এই পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ, যাঁহারা কোন দৃষ্টকারণ (অধ্যয়নাদি)-ব্যতিরেকে কেবল সদাচারানুবর্ত্তন ও তপস্যা দ্বারা সর্ব্ববিদ্যাপারগ হয়েন, তাঁহারা শিষ্ট।

"দৃষ্টকারণমন্তরেণৈব সদাচারানুবর্ত্তিন ইত্যর্থঃ। কিংচিদন্তরেণেতি। বিনৈবাভিযোগাদিনা সর্ববিদ্যাপারগাঃ তে হি সাধুত্বপরিজ্ঞানে প্রমাণম্।"— কৈয়টকৃত মহাভাষ্যটীকা।

বিনা অধ্যয়নে শুদ্ধ তপস্যাদ্বারা সর্ব্ববিদ্যায় পারগ হওয়ার কথা ভগবান্ যাস্কও ঋষি লক্ষণ করিবার সময় বলিয়াছেন।

আপ্তোপদেশ-প্রমাণ আছে, বেদাদি সকলশাস্ত্রই এতন্মতের সমর্থক, তা'ই আশা, অন্যের কাছে না হইলেও, স্বভাবে স্থিত আর্য্যহৃদয়ের নিকট, ঋষিরা শাস্ত্রস্মারক, কোন শাস্ত্রই কোন ঋষির বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত নহে, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে।

ঋষিরা শাস্ত্রস্মারক, কোন শাস্ত্রই কোন ঋষির বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত নহে, এতন্মত-সমর্থক আপ্তোপদেশ-প্রমাণ—

"गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदीसा चतुष्पदी
अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्।"—

ঋগ্বেদসংহিতা। ২।৩।২২।১৬৪। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। ২।৪।৬।

ভাবার্থ—

প্রলয়কালে পরমব্যোম—পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত গৌরী (গৌরবর্ণা) শব্দব্রহ্মাত্মিকা বাগ্‌দেবী পুনঃসৃষ্টির প্রারম্ভে বর্ণ, পদ ও বাক্য-সকল সৃষ্টি করিয়া, শব্দ করিয়াছিলেন, বর্ণ, পদ ও বাক্যের মধ্যে অন্তর্যামিনীরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইহাতেই নিখিল শাস্ত্রের বিকাশ হইয়াছে। শব্দব্রহ্মাত্মিকা বাগ্‌দেবী কিরূপে নানাবিধ আকারে আপনাকে আকারিত করিয়াছেন—শাস্ত্রবিকাশের ক্রম কি, তাহা বলিতেছেন—বাগ্‌দেবী ব্রহ্মার মুখ-হইতে প্রণবাত্মাতে একপদী হইয়া, প্রথমে আবির্ভূতা হ'ন (এইনিমিত্ত ব্রহ্মা প্রণবের ঋষি), তৎপরে ব্যাহৃতি ও সাবিত্রী-রূপে তিনি দ্বিপদী হ'ন, তদনন্তর বেদচতুষ্টয়রূপে চতুষ্পদী, তাহার পর ষট্-বেদাঙ্গ এবং পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বারা অষ্টপদী, তৎপরে মীমাংসা-ন্যায়-সাংখ্য-যোগ-পাঞ্চরাত্র-পাশুপত-আয়ুর্ব্বেদ-ধনুর্ব্বেদ-ও-গান্ধর্ব্ব-বেদদ্বারা নবপদী এবং তদনন্তর অনন্তবাক্‌সন্দর্ভদ্বারা অনন্তরূপে প্রকটিত হ'ন *।

* উদ্ধৃত মন্ত্রটীর পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য—

"परमे व्योम्नि ब्रह्मणि प्रतिष्ठिता गौरी गौरवर्णा वाग्देवी सृष्ट्यारम्भे सलिलसदृशानि वर्णपद-वाक्यानि तक्षती सृजन्ती मिमाय शब्दमकरोत्। कथम्, प्रथमं प्रणवात्मना एकपदी ब्रह्मणो मुखा-न्निर्गता। अनन्तरं व्याहृतिरूपेण सावित्रीरूपेण च द्विपदी। ततो वेदचतुष्टयरूपेण चतुष्पदी। ततो वेदाङ्गैः षड्भिः पुराणधर्म्मशास्त्राभ्यां चाष्टपदी। ततो मीमांसान्यायसांख्ययोगपाञ्चरात्र-पाशुपतायुर्वेद-धनुर्व्वेद-गान्धर्वैर्नवपदी। ततोऽनन्तैर्वाक्सन्दर्भैः सहस्राक्षरा अनन्तविधा बभूवुषी सम्पन्ना।"

"चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य।
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्त्याँ आविवेश॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা। ৩।৮।৪।৫৮।

চিন্তাশীল পাঠক এই ঋক্‌টীরও অর্থ চিন্তা করিবেন।

"গৌরীর্মিমায"—এই মন্ত্রটীর পূজ্যপাদ ভগবান্ যাস্ককৃত ব্যাখ্যা একটু অন্যরূপ। আমরা এ স্থলে বলিয়া রাখিতেছি, সায়ণাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যার সহিত ইহার কোন বিরোধ নাই। ঋগ্বেদসংহিতায়

ঋষিরা যে কোন শাস্ত্রের প্রণেতা নহেন, তৎসম্বন্ধে সকল শাস্ত্রহইতেই প্রমাণ দিতে পারা যায়।

"ব্রহ্মাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মারকা ন তু কারকাঃ।"—

সকল শাস্ত্রই একবাক্যে এই কথাই বলেন। শতপথব্রাহ্মণের

"অস্য মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিত মেতত্।"—

ইত্যাদি বাক্যও (পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে) স্মরণ করিবেন। বেদের অর্থবাদ-হইতেই আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান পরস্পরবিরুদ্ধ প্রবাদ-সকলের যে আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার প্রমাণ—

"নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজোনোব্যোমাপরোযত্।
কিমাবরীবঃ কুহকস্যশর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্॥" —

ঋগ্বেদসংহিতা ; ৮।৭।১০।১২৯।

অসৎকার্য্য, সৎকার্য্য ও সৎকারণ, এই ত্রিবিধ বাদের উদ্ধৃত মন্ত্রটীই বীজ। আস্তিকদর্শনপ্রকাশক ঋষিরা এই মন্ত্রাবলম্বনেই অধিকারানুসারে অবরদিগকে, বুঝাইবার নিমিত্ত অসৎকার্য্যাদিবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, নাস্তিকদর্শনকর্ত্তৃগণও মন্ত্রটীর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া, ইহার প্রমাণেই নাস্তিকমতের প্রচার করিয়াছেন *।

মন্ত্রটীর ভাবার্থ—

সৃষ্টির পূর্ব্বে—প্রলয়াবস্থাতে অবস্থিত জগৎ কি অবস্থায় ছিল, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ভগবান্ বলিয়াছেন, নিরস্তসমস্তপ্রপঞ্চরূপ জগৎ, সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ—শশবিষাণ (শশশৃঙ্গ)-বৎ নিরুপাখ্য ছিল না, কারণ, তাদৃশ কারণহইতে জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না, অসতের সম্ভাব অসম্ভব। প্রলয়দশাতে তবে কি জগৎ সৎ ছিল? তদুত্তরে ভগবদুক্তি—না, প্রলয়কালে জগৎ সৎ বা বিদ্যমানও ছিল না। ভগবান্ একবার বলিলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল না, আবার বলিতেছেন, প্রলয়াবস্থাতে নিরস্তসমস্তপ্রপঞ্চ জগৎ সৎও ছিল না, এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ বচনদ্বারা প্রলয়ের স্বরূপ কিরূপে নিশ্চিত হইবে? প্রলয়কালে জগৎ কি অবস্থায় ছিল, এতদ্দ্বারা তাহা নিরূপিত হয় কৈ?

উত্তর—সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল না, এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে, প্রলয়দশাতে জগৎ পরমব্যোম বা পরব্রহ্মে—বিশুদ্ধসত্ত্বে নামরূপবিনির্মুক্ত হইয়া,

---

উক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার সময় সায়ণাচার্য্যও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা ভবিষ্যতে (বেদ-ও-বেদ্য-শীর্ষক প্রস্তাবে) এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিব।

* উদ্ধৃত মন্ত্রটীর সহিত ভগবান্ গোতমের

"নাসন্নসন্নসদসৎসদসতো বৈধর্ম্ম্যাত্।"— ন্যায়দর্শন। ৪।১।৪৮।

এই সূত্রটীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবেন।

অব্যক্তাবস্থায় বিদ্যমান ছিল এবং **"নাসদাসীৎ নদানীম্"**, ইহার ভাবার্থ হই-তেছে, জগতের এই পরিদৃশ্যমান অবস্থা—'ইদং'-পদদ্বারা লক্ষ্যধর্ম্ম তখন বিদ্যমান ছিল না।

ভাব ও অভাব, এই শব্দদ্বয়ের অর্থ—"ভূ সত্তায়াং", এই সত্তার্থক 'ভূ'-ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্'-প্রত্যয় করিয়া, 'ভাব'-পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা সৎ—বিদ্যমান, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা যাহা বুদ্ধিগোচর বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তাহা 'ভাব'।

যাহার উপলব্ধি হয়, তাহা কি?—আমরা যাহা উপলব্ধি করি, যাহা আমাদের বুদ্ধিগোচর বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই, বুঝিতে পারা যায়, তাহা ক্রিয়া বা গুণ।

ক্রিয়া ও গুণের স্বরূপ কি?—ক্রিয়া ও গুণের স্বরূপ কি, জানিবার নিমিত্ত, সহজে ও সুন্দররূপে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, এই বিশ্বাসে, আমরা বেদাঙ্গের (ব্যাকরণ ও নিরুক্ত) শরণ গ্রহণ করিলাম।

ভগবান্ যাস্ক ও পতঞ্জলিদেব, ভাবকে আখ্যাত ও নাম, প্রধানতঃ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ভগবান্ যাস্কের উপদেশ, পূর্ব্বাপরীভূত ভাব, 'আখ্যাত'-শব্দ-দ্বারা এবং মূর্ত্ত—সম্মূর্চ্ছিতাবয়ব—সত্ত্বভূত ভাব, 'নাম'-শব্দ-দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেবেরও অবিকল এই কথা। *।

পদার্থ-কথাটী আমাদের নিকট পরিচিত কথা, সন্দেহ নাই, আমরা ইহার বহুল ব্যবহার করিয়া থাকি। পদার্থ-কথাটী আমাদের পরিচিত কথা হইলেও, আমরা এ স্থলে (প্রস্তাবিত বিষয়টী সুগম হইবে বলিয়া) সংক্ষেপে একবার ইহার প্রকৃত রূপ ধ্যান করিয়া লইব। কোন বিষয়ের স্বরূপ দর্শন করিতে হইলে, বৈয়াকরণ-দিগের চরণে শরণ লওয়া অবশ্য-প্রয়োজনীয়। বৈয়াকরণদিগের শরণ গ্রহণ করিলে, বস্তুতত্ত্বদর্শন যেমন সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়, অন্যের শরণ গ্রহণ করিলে, তেমন হয় না†।

* **"अस्त्वयं कर्त्तृसाधनः भवतीति भाव इति।**
एवं तर्हि कर्म्मसाधनो भविष्यति। भाव्यते यः स भाव इति। क्रिया चैव हि भाव्यते।" —
মহাভাষ্য।

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব উদ্ধৃত বচনসকলদ্বারা নাম ও আখ্যাতকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

† **"अर्थप्रवृत्तितत्त্वानां शब्द एव निबन्धनम्।**
तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते॥" — বাক্যপদীয়।

পণ্ডিত মিল বলিয়াছেন,—"Language is evidently, and by the admission of all philosophers, one of the principal instruments or helps of thought; and

বৈয়াকরণেরা বলেন, পদ-বা-শব্দ-বোধ্য অর্থের নাম 'পদার্থ' *। পদ কাহাকে বলে? জ্ঞাত হয় অর্থ যৎকর্ত্তৃক, তাহাকে 'পদ' বলে †। পদ-শব্দটী, তাহা হইলে, শব্দের সমানার্থক। কৃৎস্নবস্তুই পদ-বা-শব্দ-বোধ্য, তা'ই পদার্থের 'পদার্থ', এই সংজ্ঞা হইয়াছে ‡।

পদার্থ কতপ্রকার?—এ প্রশ্নের শাস্ত্রীয় উত্তর, পদ বা শব্দ যতপ্রকার, পদার্থও ততপ্রকার।

পদ বা শব্দ কতপ্রকার?—

"সহস্রং যাবদ্ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্।"—

ঋগ্বেদসংহিতা। ৮।১০।১১৪।

পদ বা শব্দ কত প্রকার—সর্ব্বসংশয়াপনোদনকারিণী সত্যবিদ্যাময়ী শ্রুতি-দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়া, এ প্রশ্নের যে উত্তর পাইলাম, তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে, সচ্চিদানন্দময় অখণ্ডৈকরস ব্রহ্ম স্বীয় মায়াদ্বারা যত সংখ্যায়—যাবৎ-পরিমাণে, যতরূপে বিভক্ত হইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন, পদ বা শব্দের সংখ্যাও ঠিক তত, প্রত্যেক অভিধেয়ের এক-একটী অভিধান বা নাম আছে। বিশিষ্টভাব বা ভাববিকার অনন্ত, পদ বা শব্দও, সুতরাং, অনন্ত।

---

any imperfection in the instrument, or in the mode of employing it, is confessedly liable &c. to confuse and impede the process, &c."—

System of Logic. Vol. I. P. 17.

শাস্ত্রবর্ণিত শব্দস্বরূপাবগতি থাকিলে, পণ্ডিত মিল এই স্থলে আরো কিছু বলিতে পারিতেন।

* **"শাকপার্থিবাদীনামুপসংখ্যানম্।"**—

এই বার্ত্তিকসূত্রানুসারে 'বোধ্য' শব্দটীর (পদ+বোধ্য+অর্থ) লোপ হইয়াছে।

† **"পদশব্দেন নাম পদ্যতে গম্যতে ব্যবহারাঙ্গমর্থোঽনেনেতি।"**— ন্যায়কুসুমাঞ্জলি।

‡ **"বস্তুমাত্রে, সর্ব্বেষাং শব্দবোধ্যত্বাদন্বর্থম্।"**—

বৈয়াকরণদিগের নিকটহইতে পদার্থশব্দের যে অর্থ পাওয়া গেল, তাহাতে ইহাকে (অবশ্য বৈয়াকরণেরা পদার্থ বলিতে স্বরূপতঃ যাহা বুঝিতেন, সেইরূপ ব্যাপকতম ভাবে নহে) বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের 'ক্যাটিগোরীস্, (Categories) বা 'প্রেডিকামেণ্টস্' (Predicaments) এর সমানার্থ বলিয়া বুঝিলে চলিবে। পণ্ডিত মিল কি বলিয়াছেন, দেখুন—

"The necessity of an enumeration of Existences, as the basis of logic, did not escape the attention of the schoolmen, and of their master, Aristotle, the most comprehensive, if not the most sagacious, of the ancient philosophers. The Categories, or Predicaments—the former a Greek word, the latter its literal translation in the Latin language—were intended by him and his followers as an enumeration of all things capable of being named, an enumeration by the *summa genera*, i. e. the most extensive classes into which things could be distributed."—

A System of Logic. Vol. I. P. 49-50.

"কথং তর্হীমে শব্দাঃ প্রতিপত্তব্যাঃ ?"— মহাভাষ্য।

অর্থাৎ, শব্দ যখন অনন্ত, তখন শব্দপ্রতিপত্তি-(শব্দজ্ঞান) কিরূপে হইতে পারে ? অনন্ত শব্দকে কিরূপে জানা যাইবে ?

উত্তর—**"কিঞ্চিৎসামান্যবিশেষবল্লক্ষণং প্রবর্ত্ত্যং, যেনাল্পেন যত্নেন মহতো-মহতঃ শব্দৌঘান্ প্রতিপদ্যেরন্।"**— মহাভাষ্য।

অর্থাৎ, মহৎহইতে মহত্তর শব্দতত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র উপায়, সামান্যবিশেষবৎ-লক্ষণপ্রবর্ত্তন। শ্রেণীবিভাগ (Classification) ও সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যবিচারদ্বারাই বস্তু-তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। সনাতন বেদ ও তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এইজন্যই মহৎহইতে মহত্তর শব্দসত্ত্বকে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত, এই চা'র শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ; শব্দ বা পদ সামান্যতঃ চতুর্ব্বিধ *। পদ বা শব্দ নামাখ্যাতাদি চা'র শ্রেণীতে বিভক্ত হয় বটে, কিন্তু, আমাদের বর্ত্তমানপ্রয়োজনসিদ্ধির জন্য নাম ও আখ্যাত, এই দুইটী শব্দশ্রেণীকেই আমরা এ স্থলে প্রধানতঃ চিন্তার বিষয়ীভূত করিব। নিরুক্তভাষ্যকার পূজ্যপাদ দুর্গাচার্য্য ভগবান্ যাস্ক, নামাখ্যাতাদি পদচতুষ্টয়ের নাম নির্দ্দেশ করিবার সময়, নাম ও আখ্যাতকে কেন সমাস করিয়াছেন এবং ইহাদিগকে প্রথমে সন্নিবেশিত করিবারই বা তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি, বুঝাইবার অবসরে বলিয়াছেন, নাম ও আখ্যাত, ইহারা ইতরেতরাকাঙ্ক্ষী, এইনিমিত্ত ইহাদিগকে সমাস করিয়া এবং নামাখ্যাতাদি পদচতুষ্টয়ের মধ্যে নাম ও আখ্যাত প্রধানতর, তা'ই ইহাদিগকে পূর্ব্বে অভিহিত করা হইয়াছে। নাম ও আখ্যাত, উভয়ই নিপাত-ও-উপসর্গ-নিরপেক্ষ হইয়া, স্ব-স্ব-অর্থের বাচক হইতে পারে, কিন্তু, নামাখ্যাত-নিরপেক্ষ নিপাত ও উপসর্গের ব্যবহার হয় না, নামাখ্যাত-নিরপেক্ষ নিপাত ও উপসর্গের বাচকত্ব নাই †।

নাম-ও-আখ্যাত-লক্ষণ—

"ভাবপ্রধানমাখ্যাতং সত্ত্বপ্রধানানি নামানি।"— নিরুক্ত।

অর্থাৎ, আখ্যাত, ভাবপ্রধান এবং নাম, সত্ত্বপ্রধান। ভাবশব্দদ্বারা এখানে কোন্ পদার্থ লক্ষিত হইয়াছে ? কারকদ্বারা অভিব্যজ্যমান বা মূর্ত্তক্রিয়াই এখানে

* **"চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্তহস্তাসো অস্য।"**—

ঋক্‌সংহিতা। ৩।৮।৪।৫৮।

"চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতে চোপসর্গনিপাতাশ্চ।"— নিরুক্ত ও মহাভাষ্য।

অর্থাৎ, নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত, যতপ্রকার পদ আছে, তাহাদিগকে প্রধানতঃ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

† **"অত্র নামাখ্যাতয়োঃ পূর্ব্বমভিধানং প্রাধান্যাৎ, অপ্রাধান্যাদুপসর্গনিপাতানাং পশ্চাৎ। উভে অপি নামাখ্যাতে নিপাতোপসর্গনিরপেক্ষে অপি সতী স্বমর্থং ব্রূতঃ, নতূপসর্গনিপাতানাং নামাখ্যাত-নিরপেক্ষাণামর্থোঽস্তি।"**— নিরুক্তভাষ্য।

ভাব, এই শব্দের অভিধেয়-পদার্থ। সত্ত্ব তাহা হইলে কোন্ পদার্থ? ক্রিয়াগুণবৎ—ক্রিয়া ও গুণের আশ্রয়-দ্রব্যই (Substance) সত্ত্ব-শব্দের বাচ্যার্থ *।

নাম ও আখ্যাত, ইহারা ইতরেতরাকাঙ্ক্ষী—নাম কখন আখ্যাতশূন্য এবং আখ্যাতও কখন নামশূন্য হইয়া থাকে না, নামরহিত আখ্যাতের বা আখ্যাতরহিত নামের, কোনরূপ অর্থোপলব্ধি হয় না। নাম-পদ উচ্চারণ করিলেই, এই নিমিত্ত, আখ্যাত-পদের এবং আখ্যাত-পদ উচ্চারণ করিলেই, নামপদের উচ্চারণ করিতে হয়। যজ্ঞদত্ত, কেবল এই নাম-পদটী উচ্চারিত হইলে, কোনপ্রকার অর্থোপলব্ধি হয় না, যজ্ঞদত্ত, এই পদের পর, পাক করিতেছেন, পড়িতেছেন,-ইত্যাদি কোন আখ্যাত-পদের উল্লেখ না করিলে, ইহার আকাঙ্ক্ষা (Mutual correspondence) বিনিবৃত্ত হয় না। বৈয়াকরণ-চূড়ামণি পূজ্যপাদ ভর্তৃহরি স্বপ্রণীত-বাক্যপদীয়-নামক উপাদেয় গ্রন্থে এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, ক্রিয়ার অনুষঙ্গব্যতীত কোনরূপ পদার্থের প্রতীতি হয় না। যখন দেখিবে, কোন শব্দের পর আখ্যাত-শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, তখন বুঝিবে, আছে, ছিল, হবে, অথবা নাই, ছিল না হবে না,-ইত্যাদি কোন আখ্যাত-শব্দ তৎপরে উহ্য আছেই আছে †।

* নামপদবাচ্যার্থান্বয়ক্রিয়ান্বয়ী ভাবঃ। স যত্র প্রধানঃ তদিদং ভাবপ্রধানম্। কিং পুনস্তদিতি? আখ্যাতম্। আখ্যায়তেঽনেন গুণভাবেন বর্ত্তমানা অনেককারকপ্রবিভক্তা স্ফুরমাণেব প্রধানদ্রব্য ভাবাভিব্যক্ত্যনুন্মুখীভূতা ক্রিয়া।"— নিরুক্তভাষ্য।

ক্রিয়া, অমূর্ত্তা ও-মূর্ত্তা-ভেদে দ্বিবিধ। অমূর্ত্তা ক্রিয়া নিরুপাখ্যা—অনির্দ্দেশ্যা। অমূর্ত্তা ক্রিয়া (শক্তি) যখন কর্তৃকরণাদি কারকদ্বারা অভিব্যক্ত হয়—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন ইহার 'মূর্ত্ত', এই সংজ্ঞা হইয়া থাকে। মূর্ত্তক্রিয়াই আমাদের পরিচিত, ক্রিয়া বলিতে আমরা সাধারণতঃ মূর্ত্তক্রিয়াকেই লক্ষ্য করিয়া থাকি।

"অমূর্ত্তা হি ক্রিয়া নিরুপাখ্যা, সা হি কারকৈরভিব্যজ্যমানা কারকশরীরৈ চ সতী শক্যতে নির্দ্দিষ্টুম্। ইতরথা হি অশরীরা সতী সা ন শক্যতে, অগ্রহণে চ সতী কথমিব নির্দ্দিশ্যেত।"— নিরুক্তভাষ্য।

আখ্যাত হয়—অভিব্যক্ত হয় কর্তৃকরণাদি কারক-প্রবিভক্তা ক্রিয়া যদ্দ্বারা, তাহকে আখ্যাত বলে।

† "ক্রিয়ানুষঙ্গেণ বিনা ন পদার্থঃ প্রতীয়তে।
সত্যো বা বিপরীতো বা ব্যবহারে ন সোঽস্তি॥"—
"অস্তিনৈব তু যদ্বাক্যং তদভূদস্তি নেতি বা।
ক্রিয়াভিধানসম্বন্ধমন্তরেণ ন মন্যতে॥"— বাক্যপদীয়।

বিদেশীয় পণ্ডিত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল, তাঁহার "System of Logic"-নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, সূর্য্য (The sun), যদি আমরা এইরূপ আখ্যাতশূন্য পদের উচ্চারণ করি, তাহা হইলে শ্রোতার এক-প্রকার অর্থোপলব্ধি হয় বটে, কিন্তু ইহাতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করিবার কিছু থাকে না। কিন্তু, সূর্য্য বর্ত্তমান আছে (The sun exists), এ কথা বলিলে, শ্রোতা নিশ্চয়ই কোন বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস

অব্যক্তাবস্থাহইতে ব্যক্তাবস্থায় এবং ব্যক্তাবস্থাহইতে পুনরপি অব্যক্তাবস্থায় গমনাগমন বা আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি, এই পরিণামত্রয়ের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহই ভাববিকার, কার্য্যাত্মভাব বা জগৎ। আমরা ইতিপূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, যত-প্রকার ভাববিকার আছে, তদভিধায়ক ততপ্রকার শব্দ আছে, যে-কোন শব্দই ব্যবহৃত হউক, তাহাই কোন-না-কোন-রূপ ভাববিকারের বাচক, কোনপ্রকার বিশিষ্টাস্তিত্ব বা পরিচ্ছিন্নসত্তার অভিব্যঞ্জক, অন্তর্মুখীন বা বহির্মুখীন কোনরূপ গতির ভাব-বোধক। অতএব, যে-কোন নাম-পদ উচ্চারিত হউক, তাহার সঙ্গেই যে কোন আখ্যাত-পদের অনুষঙ্গ আছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

আমরা যাহা উপলব্ধিকরি, তাহা ক্রিয়ার উপলব্ধি—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ আমাদের মনের মধ্যে যে ভাব-বা-ক্রিয়া-পরম্পরার উদয় হয়, আমরা তাহাই উপলব্ধি করিয়া থাকি। বিষয় ও তদ্‌গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-বশতঃ ক্রিয়ার অনুভূতিই বস্তুর অনুভূতি। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, বাহ্য-বস্তূপলব্ধি করিবার জন্য আমরা এই পাঁচটী ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইয়াছি। শব্দ, স্পর্শ,

করেন, সূর্য্য-নামক বস্তু আছে, তাহা বুঝেন। সূর্য্য বর্ত্তমান আছে (The sun exists), বলিলে, সূর্য্য ও বর্ত্তমানতা (Existence), এই দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সূর্য্য ও সত্তা, নিশ্চয়ই এক পদার্থ নহে। সত্তা (Existence) সূর্য্যশব্দের অন্তর্ভূত আছে, এ কথা বলা যায় না, কারণ, সূর্য্য, কেবল এই পদটী, সূর্য্য নাই—অস্তমিত হইয়াছে, এরূপ অর্থেরও বোধক হইতে পারে, সূর্য্য আছে (The sun exists), এই বাক্যবোধ্য অর্থ কেবল সূর্য্য, এই শব্দটীদ্বারা ব্যক্ত হয় না। "আমার পিতা" (My father), এতদ্বচনদ্বারা, আমার পিতা বর্ত্তমান আছেন (My father exists), এই বাক্যার্থের, প্রতীতি হইতে পারে না। আমার পিতা জীবিত, কি মৃত, তাহা বলিতে হইলে, অস্তিত্ব-বা-নাস্তিত্ব বাচক আখ্যাত-শব্দ, পিতৃশব্দের পর ব্যবহার করিতেই হইবে। মিলের উক্তি—

"I may say, for instance, 'the sun.' The word has a meaning, and suggests that meaning to the mind of any one, who is listening to me. But suppose I ask him, whether it is true : whether he believes it ? He can give no answer. There is as yet nothing to believe, or to disbelieve. Now, however, let me make, of all possible assertions respecting the sun, the one which involves the least of reference to any object besides itself; let me say, 'the sun exists.' Here at once, is something which a person can say he believes. But here, instead of only one, we find two distinct objects of conception : the sun is one object, existence is another. Let it not be said, that this second conception, existence, is involved in the first, for the sun may be conceived as no longer existing. 'The sun' does not convey all the meaning that is conveyed by 'the sun exists :' 'my father' does not include all the meaning of 'my father exists,' for he may be dead."

• *Vol. I. P. 20-21.*

রূপ, রস ও গন্ধ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়পঞ্চকের ইহারা বিষয়,—গ্রাহ্য। অতএব, বলিতে পারি, শব্দস্পর্শাদির ব্যষ্টি-বা-সমষ্টি-ভাবের অনুভূতিই (Single sensation or a cluster of sensations), বাহ্যজগতের অনুভূতি। শ্রোত্রেন্দ্রিয়জনিত ক্রিয়ার অনুভূতি, শব্দ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়জনিত ক্রিয়ার অনুভূতি, গন্ধ, ত্বগিন্দ্রিয়জনিত ক্রিয়ার অনুভূতি, স্পর্শ, নয়নেন্দ্রিয়জনিত ক্রিয়ার অনুভূতি, রূপ, এবং রসনেন্দ্রিয়জনিত ক্রিয়ার অনুভূতি, রস। বাহ্যজগৎ এই শব্দস্পর্শাদি বা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়োৎপন্ন ভিন্ন-ভিন্ন ক্রিয়ার (Sensation) মূর্ত্তি—সম্মূর্চ্ছিতাবয়ব *।

মূর্ত্তক্রিয়াই গুণনামক পদার্থ—"গুণ আমন্ত্রণে", এই আমন্ত্রণার্থক 'গুণ'-ধাতুর উত্তর 'অচ্'-প্রত্যয় করিয়া, 'গুণ'-পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। গুণ-ধাতুর আম্রেড়ন (অভ্যাস), পূরণ-ইত্যাদি অর্থও গৃহীত হইয়া থাকে।

"গুণৈর্ব্বরং ভুবনহিতচ্ছলেন যং
সনাতনঃ পিতরমুপাগমৎ স্বয়ম্।"— ভট্টিকাব্য।

ভট্টিকাব্যের টীকাকার ভরত-মল্লিক এই শ্লোকব্যবহৃত গুণ-শব্দটীর যেরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল—

"গুণৈরিতি—গুণ্যন্তে—অভ্যস্যন্তে ইতি গুণাঃ
গুণনক মন্ত্রে ইত্যস্মাৎ 'ঘঞলনড়িতি অল্,।"

অর্থাৎ, যাহা গুণিত—অভ্যস্ত হয়—পুনঃ-পুনঃ ব্যাবর্ত্তিত হয়, তাহাকে

* "শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধানাম্। সর্ব্বাস্ব পুনর্মূর্ত্তয় এবমাত্মিকাঃ।"— মহাভাষ্য।
পাশ্চাত্য দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও এই কথাই বলিয়াছেন—
পণ্ডিত মিলের উক্তি,—"The qualities of a body, we have said, are the attributes grounded on the sensations which the presence of that particular body to our organs excites in our minds."—
System of Logic. Vol. I. P. 71.
পণ্ডিত গ্যানো ম্যাটারের লক্ষণ করিবার সময় বলিয়াছেন,—"We understand by the term matter whatever can affect one or more of our senses ; that is to say, any thing whose existence can be recognised by the sight, touch, taste, smell, or hearing."— *Natural Philosophy. P. 2.*
বিজ্ঞানবাদী পাশ্চাত্য পণ্ডিতপ্রবর বার্কেলী উক্তি,—"By sight I have the ideas of light and colours, with their several degrees and variations. By touch I percieve hard and soft, heat and cold, motion and resistance, and all these more and less either as to quantity or degree. Smelling furnishes me with odours ; the palate with tastes ; and hearing conveys sounds to the mind in all their variety of tone and composition. And as several of these are observed to accompany each other they come to be marked by one name, and so to be reputed as one Thing."—
Fraser's Selections from Berkeley. P. 29.

'গুণ' বলে। অভ্যাস-বা-অভ্যসন-শব্দের অর্থহইতেছে পৌনঃপুন্যভাবে এক ক্রিয়া-করণ *।

গুণ-শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থহইতে আমরা যাহা বিদিত হইলাম, তাহাতে ইহাকে মূর্ত্ত—সম্মূর্চ্ছিতাবয়ব ক্রিয়াভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

শব্দস্পর্শাদি প্রসিদ্ধ গুণপদার্থ, শব্দস্পর্শাদির স্বরূপাবগতি হইলে, গুণ-পদার্থের সাধারণ-জ্ঞান লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব, দেখা যাউক, শব্দ কোন্ পদার্থ। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, প্রতীতি হয়, শব্দ, ঘাতপ্রতীঘাতজনিত শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য-ক্রিয়াভিন্ন অন্য কিছু নহে। জলরাশিতে লোষ্ট নিক্ষেপ করিলে, যেরূপ তরঙ্গ উপস্থিত হয়, নোদন-বা-অভিঘাত-প্রাপ্ত সর্ব্বতোগামি-বায়ুতে তদ্রূপ তরঙ্গ জন্মিয়া থাকে। এই তরঙ্গ বা উর্ম্মি, উত্তরোত্তর বায়বীয় অণুরাশিতে সংক্রামিত হইতে হইতে, যখন, যে বায়বীয় অণুস্তরের সহিত শ্রোতার শ্রোত্রেন্দ্রিয় সংলগ্ন আছে, তথায় সমুপস্থিত হয়, তখন তাহা শ্রোত্রেন্দ্রিয়কে আঘাত করে। শ্রবণেন্দ্রিয় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, কম্পনবিশিষ্ট হয়, বায়ুরাশিতে যেপ্রকার তরঙ্গ হইয়াছিল, আঘাতপ্রাপ্ত শ্রাবণস্নায়ুসমূহেও (Auditory nerves) সেইপ্রকার তরঙ্গপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া থাকে। শ্রাবণস্নায়ুদিয়া প্রবহমাণ ঐ তরঙ্গ যখন মস্তিষ্কে বা মনের স্থানে উপনীত ও ইহাদ্বারা গৃহীত হয়, তখনই আমাদের শব্দজ্ঞান হইয়া থাকে †।

* "अभ्यासः पौनःपुन्येनानुष्ठानं।"—

বাচস্পতিমিশ্রকৃতযোগসূত্রভাষ্যটীকা।

'অভি'-উপসর্গপূর্ব্বক ক্ষেপণার্থক 'অস্'-ধাতুর কর্ম্মবাচ্যে 'ঘঞ্'-প্রত্যয় করিয়া, 'অভ্যাস'-পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। "आभिमुख्येनास्यते क्षिप्यते— असु क्षेपे कर्म्मणि घञ्।" কোন এক বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া, তদভিমুখে যাহা পুনঃ পুনঃ ক্ষিপ্ত হয়, তাহা অভ্যাস।

† "सर्व्वः शब्दो नभोवृत्तिः श्रोत्रोत्पन्नस्तु गृह्यते।
वीचितरङ्गन्यायेन तदुत्पत्तिस्तु कीर्त्तिता॥"— ভাষাপরিচ্ছেদ।

অর্থাৎ, শব্দ, নভোবৃত্তি—আকাশভূতনিষ্ঠগুণ। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারে কোনরূপ ক্রিয়া বা আঘাত-হইতে যে অনুকম্পন উৎপন্ন হয়, তাহাহইতেই শব্দজ্ঞান হয়, শব্দগুণের অভিব্যক্তি বীচিতরঙ্গন্যায়ে হইয়া থাকে।

"किन्तु भेर्य्याद्यभिहतं सर्व्वतोगामिमहावायोर्व्वहति देशे संयोगनिमित्तमासाद्याद्यशब्देन सर्व्वदिग्वर्त्ती शब्द एक एव जन्यते निमित्तसंयोगानुरोधित्वाद्विभुकार्य्याणां तत्तदीयसर्व्वाप्यधिकाधिकदेशतः सर्व्वत्र एकैक एव शब्दो वीचि-तरङ्गवदुत्पाद्यते।"— তত্ত্বচিন্তামণি, প্রত্যক্ষখণ্ড।

"Thus sound is motion, and although in the earlier periods of philosophy the identity of sound and motion was not traced out and they were considered distinct affections of matter,—indeed at the close of the last century a theory was advanced that sound was transmitted by the vibra-

অতএব, বুঝিতে পারা গেল, শব্দ, শক্তিতরঙ্গমাত্র; অথবা কেবল শব্দই কেন, স্পর্শরূপরসাদিও তাহাই, ইহারাও আণবিকতরঙ্গব্যতীত অপর কোন পদার্থ নহে। কার্য্যাত্মা ও কারণাত্মা, এই দ্বিবিধ ভাবের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; নিরুক্তভাষ্যকার কার্য্যাত্মভাবের স্বরূপ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশে বলিয়াছেন, ক্রিয়াই কার্য্যাত্মভাব, সুতরাং, এতদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, মূর্ত্তক্রিয়া বা কার্য্যাত্মভাবই গুণপদার্থ।

দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম—পূজ্যপাদ ভগবান্ কণাদ, পদার্থোদ্দেশ করিবার সময়, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, এই ছয়টী পদার্থের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন *। অতএব, জিজ্ঞাস্য হইতেছে, ভগবান্ কণাদ-নির্ব্বাচিত দ্রব্যাদি ছয়টী পদার্থ বৈয়াকরণদিগেরও কি অভিমত?

---

tions of an ether,—we now so readily resolve sound into motion, that to those who are familiar with acoustics, the phenomena of sound immediately present to the mind the idea of motion, i. e. motion of ordinary matter."— *Correlation of Physical forces.*

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মিলারের নিম্নোদ্ধৃত বচনসমূহের তাৎপর্য্য চিন্তা করিবেন,—"We have abundant evidence of the fact that sound, whenever produced, arises from a series of vibrations which are occasioned by any sudden impulse, such as a blow, communicated to any substance possessed of even a very slight degree of elasticity. In other words, the impression which we receive is due to the vibration into which the particles of the sounding body are thrown; these vibrations react upon an elastic medium, such as air: the impulses are communicated by motions of the particles of air to the ear, and by reaction upon the auditory nerves they excite the sense of hearing."— *Chemical Physics. P. 141.*

আলোক তড়িৎ-প্রভৃতিও যে আণবিকতরঙ্গ, পণ্ডিত মিলার তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন; আমরা যথাস্থানে সেই সকল বিষয়ের অবতারণা করিব।

* "ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্।"— বৈশেষিকদর্শন। ১।১।৪।

উদ্ধৃত-কণাদসূত্রদ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হয়, দ্রব্যাদি ছয়টী পদার্থই ভগবান্ কণাদের সম্মত; কিন্তু, নবীননৈয়ায়িকেরা বলেন, দ্রব্যগুণাদি ছয়টী ভাবপদার্থ এবং সপ্তম অভাবপদার্থ, সমুদায়ে সাতটী পদার্থ কণাদের অভিমত; ভগবান্ কণাদ সপ্ত পদার্থ অঙ্গীকার করিয়াছেন।

"সপ্তমস্যাভাবত্বকথনাদেব ষণ্ণাং ভাবত্বং প্রাপ্তং তেন ভাবত্বেন পৃথগুপন্যাসো ন কৃতঃ।"—

মুক্তাবলী।

ভগবান্ গোতমের মতে ষোড়শ পদার্থ, যথা—

"প্রমাণপ্রমেয়সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়বাদজল্পবিতণ্ডাহেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।"— ন্যায়দর্শন। ১।১।১।

দিনকরীতে, ভগবান্ কণাদ ও গোতম, এই ঋষিদ্বয়ের পদার্থনির্ব্বাচনসম্বন্ধে যে কোন বিরোধ

উত্তর—একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হয়, ভগবান্ কণাদ সামান্য-ভাব বা সামান্যসত্তা এবং বিশেষভাব বা বিশেষসত্তা, এই দ্বিবিধ ভাব বা সত্তাকেই প্রধানতঃ পদার্থ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। দ্রব্যগুণাদি সামান্য-বিশেষ-ভাব-বা সত্তার অন্তর্ভূত *। ভগবান্ যাস্কের উপদেশ, ভাববিকারসমূহই দ্রব্যগুণ ও-কর্ম্ম-ভাবে অবস্থিত হইয়া, নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত, এই চতুর্ব্বিধ শব্দ-বা-পদ-দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। শব্দ বা পদ, সামান্য ও বিশেষ, এই ভাবদ্বয়ের প্রকাশক—সামান্য-বিশেষ, এতদুভয়বৃত্তিক, যে কোন শব্দ বা পদই হউক, তাহা সামান্য-বিশেষ-ভাব (Existence)এর অভিব্যঞ্জক †।

নাই, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থকে কণাদোক্ত সপ্ত পদার্থের (অভাব ধরিয়া, সপ্ত) অন্তর্ভূত করা হইয়াছে। আমরা যথাস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিব।

Aristotleএর মতে (১) Substance, (২) Quantity, (৩) Quality, (৪) Relation, (৫) Place, (৬) Time, (৭) Condition, (৮) Possession, (৯) Action ও (১০) Passion, এই দশটী পদার্থ।

আরিষ্টট্‌লের পদার্থনির্ব্বাচন অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি, এই দ্বিবিধ দোষেই দূষিত। পণ্ডিত মিল বলিয়াছেন,—

The imperfections of this classification are too obvious to require, and its merits are not sufficient to reward, a minute examination. It is a mere catalogue of the distinctions rudely marked out by the language of familiar life, with little or no attempt to penetrate, by philosophic analysis, to the *rationale* even of those common distinctions. Such an analysis, however superficially conducted, would have shown the enumeration to be both redundant and defective."—

System of Logic. Vol. I. Page 50.

পণ্ডিত মিলের পদার্থ—

১। Feelings, or States of Consciousness.

২। The Minds which experience those feelings.

৩। The Bodies, or external objects which excite certain of those feelings, together with the powers or properties whereby they excite them.

৪। The Successions and Co-existences, the Likeness and Unlikeness, between feelings or states of consciousness.— *Ibid. P. 83.*

পণ্ডিত মিল ক্যাটিগোরী বলিতে যে "Classification of Existence" (আমাদের ভাববিকার বা কার্য্যাত্মভাব) বুঝিতেন, তাহা তাঁহার নিজবচনহইতে সপ্রমাণ হয়।

* "एवं-सन् द्रव्यं—सन् गुणः—सत् कर्म्म सन् सामान्यं—सन् विशेषः-सन्। समवायः—सन् अभावः—इत्यादिप्रतीत्या सर्व्वाभिन्नत्वं सतः सिद्धम्।"— অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি।

† "गौरश्वः पुरुषो हस्तीति भवतीति भावस्यास्ते शेते व्रजति तिष्ठतीति।"— নিরুক্ত।

"गौरश्वपुरुषोहस्तीति"। सत्त्वानां विशेषोपदेशः इति वाक्यशेषः। सोपाधिकनिरुपाधिकोप-प्रदर्शनार्थमनेकोदाहरणम्। सामान्यहत्त्या विशेषवृत्त्या चोभयथा शब्दः प्रवर्त्तत इत्युभयमुपदर्शितम्।

অভাব কাহাকে বলে ?

ভাব কাহাকে বলে, তাহা একরূপ চিন্তা করা হইল, এক্ষণে অভাবের স্বরূপ কি, তাহা চিন্তা করিতে হইবে।

নঞ্+ভাব=অভাব, অর্থাৎ, 'নঞ্', এই নিপাতের সহিত 'ভাব'-শব্দের সমাস হইয়া, 'অভাব'-পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভাব-শব্দের অর্থ আমরা বিদিত হইয়াছি, এক্ষণে নঞের অর্থ জানিলেই, অভাবের স্বরূপ নিরূপিত হইবে, সন্দেহ নাই।

নঞর্থনির্ণয়—মেদিনী-নামক সংস্কৃত অভিধানে অভাব, নিষেধ, স্বরূপার্থ, অতিক্রম, ঈষদর্থ, সাদৃশ্য, তদ্বিরুদ্ধ ও তদন্য, নঞের এই সকল অর্থ ধৃত হইয়াছে *। গ্রন্থান্তরে সাদৃশ্য, অভাব, তদন্যত্ব, তদল্পতা, অপ্রাশস্ত্য ও বিরোধ, নঞের এই ছয়টী অর্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয় †।

নাম ও আখ্যাত এবং উপসর্গ ও নিপাত, পদ-বা-শব্দ-জাত, আমরা পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। নাম ও আখ্যাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, এখানে উপসর্গ ও নিপাতের লক্ষণ অবগত হইতে হইবে। আমাদের প্রস্তাবিত 'নঞ্'-শব্দটী নিপাতপদশ্রেণীভুক্ত।

উপ+সৃজ+ঘঞ্, উপসর্গ-শব্দটী এইরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। **"উপসৃজ্যন্তে ধাতুনোপসর্গাঃ"**, অর্থাৎ, আখ্যাতপদের সহিত যাহা উপসৃষ্ট বা সংযুক্ত হয়, তাহাকে 'উপসর্গ' বলে।

"উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে।"— পা। ১।৪।৫৯।

ভগবান্ পাণিনিদেব বলিয়াছেন, অদ্রব্যার্থ প্র-পরাদি যখন ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হয়, তখন ইহারা 'উপসর্গ', এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

'ভবতীতি ভাবস্য'। সামান্যেনোপদেশঃ। অত্র হি সর্ব্বেষাং সত্তাবাচিনামধ্যয়নে প্রাপ্তে ভবতিরেবৈক উদাহরণার্থঃ পরিগৃহীতঃ। বিদ্যমানত্বমেবানুভবন্তঃ সর্ব্বে ভবতিশব্দবাচ্যা অন্যাভির্বিশেষক্রিয়াভিরভিসম্বধ্যন্তে। তস্মাদ্ভবতীতি সর্ব্বক্রিয়াপ্রসবকীজভূতমস্তিত্বমাত্রমেব নিরুপপদেন ভবতিশব্দেনোচ্যত ইত্যুপপন্নং ভবতি।

'স চ পুনরুভয়াত্মাভাবঃ। কার্য্যাত্মা কারণাত্মা চ। তয়োর্যঃ কার্য্যাত্মা তমধিকৃত্যোক্তম্,—ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্ত্যোঽর্থঃ স ভাবঃ, ক্রিয়ৈব বা ভাবঃ'—ইতি।

"তদ্বিকারা এব হি দ্রব্যগুণকর্ম্মভাবেনাবস্থিতাঃ সন্তো নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতৈরভিধীয়ন্তে।"—
নিরুক্তভাষ্য।

* "নঞ্ ভাবে নিষেধে চ স্বরূপার্থেঽপ্যতিক্রমে।
ঈষদর্থে চ সাদৃশ্যে তদ্বিরুদ্ধতদন্যয়োঃ॥"— মেদিনী।

† "তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।
অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"—

অব্রাহ্মণ=ব্রাহ্মণসদৃশ, অপাপ=পাপাভাব, অনশ্ব=অশ্বভিন্ন, অনুদরী কন্যা=অল্পোদরী, অমনুষ্য=অপ্রশস্ত মনুষ্য, অসুর=সুরবিরোধী।

"अथ निपाता उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति।"— নিরুক্ত।

ভগবান্ যাস্ক, নিপাতের স্বরূপ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, বলিয়াছেন—যাহা উচ্চাবচ—অনেকপ্রকার অর্থে নিপতিত হয়, তাহাকে 'নিপাত' বলে।

দ্যোতকত্ব ও বাচকত্ব—উপসর্গ ও নিপাতের শক্তিসম্বন্ধে দুইটী বিরুদ্ধ মত প্রচলিত আছে। একটী মতে উপসর্গ ও নিপাত, ইহারা অর্থদ্যোতক—প্রদীপ যেরূপ দ্রব্যের গুণবিশেষকে অভিব্যক্ত করে, উপসর্গ সেইরূপ নামাখ্যাতের অর্থ-বিশেষকে দ্যোতিত বা প্রকাশিত করে। প্রদীপসংযোগে দ্রব্যের গুণবিশেষ অভিব্যক্ত হয় বলিয়া, দ্রব্যাশ্রয় গুণবিশেষকে কেহ যেমন প্রদীপাশ্রয় মনে করেন না, তদ্রূপ নামাখ্যাতনিষ্ঠ অর্থবিশেষ উপসর্গ-ও-নিপাত-সংযোগে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া, উপসর্গ ও নিপাতকে তাহার বাচকরূপে গ্রহণ করা, ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। পূজ্যপাদ মহর্ষি-গার্গ্য বলেন উপসর্গসকল আখ্যাত-বিযুক্ত হইয়াও অনেকার্থ, অর্থাৎ, ইহাদের বাচকত্বও আছে। যাঁহারা উপসর্গসকলকে প্রদীপবৎ অনর্থক বলেন, মহর্ষি-গার্গ্য তাঁহাদের এবম্প্রকার মতের দোষ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, প্রদীপ স্বীয়-প্রকাশাখ্য-অর্থে অর্থবান্, প্রদীপ অর্থশূন্য কেন হইবে? প্রকাশাখ্য-অর্থবিশিষ্ট প্রদীপ, আধারভূত প্রকাশ্য-পদার্থ-জাতকে প্রকাশিত করিয়া, স্বীয় প্রকাশনশক্তিকে অভিব্যক্ত করে। উপসর্গ-সকলও এইরূপ স্বীয় অর্থাভিধান-শক্তিদ্বারা আধারভূত নাম ও আখ্যাতকে প্রকাশকরিয়া, স্বকীয় বিবিধ-অভিধান-শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়া থাকে। অতএব, উপসর্গকে প্রদীপবৎ অনর্থক বলা, যুক্তিসিদ্ধ নহে*।

বৈয়াকরণেরা মহর্ষি শাকটায়নের মতকেই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহাঁদের মতে,—

"द्योतकाः प्रादयो येन निपाताश्चादयस्तथा।"—বৈয়াকরণভূষণসার।

অর্থাৎ, যে কারণ-বশতঃ প্র-পরাপ্রভৃতি উপসর্গসকল, দ্যোতক, সেই কারণ-নিবন্ধন চাদি নিপাত-শব্দসমূহেরও দ্যোতকত্ব সিদ্ধ হয়। নৈয়ায়িকদিগের মতে

* "उपसर्गा अर्थान्निराहुरिति शाकटायनो नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोगद्योतका भवन्त्युच्चावचाः पदार्था भवन्तीति गार्ग्यस्तद्य एषु पदार्थः प्राहुरिमे तन्नामाख्यातयोरर्थविकरणम्।"—

নিরুক্ত।

মহর্ষি শাকটায়নের মতে উপসর্গসকল দ্যোতক। "एवमेतेषामपि नामाख्यातवियोगेऽर्थाभिधानशक्तिर्नास्ति। क एवमाह? शाकटायनः। * * * एषामुपसर्गपदानामर्थाः पदार्था भवन्ति वियुक्तानामपि नामाख्याताभ्यामिति गार्ग्यः। * * * 'प्रदीपवदनर्थका उपसर्गाः'—इति। तत्रोच्यते,—प्रदीपोऽपि स्वेनार्थेन प्रकाशाख्येनार्थवानेव सत्यपि चार्थवत्त्वे प्रकाश्यमर्थमाधारभूतं प्रत्यापयन् स्वं, प्रकाशनशक्तिमभिव्यनक्ति"।

উপসর্গসকল, দ্যোতক, কিন্তু, নিপাত-শব্দজাত-দ্যোতক নহে। নৈয়ায়িকেরা নিপাতপদজাতের বাচকত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন *।

আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিত এ সকল কথার কি সম্বন্ধ?— আমরা বুঝিয়াছি, 'নঞের' সহিত 'ভাব'-এই শব্দের সমাস হইয়া, 'অভাব'-পদটী সিদ্ধ হইয়াছে, এখন জানিতে হইবে, নঞের সহিত ভাবের যে সমাস হইয়াছে, তাহা কোন্-পদপ্রধান সমাস? অন্যপদপ্রধান বা বহুব্রীহি, পূর্ব্বপদপ্রধান বা অব্যয়ী-ভাব ও উত্তরপদপ্রধান বা তৎপুরুষ, এই পক্ষত্রয়ের মধ্যে, এ সমাস কোন্ পক্ষে পতিত হইবে? অবিদ্যমান হইয়াছে ভাব যাহার, যদি এইরূপ সমাসবাক্য হয়, তাহা হইলে অন্যপদপ্রধান বা বহুব্রীহি-সমাস; নঞ্-শব্দটী সামান্য-বা-অবিশেষ-অসদ্বৃত্তি, ভাব-শব্দদ্বারা ইহার এই সামান্য-বা-অবিশেষ-অসদ্বৃত্তি (Absolute negativeness) বিশিষ্ট বা অবচ্ছিন্ন হইতেছে, যদি এইপ্রকার অর্থ হয়, তবে পূর্ব্ব-পদপ্রধান বা অব্যয়ীভাব-সমাস, আর যদি ভাবপদার্থনিবৃত্তি, নঞ্দ্বারা দ্যোতিত হইতেছে, এইরূপ অর্থ হয়, তাহা হইলে উত্তরপদপ্রধান বা তৎপুরুষ-সমাস হইয়াছে, বুঝিতে হইবে †।

"नञ् समासे चापरस्य द्योतंय प्रतीयव मुख्यता।
द्योतयमिवार्थमादाय जायन्ते नामत: सुप:॥"—

বৈয়াকরণভূষণসার।

তৎপুরুষ, উত্তরপদপ্রধান সমাস। নঞ্তৎপুরুষসমাসে উত্তরপদের মুখ্যতা (প্রধানতা), নঞের দ্যোতকত্ব স্বীকার করিলে, তবে সিদ্ধ হয়।

মীমাংসকদিগের মতেও উপসর্গ ও নিপাত যে দ্যোতক, তাহা জানাইবার জন্য

---

* "प्रादयोद्योतकाश्चादयोवाचका-इति नैयायिकमतमयुक्तम्। वैषम्ये वीजाभावादिति ध्वनयन्निपातानां द्योतकत्वं समर्थयते।" বৈয়াকরণভূষণসার।

† "किं प्रधानोयं समास: ? उत्तरपदार्थप्रधान:। यद्युत्तरपदार्थप्रधान: अब्राह्मणमानये त्युक्ते ब्राह्मणमात्रस्यानयनं प्राप्नोति। अन्यपदार्थप्रधानस्तर्हि भविष्यति। यदि अन्यपदार्थप्रधान: अवर्षा हेमन्त इति हेमन्तस्य यल्लिङ्गं वचनं च तत् समासस्यापि प्राप्नोति। पूर्व्वपदार्थप्रधानस्तर्हि भविष्यति। यदि पूर्व्वपदार्थप्रधान: अव्ययसंज्ञा प्राप्नोति।"— মহাভাষ্য।

"त्रयश्चात्र पक्षा:। अन्यपदपूर्व्वपदोत्तरपदार्थप्राधान्यलक्षणा: सम्भवन्ति। यदा जातौ ब्राह्मणशब्दो वर्त्तते अविद्यमानं ब्राह्मण्यं यस्य सोऽब्राह्मण: क्षत्रियादिस्तदान्यपदार्थ: प्रधान:। यदा त्वसत्सामान्यवृत्तिर्नञ् ब्राह्मणादिभिर्व्विशेष्यते ब्राह्मणत्वेनासन् अन्यथा तु सन्नर्थ: क्षत्रियादि-रब्राह्मणशब्देनोच्यते तदा पूर्व्वपदार्थ: प्रधान:। यदा तु दृरूपदेशान्मिथ्याज्ञानाद्वा ब्राह्मणशब्द: क्षत्रिये प्रयुज्यते ब्राह्मणपदार्थनिवृत्तिश्च स्वाभाविकी नञा द्योत्यते तदोत्तरपदार्थप्रधान:।"—

কৈয়ট।

পূজ্যপাদ কৌণ্ডভট্ট স্বপ্রণীত বৈয়াকরণভূষণসার, নামক গ্রন্থে নিম্নোদ্ধৃত বার্ত্তিকটী সন্নিবেশিত করিয়াছেন—

"চতুর্ব্বিধে পদে চাত্র দ্বিবিধস্যার্থনির্ণয়ঃ।
ক্রিয়তে সংশয়োত্পত্তের্নোপসর্গনিপাতয়োঃ॥
তয়োরর্থাভিধানে হি ব্যাপারো নৈব বিদ্যতে।
যদর্থদ্যোতকৌ তৌ তু বাচকঃ স বিচার্য্যতে॥"—

অধিকরণবার্ত্তিক।

অর্থাৎ, নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত, এই পদচতুষ্টয়ের মধ্যে নাম ও আখ্যাতের অর্থসম্বন্ধীয় সংশয়নিরসনের নিমিত্ত—নামার্থ জাতি, কি ব্যক্তি এবং ধাত্বর্থ, ব্যাপার, কি ফল, এবম্প্রকার সন্দেহ দূর করিবার উদ্দেশ্যে নাম ও আখ্যাত, এই পদদ্বয়ের অর্থ নিরূপিত হইতেছে। উপসর্গ-ও-নিপাত-পদের অর্থাভিধানশক্তি নাই, ইহারা দ্যোতক।

সাদৃশ্যাদি যে ছয়টী নঞর্থ পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারা নঞের দ্যোত্যার্থ, বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রে পর্য্যুদাস ও প্রসজ্যপ্রতিষেধ-ভেদে নঞর্থকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে *

পর্য্যুদাস কাহাকে বলে ?—যেখানে বিধির প্রাধান্য ও প্রতিষেধের অপ্রধানতা, উত্তরপদের সহিত নঞের যেখানে সংযোগ, সেখানে তাদৃশ নঞ্ পর্য্যুদাসবৃত্তি †।

প্রসজ্যপ্রতিষেধের লক্ষণ—যে স্থলে প্রতিষেধের প্রাধান্য এবং বিধির অপ্রাধান্য, ক্রিয়ার সহিত যে স্থলে নঞের সম্বন্ধ, সে স্থলে তাদৃশ নঞ্ প্রসজ্যপ্রতিষেধবৃত্তি। বাসুদেবভট্ট-বিরচিত সারস্বতব্যাকরণের 'প্রসাদ'-নামক টীকাতে পর্য্যুদাসকে সদৃগ্‌গ্রাহী এবং প্রসজ্যকে নিষেধার্থক বলা হইয়াছে ‡।

---

* "প্রসজ্যপ্রতিষেধোঽয়ং পর্য্যুদাসোঽয়মত্র তু।"— বাক্যপদীয়।

"স চ দ্বিবিধঃ, পর্য্যুদাসবৃত্তিঃ, প্রসজ্যবৃত্তিশ্চ।"—

সুপদ্মব্যাকরণের টীকা।

† "প্রধানত্বং বিধের্যত্র প্রতিষেধেঽপ্রধানতা।
পর্য্যুদাসঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তরপদেন নঞ্।"—
"অপ্রাধান্যং বিধের্যত্র প্রতিষেধে প্রধানতা।
প্রসজ্যপ্রতিষেধোঽসৌ ক্রিয়য়া সহ যত্র নঞ্॥"—

‡ "নকারৌ দ্বিবিধৌ জ্ঞেয়ৌ পর্য্যুদাসপ্রসজ্যকৌ।
পর্য্যুদাসঃ সদৃগ্‌গ্রাহী নিষেধার্থঃ প্রসজ্যকঃ॥"—ইতি দ্বিবিধো নঞ্।"

"তত্র 'প্রসজ্যপ্রতিষেধোঽয়মি'তি। যত্র ক্রিয়াপদেন নঞঃ সম্বন্ধো বাক্যভেদশ্চ। 'পর্য্যুদাসোঽয়মত্র ত্বি'তি। পর্য্যুদাসঃ খলু প্রসজ্যপ্রতিষেধবিপরীতলক্ষণ স্যাদ্যন্তেনৈব নঞঃ সম্বন্ধঃ একবাক্যতা চ।"— বাক্যপদীয়টীকা।

নঞের তাহা হইলে কি অর্থ হইল?—পূজ্যপাদ ভট্টোজীদীক্ষিত স্বপ্রণীত মনোরমা-নামক গ্রন্থে বুঝাইয়াছেন, নঞ্দ্বারা আরোপিতত্ব-অধ্যাসিতত্ব (এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ধর্ম্ম স্থাপনের নাম 'আরোপ') দ্যোতিত হয়*। ব্রাহ্মণগুণবিশিষ্ট কোন ক্ষত্রিয়কে দেখিয়া, অজ্ঞতানিবন্ধন আমি তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই, স্থির করিয়াছি, এমন সময়ে কোন অভিজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি, উনি কোন্ জাতি? আমি যথাজ্ঞান উত্তর করিলাম, উনি 'ব্রাহ্মণ'। প্রবীণ ব্যক্তিটী তাহা শ্রবণ করিয়া, বলিলেন, উনি, 'অব্রাহ্মণ'। নঞ্দ্বারা এখানে ক্ষত্রিয়ে ব্রাহ্মণত্বের আরোপিতত্ব দ্যোতিত হইল। পাঠক! পর্য্যুদাসবৃত্তি নঞের কথা স্মরণ করিবেন, নঞ্টী এখানে পর্য্যুদাসবৃত্তি। উনি, ব্রাহ্মণ নহেন **"ब्राह्मणोऽयं न भवति"** স্থলে প্রতিষেধবৃত্তি নঞের প্রয়োগ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে†। নঞের সাদৃশ্যাদি যে ষড়্বিধ অর্থের, ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গতি কিরূপে হইবে, জিজ্ঞাসুর এবম্প্রকার জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ভট্টোজী-দীক্ষিত বলিয়াছেন, নঞের সাদৃশ্যাদি ষড়্বিধ অর্থকে আর্থিকার্থ (Secondary) বলিয়া বুঝিতে হইবে। আরোপিতত্ববোধোত্তর-প্রকরণাদিতাৎপর্য্যগ্রাহক মনে সাদৃশ্যাদি অর্থের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, এইনিমিত্ত ইহাদিগকে আর্থিকার্থ বলা হইয়াছে। যাহা অর্থহইতে জাত বা আগত, তাহাকে 'আর্থিক' বলে। 'অর্থ'-শব্দের উত্তর 'ঠক্'-প্রত্যয় করিয়া, 'আর্থিক' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। আরোপিতত্ব-জ্ঞান দ্যোতিত হইবার পর, সাদৃশ্যাদি অর্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে‡। ভট্টোজীদীক্ষিতের প্রাগুক্ত-বচনসকল হইতে আমরা অবগত হইলাম, নঞ্দ্বারা আরোপিতত্ব দ্যোতিত হয় এবং সাদৃশ্যাদি প্রসিদ্ধ ষড়্বিধ নঞর্থ আর্থিকার্থ; কিন্তু, 'ঘট নাই', 'বৃক্ষ নাই'-ইত্যাদি স্থলে নঞ্দ্বারা আরোপিতত্ব দ্যোতিত হইতেছে, এইরূপ ধারণা সাধা-রণতঃ হইতে পারে না, ইত্যাদিস্থলে আরোপবোধ সর্ব্বজনের অনুভব-বিরুদ্ধ

* "उत्तरपदार्थप्रधानोऽयं समासः। तथाहि। आरोपितत्वं नञा द्योत्यते। आरोपमात्रं वा।"— মনোরমা।

† "आद्ये ब्राह्मणादन्यो ब्राह्मणत्वेनाध्यासितो राजन्यादिरब्राह्मणो ब्राह्मणसदृश-इति प्रतीयते, उत्तरे तु, मिथ্যানিবৃত্তিরিব, ब्राह्मणोऽयं न भवतीत्यत्र ब्राह्मणत्वेनाध्यासिते न भवतीत्यर्थः।"— সুপদ্মব্যাকরণটীকা।

"तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता।
अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्थाः षट् प्रकीर्त्तिताः॥"—

इति पठित्वा अब्राह्मणः, अपापम्, अनश्वः, अनुदरा कन्या, अपशवो वा अन्ये गो-अश्वेभ्यः, अधर्म्म, इत्युदाहरन्ति। तत्तु यथायथमार्थिकार्थमभिप्रेत्य कथं चिन्नेयम्।"— মনোরমা।

‡ "आर्थिकार्थमिति। आरोपितत्वबोधोत्तरं प्रकरणादितात्पर्य्यग्राहकवशान्मानसस्तदर्थबोध इति भावः।"— হরিদীক্ষিতবিরচিত শব্দরত্ন।

কৌণ্ডভট্ট সেইজন্য নিম্নোদ্ধৃত কারিকাটীদ্বারা সাধারণতঃ পরিচিত বা সুখবোধ্য নঞর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"অভাবো বা তদর্থোঽস্তু ভাষ্যস্য হি তদাশয়াৎ।

বিশেষণবিশেষ্যো বা ন্যায়তস্ত্ববধার্য্যতাম্॥"— বৈয়াকরণভূষণসার।

'নঞ' পা ২।২।৬। এতৎ সূত্রের ভাষ্য করিবার সময় ভগবান্ পতঞ্জলিদেব নঞকে নিবৃত্তপদার্থক অর্থাৎ, অভাবার্থক বলিয়া, নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারিকাটীও তা'ই বলিতেছে, পতঞ্জলিদেব নঞকে যখন নিবৃত্তপদার্থক বলিয়াছেন, তখন অভাবই নঞের অর্থ হইল।

"অভাবো বা তদর্থোঽস্তু ভাষ্যস্য হি তদাশয়াৎ।"—

কারিকাটীর এই অংশের কতকটা অর্থ বোধ হইল। এখন—

"বিশেষণ বিশেষ্যো বা ন্যায়তস্ত্ববধার্য্যতাম্।"—

এই অবশিষ্ট অংশের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে।

বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ বা মনোভাব-বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পাণিনীয়-শিক্ষা-গ্রন্থপাঠে বিদিত হওয়া যায়, আত্মা বুদ্ধিদ্বারা গৃহীত অর্থসমূহকে প্রকাশিত করিবার জন্য মনকে নিযুক্ত করেন, মন কায়াগ্নিকে তৎকর্ম্ম ভার অর্পণ করে, কায়াগ্নি মরুৎকে নোদিত করে, কায়াগ্নিনোদিত মরুৎহইতে বৈখরীশব্দভাবাপন্ন মনোভাব প্রকটিত হয় *।

আমরা যাহা উপলব্ধি করি, বুঝিয়াছি, তাহা ক্রিয়া ও গুণ, সুতরাং, বলিতে পারি, শব্দদ্বারা, ক্রিয়া-ও-গুণসম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে। জ্ঞাননিধি ভগবান্ পতঞ্জলিদেব এই নিমিত্ত বলিয়াছেন,—

"ত্রয়ী চ শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ। জাতিশব্দা গুণশব্দাঃ ক্রিয়াশব্দা ইতি॥"—

মহাভাষ্য।

অর্থাৎ, জাতিবাচক, ক্রিয়াবাচক ও গুণবাচক, শব্দসংঘ এই ত্রিবিধ ভিন্ন-ভিন্ন মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিমান্ †।

---

* "আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্ মনোযুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্॥
সোদীর্ণো মূর্ধ্ন্যভিহতো বক্ত্রমাপদ্য মারুতঃ।
বর্ণাঞ্জনয়তে তেষাং বিভাগঃ পঞ্চধা স্মৃতঃ॥"— শিক্ষা।

"মনসা বা অগ্রে সংকল্পয়তি ... "

"মনস্তত্পূর্ব্বং বাচো যুজ্যতে মনো হি পূর্ব্বং বাচো যদ্ধি মনসাভিগচ্ছতি তদ্বাচা বদতি।"—
তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ।

অর্থাৎ, আত্মা, মন-বা-বুদ্ধিদ্বারা যাহা বিষয়ীকৃত করেন, বাক্-বা শব্দদ্বারা তাহাই উক্ত হইয়া থাকে। কোন প্রেক্ষাবানই মনের অবিষয়ীকৃত বস্তু বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন।

† বিদেশীয় পণ্ডিতগণ 'Predications'কে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—

নির্ব্বিকল্পক-ও-সবিকল্পক-ভেদে (পূর্ব্বে এ কথা বলা হইয়াছে) জ্ঞান দ্বিবিধ। বিশেষ্যবিশেষণসম্বন্ধরহিত জ্ঞানকে নির্ব্বিকল্পক এবং বিশেষ্যবিশেষণভাবাবগাহি-জ্ঞানকে সবিকল্পক জ্ঞান বলে। বিশিষ্টজ্ঞান, সম্বন্ধাত্মক (Relative), একাধিক পদার্থব্যতীত সম্বন্ধ হইতে পারে না, অতএব, সম্বন্ধ, উভয়নিষ্ঠ (Of dual character)। বিশিষ্টজ্ঞানে একটী বিশেষ্য বা উদ্দেশ্য, অন্যটী বিশেষণ বা প্রকার। 'সুন্দর মনুষ্য', 'শীতল জল', 'মনোজ্ঞ বচন'-ইত্যাদি বাক্যে মনুষ্য, জল ও বচন ইহারা বিশেষ্য বা উদ্দেশ্য এবং সুন্দরত্ব, শীতলত্ব ও মনোজ্ঞত্ব, ইহারা বিশেষণ। বিশেষণ আবার সিদ্ধ-ও-সাধ্য-ভেদে দ্বিবিধ। সাধ্যবিশেষণের অপর নাম, 'বিধেয়'।

সম্বন্ধ যদিও উভয়নিষ্ঠ, তথাপি উভয়সম্বন্ধির ধর্ম্ম সমান নহে। সম্বন্ধিপদার্থ-দ্বয়ের মধ্যে একটী কোন-না-কোন সম্বন্ধে অন্যটীতে অবস্থান করে। 'পাত্রে জল আছে', 'গৃহে ঘট আছে', এবম্প্রকার ব্যবহার যে যুক্তিসঙ্গত, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই, কিন্তু, 'জলে পাত্র আছে', 'ঘটে গৃহ আছে', এইরূপ প্রয়োগ নিশ্চয়ই সর্ব্বজনের অনুভববিরুদ্ধ। সম্বন্ধের একটী অনুযোগী, অপরটী প্রতিযোগী। যে সম্বন্ধের যাহা প্রতিযোগী, তৎসম্বন্ধে তাহা অবস্থান করে, এবং যাহা যৎসম্বন্ধের অনুযোগী প্রতিযোগী তৎসম্বন্ধে তাহাতে অবস্থান করে। পাত্র ও জলের সংযোগে জল, প্রতিযোগী ও পাত্র, অনুযোগী।

যাহা যাহাতে বিদ্যমান থাকে—যাহা যাহাকে ধরিয়া রাখে, তাহাকে তাহার আধেয়, আশ্রিত বা তদ্বৃত্তি এবং যাহাতে যাহা ধৃত হয়, তাহাকে তাহার আধার, অধিকরণ বা আশ্রয়, বলা হইয়া থাকে।

সম্বন্ধ কাহাকে বলে ও ইহার প্রকারভেদ— 'সম্'-উপসর্গপূর্ব্বক 'বন্ধ'-ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'অচ্'-প্রত্যয় করিয়া, 'সম্বন্ধ'-পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বন্ধ' ধাতুর অর্থ, বন্ধন করা (বাঁধা), সম্বন্ধশব্দটীর তাহা হইলে ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইল, বাঁধার ভাব, সংসর্গ, সন্নিকর্ষ। বিভিন্ন বস্তুদ্বয়ের বিশেষণবিশেষ্যভাবপ্রয়োজক সংযোগের নাম 'সম্বন্ধ'। সাক্ষাৎ-ও-পরম্পরা-ভেদে সম্বন্ধ প্রধানতঃ দ্বিবিধ। সাক্ষাৎসম্বন্ধ,

---

"For the more complete elucidation of this important part of the business of Naming it is necessary to remark, that Logicians have classed Predications, under five heads; 1st, when the *Genus* is predicated, of any subject; 2dly, when the *Species* is predicated; 3dly, when the *Specific Difference* is predicated; 4thly, when a *Property* is predicated; 5thly, when an *Accident* is predicated. These five classes of names, the things capable of being predicated are named Predicables. The five Predicables, in Latin, the language in which they are commonly expressed, are named *Genus, Species, Differentia, Proprium, Accidens.*"—

James Mill's Analysis of Human Mind.
Vol. I. P. 162—163—164—165.

সমবায়, সংযোগ, স্বরূপ ইত্যাদি বহুবিধ। অবয়বের সহিত অবয়বির, জাতির সহিত ব্যক্তির, দ্রব্যের সহিত গুণের, যে সম্বন্ধ, তাহাকে সমবায়সম্বন্ধ বলে। সমবায়সম্বন্ধকে অযুতসিদ্ধসম্বন্ধ এই নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। সমবায় নিত্যসম্বন্ধ (অবশ্যন্যায়বৈশেষিকমতে)। ঘটের সহিত রজ্জুর, দণ্ডের সহিত পুরুষের, যে সম্বন্ধ—যে সম্বন্ধের অপায় মানবের প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে, যুতসিদ্ধসম্বন্ধ, যাহার অপর নাম, তাহাকে সংযোগসম্বন্ধ বলে। 'ভূতলে ঘট নাই', 'বায়ুতে রূপ নাই',-ইত্যাদি স্থলে ভূতলের সহিত ঘটাভাবের, বায়ুর সহিত রূপাভাবের, যে সম্বন্ধ, তাহার নাম স্বরূপসম্বন্ধ। বিশেষণতা, স্বরূপসম্বন্ধের অন্যনাম। আমরা বুঝিয়াছি, সম্বন্ধের একটী প্রতিযোগী, অন্যটী অনুযোগী, স্বরূপসম্বন্ধও যখন সম্বন্ধ, তখন ইহারও অনুযোগি-প্রতিযোগি-ভাব আছে, সন্দেহ নাই। যৎসম্বন্ধিতাবশতঃ যদভাবের উপলব্ধি হয়, তাহা তদভাবের প্রতিযোগী এবং যাহাতে অভাব বিদ্যমান, তাহাকে তদভাবের অনুযোগী বলা যায়। যে স্থানে ঘটাভাব আছে, নিশ্চয়ই সে স্থানে ঘট নাই, অতএব, ঘটাভাব ঘটের বিরোধী—ঘটের প্রতিপক্ষ। ঘটাভাবের ঘট প্রতিযোগী। ঘটপটাদি জড়পদার্থ, জ্ঞানাভাবের অনুযোগী, কারণ ঘটপটাদি জড়পদার্থে জ্ঞান বিদ্যমান থাকে না *।

"विशेषणमिति प्रतियोगिनीति शेषः।"—

বৈয়াকরণভূষণসার।

অর্থাৎ, নঞ্, প্রতিযোগির বিশেষণ।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পদ্মপাদাচার্য্য নঞের অভাবার্থকত্ব বা নিবৃত্তপদার্থকত্বই অঙ্গীকার করিয়াছেন †।

* "ततश्च यदपेक्षं यस्याभावपदप्रयोगविषयत्वं तत्तस्याभाव-इत्युपेयते, तद्बुद्धिजनिताभाव-पदप्रयोगविषयत्वमेव घटभूतलयोः प्रतियोग्यनुयोगिरूपः सम्बन्धः।"— তত্ত্বচিন্তামণি প্রত্যক্ষখণ্ড।

† "ब्राह्मणो न हन्तव्य इति प्रतिषेधवाक्यसमन्वये न क्रिया क्रियार्थो वाऽवगम्यते किन्तु क्रियानिवृत्तिरेव नियमेन प्रतीयते। * * * नञर्थो हि नाम न क्रिया नापि साधनम् अपितु येन संयुज्यते तस्याभावो न तत्सिद्धिहेतुः।"— পঞ্চপাদিকা।

"न चाभावो नाम भावान्तरव्यतिरेकेण कश्चिदस्ति येन तत्पर्य्यवसितं वाक्यं स्यात्। * * * न च भावान्तरमेवाभावस्तस्य सप्रतियोगिकत्वात्। अभाव एव च नञो मुख्योऽर्थः।"—

শ্রীপ্রকাশাত্মযতিবিরচিত পঞ্চপাদিকাবিবরণ।

প্রাভাকরমতে অভাবও ভাবপদার্থ, বিবরণকার এতন্মতের বিরুদ্ধে বলিলেন, অভাব ভাবান্তর নহে, সপ্রতিযোগিকঅভাবের অনুভব হইয়া থাকে। অভাবই নঞের মুখ্য অর্থ। পূজ্যপাদ গঙ্গেশোপাধ্যায়ও এই কথাই বলিয়াছেন, যথা,—

"सिद्धान्तस्तु सप्रतियोगिकोऽभावोऽनुभूयते घटो न पटो इत्यनुभवात्, न तु तन्मात्रम्। अतोऽभावविशिष्टवैद्यत्वं प्रतियोगिनः, प्रतियोगिज्ञानाधीनज्ञानत्वञ्चाभावस्यानुभवसाक्षिकं गोसादृश्यवत्।

এখন অভাবের স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইবে—ভাব কাহাকে বলে, জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইয়াছি, সামান্য-বিশেষ-সত্তার নাম ভাব। নিষেধার্থক 'নঞ্', এই নিপাতের সহিত 'ভাব' শব্দের সমাস হইয়া, অভাব-পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ন+ভাব=অভাব 'অর্থাৎ' নিবৃত্ত বা নিষিদ্ধ ভাব=অভাব।

যাহা সৎ—বস্তুতঃ বিদ্যমান, তাহার নিষেধ হইতে পারে না, 'হাঁ'কে' 'না' করিবার জন্য, সাধুব্যবহারে নঞের ব্যবহার হইবে কেন? এবং যাহা নাই, যাহা স্বরূপতঃ অসৎ, তৎপ্রতিপাদনার্থই বা নঞ্ ব্যবহারের প্রয়োজন কি? সিদ্ধের সাধনের নিমিত্ত চেষ্টা করা যে অনর্থক, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, সুতরাং, নঞের প্রয়োগস্থল নাই। নঞর্থ এই ন্যায়ে প্রলয়প্রাপ্ত হইতেছে *।

তাহা হয় না, নঞের প্রয়োজন আছে। জ্ঞাত বা বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ বিজ্ঞাপনের নিমিত্তই যে বাগ্ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা আমাদের বিদিত বিষয়, মনোগত ভাব প্রকটিত করিবার জন্যই আমরা শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকি। সংসার বা জগৎ কর্ম্মভূমি—অকৃতকৃত্য বা অপূর্ণদিগের আবাসস্থান। কর্ম্মমাত্রেই, পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, ত্যাগগ্রহণাত্মক। হিতকর বা ঈপ্সিত বস্তুর গ্রহণ এবং অহিতকর বা অনীপ্সিত বস্তুর ত্যাগই কর্ম্মলীলা। সংসার বা জগৎ যখন কর্ম্মভূমি—অকৃতকৃত্য বা অপূর্ণদিগের আবাসস্থান, তখন যাঁহারা সংসারে, তাঁহারা যে পূর্ণ নহেন, তাহা আর বলিতে হইবে না। যিনি অপূর্ণ, কোন্ বস্তু হিতকর, কোন্ বস্তু অহিতকর, কি পথ্য, কি অপথ্য, সম্যগ্রূপে তাহা নির্ব্বাচন করিবার নিশ্চয়ই তিনি অযোগ্য। যিনি কৃৎস্নবস্তুতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন—যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যিনি পূর্ণ, পূর্ণরূপে সদসদ্বিচার করিবার যোগ্যতা কেবল তাঁহারই আছে। সংসারে সংসারপিতা—বিশ্বের রাজা, এইজন্যই প্রজাবর্গের মধ্যে, শক্তির তারতম্যানুসারে, গুরু-শিষ্য-বা-উপদেষ্টৃ-উপদেশ্য সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছেন—স্বল্পবুদ্ধি বা হীনশক্তিকে নিয়ম্য এবং তদপেক্ষায় জ্ঞানবান্ বা শক্তিমান্কে তাহার নিয়ামক করিয়াছেন। রাজা, রাজপ্রতিনিধি বা অন্যান্য কর্ম্মচারিদিগের স্কন্ধে সামার্থ্যানুরূপ রাজ্যশাসনের ভার প্রদান করেন বটে, কিন্তু, কোন রাজপ্রতিনিধিই স্বাধীন ভাবে শাসনকার্য্য সম্পাদন করিবার শক্তি পান্ না, রাজনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারেই সকলকে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইয়া থাকে। বিশ্বসম্রাট্ সেইরূপ শক্তির তারতম্যানুসারে প্রজাবর্গের মধ্যে নিয়ম্যনিয়ামকসম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন সত্য,

न च केवलमधिकरणं तज्ज्ञानं वा अभावः, प्रतियोगिज्ञानं विनापि तद्वित्तेः तद्वित्तौ प्रतियोगिनो-ऽविषयत्वाच्च। सप्रतियोगिकत्वाभावे च कस्य प्रतियोगी घटः।"— প্রত্যক্ষখণ্ডে অভাববাদ।

যথাস্থানে এ সকল কথা বিস্তারিত হইবে।

* "सतां च न निषेधोऽस्ति सोऽसत्सु च न विद्यते।
जगत्यनेन न्यायेन नञर्थः प्रलयं गतः॥"—इति

কিন্তু, কোন নিয়ামককে স্বাধীন ভাবে কোন কার্য্য সম্পাদন করিবার শক্তি প্রদান করেন নাই। বিধিনিষেধাত্মক শব্দময় 'বেদ', বিশ্বসম্রাটের বিশ্বশাসনের নিয়মগ্রন্থ—আইন বই (Code) *। বেদে যাহা হিতকর বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে, নিয়ামকপদে প্রতিষ্ঠিত বা গুরুস্থানীয় পুরুষবৃন্দ নিয়ম্যদিগকে তাহা গ্রহণ এবং বেদে যাহা ত্যাজ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন, নিয়ামকগণের এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই †। পূর্ব্বে সূচিত হইয়াছে, সাধুশব্দমাত্রেই বেদ, অতএব, বেদ, বিধিনিষেধাত্মক-অনপভ্রষ্টশব্দসঙ্ঘ।

স্বভাবসিদ্ধস্বচ্ছতাবশতঃ কাচাদি পদার্থের প্রতিবিম্বগ্রহণসামর্থ্যসত্ত্বেও, মলদিগ্ধতা নিবন্ধন ইহারা যেমন কোন বস্তুর রূপ যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না, অসংস্কৃত বা মলীমস-হৃদয়ও সেইপ্রকার কোন পদার্থের প্রকৃতরূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, মলিনচিত্তমুকুর, পদার্থের অবিকলছবি গ্রহণ করিবার অযোগ্য। অপূর্ণ মানব বা সাংসারিকের জ্ঞান এইনিমিত্ত সর্ব্বথা সত্য নহে; সত্যানৃত-জ্ঞান লইয়াই সাংসারিক বাস করে। জ্ঞান বিকল বা অপূর্ণ হইলে, তদভিব্যঞ্জক শব্দসকলও যে বিকল-বা-অসম্পূর্ণ-রূপেই উচ্চারিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অযথাভাবে উচ্চারিত বিকলশব্দসমূহ শাস্ত্রে এইজন্য অপশব্দ-বা-অসাধুশব্দ-নামে লক্ষিত হইয়াছে। প্রমা ও ভ্রম, জ্ঞানের এই দ্বিবিধ রূপ, অপ্রমা বা মিথ্যাজ্ঞানের নিবারণার্থ বেদে নঞের ব্যবহার হইয়াছে, বেদ, এইনিমিত্তই বিধিনিষেধাত্মক। কি সৎ, কি অসৎ, পূর্ব্বেইত বুঝিয়াছি, অপূর্ণ মানব সম্যগ্‌রূপে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার যোগ্য নহে, অতএব, নঞর্থ অনর্থক নয় ‡।

জগতের জ্ঞান ভাবাভাবময় বা সদসদাত্মক—ঋগ্বেদের চরণপ্রসাদে আমরা অবগত হইয়াছি, যতপ্রকার ভাববিকার আছে, তদভিব্যঞ্জক ততপ্রকার শব্দ ও আছে, প্রত্যেক অভিধেয়েরই অভিধান বিদ্যমান। অভিধান বা কোষশাস্ত্র অন্বেষণ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক অভিধানেরই বিপরীত অভিধান—বিরুদ্ধার্থক শব্দ আছে। সৎ-অসৎ, ভাব-অভাব, শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম,

* "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ।"— পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন। ১।১।২।

"চোদনা হি ভূতং, ভবন্তং, ভবিষ্যন্তং, সূক্ষ্মং, ব্যবহিতং, বিপ্রকৃষ্টমিত্যেবং জাতীয়কমর্থং, শক্নোত্যবগময়িতুম্।"— শবরস্বামিকৃত ভাষ্য।

† আ'জ-কা'ল-বিশ্বরাজের আইনবই অনুসারে চলিতে অনেকেই অনিচ্ছুক, বর্ত্তমান সময়ে গুরুর সংখ্যা তা'ই এত অধিক। এখন প্রজাতন্ত্র রাজ্য, সুতরাং, কেহ পরাধীন হইবেন কেন?

‡ "অথ যজ্জ্ঞানমুৎপন্নম্ তন্মিথ্যেতি নঞাক্তম্॥"— বাক্যপদীয়।

"সর্ব্বো হি জ্ঞানমর্থং জ্ঞাপয়িতুম্ শব্দান্ প্রযুনক্তি। তত্র জ্ঞানমুভয়ং, প্রমা ভ্রমশ্চ। তত্র পূর্ব্বস্মিন্নসৌ ব্যাপারঃ পরস্মিন্নস্তি। তত্রায়ং ব্রাহ্মণ-ইতিপ্রতীতির্মিথ্যেতি নঞাখ্যায়তে।"—

সুপদ্মব্যাকরণটীকা।

জয়-পরাজয়, গতি-স্থিতি, জীবন-মরণ, আবির্ভাব-তিরোভাব, দিবস-যামিনী, অগ্নি-সোম, ইত্যাদি। শব্দসকল যখন ভাবের প্রকাশক, তখন প্রত্যেক অভিধানেরই বিপরীত অভিধান থাকাই উচিত, কারণ, ভাববিকারমাত্রেই সপ্রতিযোগিক। জগৎ, ভাবাভাব বা হাঁ ও নার (Positive and Negative) মিলিত মূর্ত্তি, ভাবও অভাব, বিশ্বরাজ্য এই দুই জন রাজার শাসনাধীন, উভয়েরই ইহাতে সমানাধিকার *।

এরূপ কেন হইল ?—জগৎ যে ভাব ও অভাব, এই দুই রাজার শাসনাধীন, জাগতিক বা উৎপত্তিবিনাশশীল-জ্ঞান (Consciousness) যে ভাবাভাবময়—সদসদাত্মক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ বিষয়; কিন্তু, প্রশ্ন হইতেছে, এরূপ কেন হইল ? বিশ্বরাজ্য, পরস্পর-বিরোধী ভাব ও অভাব, এই উভয়ের শাসনাধীন হইল কিজন্য ?

প্রশ্নটী অত্যন্ত গুরুতর, স্বল্প কথায় ইহার মীমাংসা হইতে পারে না। তবে আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়টী বুঝিবার নিমিত্ত, এ সম্বন্ধে এ স্থলে যতটুকু চিন্তা করা আবশ্যক, মনে হইতেছে, যথাশক্তি তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বিশ্বব্যাকরণোপদেষ্টা, আচার্য্যপ্রবর, করুণার্দ্রহৃদয়, জ্ঞানময়, পূজ্যপাদ ভগবান্ পাণিনিদেব, স্ত্রীপ্রত্যয়প্রকরণের উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রথমতঃ **"স্ত্রিয়াম্"**, এই সূত্রটীর উল্লেখ করিয়াছেন। এটী অধিকারসূত্র, অতঃপর যাহা কিছু উক্ত হইবে, তাহা স্ত্রীপ্রত্যয়সম্বন্ধীয়, উপদেশসূত্রটীদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে। স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ, এই তিনটী লিঙ্গের কথা সুকুমারমতি বালকহইতে প্রবৃদ্ধজ্ঞান বৃদ্ধপর্য্যন্ত, সকলেই অবগত আছেন, সন্দেহ নাই। কারণানুসন্ধিৎসু বা তত্ত্বজিজ্ঞাসুর চিন্তাশীলহৃদয়, সকল কার্য্যের কারণানুসন্ধান না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, যতক্ষণ না তাহার কারণানুসন্ধিৎসা চরিতার্থ

* জেবনস্, বেন প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিতগণও ঠিক এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

"Between affirmation and negation there is accordingly a perfect equilibrium. Every affirmative proposition implies a negative one, and *vice versa.* * * * It is plain that any positive term and its corresponding negative divide between them the whole universe of thought: whatever does not fall into one must fall into the other, by the third fundamental Law of Thought, the Law of Duality."—

The Principles of Science. P. 44-45.

"It is beyond my present limits to show how the Principle of Relativity apepars in all the Fine Arts under the name of Contrast, how it necessitates that in science and in every kind of knowledge there should be a real negative to every real notion or real proposition; straight—curved; motion—rest; mind—extended matter or extended space; how, in short, knowledge is never single but always double or two-sided, though the two sides are not always both stated."— *Bain's Mind and Body P. 46-47.*

হয়, ততক্ষণ সে অবিরাম, কি জানি, কাহার প্রেরণায়, 'কেন' 'কেন' অর্থাৎ, 'ইহার কারণ কি'ইহার কারণ কি-ইত্যাকার ধ্বনি করিতে থাকে। যাঁহারা ঋষি, সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা, বেদচরণপ্রসাদে 'কিম্‌কে' প্রাপ্ত হইয়া-'কিম্' 'কিম্'-ইত্যাকার রব যাঁহাদের নীরব হইয়াছে, অন্যের বিবিদিষানল—অপরের 'কিম্'-কি'ম্'-ধ্বনি কেবল তাঁহারাই প্রশমিত করিতে সক্ষম। লিঙ্গের সংখ্যা তিনের অধিক বা ন্যূন না হইল কেন, স্ত্রীলিঙ্গাদি লিঙ্গত্রয়ের ইতরব্যাবর্ত্তক বা ইত্থম্ভূত লক্ষণ কি,-ইত্যাদি অবশ্য-জ্ঞাতব্যবিষয়গুলির সন্তোষজনক উত্তর, অনন্তজ্ঞান অনন্তাবতার ফণিপতি ভগবান্ পতঞ্জলিদেবভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নিকটহইতে পাওয়া যায় না। অন্য দেশে এ সকল প্রশ্ন এ পর্য্যন্ত উত্থিতই হয় নাই। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব **"স্ত্রিয়াং"**, এই পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্যকরণকালে স্ত্রী, পুমস্ ও নপুংসক, লোকপ্রসিদ্ধ এই শব্দ-ত্রয়ের স্বরূপ কি, বলিবার জন্য যে সকল সারগর্ভ প্রশ্নের উত্থাপন ও সমাধান করিয়া-ছেন, তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকদিগের সমীপে বিনয়পূর্ণপ্রার্থনা, সদ্‌গুরুর সাহায্যে সেই সকল বিষয় একবার পাঠ করিয়া দেখেন। আমাদের ক্ষুদ্রহৃদয়ের বিশ্বাস, তাহা করিলে, তাঁহাদের তত্ত্বজিজ্ঞাসা অনেকটা চরিতার্থ হইবে। ঋষি ও বিদেশীয় পণ্ডিত-দিগের মধ্যে কত প্রভেদ, তাহা হইলেইহা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে, বিদেশীয় বৈজ্ঞা-নিক পণ্ডিত এম্-ডুফেঁ (M. Dufay) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ভিট্রিয়স্ (Vitreous) ও রেজিনস্ (Resinous) বা ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিনের পজিটিভ (Positive) ও নেগেটিভ্ (Negative) ধন ও ঋণ, এই দ্বিবিধ তাড়িততত্ত্ব, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ নিউটনের (Newton's) গতিসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী (Laws of motion) যে জ্ঞাননিধি ভগবান্ পতঞ্জলি-দেবকৃত **"স্ত্রিয়াং"**, এই সূত্রের ভাষ্যার্ণবে, অর্ণবে ভাসমান বুদ্বুদের ন্যায় ভাসি-তেছে, তাহা লক্ষ্য হইবে *।

---

* "তড় আঘাতে", এই আঘাতার্থক 'তড়'-ধাতুর উত্তর 'ইতি'-প্রত্যয় করিয়া 'তড়িৎ'-পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "তাড়ের্ঘিলুক্ চ।"— উণা। ১।১০০।

"তাড়য়তীতি তড়িৎ।"—

কাচ, লাক্ষা, রজন-প্রভৃতি বস্তুসকল তাড়িত—ঘর্ষিত বা উত্তাপিত হইলে, লঘু বস্তুজাতকে আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণ করিবার শক্তি প্রাপ্ত হয়—বস্তুনিষ্ঠ আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণ করিবার প্রচ্ছন্নশক্তি তাড়নাদিক্রিয়াদ্বারা আবির্ভূত হয়। বস্তুর এতাদৃশ ধর্ম্ম বা শক্তিকে 'তাড়িত' বলে।

"Thus glass, and many other bodies, acquire by friction a property which they did not possess before—the property of alternately attracting and repelling light bodies. Now this is the property which is distinguished by the name of electricity."—

An outline of the sciences of Heat and Electricity.
T. Thomson. P. 320.

যে বস্তুহইতে তাড়নাদি ক্রিয়াদ্বারা তড়িৎ উৎপন্ন হয়, তাহাকে তাড়িতাত্মক এবং যাহা তদ্বিপরীত তাহাকে তাড়িতেতর (Electrics and Non-electrics) বস্তু বলে। তাড়িতাত্মক দ্রব্যসমূহ

স্ত্রী ও পুমস্, এই শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ—পূজ্যপাদ ভগবান্ পাণিনিদেব, পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, স্ত্রীপ্রত্যয়প্রকরণের উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে **"স্ত্রিয়াম্"**, এই অধিকারসূত্রটীর উল্লেখ করিয়াছেন, অতঃপর যাহা কিছু উক্ত হইবে, তাহা স্ত্রীপ্রত্যয়সম্বন্ধীয় উপদেশ, বুঝিয়াছি, **"স্ত্রিয়াম্"**, এই পাণিনীয় সূত্রটী দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে, কিন্তু, জিজ্ঞাস্য হইতেছে, স্ত্রী ও পুমান্ এই শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ কি ? যে সকল লক্ষণদ্বারা সাধারণতঃ স্ত্রীত্ব-পুংস্ত্ব নির্ব্বাচন করা হয়, অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাদৃশ লক্ষণসকলের উপপত্তি হয় না।

খট্বা-শব্দটী যে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ, তাহা সম্ভবতঃ অনেকেরই বিদিত বিষয়, কিন্তু, প্রশ্ন হইতেছে, পরিজ্ঞাত স্ত্রীত্বলক্ষণ খট্বাতে উপলব্ধি হয় কৈ ? এইরূপ বৃক্ষেই বা পরিচিত পুংস্ত্বলিঙ্গ কোথা ? পূজ্যপাদ পতঞ্জলিদেব এতদুত্তরে বলিয়াছেন, সাধারণতঃ পরিজ্ঞাত স্ত্রীত্বপুংস্ত্ব লক্ষণদ্বারা সর্ব্বত্র লিঙ্গবিনির্ণয় হয় না, সাধারণতঃ পরিচিত

তাড়িতপ্রবাহরোধক (Non-conductors) এবং তাড়িতেতর দ্রব্যজাত তাড়িতের পরিচালক (Conductors)।

"He found that certain bodies can be excited by friction, and others not. This led him (Mr. Stephen Gray) to divide bodies into two sets, viz., *electrics and non-electrics.* * * * * Finally, he discovered that electricity passes with ease through any length of nonelectrical bodies, but not through electrics. This induced him to call the former *conductors*, and the latter *non-conductors* of electricity."— *Ibid. P. 292.*

যে বস্তুতে স্বাভাবিক তাড়িতাংশ-অপেক্ষা অধিকতর তড়িৎ প্রবেশ করে, তাহাকে ধনতাড়িত-বিশিষ্ট এবং যাহাতে স্বাভাবিক অংশ অপেক্ষা তড়িৎ ন্যূনতর তাহাকে ঋণতাড়িতযুক্ত বলা হয়।

"When a body contains its natural quantity of electricity, it exhibits no electrical phenomena whatever. When electricity accumulates in it, the phenomena of the *vitreous* electricity of Du Fay are exhibited. When electricity is deficient, we perceive in it the phenomena of the resinous electricity of Du Fay: hence Dr. Franklin substituted for *vitreous* and *resinous*, the terms *positive* and *negative*, or *plus* and *minus* electricity."—

Ibid. P. 294.

পূজ্যপাদ ভাস্করাচার্য্য Plus and Minus বা Positive ও Negative, এই শব্দদ্বয়বাচ্য অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য যথাক্রমে ধন ও ঋণ এই দুইটী পদ ব্যবহার করিয়াছেন, যথা—

"ধনর্ণসংকলনে করণসূত্রং বৃত্তার্দ্ধম্। যোগে যুতিঃ স্যাৎ ক্ষয়য়োঃ স্বয়োর্ব্বা ধনর্ণয়োরন্তরমেব যোগঃ।"— বীজগণিত।

"The electricity from glass is sometimes called *vitreous* and that from sealing-wax *resinous*, electricity, but more frequently the former is known as positive and the latter as negative electricity."—

The Conservation of Energy. P. 63.

অর্থাৎ, তাড়িত কাচ হইতে ধন এবং ঘর্ষিত লাক্ষা হইতে ঋণ তাড়িতের প্রাদুর্ভাব হয়।

স্ত্রীত্বপুংস্বলিঙ্গদ্বারাই যদি সর্ব্বত্র লিঙ্গবিনির্ণয় হইত, তাহা হইলে খট্বা-বৃক্ষাদি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গাদি লিঙ্গ নিরূপণ করিবার কারণ প্রদর্শন করিতে পারা যাইত না *। তবে কোন্ উপায়ে লিঙ্গনির্ব্বাচন হয়? তদুত্তরে ভগবদুক্তি—

"संस्त्यानप्रसवौ लिङ्गमास्थेयौ। किमिदं संस्त्यानप्रसवाविति? संस्त्याने स्त्यायते ड्रट् स्त्री सूतेः सप् प्रसवे पुमानिति। * * * इह पुनरुभयं भावसाधनम्। संस्त्यानं स्त्री प्रवृत्तिश्च पुमान्। कस्य पुनः संस्त्यानं स्त्री प्रवृत्तिर्वा पुमान्। गुणानाम्।"— মহাভাষ্য।

অর্থাৎ, সংস্ত্যান ও প্রসব লিঙ্গদর্শনেই যথাক্রমে স্ত্রীত্ব ও পুংস্ব নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

সংস্ত্যান ও প্রসব, এই লিঙ্গদ্বয়ের স্বরূপ—ভগবান্ বলিলেন, সংস্ত্যান ও প্রসব লিঙ্গদর্শনেই যথাক্রমে স্ত্রীত্ব-পুংস্ব নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, কিন্তু, সংস্ত্যান ও প্রসবের স্বরূপ কি, তাহা অবগত না হইলে, সংস্ত্যান ও প্রসব লিঙ্গদর্শনেই স্ত্রীত্ব-পুংস্ব নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে না, পতঞ্জলিদেব তা'ই সংস্ত্যান ও প্রসবের নিম্নলিখিতরূপ স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন।

"स्त्यै ष्ट्यै शब्दसंघातयोः" এই, 'স্ত্যৈ'-ধাতুর উত্তর 'ড্রট্'-প্রত্যয় ও স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীপ্' করিয়া, স্ত্রী-পদটী এবং সূ-ধাতুর উত্তর 'সপ্'-প্রত্যয় করিয়া, 'পুমস্' পদ সিদ্ধ হইয়াছে †। স্ত্রী ও পুমান্, এই পদদ্বয় যথাক্রমে অধিকরণসাধন ও কর্ত্তৃ-সাধন, অথবা উভয়ই ভাবসাধন হইতে পারে, বুঝিতে হইবে। অধিকরণবাচ্যে ড্রট্ করিয়া সিদ্ধ স্ত্রী-শব্দ, গর্ভ 'যাহাতে সংঘাতরূপ প্রাপ্ত হয়', এই অর্থের ও কর্ত্তৃ-বাচ্যে সপ্ করিয়া নিষ্পন্ন পুমান্, যিনি প্রসব করেন, এতদর্থের বাচক ‡। ভাবসাধন স্ত্রী ও পুমান্, এই পদদ্বয় যথাক্রমে সংস্ত্যান ও প্রবৃত্তি এই অর্থদ্বয়ের অববোধক।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যতপ্রকার ভাব-বিকার আছে, সকলেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণাত্মক, আমরা যাহা কিছু অনুভবকরি, তাহাই সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের অনুভব।

---

* "खट्वावृक्षयोश्च लिङ्गं न सिध्यति। यद्धि लोके दृष्टा एतदवसीयते इयं स्त्री अयं पुमानिति। न तत् खट्वावृक्षयोरस्ति।"— মহাভাষ্য।

† "सू इत्येतस्य धातोः सप् प्रत्ययोभवति, सकारस्य पकारोभवतीत्यर्थः। उणादिको मसुन् प्रत्ययः कृतश्च बाहुलकात्।"— কৈয়ট।

"पातेर्डुमसुन्।"— উণা ৪।১৭৭।

অর্থাৎ, "পা রক্ষণে", এই রক্ষার্থক 'পা'-ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'ডুমসুন্'-প্রত্যয় করিয়াও 'পুমস্'-এই পদটী সিদ্ধ হইতে পারে।

‡ "अधिकरणसाधना लोके स्त्री स्त्यायत्यस्यां गर्भ इति। कर्त्तृसाधनश्च पुमान्। सूते पुमानिति।"— মহাভাষ্য।

ভাববিকারমাত্রেই ত্রিগুণাত্মক বটে, কিন্তু, সকল পরিণামেই গুণত্রয়ের পরিমাণ সমান নহে। কোন পরিণামে সত্ত্বগুণের আধিক্য, কাহাতেও বা রজোগুণের প্রাবল্য এবং কোন বিকারতমোগুণবহুল।

ভগবান্ বলিলেন, সংস্ত্যান স্ত্রীত্বের এবং প্রবৃত্তি পুংস্ত্বের লিঙ্গ, সংস্ত্যান ও প্রবৃত্তি লিঙ্গদ্বারাই যথাক্রমে স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, কিন্তু, পুনরপি জিজ্ঞাস্য হইতেছে, জগতে এরূপ পদার্থ কি আছে, যাহা কেবল সংস্ত্যানলিঙ্গক বা যাহা নিরবচ্ছিন্ন প্রবৃত্তিলক্ষণ? কোন পদার্থইত মুহূর্ত্তের জন্যও এক ভাবে—পরিবর্ত্তিত না হইয়া, অবস্থান করিতে পারে না, আবির্ভাব তিরোভাব ও স্থিতি, সকল পদার্থই এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তিতে নিত্যপ্রবৃত্তিমান্, বৃদ্ধির পর অপায় হইবেই *। তবে সংস্ত্যান-ও-প্রবৃত্তি লক্ষণদ্বারা যথাক্রমে স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ নির্ব্বাচন হইবে কিরূপে।

উত্তর—"**विवक्षातः। संस्त्यानविवक्षायां स्त्री, प्रसवविवक्षायां पुमान्, उभयविवक्षायां नपुंसकम्।**"— মহাভাষ্য।

অর্থাৎ, শিষ্ট জনের বিবক্ষানুসারে লিঙ্গ ব্যবস্থা হইয়া থাকে। সংস্ত্যানবিবক্ষাতে স্ত্রী, প্রসববিবক্ষাতে পুমান্ এবং উভয়বিবক্ষাতে নপুংসক লিঙ্গের ব্যবহার হয়।

কথাটীর একটু বিশদ ব্যাখ্যা—জগৎ, গতি বা ক্রিয়ার মূর্ত্তি, ক্রিয়ামাত্রেই ত্রিগুণাত্মিকা অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের পরিণাম। ভগবান্ যাস্ক,

"**अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्।**
स सध्रीचीः स विषूचीर्वसान आवरीवर्त्ति भुवनेष्वन्तः॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা। ২।৩।২৩।

এই মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিয়াছেন—

"**महानात्मा त्रिविधो भवति सत्त्वं तु मध्ये तिष्ठत्यभितो रजस्तमसी, रजः इति कामद्वेषस्तम इति।**"—

অর্থাৎ, সত্ত্বলক্ষণ—অখণ্ড-সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা, যখন জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়েন,—মায়াদ্বারা যখন বিশ্বরূপ ধারণ করেন, তখন তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণময় হ'ন। বিশুদ্ধ সত্ত্ব মধ্যে এবং উভয় পার্শ্বে রজঃ ও তমঃ; জগদাকারে

* "**प्रवृत्तिः खल्वपि नित्या। नहीह कश्चिदपि स्वस्मिन्नात्मनि मुहूर्त्तमप्यवतिष्ठते वर्द्धते वा। यावदनेन वर्द्धितव्यमपायेन वा युज्यते। तच्चोभयं सर्व्वत्र। यद्युभयं सर्व्वत्र कुतो व्यवस्था?**"— মহাভাষ্য।

"To every action there is always an equal and contrary re-action ; or the mutual actions of any two bodies are always equal and oppositely directed."— *Newton's Third Law of Motion.*

পতঞ্জলিদেবের "**यावदनेन वर्द्धितव्यमपायेन वा युज्यते। तच्चोभयं सर्व्वत्र।**"—এই অমূল্য উপদেশের সহিত সুধীশ্রেষ্ঠ নিউটনের উদ্ধৃত বচন সকলের সাদৃশ্য বিচার করিবেন।

বিবর্ত্তিত পরমাত্মার ইহাই স্বরূপ। রজঃকে ভগবান্ যাস্ক, কাম—রাগ (Attraction) এবং তমঃকে দ্বেষ—বিরাগ (Repulsion), এইরূপ লক্ষ দ্বারা লক্ষিত করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে এ সকল কথার উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং, এ স্থলে ইহার পুনরুল্লেখের আবশ্যক নাই। জগৎ যখন ক্রিয়ার মূর্ত্তি এবং ক্রিয়া যখন ত্রিগুণময়ী আবির্ভাবাদি-পরিণামাত্মিকা, তখন প্রবৃত্তি—আবির্ভাব, সংস্থান—তিরোভাব বা বিনাশ এবং স্থিতি, কার্য্যাত্মাভাব-বা-ভাববিকারমাত্রের এই পরিণামত্রয়ই স্বরূপ, জগতের জ্ঞান, আবির্ভাবাদিপরিণামত্রয়াত্মক। প্রবৃত্তি—আবির্ভাব বা পুংলিঙ্গের জ্ঞান, সংস্থান—তিরোভাব—বিনাশ—বা স্ত্রীলিঙ্গ ও স্থিতি বা নপুংসকলিঙ্গ * জ্ঞান-বিরহিত হইয়া, অবস্থান করিতে পারে না, এবং সংস্থান—তিরোভাব—বিনাশ বা স্ত্রীলিঙ্গজ্ঞান, কখন আবির্ভাব-ও-স্থিতি-জ্ঞান-শূন্য-হইয়া, থাকিতে সমর্থ নহে। আবির্ভাবের রূপ ধ্যান করিতে যাইলেই, তিরোভাবের রূপ অনাহূত হইয়া, হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত হয়—আবির্ভাব, তিরোভাবছাড়া বা তিরোভাব, আবির্ভাববিরহিত হইয়া, অবস্থান করিতে প্রাকৃতিক নিয়মে অপারগ।

অতএব, সকলপ্রকার ভাববিকারের সকল অবস্থাতেই বিকাশ ও বিনাশ বা আবির্ভাব ও তিরোভাব, উভয়ই বিরাজমান। বিকাশ ও বিনাশ বা আবির্ভাব ও তিরোভাব, ইহারা এক-মিথুন (Universally co-existent)।

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, সংস্ত্যান-বা-তিরোভাব-বিকারবিবক্ষাতে স্ত্রী-লিঙ্গ, প্রসব-বা-আবির্ভাব-বিবক্ষাতে পুংলিঙ্গ এবং স্থিতিবিকারবিবক্ষাতে নপুংসক-লিঙ্গের প্রয়োগ হইয়া থাকে, কথাটার তাৎপর্য্য সহজে ও সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া, আমরা নিরুক্তহইতে কতিপয় প্রয়োজনীয় বচন নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"जायत इति पूर्व्वभावस्यादिमाचष्टे नापरभावमाचष्टे न प्रतिषेधत्य-स्तीत्युत्पन्नस्य सत्त्वस्यावधारणम्। * * * विनश्यतीत्यपरभाव-स्यादिमाचष्टे न पूर्व्वभावमाचष्टे न प्रतिषेधति।"— निरुक्त।

উদ্ধৃত নিরুক্তবচনসকলের মর্ম্ম—ভগবান্ যাস্ক, পাঠকের, বোধ হয়, স্মরণ আছে, জন্মাদি ছয়টী ভাব-বিকারের উল্লেখ করিয়াছেন, ভগবান্ যাস্কের অভিপ্রায়, কার্য্যাত্মভাব, জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ, এই ষড়্ভাব-বিকারময়। জন্মাদি ছয়টী ভাববিকারের যে প্রণালীতে নাম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে আপাততঃ মনে হইতে পারে, প্রত্যেক ভাববিকার যেন স্বতন্ত্র, একটা ভাববিকারের সহিত অন্যের যেন কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই; করুণার্দ্রহৃদয় ভগবান্ যাস্ক, শিষ্যের এতাদৃশ সন্দেহনিরসনের নিমিত্ত, উদ্ধৃত বচনসমূহের অবতারণা করিয়াছেন।

---

* "आविर्भावतिरोभावान्तरालावस्था स्थितिरित्युच्यते। सा च नपुंसकत्वं न व्यवस्थाप्यते।"— কৈয়ট।

জন্মাদি ষড়্ভাববিকারসমূহ পরস্পর কার্য্যকারণ-বা-দ্বারদ্বারিভাবসম্বন্ধে সম্বদ্ধ, জন্মাদি ভাববিকারসমূহ দেশকালকৃত পৌর্ব্বাপর্য্য (Priority and Posteriority)-ভাবব্যঞ্জক। কোন্ ভাববিকার, কাহার গর্ভধৃত—কোন্ বিকারাবস্থা, কোন্ বিকারাবস্থায় অবস্থিত, কে পূর্ব্ব, কে পর, এবং সকল ভাববিকারই সাক্ষাৎ-বা-পরম্পরা-সম্বন্ধে শৃঙ্খল-বা-বংশপর্ব্বের ন্যায় পরস্পরসম্বদ্ধ থাকিলেও, কোন্ বিকার কাহার সম্বন্ধ প্রকাশ করে ও কাহার সম্বন্ধ প্রকাশ করে না, কে কাহাকে প্রতিষেধ করে না, ভগবান্ যাস্ক উদ্ধৃতবাক্যসকলদ্বারা এই সমুদায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

জন্মশব্দবাচ্য ভাববিকার পূর্ব্ব, অস্তিশব্দবাচ্য ভাববিকার তাহাহইতে অপর। জন্মশব্দবাচ্য ভাববিকারে অস্তিশব্দবাচ্য ভাববিকার বিদ্যমান থাকে, কারণ, অবিদ্যমান বা অসৎ বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না *। জন্ম-নামক ভাববিকার পূর্ব্বভাবের আদ্যাবস্থার সূচনা করিয়া দেয়। জন্মশব্দের অর্থ, আবির্ভাব বা প্রকাশ, বস্তুর জন্ম বা আবির্ভাববিকারই যে পূর্ব্বভাব, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, কারণ, জন্ম বা আবির্ভাববিকার বুদ্ধিগোচর হইবার পর অস্ত্যাদি-ভাববিকারসমূহের উপলব্ধি হইয়া থাকে; যাহার জন্মই হয় নাই, তাহার অন্যান্য ভাববিকার হইবে কিরূপে? একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারা যায়, জন্মাদি-ভাববিকারসমূহ দ্বারদ্বারিভাবেই (Reciprocally) বিশেষাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জন্মবিকারদ্বারা অস্তিবিকার এবং অস্তিবিকারদ্বারা বিপরিণামবিকার অভিব্যক্ত হয়—বিশেষাত্ম লাভ করে। অজাতের—অনুৎপন্ন বা অনভিব্যক্তের অস্তিত্বব্যবহার এবং অবিদ্যমানের বিপরিণাম-প্রত্যয় হয় না †। ক্রিয়ার উপক্রম—প্রথমারম্ভ (Beginning)-হইতে অপবর্গ—সমাপ্তি (Completion)-পর্য্যন্ত যতপ্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, পূর্ব্বাপরীভূত সেই ভাববিকারসমূহের আদ্যাবস্থা, জন্মভাববিকার। জায়মানাবস্থাতে অস্তিশব্দবাচ্য-বিকারও বিদ্যমান থাকে, কিন্তু, ইহাদ্বারা তাহা আখ্যাত হয় না ‡। জন্মভাববিকার অস্তিভাববিকারের সূচনা করে না বটে, কিন্তু, তাহা বলিয়া, প্রতিষেধও করে না। অস্তিত্বাত্মবানেরই জন্ম বা আবির্ভাব হওয়া সম্ভব, অনাত্মক পদার্থের জন্ম হইতে

* "তত্রৈবং সতি জনিশব্দবাচ্যে ভাববিকারে অস্তেরপ্যর্থোঽস্তি বিদ্যমানতা। কিং কারণম্? নহ্যবিদ্যমানো জায়তে। অপিচ কারণাত্মনি ভাবে সর্ব্বে এতে ভাববিকারাঃ সন্তি। সর্ব্বার্থপ্রসবশক্তিত্বাত্তস্য। যথা পৃথিব্যাং ঘটাদয়োভাববিকারাঃ।"— নিরুক্তভাষ্য।

† "তে তু দ্বারদ্বারিভাবেন বিশেষাত্মলাভং প্রাপ্নুবন্তি। তদ্যথা, জনিদ্বারেণাস্তিঃ, অস্তিদ্বারেণ বিপরিণমতিঃ। কিং কারণম্? নহ্যজাতোঽস্তীত্যুচ্যতে। নাপ্যবিদ্যমানো বিপরিণমত-ইতি।"— নিরুক্তভাষ্য।

‡ "তস্মাজ্জায়ত ইত্যেষ শব্দো জায়মানাবস্থায়ামস্তিত্বং বিদ্যমানমপি নাচষ্টে।"— নিরুক্তভাষ্য।

পারে না *। অস্তিত্বকে প্রতিষেধ করিলে, কি অবলম্বন করিয়া, জন্মপরিণাম সিদ্ধ হইবে?

অস্তিশব্দবাচ্য-ভাববিকারের স্বরূপ—

“अस्तीत्युत्पन्नस्य सत्त्वस्यावधारणम्।”— নিরুক্ত।

অর্থাৎ, উৎপন্ন—অভিব্যক্ত—জাত সত্ত্বের অবধারণ অস্তিশব্দবাচ্যভাববিকার-দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। অপূর্ণত্ববশতঃ ইহা বিপরিণামভাববিকারের সংবাদ প্রদান করে না এবং উপস্থিতত্বপ্রযুক্তপ্রতিষেধও করে না।

বিপরিণাম-ভাববিকার—

“विपरिणमत इत्यप्रच्यवमानस्य तत्त्वाद्विकारम्।”— নিরুক্ত।

বিপরিণামভাববিকারদ্বারা তত্ত্ব (তদ্ভাব)-হইতে অপ্রচ্যবমান—অনপভ্রশ্যমান বিকারমাত্র উক্ত হইয়া থাকে।

বৃদ্ধিভাববিকার—

“वर्द्धत इति स्वाङ्गाभ्युच्चयम्, सांयौगिकानां वार्थानाम्।”— নিরুক্ত।

স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি, অর্থাৎ, শিরঃ, গ্রীবা, বাহু প্রভৃতির, অথবা সাংযৌগিক-হিরণ্যধান্যাদি অর্থের অভ্যুচ্চয়-বৃদ্ধিকে, বৃদ্ধিভাববিকার বলে।

অপক্ষয়ভাববিকার—বৃদ্ধি যেমন স্বাঙ্গ বা সাংযৌগিক দ্রব্যের উপচয়ব্যঞ্জক, অপক্ষয় সেইপ্রকার ইহার (বৃদ্ধিভাববিকারের) প্রতিলোমভাববিকারের স্বাঙ্গ অথবা সাংযৌগিক দ্রব্যের অপচয়ব্যঞ্জক।

বিনাশভাববিকার—

“विनश्यतीत्यपरभावस्यादिमाचष्टे।”— নিরুক্ত।

অর্থাৎ, বিনাশ-বা-তিরোভাব-বিকারদ্বারা অপরভাবের আদিকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। জন্ম যেরূপ পূর্ব্বভাবের আদ্যাবস্থা, বিনাশ সেইপ্রকার অপর-ভাবের আদ্যাবস্থা।

“न पूर्व्वभावमाचष्टे न प्रतिषेधति।”— নিরুক্ত।

বিনাশভাববিকার পূর্ব্বভাবের কোন সংবাদ দেয় না—প্রতিষেধও করে না †।

* “अस्तित्वस्य न प्रतिषेधं करोतीत्यर्थः। किं कारणम्? उच्यते—अस्तित्वात्मवानपि ह्यसौ जायते तस्मिन् प्रतिषिद्धेऽनात्मक एव स्यात्। कमालम्ब्य जायते? तस्मान्न प्रतिषेधत्यस्तित्वम्।”— নিরুক্তভাষ্য।

† জন্ম, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ, বিদেশীয় পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক ব্যবহৃত ‘Birth, Growth, Development, Decline ও Death’, এই সকল শব্দের সমানার্থক বলিয়া বুঝিলে, চলিবে। ভগবান্ যাস্ক বৃদ্ধি ও বিপরিণামের যেরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কার্ক্‌স-কৃত Growth ও Developmentএর লক্ষণের সহিত তাহার সাদৃশ্য বিচার করা আবশ্যক।

ভগবান্ যাস্ক জন্মাদি ছয়টী ভাববিকারের যেপ্রকার স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে বুঝিলাম, জন্মাদি ভাববিকারসমূহ পরস্পর কার্য্যকারণসম্বন্ধে সম্বদ্ধ, ইহারা দ্বারদ্বারিভাবে—পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে বিশেষাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জন্মাদি ছয়টী ভাববিকারের মধ্যে যদি আমরা, প্রস্তাবিত বিষয়টী বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, জন্ম-স্থিতি-ও-বিনাশ, এই ত্রিবিধ ভাববিকারকে প্রধানতঃ লক্ষ্য করি—অর্থাৎ, বৃদ্ধি ও বিপরিণামকে যদি আবির্ভাব-বা-বিকাশ-বিকারের এবং অপক্ষয়কে তিরোভাব-বা-বিনাশ বিকারের অন্তর্ভূত বলিয়া বুঝি, তাহা হইলে সহজেই প্রতীতি হইবে, অন্যোন্যজিগীষু, নিয়ুধ্যমান, সমবল মল্লদ্বয়ের ন্যায় আবির্ভাব ও তিরোভাব বা বিকাশ ও বিনাশ, এই ভাববিকারদ্বয় প্রতিক্ষণই পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য **"জন্মাদ্যস্য যত ইতি"**, এই

কার্কস্ বলেন,—"Growth, or inherent power of increasing in size, although essential to our idea of life, is not a property of living beings only. A crystal of sugar or of common salt, or of any other substance, if placed under appropriate conditions for obtaining fresh material, will grow in a fashion as definitely characteristic and easily to be foretold as that of a living creature."— *Kirkes' Physiology. P. 2.*

অচেতনপদার্থের বৃদ্ধিতে, তাহার বহির্দ্দেশেই অভিনবপদার্থসংযোগ হইয়া থাকে।

"First, the growth of a crystal, to use the same example as before, takes place merely by additions to its outside; the new matter is laid on particle by particle, and layer by layer, and, when once laid on, it remains unchanged. The growth is here said to be *superficial*. In a living structure, on the other hand, as, for example, a brain or a muscle, where growth occurs, it is by addition of new matter, not to the surface only, but throughout every part of the mass; the growth is not *superficial* but *interstitial*."— *Ibid. P. 2.*

সজীব পদার্থের বৃদ্ধিতে, নির্জীব পদার্থের ন্যায়, বহির্দ্দেশে নূতন পদার্থের সংযোগ হয় না। নির্জীব পদার্থের বৃদ্ধি, বহির্দ্দেশীয়, সজীব পদার্থের বৃদ্ধি, অন্তর্দ্দেশীয়।

"Development is as constant an accompaniment of life as growth. The term is used to indicate that change to which, before maturity, all living parts are constantly subject, and by which they are made more and more capable of performing their several functions. For example, a full-grown man is not simply a magnified child; his tissues and organs have not only grown, or increased in size, they have also *developed*, or become better in quality. * * * * Death—not by disease or injury—so far from being a violent interruption of the course of life, is but the fulfilment of a purpose in view from commencement."—

Kirkes' Physiology. P. 3-4.

শারীরকসূত্রের ভাষ্য করিবার সময়, বুঝাইয়াছেন, জন্মাদি ষড়্ভাববিকারকে, জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ বা আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব, এই তিনটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম, জন্ম বা আবির্ভাব-বিকারের এবং অপক্ষয়, তিরোভাব বা বিনাশ-বিকারেরই অন্তর্ভূত *।

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বুঝাইয়াছেন (ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে), আবির্ভাব

* "অন্যেষামপি ভাববিকারাণাং ত্রিষ্বেবান্তর্ভাব ইতি জন্মস্থিতিনাশানামিহ গ্রহণম্।"—
শারীরকভাষ্য।

"বৃদ্ধিপরিণাময়োর্জন্মনি অপক্ষয়স্য নাশেঽন্তর্ভাব ইতি ভাবঃ।"—
গোবিন্দানন্দকৃতশারীরকভাষ্যটীকা।

ভগবান্ যাস্কও বলিয়াছেন,—

"মহানাত্মা ত্রিবিধো ভবতি সত্ত্বং রজস্তম ইতি।
সত্ত্বং তু মধ্যে বিশুদ্ধং তিষ্ঠত্যভিতো রজস্তমসী।"—

পরমাত্মা যখন জগদাকারে বিবর্ত্তিত হ'ন, তখন তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তম, এই ত্রিগুণময় হইয়া থাকেন। ভগবান্ যাস্ক, এরূপ কথা বলিয়া, ভাববিকারকে আবার ছয়ভাগে বিভক্ত করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি ?

কোন প্রাকৃতিক বস্তু ক্ষণকালের জন্য একভাবে (পরিবর্ত্তিত না হইয়া) থাকিতে পারে না, প্রকৃতি নিত্যপরিণামিনী, প্রকৃতির আপূরণবশতঃ জাত্যন্তরপরিণাম হইয়া থাকে।

"জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।"— পাং দং।

"The homogeneous is instable and must differentiate itself."—
First Principles.

ইত্যাদি বাক্যের মর্ম্ম, যথাযথরূপে যাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, ভগবান্ যাস্ক কিজন্য প্রধানতঃ জন্মাদি ছয়টী ভাববিকারের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সমীপে সুখবোধ্য সন্দেহ নাই। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের পরস্পরসমাবেশের ভিন্নতায় প্রধানতঃ ষড়্ভাববিকার হওয়াই প্রাকৃতিক। কারণসমূহের সমাবেশ ও পরস্পরসান্নিধ্যের তারতম্যই (Permutations and combinations), কার্য্য বা সৃষ্টিবৈষম্যের হেতু। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বৈষম্য বা প্রকৃতির বিসদৃশ-পরিণামহইতেই সৃষ্টি হইয়া থাকে, অতএব, সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সমাবেশ ও সান্নিধ্যের তারতম্যই যে সৃষ্টির কারণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটী নামের পরিবর্ত্তে যদি আমরা যথাক্রমে ক, খ, ও গ, এই তিনটী অক্ষর ব্যবহার করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, জগৎ প্রধানতঃ ষড়্ভাব বিকারই বটে।

১। ক, খ, গ। ৩। খ, ক, গ। ৫। গ, ক, খ।
২। ক, গ, খ। ৪। খ, গ, ক। ৬। গ, খ, ক।

তিনটী অক্ষরের ষড়্বিধ বিভিন্নরূপ সমাবেশ (Permutations) হইয়া থাকে।

"If I now take three letters P, Q, and R, I can make six permutations of them."— *Elementary Algebra, by J. H. Smith.*

পরে এ সকল কথা বিস্তারপূর্ব্বক বুঝিবার চেষ্টা করিব।

হইলেই তিরোভাব হইবে, কোন পদার্থের, কিছুকাল ব্যাপিয়া, ক্রমাগত আবির্ভাব বা বিকাশপরিণাম সংঘটিত হইল তখন তিরোভাব বা বিনাশ তাহার অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিল না, তৎপরে কিছুকাল তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন বিনাশপরিণাম চলিতে থাকিল, তখন আবির্ভাব বা বিকাশের লেশমাত্র নাই, এরূপ ঘটনা প্রাকৃতিকনিয়মে কদাচ ঘটিতে পারে না। কোন পদার্থ মুহূর্ত্তের জন্যও কেবল-আবির্ভাব অথবা শুদ্ধ-তিরোভাব-বিকারের অধীন হইয়া অবস্থান করে না, সকলপদার্থই আবির্ভাবাদি (আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থিতি) ত্রিবিধ প্রবৃত্তিতে নিত্যপ্রবৃত্তিমান *। তবে, কি দেখিয়া, স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গাদি লিঙ্গ নির্ব্বাচন হইয়া থাকে? পতঞ্জলিদেব ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, সংস্ত্যান বিবক্ষায় স্ত্রী, প্রসববিবক্ষায় পুমান্ এবং উভয়বিবক্ষায় নপুংসক লিঙ্গের নির্ব্বাচন হইয়া থাকে।

কথাটার মর্ম্ম—যে কোন-রূপ ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তন হউক, বুঝিয়াছি, তাহার উপক্রমহইতে, অপবর্গ বা আরম্ভ-হইতে শেষ-পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই আবির্ভাবাদি পরিণামত্রয় জড়িতভাবে বিদ্যমান, ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তন আবির্ভাবাদি পরিণামত্রয়ের পূর্ব্বাপরীভূতভাব-ভিন্ন অন্য কিছু নহে। প্রত্যেক পদার্থের সকল অবস্থাতেই আবির্ভাব ও তিরোভাব উভয়ই বিরাজমান বটে, তবে যখন যে পদার্থে আবির্ভাবাপেক্ষায় তিরোভাবের বা বিকাশাপেক্ষায় বিনাশের মাত্রা অধিকতর—তখন তাদৃশ পদার্থকে আমরা বিনাশবিকারে বিক্রিয়মাণ এবং যখন যে পদার্থে তিরোভাবাপেক্ষায় আবির্ভাবের বা বিনাশাপেক্ষায় বিকাশের মাত্রা অধিকতর, তখন তাদৃশ পদার্থকে আমরা বিকাশবিকারে বিক্রিয়মাণ বলিয়া মনে করি। বিকাশ বা আবির্ভাবের প্রবলাবস্থায় বিনাশ বা তিরোভাবের অথবা বিনাশ বা তিরোভাবের সমৃদ্ধদশাতে বিকাশ বা আবির্ভাবের ক্রিয়াশীলত্ব আমাদের জ্ঞানগোচর হয় না। আবির্ভাব ও তিরোভাব, সকল পদার্থের সকল অবস্থাতেই এই দ্বিবিধ বিকার বিরাজমান থাকিলেও স্থূল-ব্যাবহারিকদৃষ্টিতে তাহা লক্ষ্য হয় না, ভগবান্ পতঞ্জলিদেব তা'ই বলিয়াছেন, লোকব্যবহারানুবাদিনী-বিবক্ষানুসারে লিঙ্গবিনির্ণয় হইয়া থাকে। যে পদার্থে সংস্ত্যানের আধিক্য বিবক্ষিত হয়, তাহা স্ত্রী এবং যাহাতে প্রসবাধিক্য বিবক্ষিত হয়, তাহা পুমান্, স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গ-বিনির্ণয়ের ইহাই নিয়ম। স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ নির্ব্বাচন কিরূপে হইয়া থাকে, তাহা অবগত হইলাম, এক্ষণে নপুংসকলিঙ্গবিনির্ণয়ের নিয়ম কি, তাহা দেখা যাউক।

---

* "प्रवृत्तिरिति सामान्यं लक्षणं तस्य कथ्यते।
आविर्भावस्तिरोभावः स्थितिश्चेत्यथ भिद्यते।
प्रवृत्तिमन्तः सर्व्वेऽर्थाः नित्यमिश्र प्रवृत्तिभिः।
सततं न वियुज्यन्ते यावदर्थं वात सम्भवः॥"— বাক্যপদীয়।

"উভয়বিবক্ষায়াং নপুংসকম্।"— মহাভাষ্য।

আবির্ভাব ও তিরোভাব, এই বিকারদ্বয়ের অন্তরালাবস্থার নাম স্থিতি, এই স্থিতিই নপুংসকলিঙ্গ *। একবার বিকাশের জয়, বিনাশের পরাজয়, আবার তাহার পরেই বিনাশের জয়, বিকাশের পরাজয়, বিকাশ ও বিনাশ বা আবির্ভাব ও তিরোভাবের জয়-পরাজয় যাবৎ এইরূপ নিয়মে চলিতে থাকে, তাবৎ পদার্থের তাদৃশ অবস্থাকে স্থির বা আবির্ভাবতিরোভাবশূন্য অবস্থা বলা হয়, পতঞ্জলিদেব এই অবস্থাকেই নপুংসকলিঙ্গ বলিয়াছেন।

আবির্ভাব ও তিরোভাব-বিকারের কারণ—আবির্ভাব ও তিরোভাব, এই শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ চিন্তা করিলে, কি শিক্ষা পাওয়া যায়, আবির্ভাব ও তিরোভাবের কারণ কি, জানিতে যাইবার পূর্ব্বে, তাহা অবগত হওয়া উচিত, অতএব দেখা যাউক, আবির্ভাব ও তিরোভাব, এই শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ কি।

আবিস্+ভূ+ঘঞ্ এবং তিরস্+ভূ+ঘঞ্, আবির্ভাব ও তিরোভাব, পদদ্বয় যথাক্রমে এইরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। আবির্ভাব ও তিরোভাব এই পদদ্বয়ের উভয়েই 'ভাব'-শব্দটী বিদ্যমান আছে, সুতরাং, আবির্ভাব ও তিরোভাব শব্দ-দুইটীর ইহা অর্থগতভেদের কারণ নহে। আবিস্ ও তিরস্, পরস্পরবিপরীতার্থক এই অব্যয় শব্দদ্বয়ের সংযোগবশত'ই ইহারা ভিন্নপদার্থ হইয়াছে। আবিস্, প্রকাশার্থবাচী এবং তিরস্, অপ্রকাশ-বা-অন্তর্দ্ধানার্থ-বাচী অব্যয়। আবির্ভাব ও তিরোভাব, এই শব্দদ্বয়, সুতরাং, যথাক্রমে প্রকাশভাব ও অপ্রকাশভাবের বাচক। ভগবান্ যাস্ক এইনিমিত্তই জন্ম ও বিনাশ, উভয়কেই ভাববিকার বলিয়াছেন। যে সকলপদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর হইয়া থাকে, যাহাদের অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ, সেই সকল-পদার্থকে আমরা আবির্ভূত এবং যে সমস্তপদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয় না, তাহাদিগকে আমরা তিরোভূত বা অন্তর্হিত বলিয়া থাকি।

যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয়, তাহাদের স্বরূপ—পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব স্বপ্রণীত যোগসূত্রে বুঝাইয়াছেন, পৃথিব্যাদিপঞ্চভূতের প্রত্যেকেরই স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব, এই পঞ্চবিধ অবস্থা আছে। ভূত-সকলের স্থূলাদি পঞ্চবিধ অবস্থা সূক্ষ্মদর্শী ত্রিকালজ্ঞ যোগির নয়নেন্দ্রিয়ের বিষয়

* যাঁহারা চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের "First Principles"—নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার 'Evolution' ও 'Dissolution,' বুঝাইতে গিয়া, যে সকল কথা বলিয়াছেন, জ্ঞানময় ভগবান্ পতঞ্জলিদেবকৃত "স্ত্রিয়াম্", এই পাণিনীয়সূত্রের ভাষ্য, তাহাহইতে অধিকতর মূল্যবান্ কি না? ঋষিদিগের উপদেশ, স্বল্পাক্ষর, সারবান্, বিশ্বতোমুখ, ইহা বাহ্যাড়ম্বরশূন্য, অস্থিরশোভাতিশায়ি-অলঙ্কার ইহার গাত্রে নাই, নিসর্গসুন্দর বলিয়া অলঙ্কার পরিধান করিবার প্রয়োজন ইহার হয় না, পাঠক! শাস্ত্রের সহিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের উপদেশের তুলনা করিতে যাইবার পূর্ব্বে এই সকল কথা স্মরণ রাখিবেন।

হইলেও, আমাদের স্থূলদর্শী ইন্দ্রিয়ের অগম্য, সন্দেহ নাই, সুতরাং, ভূতসকলের স্থূলাদি পঞ্চবিধ অবস্থার কথা ছাড়িয়া দিয়া, বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের আবিষ্কৃত কঠিন (Solid), তরল (Liquid) ও বাষ্পীয় (Gaseous), উপস্থিত বিষয়টী বুঝিবার নিমিত্ত, ভৌতিকপদার্থের এই ত্রিবিধ অবস্থাকেই আমার চিন্তার বিষয়ীভূত করিলাম *। হিমসংহতি (Ice), জল ও বাষ্প, এক ভৌতিকপদার্থের ইহারা যথাক্রমে কঠিনাদি ত্রিবিধ অবস্থা। জল, সমধিক উত্তপ্ত হইলে, বাষ্পাকার ধারণ এবং অতিমাত্রশৈত্য-সংযোগে জড় বা ঘনীভূত হইয়া, হিমসংহতির (বরফ) রূপ গ্রহণ করে। হিমসংহতি, জলের স্থূল এবং বাষ্প, ইহার সূক্ষ্ম অবস্থা। অতএব, বুঝিতে পারা গেল, তাপ-সংযোগে দ্রব্যসকল সূক্ষ্ম এবং শৈত্যসংযোগে স্থূল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পরমাণুবাদিদিগের মতে ভৌতিকপদার্থমাত্রই পরমাণু-† সমষ্টি, পরমাণুসকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া ভূত ভৌতিক আকার ধারণ করে। শ্রুতির উপদেশ, বায়ু (Motion) অগ্নির তেজঃ, এইনিমিত্ত সর্ব্বদাই অগ্নির সহিত ইহা সংযুক্ত থাকে ‡। এতদ্দ্বারা তাপের বৃদ্ধিতে পরমাণুপুঞ্জের গতিবৃদ্ধি এবং তাপের হ্রাসে ইহাদের গতিহ্রাস হওয়া যে প্রাকৃতিক, তাহা সুখবোধ্য হইল। বুঝিতে পারা গেল, কোন দ্রব্যকে উত্তপ্ত করিলে, তাহার পরমাণুপুঞ্জ পরস্পরবিশ্লিষ্ট হয় এবং ইহাদের স্পন্দন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে—তাপসংযোগে পরমাণুসকলের গতিবৃদ্ধি হয়। শৈত্যের ক্রিয়া ঠিক ইহার বিপরীত—শৈত্যে পরমাণুসকলের গতিহ্রাস হয় এবং ইহারা গাঢ়-তররূপে পরস্পরসংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। সিদ্ধান্ত হইল, বস্তুসকল যখন স্থূলাবস্থা-প্রাপ্ত হয়, তখন ইহাদের পরমাণুপুঞ্জের ঘনিষ্ঠতা ও গতিহ্রাস এবং যখন সূক্ষ্মাবস্থায় গমন করে, তখন ইহাদের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা ও গতির বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ তাপ ও শৈত্য বা পূর্ব্বপরিচিত অগ্নি ও সোম, ইহারাই যথাক্রমে বিনাশ ও বিকাশ বা তিরোভাব ও আবির্ভাবের কারণ, জগতের সৃষ্টি ও লয়ের হেতু।

অগ্নি ও সোম-হইতেই যে জগতের সৃষ্টি ও লয় হইয়া থাকে, ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ—

---

* বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মতে, কঠিন, তরল ও বাষ্পীয়, ভৌতিকপদার্থসমূহের এই ত্রিবিধ অবস্থা, যে কোন ভৌতিক পদার্থই হউক, তাহা প্রাগুক্ত তিনটী অবস্থার কোন-না-কোন অবস্থায় অবস্থিত।

"Natural objects are presented to us in three states, or physical conditions—*viz.*, the *solid*, the *liquid*, and the *gaseous*, *aëriform*, or *vaporous*. Every substance exists in one or other of these conditions."—

Miller's Chemical Physics. P. 3.

† "যতো হি নাল্পতরমস্তি স পরমাণুরিতি।"— বাৎস্যায়নভাষ্য।

পূজ্যপাদ বাৎস্যায়ন মুনি বলিয়াছেন যাহাহইতে বস্তুর অল্পতর অবস্থা আর হইতে পারে না, তাহাকে পরমাণু, এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

‡ বায়ুর্ব্বা অগ্নেস্তেজঃ তস্মাদ্বায়ুরগ্নিমন্বেতি।"—

"সর্ব্বং তূষ্ণাত্মকং কিঞ্চিত্তেজোঽর্কাগ্ন্যভিধং বিদুঃ।
শীতাত্মকন্তু সোমাখ্যমাভ্যামিব ক্লতং জগৎ॥"—

যোগবাশিষ্ঠ।

অর্থাৎ উষ্ণাত্মকতেজকে (Heat) অর্ক বা অগ্নি, এবং শীতাত্মকতেজকে সোম এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই অগ্নি ও সোম দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

অগ্নি ও সোমহইতেই যে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা শুনিলাম, এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, অগ্নি ও সোম, এই পদার্থদ্বয়ের কারণ কি?—ঋষিশ্রেষ্ঠ পূজ্যপাদ বশিষ্ঠদেব ভগবান্ রামচন্দ্রকে, অগ্নির উৎপত্তি কোথাহইতে হয়, বুঝাইবার সময় বলিয়াছিলেন, বায্বাত্মা সোমহইতে অগ্নির আবির্ভাব হইয়া থাকে *। ভগবান্,

* বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, বায্বাত্মা সোমহইতে অগ্নির এবং অগ্নিহইতে সোমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কথাটার সহিত বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের তাপের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় মতের একতা আছে কিনা, দেখিয়া যাইব।

তাপ (Heat) কোন্ পদার্থ, বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া, আমরা ইহার উৎপত্তিসম্বন্ধে দুইটী বিভিন্ন উত্তর পাইয়াছি—তাপের উৎপত্তিসম্বন্ধে বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে দ্বিবিধ মত প্রচলিত আছে। একমতে ইহা সমন্তাৎ ব্যাপ্ত ভেদবৃত্তি (Repulsive) সূক্ষ্ম তৈজস পরমাণুপুঞ্জ (Caloric) হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে, অন্যমতে তাপ আণবিকতরঙ্গবিশেষ। অর্থাৎ, একমতে ইহা দ্রব্য, অপরমতে ইহা দ্রব্যের ধর্ম্ম বা গুণ। তাপসম্বন্ধে যে দ্বিবিধ মত উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত মতকে (Theory of Emission) এবং শেষোক্ত মতকে (Theory of Undulation) বলা হইয়া থাকে। পণ্ডিত টম্‌সন্ বলিয়াছেন—ইংরাজী ভাষাতে তাপ (Heat) শব্দটী দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কখন ইহা ইন্দ্রিয়দ্বারোৎপন্ন অনুভূতিবিশেষের এবং কখন ইতস্ততঃ-বিদ্যমান পদার্থসমূহের তাপানুভবোদ্দীপক-অবস্থাবিশেষের বাচকরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আমরা তাপ (Heat) উপলব্ধি করিতেছি, ইহা প্রথমোক্ত অর্থে এবং অগ্নিতে তাপ আছে, ইহা শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত তাপশব্দের প্রয়োগস্থল বুঝিতে হইবে।

"The word *heat* in the English language is used to express two different things. It sometimes signifies a *sensation* excitedin our organs, and sometimes a certain *state* of the bodies around us, in consequence of which they excite in us that sensation. The word is used in the first sense when we say that we *feel heat;* and in the second when we say that there is *heat in the fire.*"— *T. Thomson's Heat and Electricity. P. 3.*

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মিলারের উক্তি—

"Two principal views of the nature of heat have been entertained since experimental science has been actively cultivated. One of these views, which is supported chiefly by the phenomena of latent heat and chemical combination, regards heat as an extremely subtle material agent, the particles of which are endowed with high self-repulsion, are attracted by matter, but are not influenced by gravity. On the other

মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের নিকটহইতে অগ্নির উৎপত্তিসম্বন্ধে এবম্প্রকার উত্তর পাইয়া, পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, বায়ুাত্মা সোমহইতে যে অগ্নির আবির্ভাব হইয়া থাকে,

theory heat is supposed to be the result of molecular motions or vibrations."— *Chemical Physics. P. 210.*

শেষোক্ত মতটীই (Theory of Undulation) আজকাল সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে। বেকন (Bacon) সর্ব্বাগ্রে এই মতের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তৎপরে Count Rumford, ও Davy প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইহার সমর্থন করেন।

"Bacon was the first person, who formally investigated the nature of heat. * * * * The only conclusion, which he was able to draw from his premises, was the very general one that heat is motion."—

স্যার আইজাক্ নিউটন্ শেষে এই মতেরই পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পণ্ডিত Davyর উক্তি—

"It seems possible to account for all the phenomena of heat if it be supposed that in solids the particles are in a constant state of vibratory motion &c."— *Chemical Philosophy. P. 95.*

পূজ্যপাদ বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, বায়ুাত্মা সোমহইতে বহ্নির এবং বহ্নিহইতে সোমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বায়ু ও বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের Motion যে এখানে সমানার্থক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পণ্ডিত গ্রোভ্ বলিয়াছেন—

"It has been observed with reference to heat thus veiwed, that it would be as correct to say that heat is absorbed, or cold produced by motion, as that heat is produced by it. This difficulty ceases when the mind has been accustomed to regard heat and cold as themselves, motion, *i. e.* as correlative expansions and contractions, each being evidenced by relation, and being nconceivable as an abstraction."—

Correlation of Physical Forces. P. 48.

বিজ্ঞানামোদী পাঠক, পক্ষপাতশূন্য হইয়া, বিচার করিয়া দেখুন, পূজ্যপাদ বশিষ্ঠদেবের প্রাগুক্ত সারতম উপদেশের পণ্ডিত গ্রোভের উদ্ধৃত মহামূল্য বচনসমূহকে প্রতিধ্বনি বলিতে পারা যায় কি না?

তাপ ও শৈত্য অথবা অগ্নি ও সোম,ইহারা আপেক্ষিক শব্দ (Relative terms), তাপ ও শৈত্য সাধারণতঃ পরিচিত ভাবাভাবসম্বন্ধে পরস্পরসম্বন্ধ নহে। শৈত্য বা সোম, তাপ বা অগ্নির নিবৃত্ত-পদার্থক বা অভাবার্থক (Negative quality antagonistic to heat) নহে। তাপের স্বল্পতাই শৈত্য।

"কিমপেক্ষাসামর্থ্যমিতি চেৎ্ দ্বয়োর্দ্বয়োঃতিশয়য়ুক্তয়োপপত্তিঃ।"—

বাৎস্যায়নভাষ্য।

অপেক্ষাসামর্থ্য কাহাকে বলে, বুঝাইবার নিমিত্ত পূজ্যপাদ বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, যদ্দ্বারা দুইটী বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান ন্যূনাধিক্য উপপন্ন হয়, তাহার নাম,অপেক্ষাসামর্থ্য। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মিলারও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন, যথা—

তাহা শুনিলাম, কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, সোমের উৎপত্তি কোথাহইতে হইল ? বশিষ্ঠ-দেব, ভগবানের প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য বলিলেন—

"অগ্নীষোমৌ মিথঃ কার্য্যকারণে চ ব্যবস্থিতে।
পর্য্যায়েণ সমং চৈতৌ প্রজীয়েতে পরস্পরম্॥"— যোগবাশিষ্ঠ।

অর্থাৎ, অগ্নি ও সোম ইহারা পরস্পর পরস্পরের কার্য্য এবং পরস্পর পরস্পরের কারণ রূপে ব্যবস্থিত আছে, ইহারা উভয়েই উভয়কে পর্য্যায়ক্রমে অভিভূত করিবার চেষ্টা করে। একবার অগ্নির জয়, সোমের পরাজয়, অন্যবার সোমের জয়, অগ্নির পরাজয় হইয়া থাকে।

কার্য্যকারণভাবের দ্বৈবিধ্য—যাহা না হইলে, যাহা হয় না, যদ্ব্যতিরেকে যাহার সিদ্ধি অসম্ভব, যাহা যাহার নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী, বুঝিয়াছি, তাহা তাহার কারণ। জন্মাদি ছয়টী ভাববিকারের স্বরূপ চিন্তা করিয়া বিদিত হইলাম, পূর্ব্বাপরীভূত কার্য্যাত্মভাবই জন্মাদি ষড়্ভাববিকাররূপে লক্ষিত হইয়া থাকে; জন্মাদি ষড়্ভাববিকার পরস্পর কার্য্যকারণসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। জন্মপদবাচ্যভাববিকার, অস্তিপদবাচ্যভাববিকারের নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী। বিশ্বের সৃষ্টি, পৌর্ব্বাপর্য্যভাবে অবিচ্ছেদে প্রবাহিত।

"সর্গঃ প্রবর্ত্ততে তাবৎ পৌর্ব্বাপর্য্যেণ নিত্যশঃ।"— ভাগবত।

উদ্ধৃত ভাগবতবচনের তাৎপর্য্য হইতেছে, কার্য্যাত্মভাব, ষড়্ভাববিকারময়, অর্থাৎ জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ, ইহাদের অবিরাম—ধারাবাহিকরূপে প্রবৃত্তিই জগৎশব্দবাচ্য পদার্থ। জন্মপদবাচ্যভাববিকার, পূর্ব্বভাব বা কারণ, অস্তিপদবাচ্যভাববিকার, ইহার অপরভাব বা জন্মপদবাচ্যভাববিকারের কার্য্য (Consequent); এইরূপ বৃদ্ধিপদবাচ্য ভাববিকার, অপরভাব বা কার্য্য, অস্তিপদবাচ্যভাববিকার, ইহার পূর্ব্বভাব বা কারণ (Antecedent)। অন্যান্য ভাববিকারসম্বন্ধেও এইপ্রকার কার্য্যকারণ বা পৌর্ব্বাপর্য্যভাব চিন্তনীয়। জন্মাদি ভাববিকারসমূহ যে পরস্পর কার্য্যকারণভাবে সম্বদ্ধ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, প্রতীতি হয়, জন্মাদি প্রাগুক্ত ভাববিকারসকলের মধ্যে পরস্পর যে কার্য্যকারণসম্বন্ধ আছে, তাহা সমরূপ নহে, ইহাদের পৌর্ব্বাপর্য্যভাবের দ্বিবিধ

"Heat and cold are, in fact, merely relative terms; cold implying not a negative quality antagonistic to heat, but simply the absence of heat in a greater or less degree."—

অতিমাত্র শৈত্য ও সমধিক তাপের ক্রিয়াকারিত্ব সমান।

"It is singular that intense cold produces the same sensatoin as intense heat, and a freezing mixture, as well as boiling water, will blister the part to which it is applied."— *Chemical Physics. P. 212.*

বিভিন্ন রূপ আমাদের লক্ষ্য হইতেছে। জন্মাদি ছয়টী ভাববিকারকে, (ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), ভগবান্ বাদরায়ণ জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ বা আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব, এই তিনটী মুখ্যভাববিকারের অন্তর্ভূত করিয়াছেন। জন্ম স্থিতি ও তিরোভাব, এই ভাববিকারত্রয়ের স্বরূপ দর্শন করিতে যাইলে, উপলব্ধি হয়, ভাব বা অস্তিত্ব ইহাদের মধ্যে সামান্য (Common)। আবির্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব, এ সকলেই, এক সামান্যভাবের বিশেষ বিশেষ অবস্থামাত্র। আবির্ভাব, পূর্ব্বভাব বা কারণ এবং স্থিতি (ব্যক্তাবস্থা) অপরভাব বা কার্য্য এবং স্থিতি পূর্ব্বভাব, তিরোভাব ইহার অপরভাব। আবির্ভাবের সহিত স্থিতিপদবাচ্য ভাববিকারের যেরূপ কার্য্যকারণসম্বন্ধ, স্থিতিপদবাচ্য ভাববিকারের সহিত তিরোভাব বা বিনাশপদবাচ্য-ভাববিকারের কার্য্যকারণসম্বন্ধ যে সেরূপ নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রথমোক্ত কার্য্যকারণভাব সদ্রূপ-পরিণামোত্থ, শেষোক্ত কার্য্যকারণভাব বিনাশপরিণামজ। আদিভূত একটী পদার্থহইতে অপর একটীর উদ্ভূতি, ইহা সদ্রূপপরিণামোত্থকার্য্যকারণভাব এবং একটীর বিনাশ বা তিরোভাবে যে অপরটীর সদ্ভাব, ইহা বিনাশপরিণামজ কার্য্যকারণভাব। বীজাঙ্কুর ও দিবসযামিনী, ইহারা যথাক্রমে সদ্রূপপরিণামোত্থ ও বিনাশপরিণামজ কার্য্যকারণ-ভাবের দৃষ্টান্ত। সুখ-দুঃখ, সৎ-অসৎ, শৈত্য-তাপ ইত্যাদি, ইহারা সকলেই শেষোক্ত বা বিনাশপরিণামজ কার্য্যকারণসম্বন্ধে পরস্পর সম্বদ্ধ*।

* "कार्य्यकारणभावस्य द्विविधः कथितोऽनयोः ।
सद्रूपपरिणामोत्थो विनाशपरिणामजः ॥
एकस्माद्यद्द्वितीयस्य सम्भवोऽङ्कुरबीजवत् ।
कार्य्यकारणभावोऽसौ सद्रूपपरिणामजः ॥
एकनाशे द्वितीयस्य यद्भावो दिनरात्रिवत् ।
कार्य्यकारणभावोऽसौ विनाशपरिणामजः ॥"—

যোগবাশিষ্ঠ, (নির্ব্বাণপ্রকরণ)।

ডাক্তার রিড (Reid), দার্শনিক পণ্ডিত মিল প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিনাশপরিণামজ কার্য্য-কারণভাব অস্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিত মিল বলিয়াছেন, কেবল পৌর্ব্বাপর্য্যভাবদর্শনেই কার্য্য-কারণভাব নির্ব্বাচিত হয় না, কেবল পৌর্ব্বাপর্য্যভাবদর্শনেই যদি কার্য্যকারণভাব নির্ব্বাচিত হইত, তাহা হইলে দিন ও রজনীকে পরস্পর কার্য্যকারণসম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। কারণ-শব্দটী কি অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা যথাযথরূপে অবগত হইতে হইলে, জানা উচিত, অপরভাব (Consequent) পূর্ব্বভাবের কেবল নিয়তপরবর্ত্তীই নহে, পরন্তু, কার্য্য যাবৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়, তাবৎ ইহার পৌর্ব্বাপর্য্যভাবের অন্যথা হয় না।

"When we define the cause of anything (in the only sense in which

"অব্যাহতা: কলা যস্য কাল শক্তিমুপাশ্রিতা: ।
জন্মাদয়ো বিকারা: ষট্ ভাবভেদস্য যোনয়: ॥"—

বাক্যপদীয়।

সদ্রূপপরিণামোত্থ ও বিনাশপরিণামজ, এই .দ্বিবিধ কার্য্যকারণভাবের স্বরূপ যথাযথরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া, আমরা পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরির অমূল্যগ্রন্থ—বাক্য-পদীয়হইতে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিলাম।

শ্লোকটীর অর্থ—

এক নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, সর্ব্বশক্তিমান্, সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের অব্যাহত-কলা—নিত্য ও অপরিচ্ছিন্ন শক্তি, কালশক্তির আশ্রয়ে—কালশক্তির নিমিত্ততাপ্রযুক্ত ভাবভেদযোনিজন্মাদি ছয়টী ভাববিকারে বিকৃতবৎ উপলব্ধ হইয়া থাকে, জন্মাদি ষড়্ভাববিকার, এক অপরিচ্ছিন্নপরমেশশক্তির কালাবচ্ছিন্ন বিশেষ বিশেষ অবস্থা-মাত্র—ইহারা এক অখণ্ডশক্তির কালখণ্ডিত .বিশেষ বিশেষ সত্তা-ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

কালশক্তি কিরূপ ?—পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি বলিলেন, অখণ্ডিত বা অপরিচ্ছিন্ন পরমেশশক্তির কালখণ্ডিত বিশেষ বিশেষ অবস্থাই জন্মাদি ভাববিকাররূপে উপ-লব্ধ ও অভিহিত হইয়া থাকে, কিন্তু, কালশক্তি কাহাকে বলে, তাহা না জানিলে, জন্মাদি ষড়্ভাববিকার যে অখণ্ডিত বা অপরিচ্ছিন্ন পরমেশশক্তির কালখণ্ডিত বিশেষ বিশেষ অবস্থাভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না, করুণানিধান

the present inquiry has any concern with causes) to be "the antecedent which it invariably follows", we do not use this phrase as exactly synony-mous with "the antecedent which it invariably has followed in our past experience". Such a mode of conceiving causation would be liable to the objection very plausibly urged by Dr. Reid, namely, that according to this doctrine night must be the cause of day, and day the cause of night; since these phenomena have invariably succeeded one another from the beginning of the world. But it is necessary to our using the word cause, that we should believe not only that the antecedent always has been followed by the consequent, but that, as long as the present constitution of things endures it always will be so. And this would not be true of day and night."—

পণ্ডিত মিল বিনাশপরিণামজ কার্য্যকারণভাবের স্বরূপ চিন্তা করেন নাই। জগৎকে ষড়্ভাব-বিকারময় এবং প্রবাহরূপে নিত্য বলিয়া বুঝিলে, বিনাশপরিণামজ কার্য্যকারণসম্বন্ধ যে সম্পূর্ণ যুক্তি-সিদ্ধ, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। আবির্ভাব ও তিরোভাব বা বিকাশ ও বিনাশ যে একমিথুন (Universally co-existent), পণ্ডিত মিলের তাহা লক্ষ্য হয় নাই। যথাস্থানে এই সকল কথার বিচার করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভর্ত্তৃহরি তা'ই স্বয়ংই নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটীদ্বারা কালশক্তির স্বরূপ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

কালশক্তির স্বরূপ—

"একস্য সর্ব্ববীজস্য যস্য চেয়মনেকধা।
ভোক্তৃভোক্তব্যরূপেণ ভোগরূপেণ চ স্থিতিঃ॥"— বাক্যপদীয়।

ভাবার্থ।

ইতিপূর্ব্বে বহুবার উক্ত হইয়াছে যে, জগতের জ্ঞান, ক্রিয়া বা গতির (Motion) জ্ঞান, জগৎ পরিবর্ত্তনের মূর্ত্তি, এবং ক্রিয়া বা কর্ম্ম, শক্তির আত্মভূত—শক্তির অভিব্যক্ত অবস্থা—শক্তির প্রকটিত রূপ। বিনা প্রয়োজনে কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না; সুখ ও সুখের হেতুভূত পদার্থের ঈপ্সা এবং দুঃখ ও তদ্ধেতুভূত পদার্থের জিহাসা—ত্যাগ করিবার ইচ্ছা, ইহারাই কর্ম্মপ্রয়োজন। সুখদুঃখভোগ অচেতন বা জড়ের হইতে পারে না, অচেতন বা জড়পদার্থ সুখদুঃখের ভোক্তা নহে। পুরুষ বা জীবাত্মাই সুখদুঃখের উপভোগকর্ত্তা। অতএব, বুঝিতে পারা গেল, ক্রিয়া বা কর্ম্ম ভোক্তৃভোগ্যের সম্বন্ধাত্মক। জীবাত্মা, ভোক্তা; ইন্দ্রিয়গ্রাম, ভোগ-করণ; এবং বিষয়, ভোগ্য। কর্ত্তৃকরণাদি কারকদ্বারা প্রবিভক্ত ও কর্ত্তৃকরণাদি কারকশরীরে শরীরিণী বা মূর্ত্তক্রিয়াই যে আমাদের সমীপে ক্রিয়ারূপে লক্ষ্য হইয়া থাকে, ইতিপূর্ব্বে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। ক্রিয়া, ভোক্তৃভোগ্যের সম্বন্ধাত্মক, এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য ও কর্ত্তৃকরণাদিকারকশরীরে শরীরিণী বা মূর্ত্তক্রিয়াই আমাদের সমীপে ক্রিয়ারূপে লক্ষ্যপদার্থ, ইহার মর্ম্ম সমান, পাঠক এই কথা স্মরণ করিবেন। ক্রিয়াজ্ঞানই যখন জগতের জ্ঞান এবং ক্রিয়া যখন ভোক্তৃভোগ্যসম্বন্ধাত্মক, তখন জগতের জ্ঞান যে ভোক্তৃশক্তি ও ভোগ্যশক্তি, এই শক্তিদ্বয়ের পরস্পরসম্বন্ধজনিত পরিবর্ত্তনের (ভোগের) উপলব্ধিভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি উদ্ধৃত কারিকাটীদ্বারা এই কথাই বুঝাইয়াছেন। সর্ব্ববীজ—সর্ব্বকারণ—সর্ব্বশক্তিময় ব্রহ্মের মায়াপরিচ্ছিন্নশক্তির ভোক্তৃ-ভোগ্য ও ভোগ-রূপে অনেকধা—বহুরূপিণী স্থিতিই, কালশক্তি। বুঝিলাম, কাল ও ক্রিয়া, এক পদার্থ।

"কল্ সংখ্যানে" এই 'কল্' ধাতুর উত্তর 'অচ্' ও 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া অথবা **"কল্ প্রেরণে"** এই প্রেরণার্থক কল্' ধাতুর উত্তর 'ণিচ্' ও 'অচ' করিয়া 'কাল'পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভাষাপরিচ্ছেদে, যাহা জন্যপদার্থসকলের জনক, যাহা জগতের আশ্রয়, পরত্বাপরত্ববুদ্ধির যাহা হেতু—পৌর্ব্বাপর্য্যবুদ্ধির যাহা কারণ, তাহা কাল, কালের এইরূপ লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে* তিথিতত্ত্বে, যাহা সর্ব্বভূতের সৃষ্টিস্থিতি-

* "জন্যানাং জনকঃ কালো জগতামাশ্রয়ো মতঃ।
পরাপরত্বধীহেতুঃ ক্ষণাদিঃ স্যাদুপাধিতঃ॥"— ভাষাপরিচ্ছেদ।

লয়কারণ, তাহা কাল এই নামে পরিকীর্ত্তিতপদার্থ বলা হইয়াছে *। পূজ্যপাদ নাগেশভট্ট, কালের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবার জন্য বলিয়াছেন—কাল, ভাবমাত্রের (ভাববিকার বুঝিতে হইবে)-উৎপত্তি-স্থিতি ও নাশ-হেতু, কাল শরদাদি-রূপে আম্রাদি বৃক্ষের পুষ্পফলপ্রসবশক্তিকে প্রতিবদ্ধ করে এবং কালই বসন্তাদিরূপে তাহাদের তচ্ছক্তিকে অনুগৃহীত করে †।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে কাললক্ষণ ;—

“লোকানামন্তকৃৎকালঃ কালোঽন্যঃ কলনাত্মকঃ।
স দ্বিধা স্থূলসূক্ষ্মত্বান্মূর্ত্তশ্চামূর্ত্ত উচ্যতে ॥”—

অর্থাৎ, অখণ্ড-দণ্ডায়মান ও কলনাত্মক ভেদে কাল প্রধানতঃ দ্বিবিধ। যে কাল, স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের উৎপত্তিস্থিতিনাশকারণ, যে কাল অমৃত, তাহা, অখণ্ড-দণ্ডায়মান কাল, এবং যে কাল জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়—যাহা নির্দ্দেশ্য, তাহা কলনাত্মক বা খণ্ড কাল। কলনাত্মক কালও আবার স্থূলসূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ। (ক্রিয়াও যে মূর্ত্তামূর্ত্ত-ভেদে দ্বিবিধ, তাহা স্মরণ করিবেন।)

বেদে কালের স্বরূপ অতিবিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, স্থানাভাববশতঃ এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। অথর্ব্ববেদেসংহিতায় বর্ণিত অখণ্ডদণ্ডায়মান মহাকালের স্বরূপ দর্শন করিবেন। কাল কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত তৈত্তিরীয় আরণ্যকে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটী সন্নিবেশিত করা হইয়াছে—

“সূর্য্যো মরীচিমাদত্তে। সর্ব্বস্মাদ্ভুবনাদধি ॥
তস্যাঃ পাকবিশেষেণ। স্মৃতং কালবিশেষণং ॥”

ক্রিয়া ও কাল যে এক পদার্থ এবং ক্রিয়ামাত্রেই যে অগ্নীষোমাত্মক, উদ্ধৃত মন্ত্রটী দ্বারা তাহাই বুঝান হইয়াছে। যথাস্থানে ইহার বিস্তৃতবিবরণ প্রদত্ত হইবে।

“তবাহং পূর্ব্বকে ভাবে পুত্ত্রঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
মায়াসম্ভাবিতো বীর কালঃ সর্ব্বসমাহরঃ ॥”—

রামায়ণ উত্তরকাণ্ড।

রঘুকুলতিলক ভগবান্ রামচন্দ্র, দুষ্কৃতবিনাশ ও সাধুদিগের পরিত্রাণার্থ—ভূভার-হরণের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রাবণাদি অনন্যজেয় দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণ বিনষ্ট হইলে পর, পৃথিবী যখন শান্তা হইলেন, ধর্ম্ম যখন সুচারুরূপে সংস্থাপিত হইল,

* “কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং স কালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।”— তিথিতত্ত্ব।

† “কালো ভাবমাত্রস্যোৎপত্তিস্থিতিনাশহেতুঃ শরদাদিরূপেণাম্রাদীনাং পুষ্পফলপ্রসবশক্তীঃ প্রতিবধ্নাতি বসন্তাদিরূপেণ চ তা অনুজানাতীতি তন্নিয়তহেতুর্বা তত্র।”— মঞ্জুষা।

অর্থাৎ ভগবানের অবতরণোদ্দেশ্য যখন সংসিদ্ধ হইল, তখন কমলযোনি, ভগবানের মর্ত্তধামে অবস্থান করিবার আর প্রয়োজন নাই বুঝিয়া, কালকে দূতরূপে তাঁহার সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাপসবেশধারী কাল, ভগবানের সমীপবর্ত্তী হইয়া, নিবেদন করিলেন, হে মহাসত্ত্ব,—মহাবল রাজন্! আমি যেজন্য আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। পিতামহ (ব্রহ্মা) আমাকে দূতরূপে ভবদন্তিকে প্রেরণ করিয়াছেন *। আমি আপনার পূর্ব্বভাবের—পূর্ব্বাবস্থার (হিরণ্যগর্ভাবস্থার) পুত্র, পরপুরঞ্জয়, সর্ব্বসমাহর (সর্ব্ববস্তুসংহারকর্ত্তা) মায়া-সম্ভাবিত (মায়া—ভগবৎ-সঙ্কল্পশক্তি-দ্বারা সম্ভাবিত—উৎপাদিত) কাল †।

কাল তাহা হইলে কোন্ পদার্থ হইল ?—কাল ও ক্রিয়া এক পদার্থ। ক্রিয়া যেমন মূর্ত্ত-ও-অমূর্ত্ত-ভেদে দ্বিবিধ, কালও সেইপ্রকার মূর্ত্তামূর্ত্তভেদে দুই-প্রকারের। ভাষাপরিচ্ছেদে কালকে, পরত্বাপরত্বধী-হেতু বলা হইয়াছে ; একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে, প্রতীতি হইবে, কাল কাহাকে বলে, এ প্রশ্নের ইহাই পর্য্যাপ্ত উত্তর। জগৎ, মায়াবিজৃম্ভিত চিজ্জড়াত্মক পদার্থ, জগৎ ক্রিয়ার মূর্ত্তি—ক্রিয়াজ্ঞানই জগতের জ্ঞান, এই সকল কথার মর্ম্মচিন্তা করিলে, আমরা কি বুঝিতে পারি ? যাহা বুঝিতে পারি, ভাষাপরিচ্ছেদ কালকে পরত্বাপরত্বধী হেতু বলিয়া সংক্ষেপে তাহাই বুঝাইতেছে। উৎপত্তিবিনাশশীল জ্ঞান, সম্বন্ধাত্মক (Relative) এবং সম্বন্ধজ্ঞান, দ্বৈতজ্ঞানমূলক। পরত্বাপরত্ব বা পৌর্ব্বাপর্য্য, এই শব্দদ্বয়ের অর্থ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, কার্য্যকারণসম্বন্ধই ইহাদিগের-দ্বারা অভিব্যক্ত হইতেছে। বিনা কারণে কোন কার্য্য সংঘটিত হয় না, এ কথার তাৎপর্য্য হইতেছে, পরভাবহইতে অপরভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে, অনাগত বা সূক্ষ্মাবস্থাতে যাহা বিদ্যমান নাই, তাহার অভিব্যক্তি বা উৎপত্তি হইতে পারে না। সকলপ্রকার প্রাকৃতিক পদার্থই অব্যক্তাবস্থাহইতে ব্যক্তাবস্থায় এবং ব্যক্তাবস্থা-হইতে পুনর্ব্বার অব্যক্তাবস্থায় গমনাগমন করিতেছে। ধর্ম্মিমাত্রেই শান্ত ; উদিত ও অব্যপদেশ্য এই ত্রিবিধ ধর্ম্মে অন্বিত, অতএব, জন্মাদি ভাববিকারসমূহ চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল। ভাব ও ক্রিয়া, বুঝিয়াছি, এক পদার্থ, পূর্ব্বভাব বা পূর্ব্বক্রিয়া, কারণ

* "শৃণু রাজন্ মহাসত্ত্ব যদর্থমহমাগত:।
পিতামহেন দেবেন প্রেষিতোঽস্মি মহাবল ॥"—

† বৈকালতত্ত্বের স্বরূপ দর্শন করিতে গিয়া, বর্ত্তমান সময়ে ঈশ্বরবোধে পূজিত দার্শনিকদিগের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া যাইতেছে, আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই দুরবগাহ কালতত্ত্ব পূজ্যপাদ মহর্ষি বাল্মীকির লেখনী হইতে লীলাচ্ছলে—অবলীলাক্রমে একটী শ্লোকদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে এবং যাহা নির্ণীত হইয়াছে, এপর্য্যন্ত কোন চিন্তাশীল বিদেশীয় দার্শনিক পণ্ডিত মহদায়তন গ্রন্থদ্বারা এই একটীমাত্র শ্লোকনির্ণীত তত্ত্বাপেক্ষা কালতত্ত্বের অধিকতর তত্ত্ব কিছু দিতে পারিয়াছেন কি ?

এবং অপরভাব বা অপর ক্রিয়া, কার্য্য। ক্রিয়া ও কাল, বুঝিলাম, সমান বস্তু, অতএব, বলিতে পারি, পূর্ব্বকাল, কারণ এবং অপরকাল, কার্য্য। সিদ্ধান্ত হইল, কার্য্যাত্মভাব বা জগৎ, জন্মাদিভাববিকারাত্মক বা পৌর্ব্বাপর্য্যসম্বন্ধজ্ঞানমূলক—পরত্বাপরত্ব-বুদ্ধিতে ভাসমান পদার্থ *।

চিন্তিতের প্রতিচিন্তন—কথায় কথায় আমরা বহুদূরে আসিয়াছি। বহুদূরে আসিয়াছি বটে কিন্তু, প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধহীনদেশে আগমন করিয়াছি কি না, বলিতে পারি না। প্রস্তাবিত বিষয়টী বুঝিবার নিমিত্ত যে সকল কথা বলা উচিত, স্থান ও শক্তির অভাবে, নিজ বিশ্বাস, তাহা বলা হয় নাই। গ্রন্থের মধ্যে এই সকল প্রস্তাব পুনর্ব্বার উপস্থিত হইবে, যথাশক্তি সেইসময় ইহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব, আপাততঃ যে যে বিষয়ের চিন্তা করা হইল, তত্তদ্বিষয়ের প্রতিচিন্তন করিতে করিতে মূলবিষয়ের অভিমুখে গমন করা যাউক।

আমাদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা। হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থার চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে সমাজ কাহাকে বলে, অগ্রে তাহা জানা আবশ্যক মনে হওয়ায়, আমরা সমাজ কাহাকে বলে, তাহা চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সমাজশব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিয়া, অবগত হইয়াছি, সমানমন্ত্র, সমলক্ষ্য, অন্যোন্যাশ্রয়ী মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট জীবগণের সমপ্রয়োজন বা সমানার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত একীভূতভাবের নাম 'সমাজ'। শরীর বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, সমাজ-শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ চিন্তা করিয়া, বিদিত হইয়াছি, সমাজ ও

---

* Time ও Space কাহাকে বলে, বুঝাইতে গিয়া, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু, দুঃখের বিষয়, সিদ্ধান্ত সুগম ও সংশয়বিরহিত হয় নাই। পণ্ডিত স্পেন্সারের উক্তি,—

"Thus we cannot conceive Space and Time as entities, and are equally disabled from conceiving them as either the attributes of entities or as non-entities. We are compelled to think of them as existing; and yet cannot bring them within those conditions under which existences are represented in thought."—

দার্শনিক পণ্ডিত ক্যাণ্ট্ Space এবং Timeকে বৌদ্ধপরিণাম (Forms of the intellect) বলিয়াছেন, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলেন, Time এবং spaceকে বৌদ্ধপরিণাম বলাতে ইহাদের স্বরূপ অধিকতর দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। Space ও Timeকে বৌদ্ধপরিণাম বলিলে, ইহাদের অনুভব-যোগ্যতা থাকিত না।

"For if Space and Time are forms of thought, they can never be thought of; since it is impossible for anything to be at once the form of thought and the matter of thought."—

পণ্ডিত স্পেন্সারের মতে ;—"The abstract of all sequences is Time."—

ইহা শাস্ত্রেরই কথা। আমরা পরে দেখাইব পণ্ডিত স্পেন্সার Time এবং Spaceএর স্বরূপ ভালরূপ বুঝাইতে পারেন নাই।

শরীর, সমানলক্ষণপদার্থ। সাধর্ম্মবৈধর্ম্ম্যবিচারই বস্তুতত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র উপায়, কোন বস্তুকেই আমরা কেবল তদ্দ্বারা জানিতে পারি না, যে কোন বস্তুই হউক, তাহা, তদ্ভিন্ন, অথচ তাহার সহিত কোন-না-কোন-রূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, জ্ঞাতবস্ত্বন্তরের তুলনায় পরিজ্ঞাত হয়। সমাজের স্বরূপ দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া, আমরা এইনিমিত্তই নরশরীরের প্রতিকৃতি সম্মুখে স্থাপন করিয়াছি *।

নরশরীরব্যাকরণ স্থূলতমভাবেই করা হইয়াছে, তথাপি এতদ্দ্বারা আমরা অবগত হইয়াছি, শরীর অসংখ্য ইতরেতরাশ্রয়িক্ষুদ্রবৃহৎ যন্ত্র-সমষ্টি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। শারীরকার্য্যতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিবার সময়ে, শাস্ত্রচরণপ্রসাদে বিদিত হইয়াছি, জ্ঞান, পোষণ ও পরিচালন, নরশরীরে এই ত্রিবিধ কার্য্য হইয়া থাকে। জ্ঞান, পোষণ ও পরিচালন এই ত্রিবিধ কার্য্যসম্পাদনের জন্য যেরূপ ও যতসংখ্যক যন্ত্রের প্রয়োজন, করুণাময় পরমপিতা ঠিক সেইরূপ ও ততসংখ্যক যন্ত্রই প্রদান করিয়াছেন। সংহতি বা সমষ্টি পরার্থ মূর্ত্তি, পরপ্রয়োজনসাধনের নিমিত্ত, সংহতি বা সমষ্টির নিজপ্রয়োজন কিছুই নাই। সমষ্টির ভিন্ন ভিন্ন অংশসকলের মূল-উদ্দেশ্য সমান এবং এইজন্য সকলে মিলিতহইয়া পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া থাকে; কোন যন্ত্রই অন্যসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিতে পারগ নহে। শারীরযন্ত্রসমূহ শরীরির বা আত্মার প্রয়োজনসাধনের নিমিত্তই পরস্পরমিলিত হইয়াছে। সমাজশব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতে বিদিত হইয়াছি, সমানলক্ষ্য অন্যোন্যাশ্রয়ী মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট জীববৃন্দের সমপ্রয়োজন বা সমানার্থসিদ্ধির নিমিত্ত একীভূত ভাবের নাম, সমাজ। অতএব সমাজ, একটী বৃহৎ শরীর। শরীর যেমন ইতরেতরাশ্রয়িক্ষুদ্র-বৃহৎ যন্ত্রসমষ্টি, সমাজও তদ্রূপ ভিন্নভিন্ন-শক্তিবিশিষ্ট মনুষ্যযন্ত্রসংহতি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, সমাজ-শরীরের ইহারাই যন্ত্র, ইহাদের একটীর অভাবে সমাজশরীর অবস্থান করিতে পারে না।

আবির্ভাবাত্মক রজঃ ও তিরোভাবাত্মক তমঃ বা পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তির

---

* সমাজ কাহাকে বলে, বলিতে গিয়া, নীরস শারীরতত্ত্বসম্বন্ধে এত কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে, পাঠকদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে এই প্রকার মত প্রকাশ করিবেন তাহা আমরা জানি। শারীরতত্ত্ব, সাধারণ পাঠকের সমীপে অপ্রীতিকর বলিয়া অনাদৃত হইলেও, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পরমাদরের সামগ্রী, সন্দেহ নাই। কথা হইতেছে, অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে কি না? সকল বিষয়ই দেশ কাল-ও-পাত্রানুসারে উপাদেয়-বা-হেয়রূপে অবধারিত হইয়া থাকে। শারীরতত্ত্ব উপাদেয় পদার্থ হইলেও সকল দেশকালে বা সকল পাত্রের নিকটে ইহা সমভাবে আদৃত হইতে পারে না। বিষয়াসক্ত পুরুষের পার্থিব ধন এবং বিষয়বিরক্ত ভগবদ্ভক্ত মহাত্মার পরমেশচরণ যেমন সার্ব্বভৌমরূপে প্রিয় সামগ্রী বোধ হয়, অন্য কোন বস্তু তেমন সার্ব্বভৌমরূপে প্রীতিকর নহে। লোকমাত্রেই ভিন্নরুচি। শারীরতত্ত্ব আমাদের প্রিয়সামগ্রী এবং এ স্থানে শারীরতত্ত্বসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় নাই।

অন্যোন্যাভিভবভাব হইতে সত্ত্বের উপরি যে নানাবিধ-ভাবতরঙ্গ উত্থিত হইয়া ক্রীড়া করে, সেই অনন্তভাবতরঙ্গের সমষ্টিই জগৎ, প্রত্যেক জাগতিকপদার্থই এক-একটী ত্রিগুণময়ভাবতরঙ্গ। প্রত্যেক জাগতিকপদার্থই ত্রিগুণপরিণাম বটে, কিন্তু, ত্রিগুণের ভাগ সকল পদার্থেই সমান ভাবে নাই, থাকা সম্ভবও নহে। প্রকৃতির বিসদৃশপরিণামহইতেই বিবিধ বিচিত্র জগতের আবির্ভাব এবং ইহার সদৃশ-পরিণামহইতেই লয় হইয়া থাকে *।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিসদৃশপরিণামহইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, সামান্যভাব, নানাভাবে বিভক্ত (Differentiated) হইয়াই পরিদৃশ্য-মান উচ্চাবচ জগদাকার ধারণ করিয়াছে, অবিশেষহইতে বিশেষের আরম্ভ হইয়া থাকে, এই সকল কথার সহিত জাতিভেদই সৃষ্টি, এতদ্বাক্যের কোন পার্থক্য নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই শব্দচতুষ্টয়ের স্বরূপ চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের পরস্পর সংযোগ বৈষম্য বা সমাবেশ ও সান্নি-ধ্যের তারতম্যবশতঃ প্রধানতঃ উপলভ্যমান কতপ্রকার জাতিভেদ হইতে পারে, শব্দ-চতুষ্টয় তাহাই বলিয়া দিতেছে। জাতিভেদ বেদাদি নিখিল শাস্ত্রানুমোদিত বলাই বাহুল্য, সুতরাং সূক্ষ্মদর্শির সমীপে ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

জাতিভেদ প্রাকৃতিকপদার্থ বটে, কিন্তু, ভারতবর্ষভিন্ন অন্য দেশে ইহার ভিন্নতা সার্ব্বভৌমরূপে লক্ষিত হয় না। আমরা পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, পরিণামিভাবের গতি উভয়তোবাহিনী, ইহার একটী গতি বহির্মুখীন আর একটী গতি অন্তর্মুখীন, একটী পরাচীন আর একটী প্রতীচীন, একটী Centrifugal, অপরটী Centripetal। পরিণামিভাব যখন বহির্মুখীন হয়, ইহার পরাচীন গতি যখন প্রবল হয়, তখন সৃষ্টি আরম্ভ এবং অন্তর্মুখীন গতি যখন (ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ান্যায়ে) বেগবতী হয়, তখন লয়পরিণামসংঘটিত হইয়া থাকে। ভগবান্ যাস্কের চরণকৃপায় বুঝিয়াছি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব মধ্যে এবং রজঃ ও তমঃ (Attractive and repulsive forces) উভয় পার্শ্বে, ত্রিগুণময়ী; প্রকৃতির এই রূপ। সত্ত্ব, কেন্দ্র বা সন্ধিস্থান, আবির্ভাবতিরোভাবাত্মক রজঃ ও তমঃ, এই গুণদ্বয়ের ধারক, এই অবিলোপিপদার্থের আশ্রয়েই ভাবাভাবময় রজঃ ও তমঃ ক্রীড়া করে †।

* "To say that the primary re-distribution is accompanied by secondary redistributions, is to say that along with the change from a diffused to a concentrated state, there goes on a change from a homogeneous state to a heterogeneous state. The components of the mass while they become integrated also become differentiated."— *First Principles. P. 330.*

† "सन्धिरप्यविलोपः स्यादेतयोरिव तद्वपुः ।
भावाभावैर्ययैकात्मा निष्ठा येतौ तथैव हि ॥" যোগবাশিষ্ঠ।

ভগবান্ যাস্কের কথাই বশিষ্ঠদেব শব্দান্তরদ্বারা বুঝাইয়াছেন।

জগৎ যে গতির মূর্ত্তি, তাহা আমরা অবগত আছি, একটু নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারা যায়, গতিই গতির লক্ষ্য নহে, চলিবার জন্যই আমরা চলি না, স্থিতিই গতির লক্ষ্য। একেবারে স্থির হইবার নিমিত্ত—চিরশান্তিনিকেতনে চিরদিনের জন্য প্রশান্ত ভাবে অবস্থান করিবে, এই উদ্দেশ্যেই জীবজগৎ, সদাচঞ্চল নিয়তগতিশীল। সাম্যই (Equilibrium অবস্থাই) গতির লক্ষ্যবিন্দু। যাহারা গতিশীল তাহারাই যে সত্ব বা কেন্দ্রাভিমুখে গমন করিবার চেষ্টা করে, তাহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু, যাবৎ বাসনা না ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সকামকর্ম্মজনিত সংস্কার ভোগদ্বারা যাবৎ-মন্দীভূত না হয়, জ্ঞানসূর্য্যের উদয়ে অবিদ্যাধ্বান্ত যাবৎ তিরোহিত না হয়, তাবৎ কেন্দ্রাভিমুখীন গতি হয় না, রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া জীব তাবৎ গন্তব্যস্থানের বিপরীতদিকে গমন করে *। হিন্দুদিগের গতি কেন্দ্রাভিমুখীন, হিন্দু আধ্যাত্মিকজাতি। বৈষয়িক উন্নতি, হিন্দুজাতির চরমলক্ষ্য নহে, ত্রিবিধদুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিরূপ পরমপুরুষার্থ-সাধনের জন্যই হিন্দুজাতি ব্যাকুল। হিন্দুচিত্তনদী উর্দ্ধস্রোতস্বিনী, হিন্দুহৃদয় সংসারকে গন্তব্যস্থানে যাইবার সহায়বোধে আদর করে, পথিকের কাছে পান্থনিবাসের যেরূপ আদর, হিন্দুর সমীপে সংসারের আদরও তদ্রূপ, তাহা হইতে অধিকতর নহে। সাংসারিকসুখসাধনকে হিন্দু কুঞ্জরশৌচবৎ দুঃখনিবর্ত্তক

---

* "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত ইতি॥"

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

অর্থাৎ যে কালে হৃদয়শ্রিত কামনা সকল প্রলীন হয়, আত্মাই এক মাত্র কমনীয় পদার্থ এই জ্ঞানসূর্য্যের প্রকাশে ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ব প্রকার বিষয়বাসনা সমূলতঃ বিশীর্ণ হয়, তৎকালে মানব মরণধর্ম্মা হইয়াও বর্ত্তমান শরীরেই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অবিদ্যালক্ষণ অনাত্মবিষয়ককামই মৃত্যু, অনাত্মবিষয়ককামনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই মানব নানাবেশে বিবিধ দেশে ভ্রমণ করে, পুনঃ পুনঃ জন্মাদি ভাববিকারে বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হয়।

পূজ্যপাদ ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন ;—

"তদনারম্ভ আত্মস্থে মনসি শরীরস্য দুঃখাভাবঃ সংযোগঃ।"

বৈশেষিকদর্শন। ৫।২।১৭।

অর্থাৎ বিষয়ান্তর হইতে উপরতমন যখন আত্মস্থ হয়—আত্মেতরবিষয়কামনা ত্যাগ করিয়া যখন অন্তর্মুখীনবৃত্তি হয় তখন ইহার নিরোধ পরিণাম (Equilibrium mobile) হইতে থাকে ; মন এইকালে সর্ব্বদুঃখহর অনারম্ভাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাকে যোগ বলে। ভগবান পতঞ্জলিদেবের 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' এই অমূল্য সূত্রটীরও ইহাই তাৎপর্য্য। কামনাশূন্য হইতে না পারিলে মানব কদাচ যে ঈপ্সিততম অবস্থাতে উপনীত হইতে পারিবে না তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। জড়বিজ্ঞান দ্বারাও ইহা সুন্দররূপে প্রতিপাদিতহইতে পারে। আমরা পরে এ সকল কথা বুঝিবার চেষ্টা করিব। পাঠক! পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের 'First Principles' নামক গ্রন্থের 'Equilibration' অধ্যায়টী মনোযোগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া দেখিবেন

বলিয়া বুঝিয়া থাকে। হিন্দুর সংসার বিদেশীয়দিগের চিত্তপ্রতিবিম্বিত সংসার-প্রতিকৃতি হইতে স্বতন্ত্রপদার্থ। হিন্দু সংসারকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির সাধন বা উপায়-বোধে ভালবাসে, বিদেশীয়দিগের সংসারই উদ্দেশ্য, হিন্দুর সংসার Means, বিদেশীয়দিগের সংসার Ends। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ, আধ্যাত্মিকতার অর্থ বুঝেন না, পার্থিবতার আপাতমধুর মোহন আকর্ষণে তাঁহারা সদাকৃষ্ট, অন্তর্মুখ হইবার অবসর পান্ না, বিষয়কামনা তাঁহাদিগকে অন্তর্মুখ হইতে দেয় না, তা'ই বহির্দ্দেশের সংবাদ দিতেপারিলেও অন্তর্দ্দেশের কোন সংবাদ তাঁহারা জানেন না। অন্তর্দ্দেশের তত্ত্ব লইবার তাঁহাদের অবকাশও নাই, প্রাকৃতিক প্রেরণায় ইচ্ছা ও হয় না। এ জাতি আধ্যাত্মিকতার মর্ম্ম বুঝিবেন কিরূপে? হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা-নুযায়িজাতিভেদের প্রাকৃতিকত্ব বুঝিতে অসমর্থ হইয়া বিদেশীয় পণ্ডিতগণ হিন্দু-দিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন, জাতিভেদ উন্নতির অন্তরায়, জাতিভেদ আছে, তা'ই তোমাদের মধ্যে সমত্ব নাই, তা'ই তোমরা দুর্ব্বল। জাতিভেদ নাই বলিলেই কি জাতিভেদের মূল উৎপাটিত হইতে পারে? যাহা প্রাকৃতিক, মানবীয়শক্তি তাহা নষ্টকরিতে পর্য্যাপ্ত নহে। যে প্রকৃতির প্রেরণায়, ইয়ুরোপ-আমেরিকাবাসী আধ্যা-ত্মিক জাতিভেদের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম, সেই প্রকৃতির উপদেশেই স্বভাবস্থিত আর্য্যজাতি, জাতিভেদকে উন্নতির অন্তরায় বলিয়া বুঝিতে অনিচ্ছুক। হিন্দু বেদ-ভক্তজাতি, হিন্দু বেদকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া পূজাকরে, যাহা বেদবিরুদ্ধ, হিন্দু তাহাকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া ত্যাগ করে। মোক্ষমূলর প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এই জন্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, জাতিভেদ বেদানুমোদিত নহে। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুতরাং সে বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। অন্যান্য বেদে জাতিভেদের কথা বহুস্থানে আছে, সুতরাং অন্যান্য বেদ যে প্রকৃতবেদ নহে, প্রথমে তাহা সপ্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট আয়াসস্বীকার করা হইয়াছে। তাহাতেও উদ্দেশ্যসংসিদ্ধির সুবিধা হইল না, কারণ যে বেদকে পণ্ডিত মোক্ষমূলর প্রকৃতবেদ (The Veda) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদ যে প্রাকৃতিক, সেই ঋগ্বেদেই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। অনন্যোপায় হইয়া পণ্ডিত মোক্ষমূলর তখন বুঝাইতে লাগিলেন ঋগ্বেদের একটীমাত্র মন্ত্রে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদের কথা দৃষ্ট হয়, ঋগ্বেদের অন্যকোথাও জাতিভেদের কথা নাই। আর 'শূদ্র' ও 'রাজন্য' এই শব্দদ্বয় যে অপেক্ষাকৃত নবীন, ইয়ুরোপীয় সমালোচক, অনায়াসেই তাহা বুঝিতে সক্ষম। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে ঋগ্বেদরচনার কিশোরাবস্থায় জাতিভেদ ছিল না। যে ঋঙ্মন্ত্রটীতে জাতিভেদের কথা আছে তাহা অবরকালীন। কথাটা নিখিলশাস্ত্র-ও যুক্তির অননু-মোদিত। বেদাদি সকল শাস্ত্রেরই উপদেশ, শব্দ হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, শব্দ বা বেদ অনন্ত, ঋগ্বেদাদি-সংহিতাচতুষ্টয়ই বেদ নহে, সাধুশব্দমাত্রেই বেদ।

বিদেশীয় পণ্ডিতবৃন্দ ও তাঁহাদের স্বভাবচ্যুতহিন্দুশিষ্যগণের কথাত দূরের, যাহা বলিলাম, অনেক বাহ্যতঃ আনুষ্ঠানিকহিন্দুরও ইহাতে বিশ্বাস হইবে না। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড শব্দের পরিণাম, এ কথা কতদূর যুক্তি-ও-শাস্ত্রসম্মত, তাহা জানিতে হইলে জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-ও-নাশসম্বন্ধে, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় আস্তিক ও নাস্তিক যত প্রকার মত প্রচলিত আছে, অগ্রে তৎসমুদয়ের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়সম্বন্ধীয় প্রচলিতমত সকল বিদিতহইলে, বিশ্ব শব্দের পরিণাম, একথা যুক্তিসঙ্গত কি না তাহা সুগম হইবে, তা'ই আমরা সংক্ষেপে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় আস্তিক ও নাস্তিক মতসকলের উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে দর্শন শাস্ত্র প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত-দিগের মধ্যেও আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে দুইপ্রকার দার্শনিক মত প্রচলিত আছে, বটে কিন্তু আস্তিক ও নাস্তিক এই শব্দ দ্বয় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইংরাজী ভাষার 'Theistic' ও 'Atheistic' এই শব্দদ্বয় যথাক্রমে ঠিক তদর্থের বাচক নহে, আমা-দের আস্তিক ও বিদেশীয়দিগের 'Theistic' এবং আমাদের নাস্তিক ও বিদেশীয়দিগের 'Atheistic' সমান পদার্থ নয়। আস্তিক ও নাস্তিক এই দ্বিবিধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের মধ্যেও পরস্পর মতভেদ আছে, তদনুসারে ষড়্‌বিধ আস্তিক ও ষড়্‌বিধ নাস্তিক, সমুদায়ে দ্বাদশপ্রকার বিভিন্ন দার্শনিক মতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-পাতঞ্জল ও পূর্ব্বমীমাংসা-উত্তরমীমাংসা, এই ষড়্‌বিধ দর্শনকে আস্তিক এবং চার্ব্বাক, চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধ ও জৈন, এই ছয় প্রকার দর্শনকে নাস্তিকদর্শনশ্রেণীভুক্ত করা হইয়া থাকে। আস্তিক-নাস্তিক ভেদে দ্বাদশ প্রকার দার্শনিক মতকে অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতে অসৎ কার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ এই তিনটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। পূজ্যপাদ মাধবাচার্য্য স্বপ্রণীত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ-নামক গ্রন্থে, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি, সৎহইতে অসতের উৎ-পত্তি, সৎ হইতে সতের অভিব্যক্তি এবং এক সদ্বস্তু (ব্রহ্ম) হইতে দৃশ্যমান কার্য্য-সমূহের বিবর্ত্ত, কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধীয় এই চতুর্ব্বিধমতের উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতে যে ত্রিবিধ প্রস্থানভেদের কথা আছে, তাহার সহিত পূজ্যপাদ মাধবাচার্য্যের কোন মতবিরোধ নাই। বস্তুতঃ সকল বাদই অসৎকার্য্যাদি ত্রিবিধ-বাদের অন্তর্ভূত। অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ, দ্বাদশপ্রকার দার্শনিক মতকে শাস্ত্রে যেমন এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসার বিশ্বকার্য্যের কারণনির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সেই-প্রকার, জগৎ অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান্, জগৎ স্বয়ংসৃষ্ট ও ইহা ঘটকার্য্যের কুম্ভকারের ন্যায় কোন পুরুষদ্বারা সৃষ্ট, এই ত্রিবিধ মতের উল্লেখ করিয়াছেন। *

* "Self-existence" আদি ত্রিবিধমতের স্বরূপ, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার যেরূপে বর্ণন করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।—

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ড্রেপার অভাব হইতে ভাবোৎপত্তিবাদ ও সংকার্য্যবাদ (Development from pre-existing forms) এই দ্বিবিধবাদের কথা বলিয়াছেন। অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ, আস্তিক-নাস্তিক-ভেদে দ্বাদশ-প্রকার দার্শনিকমতকে এই ত্রিবিধ বাদের অন্তর্ভূত করাহয় বটে, কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিকের অসৎকার্য্যবাদ এবং সৌগতাদি নাস্তিকদিগের অসৎকার্য্যবাদ সমান পদার্থ নহে। ভগবান্ গোতম ও কণাদ অসৎ শব্দটী যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, নাস্তিকেরা ইহার সে অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। ভগবান্ গোতম ও কণাদ যে অর্থে অসৎ শব্দটীর প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইলে ভাব ও অভাব

"In the first place, it is clear that by self-existence we especially mean an existence independent of any other—not produced by any other: the assertion of self-existence is simply an indirect denial of creation. In thus excluding the idea of any antecedent cause, we necessarily exclude the idea of a beginning; for to admit the idea of a beginning—to admit that there was a time when the existence had not commenced—is to admit that its commencement was determined by something or was caused, which is a contradiction. Self-existence therefore necessarily means existence without a beginning, and to form a concepion of self-existence, is to form a conception of existence without a beginning."

* * * * * * *

"The hypothesis of self-creation, which practically amounts to what is called Pantheism, is similarly incapable of being represented in thought. Certain phenomena, such as the precipitation of invisible vapour into cloud, aid us in forming a symbolic conception of a self-evolved universe."

* * * * * * *

"Really to conceive self-creation, is to conceive potential existence passing into actual existence by some inherent necessity; which we cannot do. We cannot form any idea of a potential existence of the universe as distinguished from its actual existence."

* * * * * * *

"There remains to be examined the commonly-received or theistic hypothesis—creation by external agency. Alike in the rudest creeds and in the cosmogony long current among ourselves, it is assumed that the genesis of the Heavens and the Earth is effected somewhat after the manner in which a workman shapes a piece of furniture."

সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ ও মন্তব্য প্রকাশ।

১। **Self-existence**—জগৎ অনাদি কাল হইতেই আছে। যাহা সাদি, তাহারই কারণ অন্বেষণ করিতে হয়, জগৎ যখন সাদি নহে তখন ইহার আবার কারণ কি হইবে? জগতকে অনাদি বলা ও ইহার স্রষ্টৃত্ব অস্বীকারকরা সমান অর্থ।

এই শব্দদ্বয়ের বিশেষ পরিচয়গ্রহণকরা আবশ্যক; এই নিমিত্ত আস্তিক অসৎ-কার্য্যবাদ এবং ভগবান কপিল ও পতঞ্জলিদেবের সৎকার্য্যবাদের কতকটা আভাস দিয়া আমরা ভাব ও অভাব, এই শব্দদ্বয়ের স্বরূপ চিন্তা করিতেছি। ভাব ও অভাব এই শব্দ দ্বয়ের স্বরূপ যতদূর চিন্তা করাহইয়াছে তাহাতে বুঝিয়াছি, জগৎ নিরন্তর

সংসার যে অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত—সংসারের যে আদি নাই ইহাত শাস্ত্রের উৎসৃষ্ট, শাস্ত্রীয় ধ্বনির প্রতিধ্বনি, কিন্তু দুঃখের বিষয় বিকৃত বলিয়া, জগৎ অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত, এই অমূল্য শাস্ত্রীয় উপদেশের সারতম অংশটুকু ইহাতে নাই, ইহা উল্লিখিতশাস্ত্রীয়উপদেশের মৃত-দেহ-মাত্র, ইহাতে প্রাণ নাই। পণ্ডিত স্পেন্সার বিশ্বের কার্য্যকারণসম্বন্ধ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে তিনটী পরস্পরবিরুদ্ধমতের উল্লেখ করিয়াছেন সর্ব্ব সংশয়বিনাশিনী সর্ব্ব-বিদ্যাময়ী শ্রুতিদেবী এবং তাঁহার চরণসম্ভূত আস্তিক দার্শনিকেরাও ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার এই মতত্রয়কে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, সমদর্শিশাস্ত্র ইঁহাদিগকে সে দৃষ্টিতে দেখেন নাই। পণ্ডিত স্পেন্সারের দৃষ্টিতে ইহারা অগ্নিজলের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত, সমদর্শক শাস্ত্রীয়সমীক্ষণে ইহারা বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত নহে।

"इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न।
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা ৮।৩।১০।১৩০।

জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব যে অত্যন্তগহন—অতীব দুর্জ্ঞেয়, বিশ্ববিধাতা বা জগৎস্বামী ব্যতীত সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যোদ্ভেদ করা যে অন্য কাহার সাধ্যায়ত্ত নহে, সৃষ্টিরহস্য সম্যগ্রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পরমেশ্বর হইতে নিঃশ্বাসবৎ আবির্ভূত বেদের চরণে শরণ-গ্রহণ করা ভিন্ন যে উপায়ান্তর নাই, উদ্ধৃত-মন্ত্রটীদ্বারা ভগবান্ তাহাই বুঝাইয়াছেন।

মন্ত্রটীর ভাবার্থ।

যে উপাদানভূত পরমাত্মা হইতে, বিবিধ গিরিনদীসমুদ্রাদিরূপে বিচিত্র এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তিনি ভিন্ন জগৎকে আর কে ধারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ? জগৎ কোন্ উপাদান ও নিমিত্তকারণ হইতে সৃষ্ট, বিশ্বাধ্যক্ষ ব্যতীত তাহাই বা কে নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলিয়াদিতে সক্ষম? জগতের সৃষ্টিরহস্য উদ্ভেদ করিতেগিয়া বিভিন্ন বিভিন্ন মত প্রকাশিত হইয়াছে; কাহার মতে জড়-প্রকৃতি হইতে অকর্তৃক জগৎ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছে (পণ্ডিত স্পেন্সার এই মতের পক্ষপাতী)।

"अतःप्रधानादकर्तृकमेवेदं जगत्स्वयमजायतेति।"— সায়ণাচার্য্যকৃতভাষ্য।

কোন মতে প্রকৃতি, জগতের উপাদানকারণ, কেহ বলেন জগৎকার্য্যের পরমাণু সমবায়িকারণ, এবং ঈশ্বর নিমিত্তকারণ। জগতের সৃষ্টিসম্বন্ধে এই প্রকার বহুবিধমত দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরব্যতিরেকে সৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধীয় সমীচীন উপদেশদিবার শক্তি অন্য কাহার নাই। বেদ ঈশ্বরোপদেশ, সুতরাং বেদোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বই অভ্রান্ত। বেদে জগৎকে অনাদি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু জগদাধার-বা-জগৎপ্রাণকে তাড়াইয়া দেওয়া হয় নাই, প্রাণময়জগৎকে মৃত বলিয়া বুঝান হয় নাই। জগতের অনাদিত্ব-প্রতিপাদন করিতে গিয়া পণ্ডিত স্পেন্সার জগৎপ্রাণকে তাড়াইয়াদিয়াছেন, সংসারের অনাদিত্ববাদ তাঁহার কাছে নাস্তিক (Atheistic) বাদ। বেদ, এই অনাদিত্ব বাদ বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন—"सूर्य्याचन्द्रमसौधाता यथापूर्व्वमकल्पयत्।"

পরিবর্ত্তনশীল, কোন জাগতিকপদার্থ মুহূর্ত্তের জন্য একভাবে থাকিতে পারে না, আবির্ভাবাদি প্রবৃত্তিতে জগৎ নিত্যপ্রবৃত্তিমান্, ক্রিয়া হইতেহইলে পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তি, এই দ্বিবিধ শক্তির প্রয়োজন, গতি (Motion), তাপ ও শৈত্য, (অগ্নি, সোম, Heat and cold), অন্যোন্যাভিভব এই পদার্থদ্বয়ের পরস্পরীণ ক্রিয়াফল ভিন্ন অন্য

পরিশেষে বক্তব্য, পণ্ডিত স্পেন্সার সৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধে অসন্দিগ্ধরূপে কোন কথা বলিতে পারেন নাই। একবার বলিয়াছেন, 'জগৎ অকৃতক', ইহা স্বয়ং আবিভূ'ত ও অনাদি, আমরা অগত্যা এই মতের পক্ষপাতী হইতে বাধ্য হইলাম। "We are obliged therefore to fall back upon the first, Self-existence, which is the one commonly accepted and commonly supposed to be satisfactory."—

আবার ইহাও তৎপরেই উক্ত হইয়াছে—

"Thus these three different suppositions respecting the origin of things, verbally intelligible though they are, and severally seeming to their respective adherents quite rational, turn out, when critically examined, to be literally unthinkable."—

অর্থাৎ জগতের আদ্যাবস্থা সম্বন্ধে যে তিনটী পরস্পর বিভিন্নমতের উল্লেখ করা হইল, ইহাদের বাক্যনিষ্পাদিত-অর্থের যুক্তিসঙ্গতত্ব সুখবোধ্য হইলেও, বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হয়, ইহাদের তাত্ত্বিকার্থ, বুদ্ধির অবিষয়।

পণ্ডিত স্পেন্সারই বলিয়াছেন,—"Differing so widely as they seem to do, the atheistic, the pantheistic and the theistic hypotheses contain the same ultimate element." অর্থাৎ, নাস্তিকবাদ (Self-existence-বাদকে পণ্ডিত স্পেন্সার নাস্তিকবাদ বলিয়াছেন), বিবর্ত্তবাদ (Self-creation-বাদ) ও আস্তিকবাদ, আপাতদৃষ্টিতে এই বাদত্রয় পরস্পর-বিরোধী বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে, প্রতীতি হইবে, সকলেই এক মূলপদার্থকে লক্ষ্য করিতেছে। তবেই বলিতে হইল, পণ্ডিত স্পেন্সার দুরববোধ সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া, বিপন্ন হইয়াছিলেন।

দার্শনিক পণ্ডিত ম্যান্সেল, তাঁহার "The Philosophy of the conditioned"-নামক গ্রন্থে—

১। Materialism বা জড়বাদ (জড়পদার্থ বা Matter-ভিন্ন পদার্থান্তর নাই, মন, অন্তঃকরণ-বৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্য—Phenomena of consciousness, ইত্যাদি সকলেই, যকৃৎহইতে পিত্তনিঃসরণের ন্যায়, জড়শক্তিহইতে আবিভূ'ত হইয়া থাকে, এই বাদ);

২। Idealism,—বিজ্ঞানবাদ (এ বাদ জড় বাদের ঠিক বিপরীত, এ বাদ Matterএর অস্তিত্ব অস্বীকার করে। Mind-ভিন্ন বস্ত্বন্তর নাই, ইহাই এ বাদের সিদ্ধান্ত);

৩। Indifferentism (এ বাদ Mind ও Matter, দুইকেই ছাড়িয়া দিয়াছে, এ বাদের অভিপ্রায়, প্রকৃতবস্তুতত্ত্ব মন বা জড়পদার্থ-নিষ্ঠ নহে, মন ও জড়পদার্থহইতে বিভিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থ আছে, মন ও জড়পদার্থ তাহার ধর্ম্ম বা গুণ)।

ম্যান্সেলের উক্তি,—"In other words, it may be maintained, first, that matter is the only real existence, mind and all the phenomena of consciousness being really the result solely of material laws; the brain, for example, secreting thought as the liver secretes bile; and the distinct personal existence of which I am apparently conscious being only the result of some such secretion."—

The Philosophy of the conditioned. P. 7.

কিছু নহে। জগৎ, গতির মূর্ত্তি, সুতরাং, ইহা অগ্নীষোমাত্মক, জগতের অনুভূতি, অগ্নি এবং সোম, এই দ্বিবিধ শক্তিজনিত ক্রিয়ার অনুভূতি; আমাদের জ্ঞান, দেশকাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, আমরা স্থূলদর্শী, তা'ই জগৎ আমাদের কাছে ভাবাভাবময়, তা'ই আমাদের জ্ঞান সদসদাত্মক। ঋষিরা ত্রিকালজ্ঞ, তাঁহারা অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা, এই নিমিত্ত দেশ কাল তাঁহাদের দৃষ্টিকে অবরোধ করিতে পারে না—দেশকালের আবরণে তাঁহাদের জ্ঞান আবৃত হয় না। যাহা সৎ বা বিদ্যমান—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা যাহা বুদ্ধিগোচর বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তাহা ভাব। যাহার উপলব্ধি হয়, তাহা ক্রিয়া বা গুণ। যাহার ক্রিয়া ও গুণ ব্যপদিষ্ট হয় না, তাহা অসৎ।

যাঁহারা নাস্তিক, দেশকালপরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ এবং ক্ষীণযুক্তিই যাঁহাদের প্রমাণ, অতীত ও ভবিষ্যৎ, কালের এই অবস্থাদ্বয়ের অস্তিত্ব তাঁহারা বিশ্বাসকরিতে পারেন না, তা'ই অভাব (Nothing)-হইতে জগৎ আবির্ভূত হইয়াছে, তাঁহারা এই মতের সমর্থক।

যাহার ক্রিয়া ও গুণ ব্যপদিষ্ট হয় না, আস্তিকেরা সেই সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত অবস্থাকে অসৎ বলিয়া বুঝাইয়াছেন। অতএব, আস্তিক-ও-নাস্তিক-দৃষ্টিভেদে অসৎ-শব্দের অর্থ ভিন্ন। তর্কশাস্ত্রে, অন্যোন্যাভাব ও সংসর্গাভাব—অভাবকে প্রধানতঃ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহা, ইহা নয়,—ইহা, ইহাহইতেই ভিন্ন, এবম্প্রকার প্রতীতিসাক্ষিক—এইরূপ অনুভবাত্মক অভাব, অন্যোন্যাভাব (Mutual non-existence)। অশ্ব যাহা, গো তাহা নহে, অশ্বাত্মাতে গো অসৎ, এবং গবাত্মাতে অশ্ব অসৎ *। অন্যোন্যাভাবহইতে ভিন্ন অভাবের নাম 'সংসর্গাভাব', সংসর্গাভাব আবার 'প্রাগভাব' 'প্রধ্বংসাভাব' ও 'অত্যন্তাভাব'-ভেদে ত্রিবিধ। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের যে অভাব, তাহার নাম 'প্রাগভাব', উৎপত্ত্যন্তর কার্য্যের যে অভাব, তাহার নাম 'প্রধ্বংসাভাব', এবং নাই, হ'বে না, হয় নাই, এইরূপ অনুভবসিদ্ধ নিত্যসংসর্গাভাব, 'অত্যন্তাভাব' নামে উক্ত হইয়া থাকে †।

পণ্ডিত ড্রেপার বলিয়াছেন, অভাবহইতে ভাবোৎপত্তিবাদের নাম আরম্ভবাদ, এবং সৎহইতে সতের উৎপত্তিবাদ, পরিণামবাদ। কথাটা শাস্ত্রীয় মতের অনুকূল নহে।

* "अभावस्तु द्विधा संसर्गान्योन्याभावभेदतः।"— ভাষাপরিচ্ছেদ।

"तथेदमिदन्न भवति—इदमेतद्भिन्नमितिप्रतीतिसाक्षिकोऽभावोऽन्योन्याभावः, यदिदमाहुः-तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽभाव।"— ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী।

পণ্ডিত ব্যালেন্টাইন্ (J. R. Ballantyne) অন্যোন্যাভাবকে 'Mutual non-existence' বা 'Difference' বলিয়া, অনুবাদ করিয়াছেন।

পণ্ডিত ব্যালেন্টাইনের উক্তি—"Mutual non existence or difference(anyonyabhava) is that of which the relation to its counterpart is distinguished by the separate identity there of."

† "सोऽपि त्रिविधः। अत्यन्ताभावप्रागभावप्रध्वंसाभावभेदात्। नास्तीत्यनुभवसिद्धो नित्य-

ভাব ও অভাবের স্বরূপদর্শন করিয়া কি শিক্ষা পাইলাম ? – শিশুগণ, দেখিতে পাই, মাতৃকুক্ষিহইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই তারস্বরে কাঁদিয়া উঠে। যাঁহারা আধিব্যথিত—প্রিয়বস্তু বা ব্যক্তির বিরহজনিত দুঃখে পীড্যমান, দুঃসহ ব্যাধির যাতনায় যাঁহারা অস্থির, তাঁহারাইত রোদন করিয়া থাকেন, কিন্তু, সদ্যোজাত নিরাময়-শিশু এ দেশে পদার্পণ করিয়াই মুষিতহৃদ্য, রোগার্ত্ত বা বিপন্নের ন্যায় ক্রন্দনকরে কেন ? অশিক্ষিতশাঠ্য, সুকুমার, সরল শিশুকে জাতমাত্রেই কে কাঁদাইয়া থাকে ? কপটতাবিহীন, নিরপরাধ শিশুকে কাঁদাইতে ইচ্ছা কাহার হয় ? যে কারণে, বালকযুবা ক্রন্দন করে, যে কারণে প্রৌঢ়-বৃদ্ধ অশ্রুবর্ষণ করে, সদ্যস্কশিশুও ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই সেই কারণে কাঁদিয়া থাকে। স্নেহময়ীজননীর শান্তিময়-অঙ্কহইতে ভ্রষ্ট হওয়াতেই শিশুগণ ভূমিষ্ট হইবামাত্র রোদন করে। গর্ভবাসকালে শিশু-যে ভাবে থাকে, গর্ভচ্যুত হইয়া, সে ভাবে থাকিতে পারে না। বুঝিয়াছি পরিবর্ত্তনই মৃত্যু, সংসার বা জগৎ পরিবর্ত্তনাত্মক, অতএব, ইহা মৃত্যুর রাজ্য। ভীষণ কঠোর-শাসন শমনগ্রাসে পতিত, শমনভয়নিবারিণী জননীর অঙ্ক-চ্যুত বিপন্ন শিশু, কালের ভীষণ-রূপ নিরীক্ষণ করিয়াই কাঁদিয়া উঠে। অবিরাম একভাবহইতে ভাবান্তরে গমন করার নামই সংসারবাস *। জন্মাদি-ভাববিকার-সকলকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি, সূক্ষ্মদর্শির নয়নে ইহারা সে ভাবে লক্ষিত হয় না। জন্ম আমাদের সমীপে উৎসবের, এবং মৃত্যু শোকের সামগ্রী, কিন্তু, সূক্ষ্মদর্শী জন্ম ও মৃত্যুর প্রভেদ দেখেন না। জন্ম যে মৃত্যুহইতে বিভিন্নপদার্থ নহে, সুকুমার স্বল্পবোধ শিশুগণও তাহা জানে, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তা'ই তাহারা ক্রন্দন করিয়া উঠে। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে, মাতাপিতার আনন্দের সীমা থাকে না, আত্মীয়বর্গমাত্রেই আনন্দে নিমগ্ন হ'ন, কিন্তু, যাহার জন্য এত আনন্দ, সে উচ্চস্বরে কাঁদিতে থাকে। জন্মই হউক, অথবা মৃত্যুই হউক, জাতের বা মৃতের সমানোদকদিগের যে অশৌচ হইয়া থাকে, হিন্দু-মাত্রেই তাহা অবগত আছেন, কিন্তু, শাস্ত্রকারেরা কেন জন্মাশৌচব্যবস্থা করিয়া-ছেন, তাহা আমরা সাধারণতঃ চিন্তাকরি না। করুণাময় শাস্ত্রকারেরা, জন্ম ও মৃত্যু যে সমানসামগ্রী, নানাবিধ উপায়েই তাহাই বুঝাইবার চেষ্টাকরিয়াছেন। জন্ম ও মৃত্যুকে এক পদার্থ বলিয়া বুঝিতে যিনি পারগ হইয়াছেন, ভাববিকারসমূহ পরস্পর-শৃঙ্খলিত, জন্ম ও মৃত্যু বা আবির্ভাব ও তিরোভাব বা বিকাশ ও বিনাশ, ইহারা ভাব-

---

সংসর্গাভাবোঽন্যোন্যাভাবঃ। বিনষ্ট ইতি প্রতীতিসাক্ষিকোৎপদ্যমানভাবোধ্বংসঃ বিনাশ্যভাবঃ প্রাগ্‌ভাবঃ।"—

ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী।

* 'সম্+সৃ+ঘঞ্', 'সংসার'-শব্দটী এইরূপে সিদ্ধ হইয়াছে।—

"সংসরত্যস্মাৎ। মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কাররূপবাসনায়াম্।"

অর্থাৎ, মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যাজনিত সংস্কাররূপ বাসনার নাম সংসার। যাহাতে একভাবে থাকিবার উপায় নাই,—একভাবে থাকিবার চেষ্টা করিলেও যেখানে সরিয়া পড়িতে হয়, তাহাকে সংসার বলে। অতএব, সংসার যে মৃত্যুর রাজ্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

বিকারের দেশকালকৃত-পৌর্ব্বাপর্য্যনিয়মক্রমসূচক-শব্দ-ভিন্ন আর কিছু নহে, যাহার ইহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তিনি অনায়াসেই বলিতে পারেন, অভাবহইতে ভাবের এবং ভাবহইতে অভাবের উৎপত্তি হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। আস্তিক-দার্শনিকদিগের অসৎকার্য্যবাদ ও সৎকার্য্যবাদ, এই নিমিত্ত পরস্পর বিরোধী নহে। আস্তিকদর্শন-শাস্ত্রসকল ষড়্ভাববিকারের ন্যায় পরস্পরশৃঙ্খলিত, দ্বারদ্বারিভাবসম্বন্ধে সম্বদ্ধ *।

ভগবান্ কণাদকৃত সদসদ্বিচার—

"ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাত্ প্রাগসত্।"—

বৈশেষিকদর্শন। ৯।১।১।

অর্থাৎ, যাহার ক্রিয়া ও গুণ ব্যপদিষ্ট হয় না, তাহা অসৎ। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের ক্রিয়া ও গুণ ব্যপদিষ্ট হয় না, এই নিমিত্ত, ইহাকে অসৎ বলা হইয়া থাকে। যাহার ক্রিয়া ও গুণ ব্যপদিষ্ট হয় না, বুঝিতে পারা গেল, মহর্ষি কণাদ তাহাকেই অসৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণাত্মাতে অবস্থিত ভাবের কোনরূপ ক্রিয়া বা গুণের ব্যপদেশ হয় না, এই জন্য তাদৃশ অবস্থাকে অসৎ, অর্থাৎ, সাধারণতঃ পরিচিত সৎহইতে অন্যভাবের সৎ বলা হয়। অতএব, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ ছিল বলিলে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য, গগনারবিন্দসদৃশ অসৎ ছিল, বুঝিতে হইবে না।

"অসতঃ ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাদর্থান্তরম্।"—

বৈশেষিকদর্শন।

অর্থাৎ, যাহা গগনারবিন্দবৎ অসৎ, তাহার কখনই ক্রিয়াগুণ ব্যপদেশ হয় না। গগনারবিন্দের ঘ্রাণ লইয়া, কাহার কখন তৃপ্তি হয় নাই, গগনারবিন্দের স্পর্শে কাহার তাপিত-অঙ্গ কখন শীতল হয় নাই, গগনারবিন্দ দেখিয়া, কাহার নয়ন চরিতার্থ হইয়াছে, কোন কালে কাহার শ্রবণ এ কথা শ্রবণ করে নাই, পদ্মিনীনাথের সম্পত্তিবিপত্তিতে গগনারবিন্দ প্রসন্ন বা বিষণ্ণহয়, একথাও কাহার কদাচ শ্রবণগোচর হয় নাই। কারণাত্মাতে অবস্থিত বা সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান বস্তু, বস্তুতঃ বস্তুই।

* অভাবহইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, যাঁহারা এই মতের পক্ষপাতী, তাঁহারা স্বীয় মতসমর্থনার্থ, বীজহইতে অঙ্কুরোৎপত্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াথাকেন। বীজের অভাব বা উপমর্দ্দহইতে যখন অঙ্কুরের আবির্ভাব হয়, তখন 'অভাবহইতে ভাবোৎপত্তি'-বাদই যুক্তিসঙ্গত। ভগবান্ গোতম এতন্মতের দোষপ্রদর্শন করিবার জন্য বলিয়াছেন—

"ন বিনষ্টেভ্যোঽনিষ্পত্তেঃ।"— ন্যায়দর্শন। ৪।১।২৭।

অর্থাৎ, বিনষ্টবীজহইতে অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না। উপমর্দ্দ (বিনাশ) ও প্রাদুর্ভাব, এই বিকারদ্বয়ের পৌর্ব্বাপর্য্যনিয়মক্রম স্বীকার করিলে, 'অভাবহইতেভাবোৎপত্তি'বাদ সিদ্ধ হইতে পারে। 'অভাবহইতেভাবোৎপত্তি'বাদের তাৎপর্য্য যদি এই রূপ হয়, তাহা হইলে এ মতের প্রতিষেধ নিষ্প্রয়োজন।

"ক্রমনির্দ্দেশাদপ্রতিষেধঃ।"— ন্যায়দর্শন। ৪।১।১৮।

"সদসৎ।"— বৈশেষিকদর্শন।

একবস্তুই অবস্থাভেদে সৎ ও অসৎ উভয়রূপেই ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে।

"যচ্চান্যদসদতস্তদসৎ।"— বৈশেষিকদর্শন।

যেরূপ অসতের কথা বলা হইল, যে অসৎ এতদ্বিলক্ষণ—ইহাহইতে ভিন্ন, তাহা গগনারবিন্দবৎ অসৎ, এ অভাব, অবস্তুভূত। এ গগনারবিন্দ বা খপুষ্পবৎ অভাব লইয়া, সৃষ্টি-তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কোন ইষ্টাপত্তি নাই। পূজ্যপাদ ভগবান্ কণাদ অসৎ বলিতে কোন্ পদার্থ লক্ষ্যকরিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা গেল। আস্তিক-অসৎকার্য্যবাদ যে সৎকার্য্যবাদহইতে বিভিন্নপদার্থ নহে, এতদ্বারা তাহাও কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইল। আস্তিক অসৎকার্য্যবাদিরা কার্য্যের যে অবস্থাদ্বয়কে প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাবনামে উক্ত করিয়াছেন, সৎকার্য্যবাদিরা কার্য্যের সেই অবস্থাদ্বয়কেই যথাক্রমে অনাগত ও অতীত অবস্থা, এই শব্দদ্বয়দ্বারা লক্ষ্যকরিয়াছেন। সৎকার্য্যবাদিদিগের মতের সহিত অসৎকার্য্যবাদিগণের কেবল এই অংশে পার্থক্য।

"অয়মেব হি সৎকার্য্যবাদিনামসৎকার্য্যবাদিভ্যো বিশেষো যৎ তদুচ্যমানৌ প্রাগভাবধ্বংসৌ সৎকার্য্যবাদিভিঃ কার্য্যস্যানাগতাতীতাবস্থে ভাবরূপে প্রোচ্যেতে।"— সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

আমরা যতদূর চিন্তা করিয়াছি, তাহা প্রতিচিন্তিত হইল, অতঃপর প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করাযাউক।

আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ—পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, অসৎকার্য্যবাদ সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ এই প্রস্থানত্রয়কে দার্শনিকেরা যথাক্রমে, আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ, এই তিননামেও অভিহিত করিয়া থাকেন, এক্ষণে আরম্ভবাদাদি বাদত্রয়ের স্বরূপচিন্তা করিতেহইবে। আমরাত পূর্ব্বে বহুবারই বলিয়াছি, সকলবাদই বেদের অর্থবাদহইতে সমুৎপন্নহইয়াছে, ঋষিরা যাহা কিছু বলিয়াছেন, তৎসমুদায়ই বেদমূলক। অতএব, বলা বাহুল্য, আরম্ভাদি বাদত্রয়ের বিশ্বপ্রসূতিশ্রুতিই উৎপত্তিস্থান।

আরম্ভ, পরিণাম ও বিবর্ত্ত, এই শব্দত্রয়ের অর্থ ;—'আঙ্' পূর্ব্বক "রভ্" ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'আরম্ভ'শব্দ, 'পরি' পূর্ব্বক 'নাম'ধাতুর উত্তর'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'পরিণাম' শব্দ, এবং 'বি'উপসর্গ পূর্ব্বক 'বৃৎ'ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'বিবর্ত্ত' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'রভ'ধাতুর অর্থ রাভস্য, সবেগগমন, ঔৎসুক্য নির্ব্বিচারপ্রবৃত্তি (To commence)। 'আরম্ভ' শব্দটীর তাহা হইলে ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ হইতেছে, উপক্রম, উৎপত্তি (A beginning)। আরম্ভের বাদ—আরম্ভ বাদ। 'আরম্ভ' কথাটী আমরা সচরাচর কোন্ অর্থে ব্যবহার করিয়াথাকি ? পূর্ব্বে যে ভাবের অস্তিত্ব বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইতেছিল না—যে ভাবের ক্রিয়া ও গুণ ব্যপদিষ্ট

হইতেছিল না, তাদৃশ অস্তিত্ব যখন প্রথম জ্ঞানগোচর হয়, তখন আমরা তাহাকে 'আরম্ভ' বলিয়া থাকি। ছিল না, হইল, ইহারই নাম 'আরম্ভ'। 'উৎপত্তি' শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারাযায়, 'আরম্ভ' শব্দটী 'উৎপত্তি'র সমানার্থক। 'উৎ' উপসর্গপূর্ব্বক 'পদ' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া, 'উৎপত্তি'-পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 'পদ' ধাতুর অর্থ গতি—প্রাপ্তি (To go)। 'উৎ' এই উপসর্গটী, ঊর্দ্ধ, উৎকর্ষ ইত্যাদি অর্থের দ্যোতক। অতএব 'উৎপত্তি' শব্দটী, ঊর্দ্ধগতি—উৎকৃষ্টগতি, এতদর্থেরই বাচক হইতেছে। যে গতি বা কর্ম্ম জ্ঞানগোচর হয়, তাহার নাম ঊর্দ্ধগতি বা প্রকৃষ্টগতি। ভগবান্ কণাদ অসৎ শব্দটী যে অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে, ইহা সুগম হইবে, ক্রিয়াগুণব্যপদেশ বিহীন অবস্থাহইতে ক্রিয়াগুণব্যপদেশ্য-অবস্থাপ্রাপ্তির নাম 'উৎপত্তি'।

'নম' ধাতুর অর্থ নতি—নমন, অবতরণ। 'পরি' উপসর্গের অর্থ—সর্ব্বতোভাব। 'পরিণাম' কথাটীর সুতরাং, ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ হইল—সর্ব্বতোভাবে নমন—অবতরণ, সূক্ষ্ম বা অদৃশ্যাবস্থাহইতে স্থূল বা দৃশ্যমানাবস্থায় আগমন।

পূজ্যপাদ বেদব্যাস বলিয়াছেন,—

"অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্ব্বধর্ম্মনিবৃত্তৌ ধর্ম্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণাম ইতি।"—

অর্থাৎ, বিদ্যমান্ দ্রব্য বা ধর্ম্মির পূর্ব্বধর্ম্ম নিবৃত্তহইয়া, ধর্ম্মান্তরের উৎপত্তির নাম, 'পরিণাম'।

'বৃৎ' ধাতুর অর্থ, বর্ত্তন (To exist)। 'বি'-উপসর্গটীর অর্থ হইতেছে—বিশেষ বা বৈরূপ্য। 'বিবর্ত্ত' শব্দটীর তাহা হইলে অর্থ হইল, বিশেষ বা বিরুদ্ধরূপে স্থিতি।

আরম্ভাদিশব্দত্রয়ের ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থহইতে কি শিক্ষা পাওয়াগেল?—অদূরদর্শী বা স্থূলজ্ঞান মানব বর্ত্তমানব্যতীত অতীতাদিকালের অস্তিত্ব যথাযথরূপে অনুমানকরিতে অপারগ, ক্রিয়াগুণব্যপদেশবিহীন অবস্থার সত্তা সাধারণবুদ্ধির অবিষয়। সৎ বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়াথাকি, অনভিব্যক্তক্রিয়াগুণ দ্রব্যের সত্তা যে তাহাহইতে, আপাতদৃষ্টিতে একটু অন্যরূপের, তাহা নিঃসন্দেহ। স্থূলদর্শিরা অব্যক্ত বা অতীতানাগত, এই অবস্থাদ্বয়ের সহিত ব্যক্ত বা বর্ত্তমান অবস্থার বিস্তর প্রভেদ বুঝিয়া থাকেন। করুণার্দ্রহৃদয়, পরহিতৈকব্রত, সমদর্শী ঋষিরা, যে যেভাবে দুরবগাহ-পদার্থতত্ত্ব বুঝিবার অধিকারী, তাহার জন্য সেই ভাবের উপদেশ সকল দিয়াছেন।

যাহা অব্যক্তাবস্থায় থাকে—সূক্ষ্মাবস্থায় যাহা বিদ্যমান, তাহাই স্থূলাবস্থায় অবতরণ করে, স্থূলদর্শির সমীপে এই কথা দুর্ব্বোধ্য, ভগবান্ কণাদ তা'ই বুঝাইয়াছেন, ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাবস্থা বা অসৎ-হইতে, সতের আরম্ভ—উৎপত্তি বা প্রকৃষ্ট গতি হইয়া থাকে। ভগবান্ গোতম ও কণাদ প্রথমাধিকারিদিগের উপদেষ্টা, ভগবান্ কপিল ও পতঞ্জলিদেব, যাঁহাদের দৃষ্টি সূক্ষ্মবিষয়ে বিচরণকরিবার উপযুক্ত, তাদৃশ-

শিষ্যদিগের শিক্ষাদাতা।ভগবান্ কপিল ও পতঞ্জলিদেব এইজন্য অসৎ-কথাটীর পরিবর্ত্তে সৎ, এই কথাটী ব্যবহারকরিয়াছেন, উৎপত্তির পরিবর্ত্তে অভিব্যক্তি-শব্দটীর প্রয়োগকরিয়াছেন। যে কারণ, কার্য্যরূপে পরিণত হয়, তাহার নাম প্রকৃতি *। ভগবান্ আত্রেয় ইহাকে কার্য্যযোনি, এই নামে অভিহিত করিয়াছেন †। ঘটের প্রকৃতি মৃত্তিকা, এবং মৃত্তিকার বিকৃতি ঘট।

ভগবান্ গোতম ও কণাদ পরমাণুকে জগতের প্রকৃতি, উপাদান বা সমবায়িকারণ এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে নিমিত্তকারণ বলিয়াছেন। ভগবান্ কপিলও অচেতনা প্রকৃতিকে (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণাত্রয়াত্মিকা) বিশ্বের উপাদানকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদান্তের মতে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত এবং ব্রহ্মই উপাদান-কারণ। প্রকৃতিত্ব সগুণ বস্তুতেই দেখা যায়, নির্গুণের তাহা সম্ভব হয় না। অতএব নির্গুণ ব্রহ্মের প্রকৃতিত্ব হইবে কিরূপে ?

পূজ্যপাদ ভগবান্ বাদরায়ণ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন,—

"सर्व्वधर्म्मोपपत्तेश्च ।"— শারীরকসূত্র। ২।১।৩৭।

অর্থাৎ, ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি মহামায়, তা'ই তাঁহার প্রকৃতিত্ব সিদ্ধ হয়। পূজ্যপাদ ভারতীতীর্থমুনি এইকথাটী একটু বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন, কার্য্যরূপে বিক্রিয়মাণত্বকে প্রকৃতি বলা যায় বটে, কিন্তু,এই বিক্রিয়মাণত্ব পরিণাম-ও-বিবর্ত্ত-ভেদে দ্বিবিধ। দুগ্ধ যে দধি হয়, তাহাকে পরিণাম বলে, এবং রজ্জুতে যে সর্প ভ্রম হয়, তাহার নাম বিবর্ত্ত। নির্গুণ ব্রহ্মের পরিণাম সম্ভব না হইলেও বিবর্ত্ত-রূপে প্রকৃতিত্ব সম্ভব হয়। ঋগ্বেদসংহিতাতে আছে—

"इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ।"—

অর্থাৎ, সর্ব্বশক্তিমান্ চৈতন্যময় ইন্দ্র বা পরমাত্মাই অন্তঃকরণাদিউপাধিদ্বারা প্রতিশরীরে অবচ্ছিন্ন হইয়া, জীবাত্মা-নামে ব্যপদিষ্ট এবং স্বীয় অনাদি মায়াশক্তি-দ্বারা আকাশাদিরূপে বিবর্ত্তিত হ'ন্—এক পরমাত্মাই ভোক্তৃ,ভোগ্য, এই উভয়রূপে অবস্থান করেন। ভগবান্ যাস্ক মায়াশব্দটী প্রজ্ঞানামমালার অন্তর্ভূত করিয়াছেন। পদার্থসকল, যদ্দ্বারা মিত হয়—পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহাকে মায়া বলে। মায়া, অজ্ঞান, অবিদ্যা, ইহারা সমানার্থক, প্রকৃতি ও মায়া এক পদার্থ ‡।

---

* "प्रकृतित्वं नाम कार्य्याकारेण विक्रियमाणत्वम् ।"— ব্যাসাধিকরণমালা টীকা।

"कार्य्ययोनिस्तु सा या विक्रियमाणा कार्य्यत्वमापद्यते ।"— চরকসংহিতা।

প্রকৃতি শব্দটী উপাদানকারণবাচী।

† "माछाबम्बिथ्यी यः ।"— উণা। ৪।১০৬।

"मीयन्ते परिच्छिद्यन्ते ऽनया पदार्थाः ॥"—

‡ "मायान्तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनन्तु महेश्वरम् ।"— শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।

জগতের লয় ও সৃষ্টি—আরম্ভাদিশব্দত্রয়ের অর্থ কি, তাহা একরূপ চিন্তা করা হইল, এক্ষণে দার্শনিকেরা জগতের লয় ও সৃষ্টিসম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করিব। জগৎ যে অনাদিকালহইতেই বিদ্যমান, আস্তিক দার্শনিকদিগের মধ্যে সকলেই তাহা স্বীকারকরিয়াছেন। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার "Self-existent" কাহাকে বলে, বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন, যাহার আদি নাই—যাহা অনাদিকালহইতেই বিদ্যমান, তাহার নাম Self-existent। আস্তিক দার্শনিকদিগের মধ্যে সকলেই জগৎকে অনাদিকালপ্রবর্ত্তিত বলিয়াই বুঝাইয়াছেন। তথাপি উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। জগৎ অনাদিকালহইতে বিদ্যমান থাকিলেও, ইহার সর্ব্বজন-অনুভবসিদ্ধ সৃষ্টি ও লয় বা আবির্ভাব ও তিরোভাব (Evolution and dissolution) স্বীকার করিতেই হইবে। কিছু ছিল না, তৎপরে অকস্মাৎ জগৎ উৎপন্ন হইল, এরূপ সিদ্ধান্ত যে ভ্রমাত্মক, জগৎ অনাদিকালহইতেই আছে, এতদ্বাক্যদ্বারা তাহাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। জগৎ যে অব্যক্তাবস্থাহইতে ব্যক্তাবস্থায় এবং ব্যক্তাবস্থাহইতে পুনরপি অব্যক্তাবস্থায় অনাদিকালহইতেই যাতায়াত করিতেছে, সৃষ্টি ও লয়, এই শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ কি, চিন্তা করিলে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি। সৃষ্টিকে Creationএর অর্থদ্বারা বুঝিতে যাইলে, ভ্রমে পড়িতে হইবে।

কারক ও কর্ত্তা এই শব্দদ্বয়ের অর্থবিচার—কৃ-ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'ণ্বুল্' প্রত্যয় করিয়া কারক-পদটি সিদ্ধ হইয়াছে *। কারক-শব্দটির ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থহইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, যাহা ক্রিয়ানিষ্পাদন করে তাহাকে কারক বলে †।

সংশয়—ণ্বুল্ ও তৃচ্, এই দুইটী সমানার্থক প্রত্যয়, উভয়েই কর্ত্রর্থক, 'কৃ'-ধাতুর উত্তর 'তৃচ্'-প্রত্যয় করিয়া, 'কর্ত্তা', এই পদটি নিষ্পন্ন হয়। দেখা যাইতেছে, কর্ত্তা ও কারক এই দুইটী শব্দ একার্থবোধক, কারণ, উভয়ই কৃ-ধাতুর উত্তর সমানার্থক প্রত্যয় করিয়া, সিদ্ধ হইয়াছে। যখন কারক ও কর্ত্তা, এই দুইটী শব্দ একার্থবোধক, তখন আমরা কারকের পরিবর্ত্তে কর্ত্তা-শব্দ, ('করণকর্ত্তা', 'কর্ম্মকর্ত্তা' এইরূপ) ব্যবহার করিতে না পারি কেন? করণাদিরও যখন কর্ত্তৃত্ব বা ক্রিয়ানিবর্ত্তকত্ব আছে, করণাদির কর্ত্তৃত্বব্যতীত যখন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, তখন করণাদিকে কর্ত্তা বলিতে না পারিবার হেতু কি?

"সিদ্ধং করণাধিকরণয়োঃ কর্ত্তৃভাবঃ। কুতঃ? প্রতিকারকং ক্রিয়াভেদাৎ।"— মহাভাষ্য।

অর্থাৎ মায়াকে প্রকৃতি এবং মহেশ্বরকে মায়ী বলিয়া জানিও। মায়াস্বরূপ যাহা বুঝিয়াছি পরে বলিব, স্থানাভাব বশতঃ এখন বলিতে পারিলাম না।

* "ণ্বুল্ তৃচৌ।"— পা। ৩।১।১৩৩। † "যথা বিস্রাবয়ন্ কারকাণীতি কারকেমিতি।"

সংশয়নিরসন—ভগবান্ ভাষ্যকার এতাদৃশসংশয় নিরসনকরিবার জন্য বলিয়াছেন, প্রত্যেক কারক যখন ভিন্ন-ভিন্নরূপ ক্রিয়ার নিষ্পাদক, তখন কর্ত্তৃভিন্ন কারকাদিরও যে কর্ত্তৃভাব আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে ইহাদিগকে কর্ত্তা না বলিবার কারণ হইতেছে, কর্ত্তা স্বতন্ত্র, ইহারা কর্ত্তার পরতন্ত্র, কর্ত্তার প্রবর্ত্তনাব্যতিরেকে স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া ইহারা, কোনরূপ কর্ম্ম করিতে পারে না। এই স্বাতন্ত্র্য বা প্রাধান্যটুকু অন্য কারকের নাই, ইহা কর্ত্তৃনামলক্ষ্য-কারকের বিশেষ গুণ।

"কথং পুনর্জ্ঞায়তে কর্ত্তা প্রধানমিতি ? যৎসর্ব্বেষু সাধনেষু সংনিহিতেষু কর্ত্তা প্রবর্ত্তয়িতা ভবতি ॥"— মহাভাষ্য।

অর্থাৎ, কর্ত্তা যে প্রধান, তাহা কিরূপে জানা যায় ?

উত্তর—স্থালী, কাষ্ঠ, তণ্ডুল প্রভৃতি সকলেই বিদ্যমান আছে, কিন্তু, পাককর্ত্তা যতক্ষণ না ইহাদিগকে স্ব-স্ব-শক্ত্যনুরূপকার্য্য করিতে প্রবর্ত্তিত করেন, ততক্ষণ ইহারা কোন কর্ম্ম করে না, কর্ত্তা যে প্রধান, ইহাই তাহার প্রমাণ। অতএব, বুঝিতে পারা গেল, ক্রিয়ানিবর্ত্তকত্ববশতঃ কর্ত্তৃকরণাদি সকলেরই কারকত্ব সিদ্ধ হইতেছে এবং প্রত্যেক কারকই ভিন্ন-ভিন্নরূপ ক্রিয়া নিষ্পাদন করে বলিয়া, ইহাদের পূর্ব্বে অন্যোন্য-বিশেষক-কর্ত্তৃকরণাদি-পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

"এবং তর্হি সামান্যভূতা ক্রিয়া বর্ত্ততে তস্যা নির্ব্বর্ত্তকং কারকম্ ॥"— মহাভাষ্য।

অর্থাৎ, ক্রিয়া, কর্ত্তৃকরণাদি সকল কারকেরই সাধ্য বলিয়া, মূর্ত্তক্রিয়া কর্ত্তৃকরণাদি সকল কারকেরই কর্ত্তৃত্বফলসমষ্টি বলিয়া, ইহা সামান্যভূতা—সাধারণী, * কারক ইহার নিবর্ত্তক।

কারক কাহাকে বলে, ভগবান্ পতঞ্জলিদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া, যাহা অবগত হইলাম, তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে, কোনরূপ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে হইলে, স্বতন্ত্র-পরতন্ত্র দ্বিবিধ শক্তির প্রয়োজন। ক্রিয়ানিষ্পত্তিতে যাহা স্বতন্ত্র বা প্রধানশক্তি, তাহাকে কর্ত্তা এবং তদধীন অন্যান্যশক্তিকে করণাদি-নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। স্বতন্ত্র-পরতন্ত্র শক্তির সন্নিকর্ষব্যতীত কোনরূপ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না, করণাদির কর্ত্তৃত্ব বা ক্রিয়ানিষ্পাদকত্ব আছে সত্য, কিন্তু তাহা প্রধানকর্ত্তার প্রবর্ত্তন-বা-নিয়োগাপেক্ষ।

কর্ত্তার স্বাতন্ত্র্য কিসের জন্য ?—বুঝিলাম, ক্রিয়ানিষ্পত্তিতে স্বতন্ত্র বা নিয়ন্তৃ শক্তি এবং পরতন্ত্র বা নিয়ম্য-শক্তির প্রয়োজন। বুঝিলাম, ক্রিয়ানিষ্পাদককারক-সমূহের মধ্যে যিনি কর্ত্তৃকারক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন, তিনিই স্বতন্ত্র। এখন জানিতে হইবে, কর্ত্তা কি নিমিত্ত স্বতন্ত্র ? কেন তিনি করণাদি-অবান্তরকারক-সমূহের নিয়ামক ?

---

* **"সর্ব্বেষাং কারকাণাং সাধ্যত্বেন সাধারণী ক্রিয়া।"**— কৈয়ট।

একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, চিৎ, চিদচিৎ এবং অচিৎ বা জড়, ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ অবস্থা, অচিদবস্থার অন্যনাম অবিদ্যা, মায়া বা তমঃ। শুদ্ধ বা নিরবচ্ছিন্ন চিদবস্থা, অবিদ্যাবিজৃম্ভিতজগতের বহির্ভূত, ইহা অমৃত, ইহা নিত্য, চিদচিৎ ও অচিৎ, এই দ্বিবিধ অবস্থা লইয়াই জগৎ। প্রাণিজগৎ, ব্রহ্মের চিদচিদবস্থা, জড়জগৎ তাঁহার অচিদবস্থা। অচিদবস্থা বলিতে চৈতন্যের সহিত একেবারে বিরহিত সম্বন্ধাবস্থা বুঝিতে হইবে না, চিতের সম্বন্ধরহিত পদার্থ থাকিতে পারে না। নিয়মনকার্য্য চিতের, চিদ্ভিন্ন অন্যের নিয়ামকত্ব বা প্রধানকর্তৃত্ব সম্ভবপর হয় না। শ্রুতিতে এইজন্য চৈতন্যময় পুরুষকে নিখিলভূতের অন্তর্যামী—নিয়ন্তা বলা হইয়াছে *।

সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, তামস বা তমোগুণপ্রধান এবং রাজস বা রজোগুণ-প্রধান অহংকার হইতে তন্মাত্র বা পরমাণুসকল উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা পরে বুঝিবার চেষ্টা করিব, কর্তৃত্বাভিমানই অহংকার এবং ইহা চিদচিদংশ। তমোগুণ (Inertia) ও রজোগুণ (Energy) হইতে সর্ব্বপ্রকার ভূত ও ভৌতিকপদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু, ইহারা স্বতন্ত্রভাবে কোন কার্য্য করিতে পারে না, স্বতন্ত্রভাবে ইহারা কার্য্য করিতে পারিলে, কোন কার্য্যের নিয়ম থাকিত না, বিশ্বপরিণাম তাহা হইলে অনিয়মিতরূপে পরিণত হইত। অতএব, স্বীকার করিতেই হইবে, চৈতন্যময় পুরুষ, নিখিল জড়শক্তির নিয়ামক, ইনিই কর্ত্তা বা প্রধান।

জগতে দেখিতে পাই, জড়পদার্থের বিবিধক্রিয়ানিষ্পাদকত্ব আছে বটে, অগ্নি, বায়ু, জল-প্রভৃতিদ্বারা কত অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু, ইহারা স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া কোনরূপ নিয়মিতকর্ম্ম সম্পাদন করিতে সক্ষম হয় না। পুরুষই সর্ব্বত্র কর্ত্তা বা নিয়ামক, জড়ের প্রধানকর্তৃত্ব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, জড় চিরদিনই নিয়ম্য।

পরমাণুবাদী হউন, শক্তিবাদী হউন, আস্তিক হউন, নাস্তিক হউন, যে কেহই হউন না কেন, জগৎ যে চৈতন্য ও জড় বা ভোক্তৃ ও ভোগ্য এই দ্বিবিধপদার্থের মিলিতমূর্ত্তি, সকলকেই তাহা স্বীকার করিতে হইবে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী এবং লৌহ, স্বর্ণ ও পাষাণ, ইহারা যে একজাতীয় পদার্থ নহে, বালক বৃদ্ধ, বিদ্বান্ মূর্খ-সকলেরই তাহা স্বানুভবসিদ্ধবিষয়। যাঁহারা জড়বাদী, জড়পদার্থব্যতীত চৈতন্যের

---

* "यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्यामन्तरः। यं पृथिवी न वेद। यस्य पृथिवी शरीरम्। यः पृथिवीमन्तरो यमयति। एवं योऽप्सु तिष्ठन्, यस्तेजसि, यो वायौ, योऽन्तरिक्षे, यः प्राणे, यो वाचि, यश्चक्षुषि, यः श्रोत्रे, यो मनसि, यस्त्वचि, यो विज्ञाने, यो रेतसि, अदृष्टो द्रष्टा, अश्रुतः श्रोता, अमतो मन्ता, अविज्ञातो विज्ञाता, नान्यतोऽस्ति द्रष्टा। नान्यतोऽस्ति श्रोता। नान्यतोऽस्ति मन्ता। नान्यतोऽस्ति विज्ञाता। एष आत्मान्तर्याम्यमृतोऽन्यदार्तम्।"—

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

স্বতন্ত্র-অস্তিত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন না, চৈতন্যকে যাঁহারা জড়ের গুণবিশেষ বলিয়া বুঝাইয়া থাকেন, তাঁহারাও চৈতন্যের অস্তিত্ব প্রতিষেধ করেন না। জড়বাদিদিগের মতে, হরিদ্রা পীতবর্ণ ও চূর্ণ শুক্লবর্ণ, কিন্তু ইহাদের সংযোগে যেমন লোহিতবর্ণের উৎপত্তি হয়, গুড় তণ্ডুলাদি সুরাবীজদ্রব্যসমূহের প্রত্যেকে মাদকতাশক্তিবিশিষ্ট না হইলেও উহাদের রাসায়নিক সংযোগে যেরূপ মদশক্তির অবির্ভাব হয়, পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয় বা বিদেশীয়দিগের ত্রিষষ্টি মূলভূতের প্রত্যেকে চৈতন্যবিহীন হইলেও, ইহাদের পরস্পর রাসায়নিক সংযোগে সেইরূপ চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে। *

গুণদ্বারাই আমরা পদার্থের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই, বস্তুর স্বরূপলক্ষণ-সম্বন্ধে আমরা অনভিজ্ঞ। বিস্তৃতি (Extension), বিভাজ্যতা (Divisibility) জড়ত্ব (Inertia) ইত্যাদিগুণবিশিষ্ট-পদার্থকেই আমরা জড়পদার্থ বলিয়া জানি; যে সকল পদার্থকে আমরা বিস্তৃতি, জড়ত্ব ও বিভাজ্যতাদি গুণবিশিষ্ট দেখি, তাহা-দিগকে জড়পদার্থরূপে আমরা গ্রহণ করি। জড়ের বিভাজ্যতাগুণ আছে, তা'ই ইহাকে অসংখ্যভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, জড়, জড়ত্বধর্ম্মবিশিষ্ট তা'ই, ইহা নিজ-ইচ্ছানুসারে চলিতে বা অন্যকর্ত্তৃক চালিত হইলে, স্বেচ্ছায় স্থির হইতে পারে না—তা'ই ইহা পরাধীন। চৈতন্যে এই সকল জড়োচিতগুণ কেহ কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই। চৈতন্য যদি জড় হইত, তাহা হইলে জড়ের গুণসকল ইহাতে থাকিত। এইরূপ চৈতন্যের গুণও জড়ে পরিদৃষ্ট হয় না।

গুণগতভেদবশতঃই আমরা একটী দ্রব্যকে অন্যহইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝিয়া থাকি, চৈতন্য ও জড়, এই বস্তুদ্বয় নিষ্ঠ গুণসকল যখন পরস্পরবিভিন্ন, তখন চৈতন্য ও জড় পৃথক্ পদার্থ। হরিদ্রা ও চূর্ণ, এই বিভিন্নবর্ণের বস্তুদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত হইলে, একটী উভয়াবৃত্তি নূতনবর্ণের আবির্ভাব হয়, জড়বাদিরা এতদ্দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, জড়পদার্থের প্রত্যেকে চৈতন্য পরিদৃষ্ট না হইলেও ইহাদের মিলনে চৈত-ন্যের আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব নহে। যুক্তি অতিক্ষীণ। হরিদ্রা ও চূর্ণ পরস্পর

---

* "তত্র পৃথিব্যাদীনি ভূতানি চত্বারি তত্ত্বানি। তেভ্য এব দেহাকারপরিণতেভ্যঃ কিণ্বাদিভ্যো মদশক্তিবৎ চৈতন্যমুপজায়তে, তেষু বিনষ্টেষু সৎসু স্বয়ং বিনশ্যতি। তদিহ বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি। ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি।"— সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চার্ব্বাক্দর্শন।

অর্থাৎ, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ, এই ভূতচতুষ্টয়ই চার্ব্বাক্মতের তত্ত্ব (Elements)। দেহা-কারে পরিণত এই ভূতচতুষ্টয়ের পরস্পরসংযোগে কিণ্বাদি (সুরাবীজদ্রব্য)-হইতে মদশক্তির ন্যায় চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং ইহাদের বিনাশে চৈতন্যও বিনষ্ট হয়। ভগবান্ কপিল এতন্মতের ভ্রান্তত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিয়াছেন,—

"মদশক্তিবচ্চেৎ প্রত্যেকপরিদৃষ্টে সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ।"—

অর্থাৎ, তণ্ডুলাদি সুরাবীজ-দ্রব্যসকলের প্রত্যেকেই সূক্ষ্মরূপে মদশক্তি বিদ্যমান আছে। তণ্ডুল-গুড়াদির পরস্পরসংযোগে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত মদশক্তির আবির্ভাব হয়-মাত্র। অতএব, এ দৃষ্টান্ত উপপন্ন হয় নাই।

সংযুক্ত হইয়া উভয় বিলক্ষণ নূতন বর্ণ উৎপাদন না করিয়া, যদি বর্ণরাহিত্যের জনক হইতে পারিত, তাহা হইলে দৃষ্টান্তটী সংলগ্ন হইত। হরিদ্রা ও চূর্ণের পরস্পর-সংযোগে, যখন বর্ণ বিলোপ না হইয়া, বর্ণান্তরের উৎপত্তি হয়, তখন জড়পদার্থসকল পরস্পর মিলিতহইয়া, জড়ধর্ম্মবিলক্ষণ চৈতন্যের উৎপাদক হইবে কিরূপে ?

নাস্তিকমতে, পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি, অভাবহইতে ভাবোৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ইহাও পূর্ব্বলক্ষিত বিষয় যে, আস্তিকদিগের অসৎকার্য্যবাদ ও নাস্তিকদিগের অসৎ-কার্য্যবাদ, সম্পূর্ণ বিভিন্নপদার্থ।

নাস্তিকদিগের মতখণ্ডনের নিমিত্ত এ প্রস্তাবের অবতারণা করা হয় নাই, শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্ট, শব্দে জগৎ স্থিত এবং শব্দেই জগৎ বিলীন হইয়া থাকে—শব্দই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-ও লয়ের হেতু, এই অমূল্য শাস্ত্রীয়োপদেশের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুতরাং, উপস্থিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যে সকল বিষয়ের চিন্তা করা আবশ্যক, আমরা সংক্ষেপে সেই সকল বিষয়েরই চিন্তা করিতেছি। প্রতিজ্ঞা ছিল, প্রস্তাবিত বিষয়টী সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া সৃষ্টি-ও-প্রলয়-সম্বন্ধীয় আস্তিক ও নাস্তিক দার্শনিকমতসমূহের উল্লেখ ও চিন্তা করিব, কিন্তু, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাববশতঃ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলাম না। করুণাময় পরম-পিতা, উপযুক্তবোধে যদি কৃপা করেন, তাহা হইলে স্থানান্তরে যথাশক্তি এ প্রতিজ্ঞা পালন করিবার চেষ্টা করিব। এক্ষণে শব্দ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট এবং শব্দেই ইহা বিলীন হইয়া থাকে, এতৎসিদ্ধান্তের যতদূর সম্ভব, তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার চেষ্টা করা যাউক।

জগৎ পূর্ব্বে ছিল না এবং পরেও থাকিবে না, জগতের আবির্ভাব আকস্মিক, মৃত্যুর পরে আত্মার * অস্তিত্ব থাকে না, চৈতন্য জড়ের ধর্ম্ম যকৃৎহইতে যেরূপ পিত্তের নিঃসরণ হইয়া থাকে, মস্তিষ্ক (Brain) হইতে সেইরূপ চৈতন্যের উদ্ভব হয়, যাহাদের এবম্প্রকার বিশ্বাস, এ প্রস্তাব তাঁহাদের জন্য নহে।

* "অত সাতত্যগমনে", এই 'অত'-ধাতুর উত্তর 'মনিন্'-প্রত্যয় করিয়া, 'আত্মা'-পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। যিনি সন্তত—পরিচ্ছেদ-রহিত—দেশকালদ্বারা যিনি পরিচ্ছিন্ন নহেন, যিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান, যিনি কেবল নিরুপাধিক, জাগ্রদাদি সকল অবস্থাতেই যিনি অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন তিনি আত্মা। "অততি সন্ততভাবেন জাগ্রদাদিসর্ব্বাবস্থাসু অনুবর্ত্তনে।"

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ", ইত্যাদি শ্রুতিবচনের ব্যাখ্যা করিবার সময়, পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য ব্যবহারবিশিষ্ট ও কেবল, এই দ্বিবিধ আত্মার স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্যাবহারিক আত্মার আবার জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই ত্রিবিধ অবস্থা। আত্মা-শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থহইতে আমরা যাহা বুঝিলাম, তাহাতে, আত্মার যে ধ্বংস হইতে পারে না, এ কথা বলাই বাহুল্য। জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ব্যাবহারিক আত্মার এই ত্রিবিধ অবস্থাই বিদেশীয় দার্শনিক পণ্ডিতদিগের যথাযথ রূপে উপলব্ধি হয় নাই। লর্ড্ লিটনের জেনোনী (Zanoni)-নামক নভেলে এতৎসম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

অবাধে ঐন্দ্রিয়িকতৃষা চরিতার্থ করাই যাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, লোকে পণ্ডিত বলিয়া সমাদৃত হইবার জন্যই যাঁহাদের বিদ্যানুশীলন, নামপ্রসার বা যশের নিমিত্তই যাঁহারা ব্যাকুল, পরলোকের রূপ ধ্যান করিতে যাইলে যাঁহাদের ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তচিত্ত বাধা পাইয়া ফিরিয়া আ'সে, বাহিরে আস্তিকের ভাব ধারণ করিলেও অন্তর যাঁহাদের নাস্তিকতাকে সাদরে পোষণ করে, মুখে বৈরাগ্যের প্রশংসা করিলেও বিষয়াসক্তিই যাঁহাদের হৃদয়বল্লভ, অর্থের জন্য যাঁহারা না করিতে পারেন, এরূপ কার্য্যই নাই, ধর্ম্মের গ্লানিতে যাঁহাদের চিত্ত গ্লান হয় না, বেদনিন্দা শুনিয়া যাঁহাদের প্রাণ ব্যথিত হয় না, বেদনিন্দক বিদেশীয়দিগের মনস্তুষ্টিসম্পাদনার্থ—

"Even that third state of being, which the Indian sage (the Brahmins, speaking of Brahm, say—'To the Omniscient, the three modes of being—sleep, waking, and trance, are not'—distinctly recognising *trance* as a third and co-equal condition of being) rightly recognises as being between the sleep and the waking, and describes imperfectly by the name of Trance, is unknown to the children of the northern world and few but would recoil to indulge it, regarding its peopled calm, as the *máyá* and delusion of the mind".—

Zanoni. Book IV. Chapter X. Extracts from the letters of Zanoni to Mejnour.

যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন—যাঁহারা নাস্তিক, আত্মাকে যাঁহারা নশ্বরপদার্থ মনে করেন, তাঁহারা যে স্থূলদর্শী ও দুর্ভাগ্য, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই, কিন্তু, কেবল তাহাই নয়, নাস্তিকদিগের হৃদয় নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, পার্থিবভাবভিন্ন অন্য কোন ভাব ইঁহাদের অপবিত্র হৃদয়ে স্থান পায় না। নাস্তিকের হৃদয় প্রেমশূন্য (প্রেম ও বিদেশীয়দিগের 'love' ঠিক সমান পদার্থ নহে), সুতরাং, ইহা প্রকৃত মনুষ্যোচিত গুণের আধার হইতে পারে না। বিদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত Addison' এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, দেখুন—

"How can he exalt his thoughts to any thing great and noble, who only believes that, after a short turn on the stage of this world, he is to sink into oblivion, and to lose his consciousness forever ?"

অর্থাৎ, যাঁহার বিশ্বাস, বর্ত্তমান জগন্মঞ্চহইতে স্খলিতপদ হইলেই, আমাকে অগাধ অভাবজলধি-গর্ভে চিরদিনের নিমিত্ত নিমজ্জিত হইতে হইবে—অনন্তকালের জন্য আমি বিনষ্টচৈতন্য হইব, অর্থাৎ; আমার অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইবে, তিনি কখন কোন মহৎ ও প্রশস্ত বিষয়ক চিন্তাতে চিত্তকে উন্নমিত করিতে পারেন না।

"But I am amazed when I consider there are creatures capable of thought, who, inspite of every argument, can form to themselves, a sullen satisfaction in thinking otherwise. There is something so pitifully mean in the inverted ambition of that man who can hope for annihilation, and please himself to think that his whole fabrick shall one day crumble into dust, and mix with a mass of inanimate beings, that it equally deserves our admiration and pity."— *The Spectator. No. 210.*

তাঁহাদের নিকটহইতে কেবল ধন্যবাদ (Thanks) পাইবার নিমিত্ত, যথাবিধি বেদাধ্যয়ন না করিয়া, শুদ্ধ বিদেশীয়দিগের বেদসম্বন্ধীয় মতের উপরি নির্ভর করিয়া, বেদের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য যাঁহারা বদ্ধ-পরিকর, দেশীয়প্রকৃতিকে অসতী জ্ঞানে ত্যাগ করিতে ও বিদেশীয়প্রকৃতিকে পরমসতীবোধে পূজা করিতে যাঁহারা সচেষ্ট, স্বদেশীয় ভাষা বিস্মৃত হইয়া, রাজ-ভাষাতে মনোভাব প্রকাশকরিতে সমর্থ না হইলে, উন্নতির আশা সুদূরপরাহত, যাঁহাদের এইরূপ ধারণা, সুমধুর সংস্কৃতশব্দ যাঁহাদের কর্ণে বজ্রনির্ঘোষবৎ প্রতীত হইয়া থাকে, এক কথায় যাঁহারা দুর্ভাগ্য, এ প্রস্তাব তাঁহাদের জন্য নহে। সকল মাতাপিতারইত ইচ্ছা যে, সন্তান সচ্চরিত্র, ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্ হউক, কিন্তু, সকল মাতাপিতারই কি তাদৃশ ইচ্ছা ফলবতী হয়? বেদ বিশ্বজনক, সুতরাং, বিশ্বপ্রজাই তাঁহার প্রজা, স্নেহময় বিশ্বপিতা সকলকেই সমানস্নেহে প্রতিপালন করেন, সকলের উন্নতিই সমভাবে প্রার্থনা করেন, সকলকেই যোগ্যতানুসারে সদুপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু, তথাপি অবশ্যভোক্তব্য, অনিবার্য্যগতি শুভাশুভ-অদৃষ্টানুসারেই প্রজাবর্গের সদসৎপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। যাঁহার, যাহা বুঝিবার শক্তি নাই, প্রাকৃতিক নিয়মে যিনি যাহা বুঝিতে চাহেন না, তাঁহাকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করা শাস্ত্রপ্রতি-ষিদ্ধ কার্য্য; এরূপচেষ্টা কখন ফলবতী হয় না; অধিকার বা যোগ্যতানুসারে উপদেশ প্রদান করাই শাস্ত্রানুমোদিত।

তবে এ প্রস্তাব কাহাদের জন্য?— পরাচীন ও প্রতিচীন, এই দ্বিবিধগতির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আমরা বুঝিয়াছি, যে গতি কেন্দ্রাভিমুখিনী, তাহা প্রতী-চীন এবং যাহা কেন্দ্রবিমুখিনী, তাহা পরাচীন। জগৎ, গতির মূর্ত্তি, প্রত্যেক জাগ-তিকপদার্থই, পরাচীন কিংবা প্রতীচীন, এই দ্বিবিধগতির কোন না কোন গতিতে গতিশীল-প্রবৃত্তিমান্। পূজ্যপাদ ভগবান্ বেদব্যাস সমাধিপাদের দ্বাদশ যোগসূত্রের ভাষ্য করিবার সময় বলিয়াছেন, চিত্তনদীর দ্বিবিধ গতি—ইহা উভয়তোবাহিনী। একটী গতি কল্যাণবহা, অন্যটী পাপবহা। যে গতি কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা—বিবেকবিষয়-প্রবণা, অর্থাৎ যে গতি কেন্দ্রাভিমুখিনী, তাহা কল্যাণবহা—তাহা ঈপ্সিততমকল্যাণ প্রদায়িনী এবং যাহা বিষয়প্রাগ্‌ভারা—সংসারাভিমুখিনী, তাহা পাপবহা। সংসারাভি-মুখিনী গতিকে বহির্মুখা এবং কৈবল্যাভিমুখিনী গতিকে অন্তর্মুখাও বলা হইয়া থাকে। নিরোধশক্তির আধিক্যে গতি কৈবল্যপ্রবণা এবং ব্যুত্থানশক্তির প্রাবল্যে সংসারপ্রাগ্‌ভারা হইয়া থাকে। * যে জাতিকে আমরা হিন্দু, এই নামে লক্ষ্য করি-য়াছি, তাহার গতি কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা, ইহারই নাম আধ্যাত্মিকজাতি। যিনি

* "चित्त नदीनामोभयतोवाहिनी वहति कल्याणाय। वहति पापाय च। या तु कैवल्य-प्राग्भाराविवेकविषयनिम्ना सा कल्याणवहा। संसारप्राग्भाराविवेकविषयनिम्ना पापवहा।"—

প্রকৃত হিন্দু, বিষয়ভোগবাসনা তাঁহার স্বভাবতঃ ক্ষীণ বিষয়বিতৃষ্ণা ও কৈবল্যলিপ্সা হিন্দুর ইতরব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম। আমাদের এ প্রস্তাব তাঁহাদের জন্য।

পূজ্যপাদ ভগবান্ ধন্বন্তরি ব্যাধিসমুদ্দেশীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সুশ্রুতপ্রমুখশিষ্যবর্গকে বুঝাইয়াছেন, আত্মাতে দুঃখসংযোগের নাম ব্যাধি *। ভগবান্ গোতমের চরণপ্রসাদে বুঝিয়াছি, যাহা বাধা দেয়—স্বাভাবিকগতিকে যাহা রোধ করে, যাহা আত্মার প্রতিকূলবেদনীয় তাহা দুঃখ †। স্ব, অর্থাৎ, আত্মার ভাবের নাম স্বভাব, এই স্বভাব যখন বাধিত হয়, তখন আমরা তাদৃশ অবস্থাকে রুগ্নাবস্থা বলিয়া থাকি। আত্মা-শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতে অবগত হইয়াছি, যিনি সন্তত—দেশকাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, শ্রুতিতে যাঁহাকে সত্যজ্ঞান ও অনন্ত-বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—তিনি আত্মা।

সংশয়।—

"आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत् किञ्चन मिषत्।"—

ঐতরেয় উপনিষৎ।

উদ্ধৃত শ্রুতিবচনের অর্থ হইতেছে প্রলয়কালে একমাত্র অখণ্ডৈকরস আত্মা ছিলেন, 'অন্যৎ' অর্থাৎ, আত্মাহইতে বিলক্ষণ—বিজাতীয় পদার্থ তখন ছিল না। আত্মা, মায়া-প্রকৃতি বা শক্তিদ্বারা জগৎ সৃষ্ট করিয়াছেন, ইহাও ত শ্রুত্যুপদেশ, তাহা হইলে আত্মাব্যতীত অন্য পদার্থ ছিল না, এ কথার তাৎপর্য্য কি?

সংশয়নিরসন।—পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য এতদুত্তরে বলিয়াছেন, মায়া আত্মারই শক্তি, আত্মাহইতে বিভিন্নপদার্থ নহেন। আত্মা বা সৎ-বিরহিত মায়া, অবস্তু—অস্তিত্ব-বিহীন বা অভাবপদার্থ। 'বস্' ধাতুর অর্থ বাস করা, অবস্থান করা, বিদ্যমান-থাকা। যাহা বাস করে, বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ, যাহা সৎ, তাহা বস্তু। বুঝিয়াছি যাহা সৎ তাহাই আত্মা; অতএব ইহা নিশ্চয়ই সুগম হইল যে সৎ বা-আত্মা-ভিন্ন সকলেই অবস্তু, সকলেই অসৎ—আত্মাছাড়া পদার্থান্তর থাকিতে পারে না। কার্য্যাত্মা-ও-কারণাত্মা ভেদে দ্বিবিধভাবের কথাবহুবারই উক্ত হইয়াছে, আমরা পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, আত্মা যখন স্বীয় শক্তি বা মায়াদ্বারা জগদাকারে বিবর্ত্তিত হ'ন্ তখন তিনি ত্রিবিধ—ত্রিগুণময় হইয়া থাকেন, অতএব, ইহাদ্বারা কতকটা আভাস পাইয়াছি,

---

* "तद्दुःखसंयोगी व्याधिरिति।"— সুশ্রুতসংহিতা।

"By *disease* is understood some deviation from the state of health".—
Green's Pathology and Morbid Anatomy. P. 1.

"Health is indicated by that appearance of the body which is natural to it, and it is maintained by an operation of the vital principle, under which the functions of the body are perfomed in a natural and proper manner. Every deviation from this appearance and action is disease".— *Dr. Hooper's Medical Dictionary. P. 499.*

† "बाधनालक्षणं दुःखमिति।"— न्यायदर्शन। ১।১।২১।

যে, আত্মা সগুণ-ও-নির্গুণ ভেদে দ্বিবিধ। সগুণ আত্মা বা সগুণ ব্রহ্মই ব্যাবহারিক আত্মা এবং নির্গুণ আত্মা বা নির্গুণ ব্রহ্মই কেবলাত্মা। সত্বাদিগুণত্রয়ের সংযোগ-বৈষম্য বা সমাবেশ ও সান্নিধ্যের তারতম্যানুসারে ভাববিকার যে অনন্ত তাহাও অগ্রে সূচিত হইয়াছে। ব্যাবহারিক আত্মা এইজন্য উপাধিভেদে অসংখ্য। যাহা আত্মাকে বাধা দেয়—যাহা স্বাভাবিক গতিকে অবরোধ করে, যাহা প্রতিকূলবেদনীয়, শাস্ত্রোপদেশ তাহার নাম দুঃখ এবং আত্মাতে এই দুঃখসংযোগের নাম ব্যাধি। ব্যাবহারিক আত্মা যখন অসংখ্য, প্রত্যেক ব্যক্তিগতপ্রকৃতি যখন বিভিন্ন তখন ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত কথা যে, আমার প্রকৃতি বা বিকৃতস্বভাবের যাহা প্রতিকূল, তাহা মৎপ্রকৃতির বিরুদ্ধ প্রকৃতির অনুকূল হইবে। অতএব, ব্যাধি ও স্বাস্থ্যের স্থির বা সার্ব্বভৌমলক্ষণ দেওয়া সম্ভব নহে।

তবে রোগ বিনিশ্চয় কিরূপে হইবে?—পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যতপ্রকার ভাববিকার আছে তদভিব্যঞ্জক ততপ্রকার শব্দ আছে, প্রত্যেক অভিধেয়েরই অভিধান বিদ্যমান। ভাববিকার অনন্ত, সুতরাং, তদভিধায়ক শব্দও যে অনন্ত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। শব্দ যখন অনন্ত তখন তৎপ্রতিপত্তির উপায় কি? পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার যে উত্তর পাইয়াছি, তাহার সারমর্ম্মহইতেছে সামান্যবিশেষবৎলক্ষণপ্রবর্ত্তনদ্বারাই মহৎ হইতে মহত্তর শব্দসংঘপ্রতিপত্তির একমাত্র উপায়। মনুষ্য, একটী সামান্য শব্দ *।

মনুষ্য কোন্ পদার্থ? এতদ্রূপ প্রশ্নের তাৎপর্য্য হইতেছে,—মনুষ্য, এই পদবোধ্য সামান্য ও বিশেষভাবের স্বরূপ কি? জীবত্ব, মনুষ্য এই পদবোধ্য-সামান্যভাব, এবং সাধারণ জৈবধর্ম্মহইতে মনুষ্যে মনুষ্যত্বপরিচায়ক যে সকল বিশেষ ধর্ম্ম আছে, তাহারা ইহার বিশেষ বিশেষ ভাব, ইতরব্যাবর্ত্তক গুণ। এইরূপ আর্য্য, অনার্য্য বা হিন্দু, মুসল্মান্, খৃষ্টান, বৌদ্ধ-ইত্যাদি-বিশিষ্ট-মনুষ্যবাচকশব্দসমূহ আবার মনুষ্য, এই পদবোধ্য অর্থের বিশেষ বিশেষ ভাবের অভিব্যঞ্জক। এক সামান্যভাব সম্বন্ধিভেদে ভিদ্যমান হইয়াই, নানাবিধ জাতিতে উপলব্ধ হইয়া থাকে। পদার্থমাত্রেই সামান্যবিশেষগুণসমষ্টি। সামান্যগুণ বা সামান্যধর্ম্ম, সামান্য প্রকৃতি, এবং বিশেষগুণ বা বিশেষধর্ম্ম—বিশিষ্টপ্রকৃতি। কেবলাত্মভাবের কখন ব্যাধি হইতে পারে না, কারণ, তিনি সদা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, স্বভাবেই—স্বীয় অখণ্ড-সচ্চিদানন্দরূপেই-অবস্থিত :আছেন। জীবত্বাবচ্ছিন্ন আত্মাকেই ব্যাধিভোগ করিতে হয়। জাতি-ও-দেশ-ভেদে স্বভাব ভিন্ন হয়, অতএব, জাতি-ও-দেশ-ভেদে রোগও বিভিন্ন। হিন্দুর বিশিষ্টপ্রকৃতির যাহা বিরুদ্ধ, যাহা প্রতিকূল, অন্য জাতির বিশিষ্টপ্রকৃতির তাহা প্রতিকূল নহে। সাধারণ মানবীয় প্রকৃতির যাহা প্রতিকূল,

---

* পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে, আমরা পূর্ব্বে বুঝিয়াছি, পরসামান্যবৎ পরব্রহ্ম-ব্যতীত সকল পদার্থই সামান্যও বিশেষ, এই উভয়াত্মক।

তাহা মনুষ্যমাত্রেরই প্রতিকূল—মানবমাত্রেরই দুঃখপ্রদ। রোগ কাহাকে বলে, জিজ্ঞাসা করিয়া, বুঝিয়াছি, যাহা আত্মার (অবশ্য ব্যাবহারিক আত্মার) প্রতিকূল-বেদনীয়, তাহা রোগ। অতএব, বুঝিতে পারা গেল, সাধারণ-মনুষ্য-প্রকৃতির যাহা প্রতিকূলবেদনীয় তাহা মনুষ্যমাত্রেরই দুঃখপ্রদ—মনুষ্যজাতির তাহা সামান্যব্যাধি, এবং জাতি-ও-দেশ-ভেদে প্রকৃতির ভিন্নতানিবন্ধন অনুকূলবেদনীয়ত্ব প্রতিকূল-বেদনীয়ত্বের ভিন্নতা হওয়াই প্রাকৃতিক।

ভগবান্ ধন্বন্তরি—(১) আগন্তুক (অভিঘাতনিমিত্ত রোগসমূহ Accidental diseases) (২) শারীর (বাত; পিত্ত, কফ ও শোণিত, ইহাদের বৈষম্যবশতঃ ব্যাধিসকল); (৩) মানস (ক্রোধ,শোক, ভয়, হর্ষ, বিষাদ, ঈর্ষ্যা,অসূয়া, দৈন্য, মাৎসর্য্য, কাম, লোভ প্রভৃতি ইচ্ছা-ও-দ্বেষ, বা রাগ-ও-বিরাগজাত চিত্তবিক্ষোভিক—মনের শান্তিনাশক—ঘোরা ও মূঢ়বৃত্তিপ্রসূত দুঃখসকল) (৪); স্বাভাবিক (ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি) ব্যাধিসকলকে, প্রধানতঃ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন*।

ভগবান্ ধন্বন্তরি মানস ও স্বাভাবিক, এই নামদ্বয়দ্বারা যে সকল ব্যাধিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, যাহাদের নিবৃত্তিতে অন্য ব্যাধিসকল বিনিবৃত্ত হয়, অন্য ব্যাধিসকল

* আমাদের আগন্তু ব্যাধিসমূহকে, বিদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে Thanatici নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ডাক্তার ফার-কৃত রোগশ্রেণীবিভাগের Zymotic Constitutional, Monorganici, Developmental diseases এ সমস্তবিভাগই শারীরব্যাধিশ্রেণীর অন্তর্ভূত। নিদান, কাল, স্থান, গতি, স্বভাব, আয়তি, ঋতু, লিঙ্গ, বয়ঃ, দৈশিকপ্রকৃতি-ইত্যাদি ভেদে রোগসকলকে এতদ্ব্যতীত নানাবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। ভগবান্ ধন্বন্তরি প্রাগুক্ত চতুর্ব্বিধ ব্যাধিকে আবার (১) আদিবলপ্রবৃত্ত, (২) জন্মবলপ্রবৃত্ত, (৩) দোষবলপ্রবৃত্ত, (৪) সংঘাতবলপ্রবৃত্ত, (৫) কালবল-প্রবৃত্ত, (৬) দৈব-বলপ্রবৃত্ত, (৭) স্বভাব-বলপ্রবৃত্ত, এই সপ্তবিধ অবান্তর শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। মূল কথাব্যাধির যতপ্রকার ভেদ থাকুক, তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই তিনটী প্রধানতম; প্রধানতম বিভাগের অন্তর্ভূত করা যাইতে পারে। ভগবান্ ধন্বন্তরি তাহাই করিয়াছেন।

"তত্র দুঃখং ত্রিবিধমাধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধিদৈবিকমিতি। তৎ, সপ্তবিধে ব্যাধাবুপনিপততি। তে পুনঃ সপ্তবিধা ব্যাধয়ঃ।"— সুশ্রুতসংহিতা।

রোগসকল, সাধ্য বা (Curable)-যাপ্য (Recedive) ও অসাধ্য (Incurable বা Mortal)-ভেদও আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। ডাক্তার হুপার ব্যাধিসকলকে নানাবিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পূজ্যপাদ ধন্বন্তরিকৃত রোগবিভাগশ্রেণীর সহিত ঐ সকল রোগবিভাগের তুলনা প্রার্থনীয়। ডাক্তার হুপার বলিয়াছেন,—

"There are also certain other differences from which diseases had received some trivial names and arrangements dependent on accidental circumstances regarding their origin, time, seat, course, nature, the occupation of the subject, the age, sex, or the climate, issue, &c."—

আমরা যথাস্থানে এই সকল কথার উল্লেখ করিব।

যাহাদের উপদ্রবমাত্র, আর্য্যেতর প্রকৃতিতে তাহারা এপর্য্যন্ত চিকিৎস্য বলিয়াই অবধারিত হয় নাই। কামক্রোধাদিকে যাঁহারা ব্যাধি বলিয়া স্বীকার করেন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জন্ম, জরা ও মৃত্যু প্রভৃতি যাঁহাদের সমীপে, অবশ্যপ্রতীকার্য্য ব্যাধি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, এক কথায়, ভবব্যাধিই যাঁহাদের নিকটে প্রধানতম ব্যাধি—মূলরোগ, পূজ্যপাদ ঋষিদিগকে যাঁহারা ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন, বেদ ও ব্রহ্ম যাঁহাদের দৃষ্টিতে অভিন্ন পদার্থ, বেদনিন্দা শুনিয়া যাঁহাদের হৃদয় প্রাকৃতিক প্রেরণায় ব্যথিত হয়,ধন, ঐশ্বর্য্য, নাম, যশঃ প্রভৃতি ভঙ্গুর পার্থিবপদার্থসকল মরণোত্তরকালে—মৃত্যুর পরে কোনরূপ প্রয়োজন সাধন করিতে পারগ হইবে না— পরমবন্ধু এক ধর্ম্মব্যতীত অন্যসকল পদার্থই শরীরের সহিত বিনষ্ট হইবে, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস, সংসার যাঁহাদের দৃষ্টিতে পান্থশালা, আপনাদিগকে অনন্যগতি সম্বলবিহীন দিঙ্মূঢ় পথিক এবং শাস্ত্রকে একমাত্র নিঃস্বার্থপ্রেমপূর্ণহৃদয় পথপ্রদর্শক বলিয়া যাঁহারা আদর করেন, এই ভিক্ষুকের পাপমলীমস সংকীর্ণ হৃদয় ও ঋষি এবং শাস্ত্রচরণকে যেরূপে পূজা করিতে ইচ্ছুক, যাঁহারা অন্ততঃ সেই ভাবে ও ঋষি এবং শাস্ত্রচরণকে পূজা করিতে অভিলাষী, এ প্রস্তাব তাঁহাদের জন্য।

সৃষ্টি ও লয়, এই শব্দদ্বয় স্মরণ করিতে হইবে।—সৃষ্টি ও লয়, এই শব্দ-দ্বয়ের (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থদ্বারা ইহাদের স্বরূপ যেমন অনায়াসে বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, আমাদের বিশ্বাস, অন্য কোন উপায়ে সেরূপ হয় না। বিশ্বাসটা ভিত্তিশূন্য কি না, পরীক্ষা করিব।

'**সৃজ্ বিসর্গে**'—এই বিসর্গ বা ত্যাগার্থক 'সৃজ' ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্'—প্রত্যয় করিয়া,'সৃষ্টি'এবং '**লীঙ্ শ্লেষণে**' এই শ্লেষণ,] বা আলিঙ্গনার্থক 'লী'-ধাতুর উত্তর 'অচ্'প্রত্যয় করিয়া 'লয়'-পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। জগৎ যে কর্ম্মের মূর্ত্তি এবং কর্ম্মমাত্রেই যে ত্যাগগ্রহণাত্মক, অনেকশঃ এ কথা উক্ত হইয়াছে। কর্ম্মমাত্রেই শক্তিসাধ্য, বিনা-শক্তিতে কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে না। বুঝিয়াছি, আবির্ভাবাত্মক পুংশক্তি এবং তিরোভাবাত্মক স্ত্রীশক্তি, এই দ্বিবিধ শক্তিহইতেই নিখিল কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বুঝাইয়াছেন, পুংশক্তি, প্রসব বা ত্যাগ করে এবং স্ত্রীশক্তি গ্রহণ করিয়া থাকে। যে কোন বস্তুই হউক, তাহার একটী কেন্দ্রস্থান আছে, এই কেন্দ্রস্থানই বস্তুনিষ্ঠ নিখিলশক্তির আরামগৃহ—বিশ্রাম-মন্দির, সকল শক্তিই এই স্থানে নিবদ্ধ। কেন্দ্রাভিমুখিনী ও কেন্দ্রবিমুখিনী বা প্রতীচীনা ও পরাচীনা, এই দ্বিবিধ গতির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আমরা অবগত হইয়াছি, যে গতি কেন্দ্রের অভিমুখে প্রবাহিত, তাহা কেন্দ্রাভিমুখিনী বা প্রতীচীনা এবং কেন্দ্রহইতে যাহা দূরে পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, তাহা কেন্দ্র-বিমুখিনী বা পরাচীনা।

জগৎ যখন গতি বা কর্ম্মের মূর্ত্তি, তখন জগতের সৃষ্টি ও লয়ের স্বরূপ অবগত

হইতে হইলে, কোন একটী গতি বা কর্ম্মের স্বরূপ চিন্তা করিলেই, যথেষ্ট হইবে। পূজ্যপাদ মহর্ষি বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, অগ্নি ও সোম, এই উভয়দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। বশিষ্ঠদেবের এই অমূল্য উপদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার জন্য আমরা একটী পরিচিত স্থূল কর্ম্মোৎপত্তির নিয়ম চিন্তা করিয়া দেখিব। ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন, নোদন, অভিঘাত (সংযোগবিশেষ) ও সংযুক্তসংযোগহইতে কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে *। একটী শর ধনুকে আরোপিত করিয়া, আকৃষ্টপতঞ্চিকা (জ্যা, Bowstring)-দ্বারা নোদন করিবামাত্র, ইহা, সবেগে দূরে গিয়া, পতিত হয়, একটী লোষ্টকে বাহুদ্বারা নোদন করিলে, ইহা, বাহুহইতে বেগপ্রাপ্ত হইয়া, গতিশীল হয়। এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, গতিমাত্রেই কোন শক্তির নোদনদ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। জগতে এক জাতীয় পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা আপনাহইতে চলিতে বা অন্যকর্ত্তৃক চালিত হইলে, স্বয়ং স্থির হইতে, পারে না, এই জাতীয় পদার্থ, জড়পদার্থ-নামে পরিচিত। শর বা লোষ্ট, ইহারা আপনাহইতে চলিতে কিম্বা অন্য কর্ত্তৃক চালিত হইলে, স্বয়ং স্থির হইতে পারে না, সুতরাং, ইহারা জড়-পদার্থ। কোনরূপ গতি বা কর্ম্মোৎপত্তি হইতে হইলে, বুঝিতে পারা গেল, নোদক ও নোদ্য, এই দ্বিবিধ বিভিন্ন পদার্থের প্রয়োজন। † বেদে এই নোদক-ও-নোদ্য-শক্তিদ্বয়, অগ্নি ও সোম, অন্নাদ ও অন্ন বা সবিতা ও সাবিত্রী-ইত্যাদি-নামে অভিহিত হইয়াছে।

"অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্।
অর্কস্ত্রিধাতূ রজসো বিমানোঽজস্রো ঘর্ম্মো হবিরস্মি নাম ॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা। ৩।৩।২৬।

ভগবান্ উদ্ধৃত মন্ত্রটীদ্বারা জগতের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, জগৎ যে অগ্নি ও সোম, এই দ্বিবিধ পদার্থহইতে সৃষ্ট হইয়া থাকে, জগৎকে বিশ্লেষণ করিলে

* "নোদনাভিঘাতাৎ সংযুক্তসংযোগাচ্চ পৃথিব্যাং কর্ম্ম।"— বৈশেষিকদর্শন। ৫।২।১।

† যে ধর্ম্মবশতঃ নোদ্যপদার্থসকল স্বয়ং চলিতে অথবা অন্যকর্ত্তৃক চালিত হইয়া, স্বয়ং স্থির হইতে পারে না, তাহাকে জড়ত্ব বলে। ইংরাজীতে ইহা ইনার্শিয়া-নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

"Every body will continue in its state of rest or of uniform motion in a straight line, except in so far as it is compelled by impressed force to change that state".— *Newton's First Law of motion.*

"The First Law asserts that matter has no inherent power to change its state of motion or rest. If it be free from the action of external force, and be at rest, it will continue at rest ; if it be in motion, it will continue in motion, and will move uniformly in a straight line. This incapacity of matter to alter its state of motion or rest is called its *inertia*."—

Elementary Statics and Dynamics. P. 32.

অগ্নি ও সোম, এই পদার্থদ্বয়ের অতিরিক্ত কোন পদার্থ যে পাওয়া যায় না, ভগবান্ এতন্মন্ত্রদ্বারা তাহাই বুঝাইয়াছেন।

জগৎ কোন্ পদার্থ? ইহা কিজন্য সৃষ্ট ও লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, জগৎকার্য্যের উপাদান ও নিমিত্ত, এই কারণদ্বয়ের স্বরূপ কি? বিদেশীয় দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগকে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা কি উত্তর পাই, উদ্ধৃত মন্ত্রটীর ভাবার্থ বুঝিতে যাইবার পূর্ব্বে তাহা দেখিব।

প্রত্যেক জাগতিক পদার্থই যে অব্যক্ত বা অতীন্দ্রিয় অবস্থাহইতে ব্যক্ত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থায় আগমন এবং স্থিতিকালে নানাবিধ অবস্থা (বৃদ্ধিবিপরিণামাদি) প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে সূক্ষ্ম বা অতীন্দ্রিয় অবস্থায় পুনর্ব্বার গমন করে, বিদেশীয় চিন্তাশীল দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেই এ কথা স্বীকার করিয়াছেন *।

পণ্ডিত স্পেন্সার বলিয়াছেন, অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থাতে আগমন এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে পুনর্ব্বার অবক্তাবস্থায় গমন করাই যখন জগতের জগত্ব, তখন জগৎ সম্বন্ধীয় তত্ত্বচিন্তা পরিসমাপ্ত করিতে হইলে ইহার ইন্দ্রিয়গোচরভাবধারণ করা হইতে অতীন্দ্রিয়ভাবধারণ করা পর্য্যন্ত যে যেরূপ পরিবর্ত্তন হয়; তৎসমুদায়ের চিন্তা করা প্রয়োজনীয়। জগতের ইতিহাসে পর্য্যায়ক্রমে সৃষ্টি স্থিতি ও লয় এই পরিণাম ত্রয়ের স্বরূপই জ্ঞাতব্য †। জগৎ এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্যঅর্থ স্মরণ করিলে

---

* প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টেট্ ও ষ্টুয়ার্ট ব্যাল্‌ফোর তাঁহাদের Unseen Universe নামক গ্রন্থে বুঝাইয়াছেন,—

"We are compelled to imagine that what we see has originated in the unseen, and in using this term we desire to go back even further than ether, which according to one hypothesis has given rise to the visible order of things."— *Unseen Universe. P. 198.*

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ড্রেপার বলিয়াছেন,—

"In this manner is presented to our contemplation the great theory of Evolution. Every organic being has a place in a chain of events. It is not an isolated, a capricious fact, but an unavoidable phenomenon. It has its place in the vast, orderly concourse which has successively risen in the past, has introduced the present, and is preparing the way for a predestined future."—

History of the conflict between. Religion and Science. P. 247.

† "An entire history of anything must include its appearance out of the imperceptible and its disappearance into the imperceptible"—

First Principles P. 278.

"May it not be inferred that Philosophy has to formulate this passage from the imperceptible into the perceptible, and again from the perceptible into the imperceptible."— *Ibid. P. 280.*

পাঠক বুঝিতে পারিবেন, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের উদ্ধৃত বচন সকলের মর্ম্ম ইহার মধ্যে, বীজে অঙ্কুরশক্তির ন্যায় লুক্কায়িত আছে। সৃষ্টি ও লয়ের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার সময় উক্ত পণ্ডিত বলিয়াছেন, অব্যক্তাবস্থা হইতে পদার্থজাত যখন ব্যক্তাবস্থায় আগমন করে, তখন ইহাদের পরমাণু সকল পরস্পর যথাক্রমে গাঢ়, গাঢ়তর ও গাঢ়তমরূপে সংশ্লিষ্ট ও ইহাদের গতি হ্রাস, এবং ব্যক্তাবস্থাহইতে যখন অব্যক্তাবস্থায় গমন করে অর্থাৎ যখন লয় পরিণাম সংঘটিত হয়, তখন পরমাণুপুঞ্জের যথাক্রমে পরস্পর বিশ্লেষ ও বিচ্ছিন্নতা এবং গতিবৃদ্ধি হইয়া থাকে *।

এইরূপ হইবার কারণ কি ?—পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিলেন, সৃষ্টিকার্য্যে পরমাণুপুঞ্জের পরস্পর সংশ্লেষ ও গতির হ্রাস এবং লয়কার্য্যে ইহাদের বিশ্লেষ ও গতিরবৃদ্ধি হইয়াথাকে, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে এইরূপ হইবার কারণ কি ? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, এতদুত্তরে বলিয়াছেন তাপের হ্রাস বৃদ্ধিতে পরমাণুপুঞ্জের যথাক্রমে হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে ; পরমাণু সকলের পরস্পর সংশ্লেষ এবং বিশ্লেষ ও ইহারই ন্যুনাধিক্য বশতঃ হয়। তাপ একটী বিশ্বব্যাপিতরঙ্গ, এই তরঙ্গে পদার্থমাত্রেরই পরমাণুপুঞ্জ সদা তরঙ্গায়িত হইয়াথাকে। তাপের বৃদ্ধিতে বস্তুর পরমাণুসকল যে পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়াথাকে, তাপ যে ভেদবৃত্তি, তাহা আমাদের অনুভবসিদ্ধ বিষয়। জল উত্তপ্ত হইলে বাষ্পাকার ধারণ করে, এবং শৈত্যসংযোগে কঠিন হইয়া হিমসংহতিরূপে পরিণত হয় † ; পণ্ডিত ড্রেপার বলিয়াছেন বাষ্পের মেঘরূপ ধারণ ও জলরূপে অবতরণব্যাপার হইতে বিশ্বের সৃষ্টিব্যাপার কোন অংশে বিভিন্ন নহে। জলের বাষ্পাকার ধারণই লয়ের এবং ইহার পুনর্ব্বার জলরূপে পৃথিবীতে অবতরণই সৃষ্টির রূপ ‡।

উদ্ধৃত মন্ত্রটীর ভাবার্থ—বেদের উপদেশ, (পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি), জগৎ

* "The change from a diffused, imperceptible state, to a concentrated, perceptible state, is an integration of matter and concomitant dissipation of motion ; and the change from a concentrated, perceptible state, to a diffused, imperceptible state, is an absorption of motion and concomitant disintegration of matter."— *First Principles. P. 287.*

† "All Things are varying in their temperatures, contracting or expanding, integrating or disintegrating. * * * * Continued losses or gains of substance, however slow, imply ultimate disappearance or indefinite enlargement ; and losses or gains of the insensible motion we call heat, will, if continued, produce complete integration or complete disintegration."— *First Principles. P. 282.*

‡ "But the universe is nothing more than such a cloud—a cloud of suns and worlds"—

History of the conflict between Religion and Science. P. 243.

ভোক্তৃভোগ্যভাবে দ্বিবিধ। কথাটীর মর্ম্ম হইতেছে, জগৎ গতি বা কর্ম্মের মূর্ত্তি। কোনরূপ গতি বা কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতে হইলে ভোক্তৃও ভোগ্য কিম্বা নোদক ও নোদ্য এই দ্বিবিধশক্তির প্রয়োজন *। জগৎ যে ভোক্তৃ ও ভোগ্যভাবে দ্বিবিধ তাহা শুনিলাম, এক্ষণে জানিতে হইবে ভোক্তৃ ও ভোগ্য এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ কি? উদ্ধৃত ঋঙ্‌মন্ত্রটী এই প্রশ্নেরই উত্তর দিতেছেন। অগ্নি, বিশ্বের ভোক্তৃশক্তি। অগ্নি শব্দ দ্বারা শ্রুতি কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিতেছেন, বুঝাইবার নিমিত্ত পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য বাজসনেয় শ্রুতি হইতে নিম্নোদ্ধৃত বচনসমূহ স্বকৃতভাষ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

"স ত্রেধাত্মানং ব্যকুরুতাদিত্যং তৃতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ং।"—

বৃহদরাণ্যক উপনিষৎ।

অর্থাৎ এক অগ্নি, অগ্নি, বায়ু ও আদিত্যভেদে ত্রিধা বিভিন্ন হইয়া যথাক্রমে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকে অধিষ্ঠিত আছেন †। অগ্নি বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি ইহা কি সেই জড় পদার্থ? ইহা কি বিদেশীয়দিগের (Heat) নামে

* এতাবদ্বা ইদং সর্ব্বমন্নঞ্চৈবান্নাদশ্চ সোম এবান্নমগ্নিরন্নাদঃ।"— বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

অর্থাৎ, জগৎ ভোক্তৃ ও ভোগ্য বা অন্নাদ ও অন্ন এই দ্বিবিধ পদার্থের জড়িতরূপ। সোম, ভোগ্য বা অন্ন এবং অগ্নি ভোক্তা বা অন্নাদ। জগৎ অগ্নীষোমাত্মক।

† "তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বেন্দ্রো বান্তরিক্ষস্থানঃ সূর্য্যোদ্যুস্থানঃ।"— নিরুক্ত।

এক পরমাত্মাই যে অগ্নিবায়ূাদি দেবতা রূপে বেদে লক্ষিত ও স্তুত হইয়াছেন, উদ্ধৃত নিরুক্তবচন দ্বারা তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। বেদ, অগ্নিবায়ূাদিদেবতাসকলকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখিতে উপদেশ দিয়াছেন, আমরা তাহা চিন্তা করি না। এক পরমাত্মাই বস্তুতঃ অগ্নি বায়ূাদির অভিধেয় পদার্থ।

পাশ্চাত্য দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যে আজ কাল অনেকেই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, এক মূলশক্তি হইতেই বিবিধ পদার্থের উদ্ভূতি হইয়াছে। রসায়ণ শাস্ত্রের (Chemistry) পঞ্চষষ্ঠি (৬৫) মৌলিক পদার্থবাদ, বর্ত্তমান সময়ের দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের কাছে অযৌক্তিক বোধে অনাদৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ, এক পারমার্থিক পদার্থ হইতে (Primordial) নিখিল বিকার বা কার্য্যপদার্থের বিকাশের কথা বলিতেছেন বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই উপলব্ধি হইবে, বেদ এ তত্ত্ব যে ভাবে বুঝাইয়াছেন বেদভক্ত ঋষিরা এ তত্ত্ব যে ভাবে বুঝিয়াছিলেন বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এ তত্ত্ব সে ভাবে বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা হইতে আর অধিকতর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে যে আমরা আজ কাল বিদেশীয়শিক্ষাদোষে অথবা কালমাহাত্ম্যে এ বেদকেও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বুঝিতেছি। পণ্ডিত বেকন, যিনি বিজ্ঞানের অভিনব জীবনদাতা বলিয়া বিদেশে আদৃত হইয়াছিলেন, পণ্ডিত স্পেনসর যাঁহার চিন্তাশীলতা দেশ বিদেশের আদর্শস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এতৎসম্বন্ধে ইঁহারা যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আড়ম্বরশূন্য স্বল্পভাষিণী, বিশ্বজননীর উপরি উদ্ধৃত বচন সকল কি তাহা হইতে অধিকতর মূল্যবান নহে?

পরিচিত বস্তু ? যে অগ্নিকে বিশ্বের ভোক্তা বা অন্নাদ বলা হইল, অল্পধী মনুষ্য পাছে, তাহাকে কেবল জড় অগ্নি বলিয়াই বুঝে, শ্রুতি তা'ই বুঝাইয়াছেন—

"অগ্নিরস্মিজন্মনা জাতবেদা।"—

অর্থাৎ আমি (অগ্নির উক্তি) জন্ম হইতেই জাতবেদা—সর্ব্বজ্ঞ (জাত বা উৎপন্ন পদার্থ মাত্রকেই যিনি অবগত আছেন, বিশাল বিশ্বমধ্যে এমন জাতপদার্থ নাই যাহা সর্ব্বজ্ঞঅগ্নির অজ্ঞাত)—আমি সাক্ষাৎকৃত পরতত্ত্বস্বরূপ।

'ঘৃতংমেচক্ষুঃ।'—

অর্থাৎ বিশ্ববিভাসক মদীয় স্বভাবভূত প্রকাশাত্মক চক্ষুঃ ইদানীং অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়াছে *।

"অমৃতং ম আসন্।"—

অর্থাৎ অমৃত—দিব্যাদিব্য বিবিধ বিষয়োপভোগাত্মককর্ম্মফল আমার আস্যে বিদ্যমান—আমিই বিশ্বের ভোক্তা। অগ্নি স্বীয় পৃথিব্যধিষ্ঠাতৃত্ব বর্ণন করিয়া, **"অর্কস্ত্রিধাতূরজসো বিমানঃ"** এই মন্ত্রাংশ দ্বারা আপনার বায়্বাত্মাতে অন্তরিক্ষাধিষ্ঠাতৃতা বর্ণন করিতেছেন।

আমিই অর্ক—জগৎস্রষ্টা প্রাণ আপনাকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া আমি বায়্বাত্মাতে অন্তরিক্ষ লোকে প্রতিষ্ঠিত আছি।

"অজস্রো ঘর্ম্মঃ।"—

অর্থাৎ অজস্রঘর্ম্ম—অনুপক্ষীণপ্রকাশাত্মা আমিই আদিত্যরূপে দ্যুলোকে প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জগৎ ভোক্তৃভোগ্যভাবে দ্বিবিধ; জগতের ভোক্তৃভাব প্রদর্শিত হইল; এক্ষণে **'হবিরস্মিনাম'** এতদ্দ্বারা ভোগ্যের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রুতিরইত উপদেশ এক ব্রহ্ম ভিন্ন বস্ত্বন্তর নাই, শ্রুতিরইত উপদেশ, **'পুরুষ এবেদং সর্ব্বং'**, তবে জগৎকে ভোক্তৃভোগ্যভাবে দ্বিবিধ বলা হইতেছে কেন ? সর্ব্বসংশয়নাশিনী শ্রুতিদেবী এতাদৃশ সংশয়নিরসনের নিমিত্ত বলিলেন—আমিই (অগ্নিই) হবি—ভোগ্য, অর্থাৎ ভোক্তৃরূপেও আমি, ভোগ্যরূপেও আমি, আমি সর্ব্বাত্মক।

"Francis Bacon, The great remodeller of science entertained this notion, and thought that, by experimentally testing natural phenomena we should be enabled to trace them to certain primary essences or causes whence the various phenomena flow."—

Grove's correlation of Physical forces. P. 8.

চিন্তাশীল পাঠক উভয়মতের গুরুত্ব বিচার করুন।

* ইদানীং অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়াছে, এ কথা শুনিয়া পাঠকের মনে নানাবিধ সংশয় হইতে পারে আর স্থান নাই, পরে এ সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি বলিব।

পাঠক,! বিদেশীয়পণ্ডিতদিগকে, জগৎ কিরূপে সৃষ্ট ও প্রলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, জিজ্ঞাসা করিয়া যে উত্তর পাইয়াছেন, তাহার সহিত শ্রুত্যুপদিষ্ট সৃষ্টি কারণের তুলনা করিলে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত বেদোপদেশের তুলনা করিলে (তুলনা হইতে পারেনা তবে তর্কচ্ছলে বলিতেছি) দশদিগ্বিভাসক মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড ও খদ্যোতিকার মধ্যে যে প্রভেদ, সুবিশাল সরিৎপতি ও সরিতের মধ্যে যে পার্থক্য, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে ভিন্নতা, উভয়ের মধ্যে তাদৃশ বা ততোধিক প্রভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় না কি?

জগতের সৃষ্টি ও লয় কিরূপে হয়, এ সম্বন্ধে পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার ও ড্রেপার যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, জড় অগ্নি ও সোম হইতে জগতের সৃষ্টি ও লয় হইয়া থাকে, ইহাই উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের সিদ্ধান্ত। অতএব ইহা সুখবোধ্য হইল, যে বেদের অগ্নি ও সোম এবং উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের ভেদসংসর্গবৃত্তি-শক্তিদ্বয় একরূপ পদার্থ নহে বেদের উপদেশ জড়শক্তি স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কখন কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মের একজন নিয়ামক আছেন, জড়ের সংকল্প শক্তি নাই। বিদেশীয় দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-দিগের মধ্যেও কেহ কেহ এ কথা বুঝিয়াছেন *। জগৎ কিরূপে সৃষ্ট কি

পণ্ডিত জেবন্সের উক্তি,—

* "It is not uncommonly supposed that a law determines the character of the results which shall take place, as, for instance, that the law of gravity determines what force of gravity shall act upon a given particle. Surely a little reflection must render it plain that a law by itself determines nothing. It is *law plus agents obeying law which has results*, and it is no function of law to govern or define the number and place of its own agents."—

The Principles of Science. P. 740.

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টেটের উক্তি—

"Development was brought about by means of Intelligence residing in the invisible universe and working through its laws."—

Unseen Universe P. 214.

'One herd of ignorant People, with the sole prestige of rapidly increasing numbers, and with the adhesion of a few fanatical deserters from the ranks of Science, refuse to admit that all the phenomena even of ordinary dead matter are strictly and exclusively in the domain of physical science. On the other hand, there is a numerous group, not in the slightest degree entitled to rank as Physicists (though in general they assume the proud title of Philosophers), who assert that not merely Life, but even Volition and Consciousness are merely physical manifestations. These opposite errors, into neither of which it possible for a genuine scientific

জন্তুই বা লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, পণ্ডিত স্পেন্‌সার, বিজ্ঞানবিদ্ ড্রেপার তাহার যাহা উত্তর দিলেন, প্রেক্ষাবানের জিজ্ঞাসা কি ইহাতে বিনিবৃত্ত হইতে পারে? যাহা হউক, যাহা কিছু সৎ তাহার ধ্বংস হয় না, জগৎ প্রবাহরূপে নিত্য, উক্ত পণ্ডিতদ্বয় তাহা স্বীকার করিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট। এক প্রকৃতি হইতে বিকৃত-জগদ্বিকারের উচ্চাবচ বিবিধ স্বগত সজাতীয়-ও-বিজাতীয়ভেদের কারণও যাহা, জড়বাদ চৈতন্যবাদ প্রভৃতি নানাবিধ বাদোৎপত্তির হেতুও তাহাই। যে প্রাকৃতিকনিয়মে, চেতন, অচে[illegible] উদ্ভিদ, জাগতিক পরিণামের এই ত্রিবিধ প্রধান বিভাগ হইয়াছে, যে প্রাকৃতিকনিয়মে চেতনাদি পদার্থসমূহের মধ্যেও অসংখ্য অবান্তর ভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে, যে নৈসর্গিকনিয়মে জগতে অমৃত গরল আছে, মধুর তিক্ত আছে, সাধু অসাধু আছে, হিংসা অহিংসা আছে, ক্রোধ ক্ষমা আছে, ধর্ম্ম অধর্ম্ম আছে, ঠিক সেই প্রাকৃতিকনিয়মে আস্তিক নাস্তিক আছে, দ্বৈত-বাদ অদ্বৈতবাদ আছে, সৎকার্য্যবাদ অসৎকার্য্যবাদ আছে, আরম্ভবাদ পরিণামবাদ আছে, 'Theism' 'Atheism' আছে, বেদভক্ত ও বেদদ্বেষী আছে। জগদ্বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সকল মত বিকাশিত এবং জগতের লয়ের সঙ্গে সঙ্গে সকল মত বিলীন হইয়া থাকে। কিছুই একেবারে ছিল না হইল, অথবা ছিল একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, তাহা হয় না, হইতে পারে না।

এখন শব্দের স্বরূপ কি তাহা চিন্তা করিতে হইবে—সৃষ্টি ও লয় সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইল, লেখক স্বয়ংই তাহাতে তৃপ্ত হয় নাই, সুতরাং জ্ঞানবৃদ্ধ পাঠকগণ যে ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না, তাহা নিঃসন্দেহ। লেখকের এরূপ শক্তি নাই যে তদ্দ্বারা পাঠকদিগের মনস্তুষ্টিসম্পাদন করিতে পারে। আশা পূর্ণ না হইলে সকলেই দুঃখিত হইয়া থাকেন; পাঠকদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে, এব্যক্তি প্রথমহইতেই এরূপ আশাকে হৃদয়ে পোষণ করে নাই, সুতরাং তন্নিবন্ধন ইহার কোনই দুঃখ নাই। যাহা বলিবে মনে ছিল, সময় ও অর্থাভাববশতঃ তাহা বলা হইল না এই জন্য এ ক্ষুব্ধ হইয়াছে বটে, ইচ্ছা আছে, (পাঠকগণ যদি অকিঞ্চনবোধে ঘৃণা না করেন) ভবিষ্যতে এ ব্যক্তি বাসনা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিবে। আপাততঃ যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে প্রস্তাবিত বিষয়টীর উপসংহার করা হইতেছে।

শব্দের স্বরূপ দর্শন করিতে না পারিলে জ্ঞানের পরিপাক শেষ হইবার নহে,

man to fall, so long at least as he retains his reason, are easily seen to be very closely allied. They are both to be attributed to that Credulity which is characteristic alike of Ignorance and of Incapacity. Unfortunately there is no cure; the case is hopeless, for great ignorance almost necessarily presumes incapacity, whether it show itself in the comparatively harmless folly of the Spiritualist or in the pernicious nonsense of the Materialist."—

Recent Advances in Physical Science. P. 24—25.

শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্ট এই দুর্ভেদ্য গূঢ় রহস্যের উদ্ভেদ করিতে না পারিলে মানব কৃতকৃত্য হইতে পারিবে না। এক পারমার্থিক শক্তি হইতে (Primordial force) জগৎ আবির্ভূত, এরূপ অনুমান এবং জড়বিজ্ঞানের দুই একটী বিভূতি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিলে, ভবযাতনা শান্ত হইবে না। পূর্ণ হইতে হইলে, মৃত্যুর রাজ্য অতিক্রম করিয়া অমৃতধামে উপনীত হইতে হইলে, শব্দতত্ত্ব সন্দর্শন ও মন্ত্রের শক্তিতে বিশ্বাস করিতে হইবে, বেদাদি-শাস্ত্রমতে সাধন করিতে হইবে। শব্দ কোন্ পদার্থ, দুই এক কথায় তাহা বুঝা যাইতে পারে না। শব্দ কোন্ পদার্থ তাহা না বুঝিলেও বেদের স্বরূপাবগতি হইবে না, বেদ যে অনন্ত ও নিত্য তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে না। শব্দের স্বরূপবর্ণন করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তা'ই কেবল প্রতিজ্ঞারক্ষা করিবার জন্য শব্দ কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া প্রস্তাব শেষ করিব। আরম্ভবাদের পরমাণু, পরিণামবাদের প্রকৃতি এবং মায়াবাদের মায়া, শব্দহইতে ভিন্ন-পদার্থ নহে। পূজ্যপাদ ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, নামরূপবিনির্মুক্তজগৎ যাহাতে অবস্থান করে—প্রলয় কালে যে অবস্থাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাকে কেহ প্রকৃতি, কেহ মায়া, কেহ বা অণু এই নামে উক্ত করিয়া থাকেন।

> **"নামরূপবিনির্মুক্তং যস্মিন্নাসন্তিষ্ঠতে জগৎ।**
> **তমাহুঃ প্রকৃতিং কেচিন্মায়ামিক্কে পরেত্বণূন্॥"—**

পরমাণু কোন্ পদার্থ—পূজ্যপাদ বাৎস্যায়নমুনি বলিয়াছেন (পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে) যাহা হইতে আর অল্পতর পদার্থ নাই, বস্তুর যাহা অবিভাজ্য-অংশ তাহার নাম পরমাণু। বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের এটম্ (Atom) ও আমাদের পরমাণু এই শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ একরূপ। Atom-শব্দটী 'এটোমস্' (*Gratomos.—a, not, temno to cut*) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ যাহাকে আর ভাগ করা যায় না তাহা এটম্। এটম্ সম্বন্ধে বিদেশীয় দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিবিধ মত প্রচলিত আছে। এক মতে এটম্ বা পরমাণুশক্তির ক্রিয়া মূর্ত্তাবস্থা বা শক্তির কেন্দ্র। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বস্কোবিচ (Boscovich) প্রথমে এই মত (Dynamical theory) প্রকাশ করেন। স্যার আইজাক নিউটনের চিন্তাশীল মস্তিষ্কে, স্পষ্টরূপে না হইলেও এই মতের আভাস যে পতিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার নিজবাক্য হইতেই সপ্রমাণ হয়। পণ্ডিত বস্কোবিচের মতে এটম্, শক্তির ক্ষুদ্রতমগোলক মাত্র *। আধুনিক এটমোমেকানিক্যাল Atomomecha-

---

* "Matter consists not of solid particles but of mere mathematical centres; from which proceed forces according to certain mathematical laws, by virtue of which such forces become at certain small distances attractive, at certain other distances repulsive, and at greater distances attractive again."— *A. Dictionary of Science by Rodwell.*

nical theory মতের ভিত্তি ইহার উপরি সংস্থাপিত। পণ্ডিত ষ্ট্যালো বলিয়াছেন, ভৌতিক জগতে যে কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহাই যে কেন্দ্রীভূতশক্তি পরিচালিত পারমাণবিকগতি হইতে হইতেছে, প্রাকৃতিকবিজ্ঞান যখন একথা ঠিক অনুভব ও প্রমাণ করিতে পারিবে, তখনই ইহার পূর্ণতা হইবে *। কেবল বৈজ্ঞানিকপণ্ডিতই বা কেন, বর্ত্তমান সময়ের প্রধান প্রধান পাশ্চাত্যদার্শনিক পণ্ডিতগণও বলিতেছেন, পরমাণুসকল ভেদসংসর্গবৃত্তিশক্তিসমূহের কেন্দ্র †। এটম্‌সম্বন্ধীয় দ্বিতীয়প্রকার মতের মর্ম্ম হইতেছে, দ্রব্যের যে সূক্ষ্মতম অবস্থা সাংকর্য্য ভাবে (Incombination) অবস্থান করে, যৌগিক্ বা মোলিকিউল্ (Molecule) অবস্থায় পরিণত হয় তাহা এটম্।

পরমাণু শব্দটীর নিরুক্তি—পরমাণু শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ হইতে ইহার যে প্রকার স্বরূপ নিরূপিত হয়, চিন্তাশীল পাঠক তাহা অবগত হইলে আনন্দলাভ করিবেন। 'অণ্' ধাতুর উত্তর 'উন্' প্রত্যয় করিয়া 'অণু' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্ত হয় তাহা অণু। **"অণতিসূক্ষ্মত্বং গচ্ছতি।"**—

উণাদি সূত্রে অণু-শব্দটীর নিরুক্তি অনুরূপ করা হইয়াছে। **"অণুশ্চ"**—

উণা। ১৮।

অণ শব্দার্থঃ অত উ প্রত্যয়ঃ স্যাৎ অণুঃ সূক্ষ্মঃ।

উজ্জ্বলদত্তকৃত উণাদিসূত্রবৃত্তি।

অর্থাৎ, শব্দার্থক অণ্ ধাতুর উত্তর উন্ প্রত্যয় করিয়া অণুপদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিঘণ্টুতেও অণুশব্দটীর ঐরূপ নিরুক্তিই করা হইয়াছে। যাহা শব্দ করে, তাহা অণু। কোন একটী বস্তু যখন অপর একটী বস্তুকে অভিঘাত করে, তখন অভিঘাতপ্রাপ্ত বস্তুদ্বয়ের পরস্পর ঘাতপ্রতীঘাত হইতে যে ক্রিয়া বা কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহাকে আমরা গতি বা স্থিতি বলিয়া থাকি। একটী দ্রব্য অন্য একটী দ্রব্যহইতে অভিঘাতপ্রাপ্তহইলে একটী বা উভয় দ্রব্যেই কেবল যে গতি বা স্থিতি (Position or motion) কার্য্যোৎপত্তি হয় তাহা নহে, অত্যল্পচিন্তাতেই হৃদয়ঙ্গম হইবে ইহার সঙ্গে শব্দেরও অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ‡। বিরুদ্ধশক্তিদ্বয়ের

---

* "The resolution of all changes in the material world into motion of atoms, caused by their constant central force would be the completion of natural science."—

Concepts of Modern Physics. P. 22.

† "The matters are centres of force attracting and repelling each other in all directions."—

‡ পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসারের উক্তি—

"When one body is struck against another, that which we usually regard as the effect, is a change of position or motion in one or both bodies. But a moment's thought shows that this is a very incomplete view

পরস্পর ঘাতপ্রতীঘাতহইতেই সকল প্রকার ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। ক্রিয়া, শক্তির বিকাশিতঅবস্থা-ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা গেল, অণু ও শব্দ ভেদসংসর্গবৃত্তিশক্তি-ভিন্ন অন্য কিছু নহে। পূজ্যপাদ ভর্তৃহরি এই কথাই বলিয়াছেন *।

কথাটা কি যুক্তিবিরুদ্ধ ?—আমরা বলিলাম (অবশ্য শাস্ত্র প্রমাণানুসারেই বলিয়াছি) শব্দ ও পরমাণু এক পদার্থ, কথাটা অনেকের কর্ণে যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইবে, কারণ, দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসুর সংখ্যা আজকাল বিরল হইয়া আসিয়াছে, যাহাকে ঠিক চিন্তাশীলতা বলে, তাহা আমাদিগের মধ্যে অত্যল্প লোকেরই আছে (এহতভাগ্যও তাহাদের মধ্যে একজন, আমরা নিজদিকে তাকাইয়াই বলিতেছি, অতএব পাঠক বিরক্ত হইবেন না)। সুখের বিষয় টেট্, টম্সন্ হেলম্হল্টস্ প্রভৃতি বিদেশীয় বৈজ্ঞানিকপণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন ইথার (আকাশের রজোগুণ) হইতে আলোক, তাপ, তাড়িত ইত্যাদি ভৌতিকশক্তিসকলের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাই আশা—

"সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যে বৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্।"— ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

অর্থাৎ, আকাশহইতেই বায়্বাদি ভূতসকলের উৎপত্তি এবং লয়কালে আকাশেই ইহারা বিলীন হইয়া থাকে, আকাশ সুতরাং ইহাদিগহইতে জ্যায়ান্—মহত্তর, আকাশ, অন্যান্য ভৌতিকশক্তির পরায়ণ—প্রতিষ্ঠা, এই শ্রুতিবচনসমূহ অসারবোধে পরিত্যাজ্য হইবে না। বিদেশীয় বৈজ্ঞানিকপণ্ডিতগণ যখন পরমাণুকে ভৌতিকশক্তির কেন্দ্র † বলিয়া বুঝিয়াছেন, তখন ইহাও দুরাশা নহে যে, শব্দ ও পরমাণু এক-

of the matter. Besides the visible mechanical result sound is produced; or, to speak accurately, a vibration in one or both bodies, and in surrounding air."—

First Principles. P. 432.

* "অণবঃ সর্ব্বশক্তিত্বাদ্ভেদ সংসর্গবৃত্তয়ঃ।
ছায়াতপ তমঃ শব্দভাবেন পরিণামিনঃ॥
স্বশক্তৌ ব্যজ্যমানায়াং প্রযত্নেন সমীরিতাঃ।
অভ্রাণীব প্রচীয়ন্তে শব্দাখ্যাঃ পরমাণবঃ॥"— বাক্যপদীয়।

আমরা বুঝিয়াছি জগৎ ভেদসংসর্গবৃত্তি শক্তি (Atractive and Repulsive forces) দ্বারা সৃষ্ট ও প্রলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরমাণুই হউক, প্রকৃতিই হউক অথবা মায়াই হউক, ইহারা ভেদসংসর্গ বৃত্তি শক্তি ভিন্ন যে অন্য কোন পদার্থ নহে, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। ভেদসংসর্গবৃত্তি শক্তিই শব্দ। অতএব শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এ কথা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ হইতেছে না।

† "Material molecule is some kind of knot or coagulation of Ether."—
"Matters are *centres of force* attracting and repelling each other in all directions."—

পদার্থ, কোন না কোন দিন এই শাস্ত্রীয় অমূল্যোপদেশ, এ দেশে না হইলেও, অভ্যুদয়শীল বিদেশে আদর হইবে।

নৈহারিক সিদ্ধান্ত (The nebular hypothesis.)—জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় সম্বন্ধে বিদেশীয় চিন্তাশীল দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে নৈহারিক সিদ্ধান্ত (nebular hypothesis) নামে একটী সিদ্ধান্ত আছে। স্যার উইলিয়ম্ হার্শেল এই সিদ্ধান্তের প্রথম প্রতিষ্ঠাপক *। নৈহারিক সিদ্ধান্তের সহিত পরিণামবাদের কোন পার্থক্য আছে বলিয়া আমরা বুঝি নাই। পণ্ডিত ড্রেপার এই মতকে বিশেষ রূপে আদর করিয়াছেন। নিবিউলী শব্দটী, সংস্কৃত নীহার শব্দের সমানার্থক। নি+হৃ+ঘঞ্, নীহার পদটী এইরূপে সিদ্ধ হইয়াছে। নীহার ঘনীভূত শিশির বা হিম। প্রলয়কালে পরমাণুসমষ্টি নীহার (nebulæ) ভাবে ইতস্ততঃ ব্যাপ্ত ছিল, তাহার পর আকর্ষণশক্তিবলে ইহারা ক্রমশঃ স্ব স্ব কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঘূরিতে আরম্ভ করে এবং অধিকতর ঘন হইতে থাকে। নৈহারিক সিদ্ধান্তে পরমাণুপুঞ্জের এইটী বায়বাবস্থা। এই অবস্থা হইতে ক্রমে গ্রহগণের বিকাশ হয়। এইরূপ জাত্যন্তর-পরিণাম হইতে হইতে ক্রমশঃ জল ও ক্ষিতির বিকাশ হইয়া থাকে †।

পূজ্যপাদ ভর্তৃহরি অণুর শব্দত্ব প্রতিপাদনকরিবার সময় বলিয়াছেন, সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত—সুপ্তাবস্থায় বিদ্যমান শক্তি সকল পুনরভিব্যক্ত্যুন্মুখ হইলে, প্রযত্ন প্রেরিত শব্দাখ্যপরমাণুপুঞ্জ, অভ্রনায়ে (অভ্র বা মেঘ যেমন সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূলাবস্থায় আগমন করে) প্রচিত হয়—স্থূলাবস্থা প্রাপ্ত হয়। নৈহারিকসিদ্ধান্ত ইহার ছায়া।

* "It is to Sir William Herschel that we owe the most complete analysis of the great variety of those objects which are generally classed under the common head of Nebulæ."—

Outlines of Astronomy by Sir John Herschel. P. 595.

† পাঠক!

"তম আসীত্তমসাগূঢ়মগ্রে প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।"— ঋগ্বেদসংহিতা।

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ভূত ভৌতিক নিখিল জগৎ তমঃ দ্বারা আবৃত ছিল,—সলিল অর্থাৎ কারণ সঙ্গত বা অবিভক্তাবস্থায় অবস্থিত ছিল। এই ঋক্ শব্দটীর অর্থ এবং "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।"— তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।

অর্থাৎ, সত্যজ্ঞান অনন্তস্বরূপ আত্মা হইতে শব্দগুণ অবকাশকর আকাশের, আকাশ হইতে স্বীয় স্পর্শগুণ ও পূর্ব্বকারণ গুণ শব্দতন্মাত্র উভয়ে মিলিত হইয়া দ্বিগুণ বায়ু, বায়ু হইতে স্বীয় রূপ গুণ ও পূর্ব্বকারণ গুণদ্বয় (শব্দ ও স্পর্শ) মিলিত হইয়া ত্রিগুণ তেজঃ, তেজ হইতে, স্বীয় রসগুণ এবং পূর্ব্বকারণত্রয় (শব্দ, স্পর্শ ও রূপ) মিলিত হইয়া চতুর্গুণ জল, এবং জল হইতে স্বীয় গন্ধগুণ এবং পূর্ব্বকারণ গুণ চতুষ্টয় (শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস) মিলিত হইয়া পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।

এই শ্রুতিবচনের মর্ম্ম গ্রহণ করিলে আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি, সকল সিদ্ধান্তের বেদই প্রসূতি।

জ্ঞানের শব্দত্ব—শব্দের স্বরূপ যতদূর চিন্তা করা হইল তাহাতে বুঝিলাম শব্দ, ভেদসংসর্গবৃত্তিশক্তি; কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে ইহা কি পাশ্চাত্য পণ্ডিতবৃন্দদিগের অন্ধ জড়শক্তি? অন্ধ জড়শক্তি হইতেই কি জগৎসৃষ্ট হইয়াছে। পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরি তত্ত্বজিজ্ঞাসুর এতাদৃশ সংশয় নিরূপণ করিবার জন্য বলিয়াছেন, শব্দ অন্ধ জড়শক্তি নহে। জড় কদাচ চৈতন্যের আশ্রয় ব্যতীত অবস্থান করিতে পারে না। চৈতন্য আছে তা'ইত জড়, জড়রূপে প্রমিত হইয়া থাকে।

"अथेदमान्तरं ज्ञानं सूक्ष्मवागात्मनास्थितम् ।
व्यक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन निवर्त्तते ॥"—

বাক্যপদীয়।

অর্থাৎ, সূক্ষ্মবাগাত্মাতে অবস্থিত আন্তরজ্ঞান স্বকীয়রূপের অভিব্যক্তির নিমিত্ত শব্দরূপে নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। শব্দ (ভেদসংসর্গবৃত্তিশক্তি), মনোভাব প্রাপ্ত ও তেজের দ্বারা পরিপক্ক (অনুগৃহীত) হইয়া প্রাণবায়ুতে প্রবিষ্ট হয়, এবং বায়ু, অন্তঃকরণতত্ত্বের আশ্রয়ে তদ্ধর্ম্মসমাবিষ্ট হইয়া তেজ দ্বারা বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব শব্দ, চৈতন্যাধিষ্ঠিত ভেদসংসর্গবৃত্তিশক্তি। শব্দ নিত্য ও কার্য্য ভেদে দ্বিবিধ *। কার্য্যশব্দের রূপ বলা হইল; বুঝিতে পারা গেল, কার্য্যশব্দ সগুণ ব্রহ্ম। নিত্যশব্দ ও নির্গুণ ব্রহ্ম অভিন্ন পদার্থ।

শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্ট—শব্দ হইতেই যে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে তাহা কি আর বুঝিতে বিলম্ব আছে?

পূজ্যপাদ নাগেশভট্ট স্বপ্রণীত মঞ্জূষা নামক উপাদেয়গ্রন্থে শব্দ হইতে জগৎ কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন, নিয়তকালপরিপক্ক নিখিল প্রাণিকর্ম্ম, উপভোগদ্বারা প্রক্ষীণ হইলে, জগৎ স্থূলরূপ ত্যাগ করিয়া, স্বকারণ ঈশ্বরে প্রলীন বা লয় প্রাপ্ত হয়। লয় প্রাপ্ত হয় বলাতে, ইহা একেবারে প্রধ্বস্ত হয়, বুঝিতে হইবে না। লয়, প্রাদুর্ভাবফলক, ইহা আত্যন্তিকনাশার্থক নহে। প্রলয়াবস্থাতে কিছুকাল অবস্থান করিবার পর, ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ান্যায়ে, প্রাণিদিগের সকামভাবে কৃতকর্ম্মসকল যখন ফলোন্মুখ হয়, তখন সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ পরমেশ্বর হইতে অবুদ্ধিপূর্ব্বকসৃষ্ট মায়া ও পুরুষের প্রাদুর্ভাব হয়—পরমেশ্বরের সিসৃক্ষাত্মিকা মায়াবৃত্তির বিকাশ হয়। তৎপরে বিন্দুরূপী ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তের আবির্ভাব হইয়া থাকে, ইহারই নাম শক্তিতত্ত্ব। এই বিন্দুর চিদংশ বীজ, চিদচিন্মিশ্রাংশ নাদ। অচিদংশ কাহাকে বলা হইল, পূজ্যপাদ নাগেশভট্ট তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন—অচিৎ শব্দদ্বারা শব্দার্থোভয়সংস্কাররূপ অবিদ্যা নামক পদার্থ লক্ষিতহইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এই বিন্দুনামলক্ষিত পদার্থের অপর নাম শব্দব্রহ্ম †। শব্দব্রহ্মের পরা,

---

* "द्वौ शब्दात्मानौ । नित्यः कार्य्यश्च ।"— মহাভাষ্য।

† "प्रलये नियतकालपरिपाकानां सर्व्वप्राणिकर्म्मणामुपभोगेन प्रलयाल्लीने सर्व्वजगत्

পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরী এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা। বৈখরী শব্দই আমাদের পরিচিত শব্দের অপর অবস্থাত্রয় আমাদের অবিদিত। শব্দব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এ কথা এই জন্যই আমাদের দুর্ব্বোধ্য, বা অসম্ভবজ্ঞানে উপেক্ষণীয় হইয়াছে।

বেদের স্বরূপ।—শব্দের স্বরূপ কতকটা চিন্তা করা হইল, শব্দ হইতেই জগৎ যে সৃষ্ট হইয়াছে, শব্দেই যে জগৎ অবস্থিত আছে এবং শব্দেই যে ইহা বিলীন হইয়া থাকে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইলাম। শব্দ বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা যে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ হইতে পারে না, অল্পবুদ্ধি বালকও ইহা বুঝিতে সমর্থ, সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে অনেক আপত্তি উত্থিত হইতে পারে, আমরা (যদি শক্তিমান্ শক্তি প্রদান করেন) পরে সেই সকল আপত্তির উত্থাপন ও মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিব, এখন বেদের স্বরূপ বেদে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা দেখিব।

“ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥”—

ঋগ্বেদসংহিতা। ২।৩।২১। অথর্ব্ববেদসংহিতা। ৯।১০।১৮।

ভাবার্থ।

ঋক্‌প্রধানভূত সাঙ্গোপাঙ্গ বেদচতুষ্টয়ের অক্ষর—ক্ষরণ রহিত, অনশ্বর পরমব্যোম (বিবিধ শব্দজাত যাহাতে ওত-ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অকারোকারমকারলক্ষণ মাত্রাত্রয় উপশান্ত হইলেও যাহা অবশিষ্ট থাকেন, সেই শব্দ সামান্যের নাম পরম ব্যোম) যাহাতে বেদস্তুত নিখিল দেবতা অধিনিষণ্ণ আছেন, যে সেই পরম ব্যোমকে অবগত হইতে

কামায়া চেতন ঈশ্বরে লীয়তে। লয়শ্চায়ং পুনঃ প্রাদুর্ভাব ফলকো নাত্যন্তিকো নাশঃ। * * * অপরিপক্ব প্রাণিকর্ম্মভিঃ কালবশাৎ প্রাপ্তপরিপাকৈঃ স্বফলপ্রদানায় ভগবতোঽবুদ্ধিপূর্ব্বিকা সৃষ্টি-মায়াপুরুষৌ প্রাদুর্ভাবিতঃ। তত পরমেশ্বরস্য সিসৃক্ষাত্মিকা মায়া বৃত্তির্জায়তে। ততো বিন্দুরূপমব্যক্তং ত্রিগুণং জায়তে। ইদমেব শক্তিতত্ত্বম্। তস্য বিন্দোরচিদংশো বীজম্। চিদচিন্মিশ্রাংশো নাদঃ। অবিচ্ছন্নত্বেন শব্দার্থোভয় সংস্কাররূপাঽবিদ্যোপ্যতো। অস্মাদ্বিন্দোঃ শব্দব্রহ্মাপরনামধেয়ং।”—
মঞ্জুষা।

পাঠক!

‘কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।’—

এই ঋঙ্ মন্ত্রটী এবং পণ্ডিত গ্রোভের—

“In all phenomena, the more closely they are investigated the more are we convinced that, humanly speaking, neither matter nor force can be created or annihilated, and that an essential cause is unattainable.*Causation is the will, Creation the act, of God.”—

Correlation of Physical forces. P. 218.

এতদ্বচনসকলের তাৎপর্য্য-চিন্তা করিবেন।

পারে না—যথাবিধি সাধন দ্বারা তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করে না, ঋগাদি মন্ত্র দ্বারা সে কি করিবে? তাহার ইহা দ্বারা কি ইষ্টাপত্তি হইবে? যে ভাগ্যবান্ ঋগাদি বেদপ্রতিপাদ্য নিত্যশব্দময় পরমব্যোম বা পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারে, তিনি তাদ্ভাব্য প্রাপ্ত হ'ন, প্রণববিগ্রহপরমাত্মাতে অনুপ্রবেশ করিয়া শান্তশিখ অনলের ন্যায় তিনি নির্ব্বাণ হইয়া থাকেন—আত্যন্তিকমোক্ষলাভ করেন।

সিদ্ধান্ত হইল, নিত্য ও কার্য্য এই উভয়াত্মক শব্দই 'বেদ'। বেদের চরণপ্রসাদে বুঝিয়াছি, সগুণব্রহ্ম যতপ্রকার ভাববিকারে বিবর্ত্তিত হইয়া জগদাকার ধারণ করেন, ততপ্রকার শব্দ আছে, বুঝিয়াছি যাহা সৎ তাহা কখন অসৎ এবং যাহা অসৎ তাহা কখন সৎ হইতে পারে না, বুঝিয়াছি জগৎ প্রবাহ রূপে নিত্য, জগৎ অনাদিকাল হইতেই আছে এবং থাকিবেও অনন্তকালের জন্য, অতএব বলিতে পারি শব্দের নবীনত্ব প্রাচীনত্ব বিচার, অদূরদর্শী পরিচ্ছিন্নজ্ঞান মানবই করিয়া থাকে। আমি যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, পূর্ব্বে যাহা কখন আমার বুদ্ধিগোচর হয় নাই, তাদৃশ পদার্থের প্রথম অনুভবকরাকালে আমি তাহাকে নূতন বলিয়া মনে করিব, কিন্তু যিনি তৎপদার্থকে বহুবার সন্দর্শন করিয়াছেন, তিনি তাহাকে কখন নূতন বলিবেন না। যাঁহারা ত্রিকালদর্শী—যাঁহাদের দৃষ্টিশক্তিকে ভৌতিক পদার্থ সমূহ বাধা দিতে অক্ষম, তাঁহাদের সমীপে কোন পদার্থই নূতন নহে। পণ্ডিত মোক্ষমূলর শব্দের নবীনত্ব প্রাচীনত্ব বিচারকরিয়া থাকেন, এবং এই রূপ করাই তাঁহার প্রকৃত্যুচিত কার্য্য, ইহা না করিয়া তিনি থাকিতে পারিবেন না। শব্দ ও ব্রহ্ম এক পদার্থ, শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, এ সকল দুরবগাহ অমূল্যবাক্য সকলের মর্ম্মগ্রহণ করিবার উপযুক্ত দেশে তাঁহার জন্ম হয় নাই। শূদ্র ও রাজন্য এই শব্দদ্বয় পণ্ডিত মোক্ষমূলরের দৃষ্টিতে নবীনতর হইলেও বস্তুতঃ নবীনতর নহে। নিত্যপরিণামিনী প্রকৃতির খরতর স্রোতে, অবশভাবে যাহারা ভাসমান, মৃত্যুরভীষণ মূর্ত্তিভিন্ন জীবনের কমনীয় রূপ যাহাদের হতভাগ্য নয়নের বিষয়ীভূত হয় না, বর্ত্তমান কালের জ্ঞান ভিন্ন যাহাদের দুর্ব্বলচিত্ত অতীত কালের জ্ঞান ধারণ করিতে অপারগ তাহাদের সমীপে সকলই নূতন, কিন্তু তাহা বলিয়া, সর্ব্বজ্ঞ পুরাণপুরুষের (বিষ্ণুর নামান্তর) দৃষ্টিতে কোন বস্তু নূতন বলিয়া প্রতীত হইবে কেন? বেদ ও ব্রহ্ম সমান পদার্থ, সুতরাং আমার নিকট যাহা নূতন, বেদ তাহাকে নূতন বলিবেন কেন?

জাতিভেদ যে বেদসম্মত নহে, ইহাই ত পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলরের প্রতিপাদ্য বিষয়, অসভ্য, বর্ব্বরহিন্দুজাতিকে সভ্য করিবার নিমিত্তই ত তিনি ব্যতিব্যস্ত—এতদূর ত্যাগী, কিন্তু দুঃখের বিষয়, জাতিভেদ বেদসম্মত নহে, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য তিনি ব্রহ্মাস্ত্র মনে করিয়া যে স্থূলমুখ ছুরিকাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে না। শূদ্র ও রাজন্য এই শব্দদ্বয়কে নবীনতর বলিয়া মানিলেও ঋগ্বেদে জাতিভেদের কথা নাই ইহা সপ্রমাণ হয় না। ঋগ্বেদে রাজন্য শব্দটীর

ব্যবহার না থাকিলেও, ক্ষত্রিয় শব্দটীর বহুলপ্রয়োগ আছে। যে সকল মন্ত্রে ক্ষত্রিয় শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে, পণ্ডিত মোক্ষমূলর তাহাদিগকেও কি নবীনতর মন্ত্র বলিতে চাহেন ?

প্রশ্ন।—সাধুশব্দমাত্রেই যদি বেদ হয়, তবে ঋগাদিসংহিতাচতুষ্টয় ও ইহাদের ব্রাহ্মণভাগসকলকেই বেদ বলা হয় কেন ? ভগবান্ পতঞ্জলিদেবই বা লৌকিক ও বৈদিকভেদে শব্দসমূহকে, কি নিমিত্ত দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন *।

উত্তর।—ভগবান্ পতঞ্জলিদেব, চন্দ্রতারকবৎপ্রবাহরূপেনিত্য বাক্‌সমাম্নায়কে ব্রহ্ম বা বেদ এই নাম দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তী, শকুনি, মৃগ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি লৌকিকশব্দের স্বরূপনির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত পতঞ্জলিদেব এই কয়েকটী শব্দের উল্লেখ এবং বৈদিকশব্দ কাহাকে বলে বুঝাইবার নিমিত্ত ঋগাদি বেদচতুষ্টয়হইতে চারিটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কৈয়ট বলিয়াছেন, লোকে পদানুপূর্ব্বীনিয়মের অভাবহেতু ভাষ্যকার গো, অশ্ব প্রভৃতি কতিপয় পদের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বেদে আনুপূর্ব্বীনিয়ম আছে বলিয়া বাক্যের উদাহরণ দিয়াছেন। পরে প্রতিপাদিত হইবে, আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি যেরূপ ক্রমে হইয়া থাকে, পরমব্যোম হইতে বেদের বিকাশও সেই প্রকার তালে তালে হইয়া থাকে। বেদের ছন্দঃনাম হইবার কারণ কি বুঝিবার সময় আমরা এই সকল কথার তাৎপর্য্য চিন্তা করিব। সাধুশব্দমাত্রেই যে বেদ এবং বেদ যে অনন্ত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা সচরাচর যাহাদিগকে বেদ বলিয়া বুঝিয়া থাকি, তাহারা বেদ বটে, কিন্তু তাহারাই বেদ নহে, বেদ অনন্ত।

অতএব জাতিভেদ বেদানুমোদিত, এবং যুক্তিসঙ্গত। জাতিভেদকে যুক্তিসঙ্গত বলিতে যাঁহারা অনিচ্ছুক তাঁহারা অদূরদর্শী।

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমানচিত্র।—সমাজ কাহাকে বলে চিন্তা করিয়া অবগত হইয়াছি, সমানলক্ষ্য ইতরেতরাশ্রয়িমনুষ্যযন্ত্রসমষ্টির নাম সমাজ, এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে মনুষ্যের লক্ষ্য কি ?

জগৎ যে গতির মূর্ত্তি তাহা বুঝিয়াছি এবং ইহাও চিন্তিতপূর্ব্ব কথা, গতিই গতির লক্ষ্য নহে, চলিবার জন্যই আমরা চঞ্চল নহি। ঈপ্সিততমকে পাইবার জন্যই যখন কর্ম্মের আরম্ভ, তখন যাবৎ ঈপ্সিততমের সমাগম না হইবে, ততদিন স্থির হইবার উপায় নাই। ব্যাকরণশাস্ত্র বলেন, যে সকলধাতুর অর্থ গতি তাহারা জ্ঞানার্থক

* "केषां शब्दानाम्। लौकिकानां वैदिकानां च। तत्र लौकिकास्तावत्। गौरश्वः पुरुषो हस्ती शकुनि र्मृगो ब्राह्मण इति।"—

"तत्र लोके पदानुपूर्व्वी नियमाभावात् पदान्यत्र दर्शयति। गौरश्व इति। वेदेत्वानुपूर्व्वी नियमाद्वाक्यान्युदाहरति।"— कैयट।

এবং প্রাপ্ত্যর্থকও হইয়া থাকে। কথাটা শুনিতে ক্ষুদ্র হইলেও বস্তুতঃ অত্যন্ত সারগর্ভ—ইহার মধ্যে অনেক বৈজ্ঞানিকরহস্য লুক্কায়িত আছে। গতিমাত্রেই যে ঈপ্সিততমকে পাইবার নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে—স্থিতিই যে গতির লক্ষ্য, এতদ্দ্বারা তাহা সূচিত হইতেছে। কেবল তাহাই নহে,গত্যর্থক ধাতু সকল জ্ঞানার্থকও হইয়া থাকে, এই কথাটুকু দ্বারা কি না বলা হইয়াছে? ঈপ্সিততমের সমাগম যে কেবল জ্ঞানসাধ্য * ইহাদ্বারা তাহাও লক্ষ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমরা বুঝিয়াছি চিদচিৎ ও অচিৎ জগৎ, এই দ্বিবিধভাবাত্মক। জীবজগৎ ব্রহ্মের চিদচিদবস্থা এবং জড়জগৎ তাঁহার অচিদবস্থা। চিদচিৎ অচিদ্ভাব ত্যাগ করিয়া শুদ্ধচিন্ময়ভাবপ্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু অচিৎ চিরদিনই অচিৎ থাকিবে। স্বভাবের কখন অন্যথা হয় না।

জড়ত্ব।—যে ধর্ম্মবশতঃ জড়পদার্থসকল পরবশগ—স্বেচ্ছায় কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না, তাহাকে জড়ত্ব (Inertia) বলে। যাহা এই জড়ত্বধর্ম্ম বিশিষ্ট তাহার নাম জড়পদার্থ, জড়পদার্থের যে লক্ষণ পাওয়া গেল, তাহাতে বুঝিলাম, ইহা সর্ব্বতোভাবে পরাধীন, যাহা জড় তাহা স্বয়ং চলিতে কিম্বা অন্য কর্ত্তৃক চালিত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে স্থির হইতে পারে না। জড়ের নিজ-প্রয়োজন নাই, পরপ্রয়োজনেই ইহা সপ্রয়োজন।

ইহার কারণ কি? জড়ের নিজ প্রয়োজন নাই কেন? বুঝিয়াছি ঈপ্সিততমকে পাইবার জন্য বা অভাবমোচনের নিমিত্তই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যাহার যাহা স্বভাব, তদ্ভাবেই নির্ব্বাতদেশস্থিত নিষ্কম্পপ্রদীপের ন্যায় নিশ্চলভাবে সে অবস্থান করে। স্বভাবে অবস্থিত হইবার নিমিত্তই কর্ম্মানুষ্ঠান—স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্যই চঞ্চলতা। স্বভাব-বা-স্বরূপচ্যুতিই 'অভাব'। বিপদ-শব্দটীর অর্থ চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি, স্বভাব বা স্বপদের অন্যথাভাবের নাম বিপদ। যাঁহারা বিপন্ন, স্বভাবচ্যুত বা স্বপদভ্রষ্ট, তাঁহারাই সপ্রয়োজন। অচিৎ বা জড়ের, জড়ত্বই (Inertia) স্বভাব, সুতরাং, জড়জগৎ স্বভাবেই আছে; এইজন্য ইহার চঞ্চলতা নাই। চিদচিৎ বা জীবজগৎ—স্বভাবচ্যুত—স্বপদভ্রষ্ট, সেই নিমিত্ত ইহা অস্থির—স্বরূপে অবস্থিত হইবার জন্য নিয়তগতিশীল।

জীবের স্বরূপ।—আমরা বলিলাম চিদচিৎ স্বভাবচ্যুত—স্বপদভ্রষ্ট এবং যাঁহারা স্বভাবচ্যুত বা স্বপদভ্রষ্ট তাঁহারাই চঞ্চল, এক্ষণে জানিতে হইবে জীবের স্বভাব

* তা'ই বলি কোন্ মহাপাপে আর্য্যবংশধরদিগের ঈদৃশ দুরবস্থা হইল? যাঁহাদের সামান্য সামান্য কথার মধ্যে এত বিজ্ঞানপরিপূরিত, বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তাহাদিগকেও কেন বিদেশীয়-দিগের চরণাশ্রয় করিতে হয়? সূর্য্যলোকবাসী আলোকের নিমিত্ত চন্দ্রলোকের শরণ গ্রহণ করিতে যায় কেন? সার্ব্বভৌম-রাজার পুত্র, অন্নের জন্য দীন ভিক্ষুকের বেশে আজ পরের দ্বারে দণ্ডায়মান। ময়াময়। তুমি ভিন্ন এ দুর্ভেদ্য রহস্যের আর কে উদ্ভেদ করিয়া দিবে?

কি? বেদাদিশাস্ত্রচরণপ্রসাদে বুঝিয়াছি বিষ্ণুর পরমপদই জীবের স্বভাব—জীবের স্বপদ। চিদচিদ্ভাব তাহার বিকৃতভাব। সিদ্ধান্ত হইল, পূর্ণ হইবার জন্যই জীবের চঞ্চলতা, পূর্ণসনাতনীর সন্তান ত্রিতাপহারিণী বিশ্বজননীর চিরশান্তিময় ক্রোড়ে শয়ন করিয়া ত্রিতাপজ্বালা নির্ব্বাপিত করিবার জন্যই ব্যস্ত। উদ্দেশ্য যে দিন সিদ্ধ হইবে, অভাব যে দিন পূর্ণ হইবে, গন্তব্যস্থান যে দিন সমাসাদিত হইবে, জননীর অঙ্কচ্যুত, স্বপদভ্রষ্ট সন্তান যে দিন আবার মার কোল পাইবে, জীবের গতি সেই দিন স্থগিত হইবে, সেই দিন ইহার চঞ্চলতা বিদূরিত হইবে, পরিণামস্রোত সেই দিন নিরুদ্ধ হইবে। কিরূপে তাহা হইবে? ত্রিতাপজ্বালা কিসে নিভিবে?

এ প্রশ্নের শ্রৌত উত্তর;—

"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥"—

বাজসনেয়সংহিতা। ৪০।৪১।

বিদ্যা—দেবতাজ্ঞানানুশীলন এবং অবিদ্যা কর্ম্মানুষ্ঠান, মৃত্যু বা ভীমভবার্ণব-তিতীর্ষুপুরুষের এই উভয়েই অনুষ্ঠেয়—অবশ্যকর্ত্তব্য, বলিয়া যিনি অবগত হইয়াছেন, তিনি অবিদ্যা বা কর্ম্মদ্বারা মৃত্যুর রাজ্য অতিক্রম করিয়া বিদ্যা বা জ্ঞানদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন। পক্ষিসকল, উভয় পক্ষের সাহায্যে নভোমণ্ডলে বিচরণ করে, কেবল একটী পক্ষদ্বারা পক্ষী কখন উড়িতে পারে না। জীববিহঙ্গ-কুলও সেই রূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইটী পক্ষ দ্বারা ভবধাম ছাড়িয়া শাশ্বত ব্রহ্মধামে গমন করিয়া থাকে। কেবল জ্ঞানানুশীলন বা শুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হয় না *।

জীবের গতি কবে ও কিরূপে সচ্চিদানন্দময় প্রশান্তসাগরাভিমুখীন হয়? বিদেশে বিদেশে ভ্রমণকারিজীব কবে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করে?—শ্রুতি বলেন—শকুনি (পক্ষী) শকুনিঘাতক বা ব্যাধের হস্তগতসূত্রদ্বারা প্রবদ্ধ হইয়া—ব্যাধপাশে পাশিত হইয়া, অগ্রে বন্ধনমোচন করিয়া পলাইবার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করে—মুক্তপাশ হইবার নিমিত্ত দিকে দিকে পতিত হয়, কিন্তু যখন কোথাও স্থির হইতে পারে না, কুত্রাপি বিশ্রামস্থান পায়না, যেস্থানে বিশ্রাম করিতে যায়, বন্ধনসূত্র

* বিদেশীয় পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারও বুঝিয়াছেন—

"After finding that from it are deducible the various characteristics of Evolution, we finally draw from it a warrant for the belief that Evolution can end only in the establishment of the greatest perfection and the most complete happiness,."— *First Principles.*

পণ্ডিত স্পেন্সার্ যাহা বলিলেন, আপাত দৃষ্টিতে তাহার সহিত শাস্ত্রীয় উপদেশের সাদৃশ্য উপলব্ধ হইলেও উভয়ের মধ্যে যে বিস্তর প্রভেদ বিদ্যমান আছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

যখন, তৎক্ষণাৎ তথাহইতে আকর্ষণ করে, তখন শ্রান্ত হইয়া, অনন্যগতি পক্ষী, বন্ধন স্থানেরই আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, ব্যাধের হস্তেই আত্মসমর্পণ করে। অবিদ্যাকাম কর্ম্মোপদিষ্ট, মায়ামুগ্ধ, লক্ষ্যভ্রষ্ট, দিঙ্মূঢ় জীবসংঘও এইরূপ বিশ্রামায়তনের অন্বেষণার্থী হইয়া প্রথমে দিকে দিকে পতিত হয়, উচ্চাবচ নানাবিধ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, মায়ার আকর্ষণে আকৃষ্ট বা ব্যুত্থানশক্তি (Centrifugal force)-দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, বিবিধ পরিণামে পরিণত হয়। স্বগৃহস্থিত চিন্তামণিকে খুঁজিতে গিয়া, বনে বনে ভ্রমণ করে। যখন কোথাও আরামস্থান দেখিতে পায় না, তখনই তাপিতপ্রাণ শীতলকরিবার একমাত্র স্থান—সর্ব্বসন্তাপহর পরমেশচরণে নিপতিত হয়, কেন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হয়, চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করিবার চেষ্টা করে। দয়াময়! তুমিই আমার আত্মা বিশ্বজীবন! এ অধমের তুমিই প্রাণ, তুমিই একমাত্র গতি—আমি তোমারই অকৃতি-তনয়—তোমারই অকিঞ্চনপ্রজা, এই বলিয়া অবশভাবে, অনন্যচিত্ত ও অনন্যচেষ্ট হইয়া সদাখ্যপ্রাণের শরণ গ্রহণ করে। শক্তিহীনতাবশতঃ প্রকৃতির রহস্যভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া নহে, প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে অপারগ হইয়া নহে, প্রকৃতির সকল রহস্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, প্রকৃতির অন্তর্ব্বহিঃ সম্যগ্‌রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, প্রকৃতিকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়া, বায়্বগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থের বাধা অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়া, বিশ্বপ্রকৃতিকে নিজপ্রকৃতির সহিত মিলাইয়া, এক অখণ্ডসচ্চিদানন্দ-পরমাত্মা-ভিন্ন দ্বিতীয়পদার্থ নাই জানিয়া, সুখ-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়, ভাব-অভাব, আমি-তুমি, ইদং-তৎ, এসমস্ত এক করিয়া ভিন্নভিন্নভাবে অবভাসমানপদার্থজাতকে একভাবে দেখিয়া, পরমপিতার চরণে আত্মসমর্পণ করে—জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া, দ্বৈতবুদ্ধিকে আহুতিপ্রদান করে, জলবিম্ব জলে মিশিয়া যায়, নদী, নদীপতিকে প্রাপ্ত হইয়া নদীনাম, নদীরূপ ত্যাগ করে, নদীপতি হইতে অভিন্নভাবে বিদ্যমান থাকে। বুঝিতে পারা গেল, জীব যখন কোথাও শান্তি পায় না, সেই সময়ই সচ্চিদানন্দময় প্রশান্তসাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, বিদেশে বিদেশে ভ্রমণকারিজীব সেই সময়ই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করে, স্নেহময়ী বিশ্বজননীর আহ্বানধ্বনি সেই দিনই জীবের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে; বিদেশীয় বসনভূষণ সেই দিন সে ত্যাগ করে।

হিন্দু আধ্যাত্মিক জাতি।—যাঁহারা অন্তর্ম্মুখীনবৃত্তি, যাঁহাদের চিত্তনদী—কৈবল্যসাগরপ্রাগ্‌ভারা, যাঁহাদের গতি আত্মা বা কেন্দ্রের অভিমুখিনী,—বিষয়ভোগ-বাসনা যাঁহাদের ক্ষীণ হইয়াছে, তাঁহারা আধ্যাত্মিক। হিন্দু এই আধ্যাত্মিক জাতি। হিন্দুর সকলকার্য্যই এই নিমিত্ত আধ্যাত্মিক। জাতিভেদ অন্য দেশেও আছে, কিন্তু হিন্দুর জাতিভেদ ও অন্যদেশের জাতিভেদ সম্পূর্ণ পৃথক্ সামগ্রী। হিন্দুর জাতিভেদ আধ্যাত্মিক উন্নতিমূলক, অন্যদেশের জাতিভেদ জাগতিক উন্নতি লইয়া। যিনি অকাম-হত, যিনি বেদাদিশাস্ত্রপারদর্শী, যিনি সর্ব্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতে সর্ব্ব-

ভূতকে সন্দর্শন করেন, স্বয়ং কৃতকৃত্য হইয়াও অন্যের কল্যাণসাধনের জন্য যিনি সদা-ব্যস্ত, সম্মানকে বিষবৎ এবং অপমানকে যিনি অমৃত তুল্য জ্ঞান করেন, সুখিতে যাঁহার মৈত্রী—দুঃখিতে যাঁহার করুণা, পুণ্যবানে যাঁহার মুদিতা, অপুণ্যবানে যাঁহার উপেক্ষা, ভূলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্যান্ত যাঁহার তৃণীকৃত হইয়াছে অর্থাৎ বিষয়-বৈরাগ্য যাঁহার শেষসীমায় উপনীত হইয়াছে, সর্ব্বজীবে আত্মবৎ প্রীতি যাঁহার দৃঢ় হইয়াছে—অর্থাৎ যাঁহার জ্ঞানের পরিসমাপ্তি হইয়াছে, সুষুপ্তিকালে, বাহ্য-বিষয় বিস্মৃতির ন্যায় জাগ্রৎকালেতেও যিনি বিষয়ভোগবিস্মৃত, হিন্দু তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ-জাতি বলেন। অন্যদেশে ঠিক ইহার বিপরীত। অন্যদেশে পার্থিব-উন্নতি-অবনতি লইয়াই জাতিভেদ হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানহিন্দুর অবস্থা কি তা'ই?।—যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে নিজবিশ্বাস আর কিছুদিন পরে হিন্দুসমাজ না বলিয়া 'হিন্দুসমজ' বলিতে হইবে। সরলতা, দয়া, সহানুভূতি, প্রেম, বিবিদিষা, গুরুভক্তি, শাস্ত্রবিশ্বাস প্রভৃতি সদ্গুণসকল হিন্দু-জাতির ইতরব্যাবর্ত্তক স্বভাবজগুণ ছিল, কিন্তু বলিতে হৃদয় ব্যথিতহয়, হিন্দুর পবিত্রহৃদয় ক্রমে ক্রমে এ সকল গুণকে হারাইতেছে। হিন্দু-সমাজের বর্ত্তমান অন্তঃসারশূন্য শোচনীয় অবস্থা দেখিলে সহৃদয়ব্যক্তিমাত্রেই ক্ষুব্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না। কায়মনঃ ও বাক্যগত প্রবৃত্তির সমতাকে শাস্ত্রকর্ত্তারা সরলতা নামে লক্ষিত করিয়াছেন, দুর্ভাগ্য আমাদের এরূপ লক্ষণযুক্তহিন্দুর পবিত্রমূর্ত্তি আমরা অধিক দেখিতে পাই না। অনেকের চিত্তবিনোদী যুক্তিপূর্ণ ও সরলতাব্যঞ্জক বাক্য শুনিয়া হৃদয় প্রথমে বিগলিত হইয়াছে কিন্তু তাঁহাদের বাচনিক প্রবৃত্তির সহিত দৈহিক ও মানসিক প্রবৃত্তির অসামঞ্জস্য দেখিয়া শেষে বিস্মিত ও মনোহত হইয়াছি। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, দুঃখিতকে দেখিলে তাহার প্রতি করুণা প্রকাশ করিবে, কি উপায় আশ্রয় করিলে তাহার দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে, সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করিবে, দুঃখিকে দেখিয়া কখন বিরক্ত হইও না, দুঃখির দুঃখনিবারণ করিতে পারিলে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব হয়, ইহা দ্বারা চিত্তপ্রসাদ উৎপন্ন হইয়াথাকে। চিত্তপ্রসাদ সমুৎপন্ন হইলে, চিত্তের সর্ব্ব-সন্তাপহর নিরোধপরিণাম আরম্ভ হয়, রাগ ও দ্বেষ এই উভয়ই চিত্তবিক্ষেপ সমুৎ-পাদন করে। রাগ-দ্বেষ সমূলে উন্মূলিত হইলে চিত্তপ্রসাদ হয় এবং চিত্ত প্রসন্ন হইলেই ইহার একাগ্রতা হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের কথা আর কি বলিব, বর্ত্তমান কালে অনেকের নিকট (যাঁহারা আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত বা সিদ্ধপুরুষ মনে করেন) দুঃখিতে দয়া, ব্রহ্মজ্ঞানের বাধক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। সহানুভূতি, বিশ্ব-জনীনপ্রেম প্রভৃতি শব্দগুলি প্রায়লোকেরই মুখে শুনিতে পাই কিন্তু বুঝিতে পারি না, কালমাহাত্ম্যে শব্দের অর্থ কেমন করে পরিবর্ত্তিত হয়। বিবিদিষা প্রাচীনহিন্দুর আদর্শস্থানীয় ছিল। স্বভাবস্থিত হিন্দুর জ্ঞানপিপাসা কত প্রবল ছিল, তাহা হিন্দুর

অতুলনীয় গুরুভক্তির কথা স্মরণ করিলেই সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। স্বভাবে স্থিত হিন্দু জ্ঞানদাতা গুরুকেই প্রকৃত মাতা পিতা বলিয়া জানিতেন, অবিকৃতহিন্দু, গুরুদেবের তুষ্টির জন্য স্বীয় দেহ-প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু নিদারুণ পরিতাপের বিষয়, বর্ত্তমানকালে, জ্ঞানপিপাসা যাহাকে বলে তাহা আমাদের মধ্যে অল্পলোকেরই আছে। আজ যদি ইংরাজ ঘোষণ করিয়া দেন যে, যাহারা ইংরাজী ভাষা জানে না এবং পরেও জানিবার চেষ্টা করিবে না, যাহারা কোনরূপ বিদ্যার চর্চ্চা কখন করিবে না, তাহাদিগকে মূর্খতার মাত্রানুসারে বৃত্তি দেওয়া হইবে, তাহা হইলে কল্য হইতে কোন মাতা-পিতাই সন্তানদিগকে আর বিদ্যালয়ে যাইতে দেন না।

শাস্ত্রবিশ্বাস হিন্দুর অন্যতম লক্ষণ, শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করাকে প্রকৃতিস্থ হিন্দু মহাপাপ মনে করিতেন। আপ্তোপদেশই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ছিল, কিন্তু আমরা, বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে হৃদয়ের সহিত শাস্ত্রকে বিশ্বাস করেন, এরূপ হিন্দুর সংখ্যা অধিক দেখিতে পাই নাই, যাঁহারা ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ তাঁহারাত শাস্ত্রের মধ্যে সারপদার্থ অল্পই দেখিতে পান।

হিন্দুজাতি, তবেই বলিতে হইল, অসাধ্যরোগে আক্রান্ত হইয়াছে, হিন্দুসমাজশরীরের সংযোজক তন্তু ছিন্ন হইয়াছে ; বস্তুতঃ হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়।

প্রকৃত ধার্ম্মিকের লক্ষণ।

ধার্ম্মিক শব্দটী, সম্পূর্ণতঃ না হইলেও আমাদের পরিচিত শব্দ সন্দেহ নাই। ইনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক, ইহাঁর সঙ্গ প্রার্থনীয়, ও ব্যক্তি ধার্ম্মিক নহে, উহার সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখিতেও ভয় হয়, নিঃশঙ্কচিত্তে উহাকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না ; ধার্ম্মিক কথাটীর এইরূপ প্রায়ই আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। শব্দের প্রকৃত অর্থবোধ ও যথাযথব্যবহারের উপরি প্রমা বা যথার্থজ্ঞান নির্ভর করে, শব্দের অসম্পূর্ণজ্ঞান ও অযথাব্যবহারই সংশয়াত্মক জ্ঞানোৎপত্তির হেতু—তত্ত্বাববোধের অন্তরায়। অতএব ধার্ম্মিক শব্দটী আমরা সচরাচর যে অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাই ইহার প্রকৃত অর্থ কি না, তদবধারণার্থ বেদের প্রধান অঙ্গ ব্যাকরণ বা শব্দানুশাসন শাস্ত্রকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক।

ধার্ম্মিক শব্দটীর নিরুক্তি—'ধর্ম্ম' শব্দের উত্তর 'ঠক্' প্রত্যয় করিয়া 'ধার্ম্মিক-পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। যিনি সতত ধর্ম্মানুশীলন করেন—ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা যিনি অবগত আছেন, যিনি ধর্ম্মকে (বেদাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র) অধ্যয়ন করেন তিনি ধার্ম্মিক *।

---

* "ধর্ম্মং চরতি।"— পা। ৪।৩।৪১।

"চরতিরাসেবায়াং নানুষ্ঠানমাত্রে। ধর্ম্মং চরতি, ধার্ম্মিকঃ।"— কাশিকা।

ধার্ম্মিকশব্দটী অন্যরূপেও সিদ্ধ হইতে পারে যথা—

"তদধীতে তদ্বেদ।"— পা। ৪।২।৫৯।

"ক্রতূক্থাদিসূত্রান্তাট্ঠক্।"— পা। ৪।২।৬০।

অর্থাৎ, ধর্ম্ম অধ্যয়ন করেন বা ধর্ম্মকে জানেন এতদর্থেও 'ঠক্' প্রত্যয় হইয়া থাকে।

ভগবান্ পাণিনিদেব, ধার্ম্মিক শব্দটী যেরূপে সিদ্ধ হইয়াছে, বলিয়া দিলেন বটে, কিন্তু ধার্ম্মিক কাহাকে বলে এতদ্দ্বারা তাহা সম্যগ্রূপে হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, ধার্ম্মিক কাহাকে বলে তাহা সম্যগ্রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ধর্ম্মপদার্থের স্বরূপ কি অগ্রে তাহা জানিতে হইবে।

অতএব দেখা যাউক ধর্ম্ম কাহাকে বলে, ধর্ম্ম কোন্ পদার্থ ?—অবস্থিত্যর্থক তুদাদিগণীয়, আত্মনেপদী অকর্ম্মক 'ধৃ' ধাতুর উত্তর অথবা ধারণার্থক ভ্বাদিগণীয় উভয়পদী সকর্ম্মক 'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় করিয়া 'ধর্ম্ম' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা অবস্থানকরে—বিদ্যমান থাকে, ধর্ম্মী বা বস্তুকে যাহা ধারণ করে—ধরিয়া রাখে, যদ্দ্বারা কোন কিছু ধৃত হয়, অথবা পুণ্যাত্মাদিগদ্বারা যাহা ধৃত হইয়া থাকে, তাহা 'ধর্ম্ম', ধর্ম্ম শব্দটীর এবম্প্রকার নিরুক্তি হইতে পারে।

ধর্ম্মশব্দের কোষোক্ত অর্থসংগ্রহ—ধর্ম্ম শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ ব্যাকরণ চরণপ্রসাদে বিদিত হইলাম, এক্ষণে কোষশাস্ত্রে ইহা কোন্ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখিতে হইবে। অমরকোষে, পুণ্য, যম, ন্যায়, স্বভাব, আচার ও সোমপ, ধর্ম্মশব্দের এই ছয় প্রকার অর্থ ধৃত হইয়াছে।

মেদিনীতে, ধর্ম্ম শব্দটীর, পুণ্য, আচার, স্বভাব, উপমা, ক্রতু, অহিংসা, উপনিষৎ, ধনু, যম, ও সোমপ, এই কয়েক প্রকার অর্থের উল্লেখ আছে।

বিশ্বকোষে, পুণ্য, যম, ন্যায়, স্বভাব, আচার ও ক্রতু, ধর্ম্মের এই কয়েক প্রকার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

কোষশাস্ত্রে ধর্ম্ম শব্দটী কোন্ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা দেখিলাম, এক্ষণে বেদাদি শাস্ত্রে ইহা কোন্ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা দেখা যাউক—**ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্।**—ঋগ্বেদ সংহিতা। ১।২২।১৮, সামবেদ সংহিতা উত্তরার্চ্চিক ৮ প্রং ২ অৰ্দ্ধ, শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতা। ৩৪।৪৩।

মন্ত্রটীর বঙ্গানুবাদ।

অদাভ্য—অহিংস্য (যাঁহাকে কেহ হিংসা করিতে পারে না—যাঁহার শাসন অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারই নাই, যিনি অপ্রতিহতশাসন—অমিতপ্রভাব অনন্তশক্তি) গোপা বিষ্ণু (জগৎপাতা—বিশ্বরক্ষক সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বর) ধর্ম্মকে (অগ্নিহোত্রাদি—সায়ণাচার্য্য, পুণ্যকর্ম্ম মহীধরাচার্য্য) ধারণ করিবার নিমিত্ত—ধর্ম্ম পালনার্থ, পৃথিব্যাদি লোকত্রয় (পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ) অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য এই পদত্রয়দ্বারা ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন।

"আহ দৈবা বৈ ত্রয়ী দেবেভ্য এব যজ্ঞং প্রাহ প্রতিবমি ধর্ম্মায় ত্বা ধর্ম্মজিন্বত্যাহ মনুষ্য বৈ ধর্ম্মী।"— কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ সংহিতা।

ভাবার্থ—

দেবতা—শক্তিই সকলের ক্ষয়—সকল পদার্থের আধার, শক্তি দ্বারাই সকল বস্তু ধৃত হইয়া থাকে—শক্তিই সকল বস্তুর আবাসভূমি। যজ্ঞ বা ক্রিয়া, শক্তিহইতে হইয়া থাকে, শক্তিব্যতিরেকে কোনরূপ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় না, যেথানে কর্ম্ম সেইখানেই দেবতা বা শক্তির অস্তিত্ব আছে। যজ্ঞ শব্দটীর অর্থ কর্ম্ম বটে, কিন্তু কর্ম্ম মাত্রকেই যজ্ঞনামে শাস্ত্রে অভিহিত করা হয় নাই। যে কর্ম্ম 'প্রেতি' প্রকৃষ্টগতি অর্থাৎ যে কর্ম্ম অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সহেতু, যে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ নহে, তৎকর্ম্মই যজ্ঞ, তাহা-কেই ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। জগৎ কর্ম্মাত্মক, কর্ম্মশূন্য হইয়া জগতে থাকিবার উপায় নাই, স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায় বা পরেচ্ছায়, জগতে থাকিতে হইলে সকলকেই কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্ম করা যখন অপরিহার্য্য, তখন এরূপকর্ম্ম করা উচিত, যাহাতে কর্ম্মের মুখ্যফল সিদ্ধ হয়, কর্ম্মানুষ্ঠাতার যাহাতে নিঃশ্রেয়স, স্থির কল্যাণ বা ঈপ্সিততমের সমাগম হয়। যজ্ঞ তাদৃশ কর্ম্ম। যে কর্ম্মদ্বারা মানব উন্নতির অভিমুখে গমন ও পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহা 'ধর্ম্ম', তাহা 'প্রেতি' ভগবান্ বলিয়াছেন,

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।"— গীতা। ৩।৯।

যজ্ঞ শব্দের অর্থ বিষ্ণু—সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বর। যজ্ঞ হইয়াছেন অর্থ—প্রয়োজন যাহার, তাহার নাম 'যজ্ঞার্থ'। যে সকল কর্ম্ম যজ্ঞার্থ নহে—অর্থাৎ বিষ্ণুর পরমপদ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন জাগতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত যাহারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহারা বন্ধনকারণ। যজ্ঞই 'প্রেতি' প্রকৃষ্টতমগতি—যজ্ঞই ধর্ম্ম। হে যজ্ঞ! ধর্ম্মের জন্য—প্রকৃষ্টগতির নিমিত্ত—তোমাকে আশ্রয় করিতেছি, তুমি ধর্ম্মকে তদনুষ্ঠাতৃবর্গ মনুষ্যবৃন্দকে প্রীত কর—উৎকৃষ্ট গতিদান করিয়া আপ্যায়িত কর। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, মনুষ্যকে এই মন্ত্রে 'ধর্ম্ম' এই নামদ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে। জীবোন্নতি বা জীবসম্বন্ধীয় প্রকৃষ্টগতির মনুষ্যই মর্ত্ত্যধামের চরমাবস্থা। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণেও ঠিক এই কথাই উল্লিখিত হইয়াছে।

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি ধর্ম্মেণ পাপমপনুদন্তি ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি।"—

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

অর্থাৎ, ধর্ম্ম, বিশ্বজগতের—নিখিলস্থাবর-জঙ্গমাত্মক জাগতিকপদার্থনিচয়ের প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়, কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম, তন্নির্ণয়ার্থ লোকে ধর্ম্মিষ্ঠকেই—প্রকৃষ্টরূপে ধর্ম্মে বর্ত্তমান পুরুষকেই—আশ্রয় করিয়া থাকে—যথার্থ ধার্ম্মিকের সমীপবর্ত্তী হয়। ধর্ম্ম-দ্বারা পাপ অপনোদিত হয়, ধর্ম্মেই সকল বস্তু প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্মশূন্য হইলে কাহারই অবস্থানকরিবার সামর্থ্য থাকে না, অতএব ধর্ম্মই পরমপদার্থ—ধর্ম্মই সারতম-সামগ্রী। ধর্ম্ম কোন্ পদার্থ, ধর্ম্মব্যাখ্যাশীর্ষক প্রস্তাবে তাহা বিস্তারপূর্ব্বক চিন্তিত হইবে, আপা-ততঃ এতৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটী কথা এ স্থানে বলিব।

ধর্ম্ম তাহা হইলে কোন্ পদার্থ হইল ?—'ধর্ম্ম'-শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ-হইতে অবগত হইলাম, যাহা অবস্থানকরে, বিদ্যমানথাকে, ধর্ম্মী বা বস্তুকে যাহা ধরিয়ারাখে, যদ্দারা কোন কিছু ধৃত হয়, অথবা পুণ্যাত্মদিগদ্বারা যাহা ধৃত হইয়া থাকে, তাহা ধর্ম্ম। আমরা যথাস্থানে বুঝিবার চেষ্টা করিব, ধর্ম্ম-শব্দটীর কোষোক্ত অর্থসকল এবং বেদাদিশাস্ত্রে ইহা যে যে অর্থে ব্যবহৃতহইয়াছে, ধর্ম্মশব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থসমূহহইতে তাহারা অতিরিক্তপদার্থ নহে।

যাহা অবস্থান করে—বিদ্যমান থাকে তাহা গুণ বা শক্তি, ধর্ম্মী বা বস্তুকে যাহা ধারণ করে—ধরিয়া রাখে, তাহাও গুণ বা শক্তি। একটী বিশেষগুণ বা বিশেষ-শক্তি, অন্যটী সামান্যগুণ বা সামান্যশক্তি; একটী কার্য্যাত্মভাব, অন্যটী কারণাত্মভাব, একটী পরিচ্ছিন্নসত্তা, অপরটী অপরিচ্ছিন্নসত্তা। বুঝিয়াছি শব্দহইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট, শব্দে স্থিত এবং শব্দে বিলীন হইয়া থাকে, সুতরাং বলিতেপারি নিত্যশব্দ নিত্যধর্ম্ম এবং কার্য্যশব্দ কার্য্যধর্ম্ম বা জগৎ। বেদ ও শব্দ সমানার্থক, অতএব ইহা অনায়াসবোধ্য যে, ব্রহ্ম বা বেদই ধর্ম্ম। ভগবান্ জৈমিনি এই জন্যই বলিয়াছেন ধর্ম্ম, শব্দ-বা-বেদমূলক, অর্থাৎ, যাহা বেদবোধিত তাহাই ধর্ম্ম *; শ্রুতিদেবী এই নিমিত্তই বলিয়াছেন, ধর্ম্ম বিশ্বজগতের প্রতিষ্ঠা—ধর্ম্মে সকলবস্তু প্রতিষ্ঠিত। জগতে যত-পদার্থ আছে সকলেই এক একটী ধর্ম্ম। পদ-বা-শব্দবোধ্য অর্থের নাম পদার্থ, পদার্থ-শব্দটীর এই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ-স্মরণ করিতে হইবে। জগৎ একটী শব্দ, জগৎ একটী ধর্ম্ম, মনুষ্য একটী শব্দ, মনুষ্য একটী ধর্ম্ম, আর্য্য একটী শব্দ, আর্য্য একটী ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ একটী শব্দ, ব্রাহ্মণ একটী ধর্ম্ম, তুমি একটী শব্দ, তুমি একটী ধর্ম্ম, তিনি একটী শব্দ, তিনি একটী ধর্ম্ম, আমি একটী শব্দ, আমি একটী ধর্ম্ম ইত্যাদি। শব্দ সামান্য-বিশেষাত্মক, ভাব বা সত্তা সামান্য-বিশেষাত্মক, ধর্ম্মও সুতরাং সামান্য-বিশেষাত্মক। জগৎ কিরূপধর্ম্ম ? 'জগৎ' এই পদবোধ্য অর্থই জগদ্ধর্ম্ম। যাহা গতিশীল—যাহা উৎপত্তিস্থিত্যাদিভাববিকারময়, তাহার নাম জগৎ, অতএব গতিশীলত্বই জগদ্ধর্ম্ম। বুঝিয়াছি, কার্য্যশব্দ বা অপরব্রহ্ম চিদচিদাত্মক, জগৎ কার্য্যাত্মভাব, অতএব জগৎ চিদচিদাত্মক। জগৎ যখন চিদচিদাত্মক, তখন জাগতিকও চিদচিদাত্মক। সরলবক্রাদিভেদে † গতির নানাবিধ অবস্থা, জগদ্ধর্ম্মের সেইজন্য বিবিধ

---

* "ধর্ম্মস্য শব্দমূলত্বাৎ অশব্দমনপেক্ষং স্যাৎ।" পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন, ১।৩।১।

† জড়বিজ্ঞানশাস্ত্রে সরল (Rectilinear) ও বক্র (Curvilinear), গতিকে প্রধানতঃ এই দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যেগতি সরলরেখাক্রমে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে সরলগতি এবং যাহা বক্ররেখাক্রমে প্রধাবিত হয়, তাহাকে বক্রগতি বলে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টেট্ সরল ও বক্র এই রেখাদ্বয়ের স্বরূপপ্রদর্শন করিবার জন্য বলিয়াছেন—যেরেখার মুখ পদে পদে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার নাম "বক্ররেখা", এবং যাহার মুখ পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহার নাম "সরলরেখা"।

"Motion is either rectilinear or curvilinear: rectilinear when the moving body travels along a straight line, as when a body falls to the

অবস্থা। স্থিতি, গতির চরমলক্ষ্য, অতএব যেগতি যেপরিমাণে স্থিতি বা অপরিবর্ত্তনীয়ভাবের সমীপবর্ত্তিনী, সেগতি সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট। শ্রুতি ইহাকে 'প্রেতি' (প্রকৃষ্টগতি) এই নাম দিয়াছেন। প্রেতি বা প্রকৃষ্টগতিই ধর্ম্মশব্দের লক্ষ্যপদার্থ; মর্ত্ত্যধামে, মনুষ্যই 'প্রেতি' বা প্রকৃষ্টগতি। মনুষ্যের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ প্রকৃষ্টতরগতি।

প্রকৃতধার্ম্মিক কে ?—যিনি প্রকৃষ্টতমগতি, যিনি কেন্দ্রের সন্নিকৃষ্টতম, তিনিই প্রকৃতধার্ম্মিক। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণের শরীর ধর্ম্মের—প্রকৃষ্টগতির সনাতনমূর্ত্তি, ধর্ম্মের জন্য উৎপন্ন ব্রাহ্মণই মোক্ষলাভের উপযুক্তপাত্র *। ব্রহ্ম বা বেদকে যিনি অবগত হইয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মণ। ভগবান্ পাণিনিদেবের চরণপ্রসাদে বুঝিয়াছি, যিনি ধর্ম্মকে জানেন, যিনি ধর্ম্মকে অধ্যয়ন করেন এবং যিনি ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনি ধার্ম্মিক; বিদিতহইয়াছি, বেদ ও ধর্ম্ম সমানার্থক, সুতরাং যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিতধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনিই প্রকৃতধার্ম্মিক।

আমরা বলিলাম যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা তিনিই প্রকৃতধার্ম্মিক। কথাটা অনেকের কর্ণেই যে নূতন ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বেদ কোন্ পদার্থ এবং প্রকৃতধর্ম্মেরই বা স্বরূপ কি, তাহা যাঁহারা অবগত নহেন, যাঁহাদের বিষয়তৃষ্ণা-সমাচ্ছাদিত, গর্ব্বান্ধতমসসমাবৃত-বিক্ষিপ্তচিত্ত, জন্মান্তরকৃতদুষ্কৃতিনিবন্ধন বেদের স্বরূপদর্শন করিতে অনিচ্ছুক, বেদের স্বরূপদর্শন করিতে হইলে, বেদজ্ঞবৃদ্ধজনের চরণসেবা ও তপঃসাধনকরা আবশ্যক †,

ground, curvilinear when it goes along a curved line, as in the case of a horse turning in a mill."—

Ganot's Natural Philosophy, P. 15-16.

"A curved line is merely a line whose direction changes from point to point, while a straight line is one whose direction does not change."—

Recent Advances in Physical science, P. 350.

সরলগতিই প্রেতি বা প্রকৃষ্টগতি, ইহারই নাম ধর্ম্ম।

* "উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তির্ধর্ম্মস্য শাশ্বতী।
স হি ধর্ম্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" মনুসংহিতা।

† "ন হ্যেষু প্রত্যক্ষমস্ত্যনৃষেরতপসো বা পারোবর্য্যবিৎসু তু খলু বেদিতৃষু ভূয়োবিদ্যঃ প্রশস্যো ভবতি।" নিরুক্ত, ১৩।১।১২।

মন্ত্রার্থসকল যথাযথরূপে উপলব্ধি করিতে কাহারা সমর্থ, বেদের স্বরূপ কাহাদের চিত্তমুকুরে যথাতথরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ভগবান্ যাস্ক যাহা বলিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

উদ্ধৃত নিরুক্তবচনসমূহের তাৎপর্য্য।—যাঁহারা ঋষি (সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা) নহেন, যাঁহারা তপস্বী নহেন—তপঃসাধনদ্বারা যাঁহাদের চিত্ত, নির্দ্দগ্ধকল্মষ বা নিষ্পাপ হয় নাই—বেদার্থপরিজ্ঞান-প্রতিবন্ধক-কারণসকল যাঁহাদের অপনোদিত হয় নাই, মন্ত্রমর্ম্মগ্রহণ করিবার তাঁহারা অধিকারী নহেন, বেদের প্রকৃতরূপ তাঁহাদের চিত্তপটে প্রতিফলিত হয় না।

একথায় যাঁহারা আস্থাবান্ নহেন, বিদ্যার মুখ্যফললাভ করিতে প্রকৃতির প্রেরণায় যাঁহারা অনভিলাষী, "যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিতধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনিই প্রকৃতধার্ম্মিক" তাঁহারা ইহা কখন বিশ্বাস করিবেন না। বর্ত্তমানসময়ের শিক্ষিতম্মন্যসমাজ বলি-

"মন্ত্রার্থ এব স্বয়ং বিদ্যাবস্থানভাবেন বিশ্বমূর্ত্তী লোকব্যবহারভাবেন চ বিপ্রকীর্ণো বিজৃম্ভত ইতি। নানারূপেণ নানামূর্ত্ত্যা বিবর্ত্তিতমিতি" নিরুক্তভাষ্য। অর্থাৎ মন্ত্রার্থই বিদ্যাবস্থানভাবে—বিশ্ববিদ্যারূপে, বিশ্বমূর্ত্ত—সমস্তজগৎপরিব্যাপ্ত,—এবং লোকব্যবহারভাবে বিপ্রকীর্ণ হইয়া বিজৃম্ভিত হইতেছেন। নানারূপে বিবর্ত্তিত মন্ত্রার্থই জগৎ। জগতে যতপ্রকার বিদ্যা আছে, সকলই মন্ত্রার্থমূলক। অতএব সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী না হইলে মন্ত্রার্থপরিজ্ঞান হয় না। জগতে যতপ্রকার বিদ্যা আছে, সকলই মন্ত্রার্থমূলক,—বেদই বিশ্ববিদ্যার মূল, এই শাস্ত্রীয় উপদেশকে যদি অগ্রাহ্য করা না হয়, তাহা হইলে, 'যিনি সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী, মন্ত্রার্থমর্ম্মগ্রহণ করিতে কেবল তিনিই সমর্থ,' কোনব্যক্তিই একথা অস্বীকার করিবেন না। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, যাঁহারা পারোবর্য্যবিদ্—পরোবরভাবে লব্ধমন্ত্রার্থ—যাঁহারা গুরুপরম্পরাক্রমে বেদবিদ্যালাভ করিয়াছেন, যাঁহারা ভূয়োবিদ্য—বহুবিদ্যা পারঙ্গত, মন্ত্রার্থবিজ্ঞানে তাঁহারাই প্রশস্য। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ঋষিদিগের জ্ঞান আগমমূলক, কোনঋষি স্বকপোলকল্পিত কোনকথাই বলেন নাই। ভগবান্ যাস্ক, কাহারা মন্ত্রার্থপরিজ্ঞানের অধিকারী তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত যাহা বলিয়াছেন নিম্নোক্ত-মন্ত্রসকলই তাহার প্রমাণ।

'হৃদা তষ্টেষু মনসো জবেষু যদ্‌ব্রাহ্মণাঃ সংযজন্তে সখায়ঃ। অত্রাহ ত্বং বিজহুর্বেদ্যাভিরোহ ব্রহ্মাণো বিচরন্ত্যু ত্বে।'—ঋগ্বেদসংহিতা, ৮।২।২৪।

'ইমে যে নার্বাঙ্ন পরশ্চরন্তি ন ব্রাহ্মণাসো ন সুতেকরাসঃ। ঐ, ৮।২।২৪।

(পরে এই সকল মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইবে।)

যাঁহার মন যেভাবে প্রস্তুত, বেদবিদ্যা তাঁহার সমীপে তদ্ভাবেই সমুপস্থিত হইয়া থাকেন। মন্ত্রমর্ম্ম যথাতথরূপে উপলব্ধি করিতে কাহারা উপযুক্ত, তাহা বুঝাইবার সময় ভগবান যাস্ক যাহা বলিয়াছেন, বর্ত্তমান কালের স্বদেশীয় বিদেশীয় বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ তচ্ছ্রবণে নিশ্চয়ই হাস্যসম্বরণ করিতে পারিবেন না। নবীনবেদবিশারদগণ বলিবেন, আমরা বৃদ্ধজনের সেবা করি নাই, আমরা অকিঞ্চিৎকর দুরূহব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহ অধ্যয়ন করি নাই, আমরা তপস্যা বা ব্রহ্মচর্য্যপালন করি নাই, বলবতী ইন্দ্রিয়লালসাই আমরা চরিতার্থ করিয়া থাকি, তথাপি বেদস্পর্শমাত্রেই যখন বেদজ্ঞ হইয়াছি, তখন যাস্কের প্রাগুক্তবচনসমূহে আমরা আস্থাবান হইব কেন? আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধিব্যক্তিগণ একথার কি উত্তর দিবে। বেদের মর্ম্মগ্রহণ কিরূপ হইয়াছে বিশ্বনিয়ন্তা কাল, যথাকালে তাহা বুঝাইয়া দিবেন। নবীনবেদজ্ঞপণ্ডিতদিগের মধ্যে একজন উদারহৃদয়পণ্ডিত স্বীকার করিয়াছেন, মহর্ষি যাস্কও বেদজ্ঞ ছিলেন—তিনি বেদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। পণ্ডিতটীর উক্তি—"যাস্ক ও সায়ণ ঋগ্বেদের অর্থগ্রহণে অসমর্থ, এরূপতর্ক আমরা শুনি নাই, বোধ হয় কেহ করিবেন না। * * * কিন্তু যাস্ক একালের লোকও নহেন তিনি খ্রীষ্টের পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে, বৈদিকবিশ্বাস, বৈদিক অনুষ্ঠান, বৈদিক-আচারব্যবহারের কালে জীবিত ছিলেন। তিনিও কি বৈদিক-অর্থগ্রহণে অসমর্থ?" নবীনবেদজ্ঞকেশরিকে জিজ্ঞাসা করি, যাস্ককে যদি বেদজ্ঞ বলিয়াই স্বীকার করেন তাহা হইলে যাস্ক বেদকে যে দৃষ্টিতে দেখিতেন, তিনি ইহাকে সে দৃষ্টিতে দেখেন না কেন? মহর্ষি যাস্ক বলিয়াছেন, ঋষি বা তপস্বী না হইলে, বেদের মর্ম্মগ্রহণ করা সম্ভব নহে, কিন্তু নবীনবেদজ্ঞকেশরিদিগের বিশ্বাস, নভেল নাটক অধ্যয়ন করিতে যেরূপ আয়াসস্বীকার

বেন, "বেদ হিন্দুর মূলধর্ম্মগ্রন্থ হইতে পারে, অদূরদর্শিতা বা মূর্খতাবশতঃ হিন্দু বেদকে অপৌরুষেয় মনেকরিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, যাহা বেদবোধিত তাহাই প্রকৃতধর্ম্ম, একদেশদর্শী, সংকীর্ণহৃদয় অশিক্ষিতহিন্দু এই যুক্তিবিরুদ্ধমতকে সত্যজ্ঞানে আদর করিতে পারে, কিন্তু সদসদ্বিবেকশক্তিবিশিষ্ট বিবিধবিদ্যাপারঙ্গত স্বদেশীয় বিদেশীয় অনেকদেশদর্শী উদারহৃদয় মহাত্মাগণ বেদকে সেদৃষ্টিতে দেখিবেন কেন? যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিতধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনিই প্রকৃতধার্ম্মিক, এই যুক্তিহীন অসারবাক্যসকল বিদ্বজ্জনের শ্র[illegible]য় হইবে কেন?"

যাঁহারা বিদ্বান্, যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা কখন কোনবিষয়, যথাশক্তি বিচার না করিয়া, ত্যাগ বা গ্রহণ করেন না, সত্যানুসন্ধায়ী সকলবিষয়েরই সারাংশগ্রহণকরিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, অহিতকররূপে পরিগণিত পদার্থসমূহেও হিতকরগুণ দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল তাহাই নহে, আমরা অনেকসময়ে ইহাও বিস্মৃত হইয়া থাকি, যে ভ্রমাত্মকবলিয়া নির্ব্বাচিতবিষয়সকলের মধ্যেও সচরাচর সত্যের আত্মা দেখিতে পাওয়া যায় *।

শিক্ষিতম্মন্য সমাজের কাছে তা'ই বিনয়পূর্ণপ্রার্থনা, 'বেদই নিখিলধর্ম্মের মূল, যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিতধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনিই প্রকৃতধার্ম্মিক' ইত্যাদি শাস্ত্রোপদেশ সকলের মধ্যে কিছুসার আছে, কি না, যথারীতি তাহা পরীক্ষা না করিয়া উন্মত্তপ্রলাপবোধে ইহাদিগকে যেন পরিত্যাগ করেন না। 'ভ্রমাত্মক বলিয়া নির্ব্বাচিতবিষয়সমূহের মধ্যেও সচরাচর সত্যের আত্মা দেখিতে পাওয়া যায়', অন্ততঃ শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের এই স্বপ্রমাণবচনসকলের উপরি বিশ্বাসস্থাপনপুরঃসর শাস্ত্রীয় উপদেশসমূহের তথ্যনিরূপণ করিবার চেষ্টাকরা পণ্ডিতম্মন্য-

করিতে হয়, বেদাধ্যয়ন ও তাহার তাৎপর্য্যগ্রহণ করিতে হইলে, তাদৃশ আয়াসস্বীকার করাই যথেষ্ট। কিছু ইংরাজীবিদ্যা, একটী ভাল চাকরী এবং স্বদেশহিতৈষিতার ভাণ, বেদের মর্ম্মগ্রহণ করিতে হইলে, নবীনবেদজ্ঞদিগের মতে (ব্যবহারে যতদূর বুঝিতে পারা গিয়াছে) এইসকল উপকরণের আবশ্যক। তবেই বলিতে হইল, ঋষিরা বেদের যেরূপ দেখিয়াছিলেন, ইহাঁরা বেদের সেরূপ দেখেন নাই। 'যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিতধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনিই প্রকৃতধার্ম্মিক' এতদ্বাক্যে বেদ বলিতে আমরা যেপদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে হইলে তপস্যা করিতে হইবে। **'তপসা দাবমীপ্সিতব্যং'** নিরুক্ত। তাহার স্বরূপদর্শন করিতে হইলে, বেদজ্ঞগুরুচরণ সেবা করিতে হইবে, ঋষি-সেবিত-বেদরূপ সন্দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য হইতে হইলে, ব্রহ্মচর্য্যপালন করিতে হইবে, বিগলিতাভিমান হইতে হইবে, মনকে বাহ্যবিষয়হইতে প্রত্যাহার করিতে হইবে। দুর্ভাগ্য না হইলে এসকলই করা চাই।

* "We too often forget that not only is there "a soul of goodness in things evil" but very generally also, a soul of truth in things eroneous."—
First Principles, P. 3.

সমাজের অবশ্যকর্ত্তব্য। কল্পনার মূলেও কিছু না কিছু সত্য থাকে, যাহা সত্য-ভূমিক নহে, তাহা কখন অবস্থান করিতে পারে না। আর্য্যশাস্ত্রসকল বিদেশীয়-শাস্ত্রসমূহের ন্যায় অচিরোৎপন্ন বা আধুনিক পদার্থ নহে, প্রবাহরূপেনিত্য চিরদ্যুতি আর্য্যশাস্ত্রের অবাধিত-দৃষ্টি-নয়নসম্মুখে স্বল্পপ্রাণবিদেশীয়শাস্ত্রনিচয় অচিরদ্যুতিবৎ ক্ষণে উদিত ও ক্ষণে বিলীন হইয়া থাকে; তা'ই বলিতেছি আর্য্যশাস্ত্র সত্যভূমিক না হইলে চিরজীবী হইবে কেন *।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে, বেদাদিশাস্ত্রসকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা যে উত্তর প্রাপ্তহইয়াছি, পক্ষপাতবিরহিত উন্নিনীষুহৃদয় নিশ্চয়ই ইহা অস্বীকার করিবেন না যে, অন্য কোনদেশে কোনব্যক্তি ধর্ম্মের এরূপপূর্ণলক্ষণ দিতে পারেন নাই। ধর্ম্মের পূর্ণরূপ,—ধর্ম্মের কমনীয়সত্যমূর্ত্তি সন্দর্শনকরিয়া ত্রিতাপজ্বালা একেবারে প্রশমিত করিতে হইলে, বেদোক্তধর্ম্মের স্বরূপজ্ঞানলাভ ও যথারীতি তদনুষ্ঠান করিতেই হইবে। ধর্ম্ম ও রিলিজন্ একপদার্থ, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহারা কখন, 'যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিতধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা তিনিই প্রকৃতধার্ম্মিক' এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। ধর্ম্ম ও রিলিজন্ বস্তুতঃ সর্ব্বাংশে সমানপদার্থ নহে। সমুদ্রের সহিত নদীর যেসম্বন্ধ, ধর্ম্মের সহিত রিলি-জনেরও তদ্রূপসম্বন্ধ। ধর্ম্ম পূর্ণ, রিলিজন্ ইহার অংশ, ধর্ম্ম প্রকৃতি, রিলিজন ইহার বিকৃতি, ধর্ম্ম অপরিচ্ছিন্ন, রিলিজন্ ইহার পরিচ্ছিন্নভাববিশেষ। যাঁহারা পূর্ণ-হইতে চাহেন না, পূর্ণহইতে চাহিলেও যাঁহাদের পূর্ণত্বপ্রাপকসাধনবিহীন সংকীর্ণ-হৃদয়ে পূর্ণের রূপও অপূর্ণরূপে ধৃত হইয়াথাকে †, তাঁহারা ধর্ম্মকে রিলিজন্‌হইতে

---

* আর্য্যশাস্ত্রকে চিরজীবী বলিলাম ব'লে বিস্মিত হইবেন না (অবিকৃতহিন্দুসন্তানকে বলিতেছি)। 'বেদ ও বেদ্য'-শীর্ষক প্রস্তাবে আমরা যথাশক্তি একথা প্রমাণীকৃত করিবার চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেইত বুঝিয়াছি, সংসার সদসদাত্মক—সুরাসুরের সংগ্রামক্ষেত্র, সুতরাং বেদভক্ত ও বেদত্যক্ত, এই দুই চির-দিনের জন্য এখানে বিদ্যমান থাকিবে। পাঠক! চার্ব্বাক-কথাটী আপনার পরিচিত সন্দেহ নাই, যাঁহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, পরলোকের অস্তিত্ব যাঁহারা অস্বীকার করেন, যে কোন উপায়ে হউক, ঐন্দ্রিয়িকলালসা চরিতার্থ করাই যাঁহাদের মতে পরমপুরুষার্থ, শাস্ত্রে তাঁহারাই চার্ব্বাক্‌নামে লক্ষিত হইয়াছেন। চারু—লোকায়ত—সাধারণতঃ লোকচিত্তরঞ্জনবচন যাঁহার, তিনি চার্ব্বাক্। (চারু-বাক=চার্ব্বাক)। মুখে যিনি যাহাই বলুন, বেদভক্তহিন্দুব্যতীত অন্তরে অন্তরে সকলেই যে চার্ব্বাকমতের উপাসক, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। চার্ব্বাকের 'চার্ব্বাক' বা 'লোকায়ত' নাম হইবার ইহাই হেতু। যাঁহারা চার্ব্বাকমতের উপাসক, তাঁহারা কখন আর্য্যশাস্ত্রকে চিরজীবী বলিয়া স্বীকার করিবেন না, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত আমরা কোন কথা বলিতেছি না, বুঝিতে হইবে।

† পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সার বলিয়াছেন—

"After finding that from it are deducible the various characteristics of Evolution, we finally draw from it a warrant for the belief, Evolution

ব্যাপকতরপদার্থ বলিয়া স্বীকার করিবেন না—প্রাকৃতিকনিয়মে করিতে পারিবেন না। ধর্ম্ম ও রিলিজন্ যদি একপদার্থ হইত, তাহা হইলে বিদেশীয়পণ্ডিতগণ রিলিজন্ ও বিজ্ঞানকে (Science) পৃথক্‌সামগ্রী মনে করিতেন না, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিকপণ্ডিত জন্ উইলিয়াম্ ড্রেপারকে রিলিজন্ ও বিজ্ঞানের বিরোধপ্রদর্শন

---

can end only in the establishment of the greatest perfection and the most complete happiness."—

First Principles, P. 517.

অর্থাৎ যাবৎ সর্ব্বাঙ্গীণপূর্ণত্বপ্রাপ্তি না হয়, যাবৎ পূর্ণসুখে সুখী হওয়া না যায়, তাবৎ জাত্যন্তর পরিণাম (Evolution) নিরুদ্ধ হয় না। চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের উক্তবচনসকল আপাত-দৃষ্টিতে শাস্ত্রীয়সিদ্ধান্তের অনুরূপ বলিয়া মনেহয়, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় 'পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচতি পূর্ণং পূর্ণেন সিচ্যতে' (অথর্ব্ববেদসংহিতা)বা 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে' (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে, 'পূর্ণ'-শব্দটী যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারকর্তৃক ব্যবহৃত 'Perfection'-শব্দটী ঠিক তদর্থের বাচক নহে। 'Perfect' 'পূর্ণের' সর্ব্বাংশে সমানার্থক হইতে পারে না। 'Perfect' শব্দটী '*Per*, thoroughly and *facio*, to do' এইশব্দ-দ্বয়ের সংযোগে সমুৎপন্ন হইয়াছে। যাহা প্রকৃষ্টরূপে কৃত (Done thoroughly or completely) তাহা 'Perfect'। শাস্ত্রের উপদেশ, যাহা কৃত বা কার্য্যপদার্থ তাহা বিকার, বিকার কখন পূর্ণ (অবশ্য শাস্ত্রদৃষ্টিতে দেখিলে) হইতে পারে না। যাহা বস্তুতঃ পূর্ণ, তাহা চিরদিনই পূর্ণ। শ্রুতি তা'ই বলিয়াছেন অখণ্ডৈকরস সচ্চিদানন্দব্রহ্মই একমাত্র 'পূর্ণ'। 'পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচতি' অর্থাৎ পূর্ণ-কারণহইতে পূর্ণকার্য্যই আবির্ভূত হইয়া থাকে। বেদোক্তসাধনাদ্বারা অবিদ্যাধ্বান্ত তিরোহিত হইলে, পূর্ণকার্য্য পূর্ণরূপেই বিকাশিত হইয়া থাকেন। অবিদ্যা বিনষ্টহইলে দ্বৈতজ্ঞান বিধ্বস্ত হয়, দ্বৈতজ্ঞান বিধ্বস্ত হইলে, কার্য্য ও কারণের অভিন্নত্ব উপলব্ধ হইতে থাকে।

'সা চৈকৈব পূর্ণতা কার্য্যকারণয়োর্ভেদেন ব্যপদিশ্যতে'—শাঙ্করভাষ্য।

অর্থাৎ এক পূর্ণতাই, কার্য্যকারণভেদে ব্যপদিষ্ট হয়।

"যথা জলং সত্যং নদ্যুর্ম্মিতরঙ্গফেনবুদ্বুদাদয়: সমুদ্রাত্মভূতা এবাবির্ভাবতিরোভাবধর্ম্মিণ: পরমার্থসত্যা:। এবং সর্ব্বমিদং দ্বৈতং পরমার্থসত্যমেব জলতরঙ্গাদিস্থানীয়ং সমুদ্রজলস্থানীয়ং পরং ব্রহ্ম"—অগাধ-জলরাশি-সমুদ্র এবং তদুদ্ভূত তরঙ্গফেন ও বুদ্বুদাদি যেসম্বন্ধে পরস্পরসম্বদ্ধ, অদ্বৈতের সহিত দ্বৈতের সেইরূপসম্বন্ধ। তরঙ্গফেনাদি বস্তুতঃ সমুদ্রহইতে পৃথক্‌সামগ্রী নহে। তরঙ্গফেনাদিসমুদ্রবিকার-পদার্থজাত, তরঙ্গফেনাদি নামরূপবিনির্ম্মুক্ত হইলে যেমন এক অখণ্ডজল-রাশিই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, ভাব-বিকারসমূহও সেইরূপ নামরূপবিনির্ম্মুক্তহইলেই অদ্বৈতব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। ইহারই নাম পূর্ণতাপ্রাপ্তি। অতএব বুঝিতে পারা গেল, পূর্ণতা কার্য্যপদার্থ নহে, (অবশ্য কার্য্য বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি) কার্য্যমাত্রেই (কার্য্য, কারণ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, এই শাস্ত্রীয়সিদ্ধান্ত স্মরণ করিবেন,) স্বরূপতঃ পূর্ণ, অবিদ্যা তিরোহিতহইলেই পূর্ণ, পূর্ণরূপে প্রকাশমান হইয়া থাকেন। অবিদ্যাকে নাশ করিতে হইলে বেদোক্তসাধনা করিতে হইবে, তরঙ্গফেনাদির ন্যায় কারণগর্ভে প্রবেশ করিতে হইবে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে হইবে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার 'Perfection'—বলিতে কি এইরূপপূর্ণতাকে লক্ষ্য করিয়াছেন? আমাদের ক্ষুদ্রহৃদয়ের বিশ্বাস, তাহা করেন নাই। বালক ও বৃদ্ধ, সংসারাসক্ত ও বিষয়বিরক্ত, 'অনন্ত'

করিয়া বৃহদায়তনগ্রন্থ লিখিতে হইত না *, তাহা হইলে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ হার্ব্বার্ট স্পেন্সারকে রিলিজন্ ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্যবিচার করিবার নিমিত্ত তাদৃশ-আয়াসস্বীকার করিতে হইত না †, তাহা হইলে বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে রিলিজন্ বাত্যাহতকদলীবৃক্ষের ন্যায় কম্পান্বিতকলেবর হইত না, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিকের সমীপে রিলিজন্ অকিঞ্চিৎকর পদার্থজ্ঞানে হেয় হইত না, বিদেশীয় পণ্ডিতগণ, তাহা হইলে

এইশব্দটীর, সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, 'অনন্ত'-শব্দপ্রতিপাদ্য-অর্থ সকলের হৃদয়েই কি সমভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে? নিশ্চয়ই তাহা হয় না। বালক 'অনন্ত' বলিতে যাহা বুঝে, জ্ঞান-বৃদ্ধ বৃদ্ধ ঠিক তাহা বুঝেন না। আবার বিষয়াসক্তহৃদয়ে প্রতিফলিত অনন্তের ছবি, বিষয়বিরক্ত-যোগসাধননিরতমহাত্মার হৃদয়মুকুর-প্রতিবিম্বিত অনন্তের রূপহইতে যে অন্যরূপ, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার যাহা বলিয়াছেন—আপাত-দৃষ্টিতে তাহা শাস্ত্রীয় উপদেশের অনুরূপ বলিয়া বোধ হইলেও, বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে বিস্তরপ্রভেদ আছে। অতএব পূর্ণহইতে চাহিলেও পূর্ণত্বপ্রাপকসাধনবিহীনসংকীর্ণহৃদয়ে পূর্ণের রূপও যে অপূর্ণ-রূপে ধৃত হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণসত্য।

* বৈজ্ঞানিকপণ্ডিত ড্রেপারকৃত "History of the conflict between Religion and Science,"-নামকগ্রন্থ যিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই অবগত আছেন যে, উক্তপণ্ডিত জড়বিজ্ঞানের উন্নতিকেই চরমোন্নতি বলিয়া বুঝিয়াছেন। রিলিজন্ দ্বারা কল-কবজা প্রস্তুত করা যায় না, রিলিজন্ দ্বারা বিশ্বের ব্যাপকতরদৃষ্টি লাভ করা যায় না, সুতরাং বিজ্ঞানের সহিত তুলনা করিলে রিলিজন্‌কে অকিঞ্চিৎকরপদার্থ বলিতে হইবে। বিজ্ঞানই মানবের স্থির অবলম্বন, বিজ্ঞানদ্বারাই বিশ্বের প্রকৃত-রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, বিজ্ঞানই ঈশ্বরের ভীষণতররূপ আমাদের নয়নসম্মুখে ধারণ করে।

"In that conflict Science alone will stand secure; for it has given us grander views of the universe, more awful views of God."—

পণ্ডিত ড্রেপার রিলিজন্ বলিতে যাহা বুঝিয়াছেন, আমাদের 'ধর্ম্ম' নিশ্চয়ই তৎপদার্থ নহে।

† পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন—

"Hence we see not only, that judging by analogy, the essential truth contained in Religion is that most abstract element pervading all its forms; but also that this most abstract element is the only one in which Religion is likely to agree with Science."—

* * * * * * * * *

"It is at once manifest that Religion can take no cognizance of special scientific doctrines, any more than Science can take cognizance of special religious doctrines. The truth which Science asserts and Religion indorses cannot be one furnished by mathematics; nor can it be a physical truth; nor can it be a truth in chemistry: it cannot be a truth belonging to any particular Science."—

First Principles, P. 23.

যাহা কিছু সৎ তাহা 'ধর্ম্ম', শ্রুতি ও তদঙ্গপ্রসাদে ধর্ম্মকে আমরা এই দৃষ্টিতে দেখিতে শিখিয়াছি, অতএব, আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারকর্তৃক লক্ষিত রিলিজন্ ও আমাদের ধর্ম্ম ভিন্নসামগ্রী।

নীতিপরায়ণতাকে (Morality) রিলিজনের সীমাবহির্ভূতপদার্থ মনে করিতেন না* ভগবান্ কণাদ বলিয়াছেন, যাহাহইতে নিত্যানিত্য দ্বিবিধকল্যাণই সাধিত হয়- যাহা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স (নিশ্চিতশ্রেয়ঃ—স্থিরকল্যাণ) হেতু তাহা ধর্ম্ম †, বিদেশীয় পণ্ডিতগণ রিলিজন্‌কে যদি এই দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা হইলে রিলিজন্ ও ধ' সমানপদার্থ হইত।

রিলিজন্ (Religion)*Re*, back and *ligo*, to bind, এইরূপে সিদ্ধ হইয়াছে ‡ 'রিলিজন্'শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য মূল অর্থ হইতেছে, সংযমন (Restraint)। সংযমঃ বন্ধন ইত্যাদি শব্দগুলি শুনিলেই আমাদের মনে বেগ, গতি, প্রবৃত্তি প্রভৃতি শব্দ প্রতিপাদ্য-অর্থের রূপ প্রতিফলিত হয়, মনে হয় কোনরূপ বেগ, গতি বা প্রবৃত্তিে রোধকরিবার—কোন চলচ্ছক্তিকে স্থগিতকরিবার, কোন উদ্দাম অত্যুগ্রশক্তিে বাঁধিয়ারাখিবার কথা হইতেছে। রিলিজন্ মনুষ্যজগতের বিষয়, সুতরাং, এসং মনুষ্যলোকসম্বন্ধীয়—এসংযমন কোনরূপ মানবীয়বেগের, কোনপ্রকার মর্ত্তকর্ম্মে সংযমন, এনিরোধ মানবসমীহাসম্বন্ধীয়নিরোধ, এবন্ধন মনুষ্যের অখিলীকৃত প্রবৃত্তির বন্ধন।

রিলিজন্ তাহা হইলে কোন্ পদার্থ হইল?—'রিলিজন'শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ অর্থ হইতে আমরা অবগত হইলাম, যাহা অবিবেকবিষয়নিম্না বা পাপবহা প্রবৃত্তিে সংযত করে, উদ্দামবিষয়স্রোতস্বিনীবৃত্তিকে যাহা বন্ধন করে, তাহা রিলিজন্ §

* "Let us with caution indulge the supposition that morality can b maintained without religion.

Washington.

"As distinguished from morality religion denotes the influences an motives to human duty which are bound in the character and will of Goc while morality describes the duties to man, to which true religion alway influences."—

Webster's Dictionary.

† 'যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ' বৈশেষিকদর্শন ১।১।২।

‡ Webster's Dictionaryতে 'রিলিজন্'শব্দটীর যেযেরূপ নিরুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তা উদ্ধৃত হইল।

["Fr. & Sp. *Religion*, Pr. *Religio*, It. *Religione*, Lat. *Religio*, either fron *relegere*, to gather or collect again, to go through or over again in reading in speech, or in thought, *Religens*, revering the gods, pious, religious; o from *Religare*, to bind anew or back, to bind fast.]

["L. *religio,-onis—re*,back, and *ligo*, to bind."] lit. *That which bind one back from* doing something"

Chamber's Etymological Dictionary.

§ বলা বাহুল্য 'রিলিজন্'শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ বিদেশীয়দিগের হৃদয়ে ঠিক এই ভাবে গৃহীত হ নাই। 'ধর্ম্ম ব্যাখ্যা'-শীর্ষকপ্রস্তাবে এ[illegible] হইবে।